বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি

কোটবাড়ি, কুমিল্লা।

ISBN : 978-984-34-8217-4

নারীর ক্ষমতায়নে সমবায়

অর্জন, চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা

নারীর ক্ষমতায়নে সমবায়

অর্জন, চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা

- হরিদাস ঠাকুর
- মোহাঃ আব্দুল মজিদ
- মোঃ মোখলেছুর রহমান
- মোঃ জিয়াউল হক
- মোহাম্মদ সফিকুল ইসলাম
- জ্ঞানেন্দু বিকাশ চাকমা

নারীর ক্ষমতায়নে সমবায়: অর্জন, চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা
(Role of Cooperatives in Empowering Woman: Achievements, Challenges and Possibilities)

হরিদাস ঠাকুর, যুগ্মনিবন্ধক
মোহা: আব্দলু মজিদ, যুগ্মনিবন্ধক
মোঃ মোখলেছুর রহমান, উপনিবন্ধক
মোঃ জিয়াউল হক, উপনিবন্ধক
মোহাম্মদ সফিকুল ইসলাম, উপনিবন্ধক
জ্ঞানেন্দু বিকাশ চাকমা, উপনিবন্ধক

বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি
কোটবাড়ী, কুমিল্লা

নারীর ক্ষমতায়নে সমবায়: অর্জন, চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা

[মুজিববর্ষ উদযাপনের অংশ হিসেবে বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি, কোটবাড়ী, কুমিল্লা কর্তৃক সম্পাদিত গবেষণাগ্রন্থ]

উপদেষ্টা	:	মোঃ ইকবাল হোসেন. অধ্যক্ষ-অতিরিক্ত নিবন্ধক বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি, কোটবাড়ী, কুমিল্লা ।
প্রকাশক	:	অধ্যক্ষ, বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি, কোটবাড়ী, কুমিল্লা ।
টেলিফোন	:	০০-৮৮-০৮১-৭৬০১৭
ফ্যাক্স	:	০০-৮৮-০৮১-৭৬০১৭
ই-মেইল	:	bcacomilla@gmail.com
প্রচ্ছদ	:	শেখ ফজলুল করিম ও জয়দেব মিত্র
অক্ষরবিন্যাস	:	হরিদাস ঠাকুর ও পারভেজ বিপ্লব
মুদ্রণ	:	গতিয়া প্রিন্টিং এন্ড পাবলিকেশন
প্রকাশকাল	:	জুন, ২০২০
আইএসবিএন	:	৯৭৮-৯৮৪-৩৪-৮২১৭-৪
মূল্য	:	৫০০/- (পাঁচশত) টাকা মাত্র
গ্রন্থসত্ত্ব	:	বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি, কোটবাড়ী, কুমিল্লা ।

Narir Khomotayone Somobay: Arjon, Challenge O Somvabona [Role of Cooperatives in Empowering Woman: Achievements, Challenges and Possibilities] : a research book on the influence cooperative societies on Women empowerment conducted by the Research pannel of Bangladesh Cooperative Academy, Kotbari, Cumilla; published on June, 2020. Cover Design: Sheikh Fazlul Karim & Joydev Mitra. Copywright : Principal, Bangladesh Cooperative Academy, Kotbari, Cumilla. Price : Taka 500 (Five hundred) only.

ISBN : 978-984-34-8217-4

[**বিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ:** প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোনও অংশেরই কোনরূপ পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না, কোনও যান্ত্রিক উপায়ের (গ্রাফিক, ইলেকট্রনিক বা অন্য কোনও মাধ্যমে, যেমন ফটোকপি, টেপ বা পুনরুদ্ধারের সুযোগ সংবলিত তথ্য-সঞ্চয় করে রাখার পদ্ধতি) মাধ্যমে প্রতিলিপি করা যাবে না বা কোন ডিস্ক, টেপ, পারফোরেটেড মিডিয়া বা কোনও তথ্য সংরক্ষণের যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পুনরুৎপাদন করা যাবে না। এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে। তবে যথাযথ উৎস নির্দেশসহ গবেষণাকাজে এ বইয়ের তথ্য ব্যবহার করা যাবে।

Disclaimer: All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical or photocopying, recording or otherwise, without the prior permission of the publisher-copyright owner. Any person who does any unauthorized act in relation to this publication may be liable to criminal prosecution and civil claims for damages. Information of this book can be used for Research purpose only by citing proper reference.]

[**প্রচ্ছদ পরিচিতি:** নারী শক্তির প্রতীক- তাঁর ব্যাপ্তি চতুর্দিকে। ভূ-মণ্ডলে ও অন্তরীক্ষে তাঁর শক্তির প্রকাশগাঁথা। সভ্যতার চাকাকে এগিয়ে নিয়ে নারী আলোকেজ্জ্বল দীপ্তশিখায় উদ্ভাসিত করে চারিদিক। সমাজ প্রগতির প্রতিটি ধাপে নারীর পদচারণায় মুখর হয় বিশ্ব যদি নারীকে তার কর্মস্রোতের পথে বাধা না দেওয়া হয়।]

উৎসর্গ

হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি
স্বাধীনতার মহান স্থপতি
জাতির পিতা
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
সমবায় আন্দোলনের মাধ্যমে
নারী পুরুষ সকলকে সম্পৃক্ত করে
সুখী, সমৃদ্ধ ও উন্নত
'সোনার বাংলা' গড়তে চেয়েছিলেন।
জাতির পিতার এই দূরদর্শী স্বপ্ন
বাস্তবায়ন করতে
বাংলাদেশের যে সকল মহৎপ্রাণ মহিলা
সমবায়ী উদ্যোক্তা দেশের নারীদের
আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে
অনবদ্য অবদান রেখেছেন, রেখে চলেছেন
তাঁদের এই গবেষণা গ্রন্থটি
উৎসর্গ করা হলো।

বঙ্গবন্ধুর দর্শন সমবায়ে উন্নয়ন   মুজিববর্ষের প্রত্যয় এগিয়ে যাবে সমবায়

সমবায় আপ্তবাক্য ও নির্দেশনা

বঙ্গবন্ধুর দর্শন সমবায়ে উন্নয়ন   মুজিববর্ষের প্রত্যয় এগিয়ে যাবে সমবায়

১৩। উৎপাদনযন্ত্র, উৎপাদনব্যবস্থা ও বন্টনপ্রণালীসমূহের মালিক বা নিয়ন্ত্রক হইবেন জনগণ এবং এই উদ্দেশে মালিকানা-ব্যবস্থা নিম্নরূপ হইবে:

(ক) রাষ্ট্রীয় মালিকানা, অর্থাৎ অর্থনৈতিক জীবনের প্রধান প্রধান ক্ষেত্র লইয়া সুষ্ঠু ও গতিশীল রাষ্ট্রায়ত্ত সরকারী খাত সৃষ্টির মাধ্যমে জনগণের পক্ষে রাষ্ট্রের মালিকানা;

(খ) সমবায়ী মালিকানা, অর্থাৎ আইনের দ্বারা নির্ধারিত সীমার মধ্যে সমবায়সমূহের সদস্যদের পক্ষে সমবায়সমূহের মালিকানা; এবং

(গ) ব্যক্তিগত মালিকানা, অর্থাৎ আইনের দ্বারা নির্ধারিত সীমার মধ্যে ব্যক্তির মালিকানা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের পবিত্র সংবিধানে সমবায় খাতের স্বীকৃতি

আমার দেশের প্রতিটি মানুষ খাদ্য পাবে, আশ্রয় পাবে, শিক্ষা পাবে উন্নত জীবনের অধিকারী হবে- এই হচ্ছে আমার স্বপ্ন। এই পরিপ্রেক্ষিতে গণমুখী সমবায় আন্দোলনকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে। কেননা সমবায়ের পথ-সমাজতন্ত্রের পথ, গণতন্ত্রের পথ।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
৩০ জুন ১৯৭২ তারিখে বাংলাদেশ জাতীয় সমবায় ইউনিয়ন কর্তৃক আয়োজিত সমবায় সম্মেলনে প্রদত্ত বাণী

সরকারের উন্নয়ন প্রচেষ্টায় সমবায় সম্ভাবনাময় শক্তি। সমবায়ের অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দারিদ্র্যের অভিশাপ থেকে মুক্তি পেতে সমবায় সহায়ক শক্তি হতে পারে। দেশের উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করার ক্ষেত্রে সমবায় একটি পরীক্ষিত কৌশল।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা
২৫ নভেম্বর,২০১৮ খ্রিঃ তারিখে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে
৪৭তম জাতীয় সমবায় দিবস এবং জাতীয় সমবায় পুরস্কার ২০১৬ ও ২০১৭ বিতরণ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রদত্ত বক্তব্য

We will not measure the success of the Movement by the number of cooperative societies formed, but by the moral condition of the cooperators.

Mahatma Gandhi

A small body of determined spirits fired by an unquenchable faith in their mission can alter the course of history.

Mahatma Gandhi

Nothing truly valuable can be achieved except by the unselfish cooperation of many individuals.

Albert Einstein

Cooperatives have a key role to play in the economic, social and environmental pillars of sustainable development.

Juan Somavia, Former ILO Director-General

সূচিপত্র

মুখবন্ধ ১১
উপক্রমণিকা ১২
কৃতজ্ঞতা স্বীকার ১৪
সারণীর তালিকা ১৫
ছক-এর তালিকা ১৭
লেখচিত্রের তালিকা ১৮
চিত্র বিবরণী ২০
শব্দসংক্ষেপের তালিকা ২০
নির্বাহী সার-সংক্ষেপ ২১

প্রথম অধ্যায়: ভূমিকা

১.০১ প্রারম্ভিকা ৩১
১.০২ গবেষণার প্রেক্ষাপট/পটভূমি ৩২
১.০৩ গবেষণার কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ প্রত্যয়ের কার্যকরী সংজ্ঞায়ন ৪০
১.০৪ গবেষণার যৌক্তিকতা ৪৩
১.০৫ গবেষণা বিষয়ের উপর সমবায় অধিদপ্তরের ফোকাস ৪৫
১.০৬ গবেষণা বিষয়ের উপর নুণ্যতম কার্যসম্পাদন ৪৬
১.০৭ বিষয়ের উপর সীমিত গবেষণা ৪৭
১.০৮ গবেষণার বিষয়ের ওপর কতিপয় প্রশ্ন ৪৮
১.০৯ গবেষণার কাঙ্খিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ৪৮
১.১০ গবেষণার অনুকল্প ৪৮
১.১১ গবেষণার পরিধি ৪৯
১.১২ গবেষণার গুরুত্ব ৫০
১.১৩ গবেষণার সীমাবদ্ধতা ৫০
১.১৪ উপসংহার ৫১

দ্বিতীয় অধ্যায়: গবেষণার প্রাসঙ্গিক তথ্য পর্যালোচনা

২.০১ প্রারম্ভিকা ৫২
২.০২ গবেষণার বিষয়ে প্রাপ্ত সাহিত্যের বিবরণ ৫২
২.০৩ গবেষণার গ্যাপ ৬২
২.০৪ ধারণাগত মডেল ৬২
২.০৫ গবেষণার প্রাসঙ্গিক সাহিত্য পর্যালোচনায় প্রাপ্ত বিষয়সমূহ ৬৪
২.০৬ উপসংহার ৬৪

তৃতীয় অধ্যায়: গবেষণা পদ্ধতি

৩.০১	প্রারম্ভিকা	৬৫
৩.০২	গবেষণা	৬৫
৩.০৩	গবেষণা এপ্রোচসমূহ	৬৫
৩.০৪	গবেষণার জন্য পদ্ধতি নির্ধারণ	৬৬
৩.০৫	গবেষণা নকশা	৬৭
৩.০৬	উত্তরদাতাদের স্যাম্পলিং ও নির্বাচনের যৌক্তিতা	৬৮
৩.০৭	জরিপ প্রশ্নমালা প্রস্তুতি	৭০
৩.০৮	গবেষণার জন্য নারীর ক্ষমতায়ন চিহ্নিতকরণের মানদণ্ড/নির্ণায়ক	৭০
৩.০৯	উত্তরদাতা/তথ্য প্রদানকারীর শ্রেণি	৭১
৩.১০	তথ্য সংগ্রহ ও উত্তরদাতাদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ	৭১
৩.১১	তথ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, বিশ্লেষণ এবং উপস্থাপন	৭১
৩.১২	সংগৃহীত তথ্যের গ্রহণযোগ্যতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা নিরূপণ	৭২
৩.১৩	গবেষণার বাস্তবায়ন দল	৭৩
৩.১৪	উপসংহার	৭৪

চতুর্থ অধ্যায় : তথ্য বিশ্লেষণ ও আলোচনা

৪.০১	প্রারম্ভিকা	৭৫
৪.০২	সমবায়ের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়নের মানদণ্ড/নির্ণায়কসমূহ	৭৫
৪.০৩	সমিতির তালিকা ও স্যাম্পল সাইজ নির্ধারণ এবং তথ্য সংগ্রহ	৭৬
৪.০৪	জরিপ প্রশ্নমালা-০০১ এর বিশ্লেষণ ও আলোচনা	৭৭
৪.০৫	জরিপ প্রশ্নমালা-০০২ এর বিশ্লেষণ ও আলোচনা	১০৫
৪.০৬	জরিপ প্রশ্নমালা-০০৩ এর বিশ্লেষণ ও আলোচনা	১২৯
৪.০৭	জরিপ প্রশ্নমালা-০০৪ এর বিশ্লেষণ ও আলোচনা	১৪৪
৪.০৮	উপসংহার	১৫৮

পঞ্চম অধ্যায়: ফোকাস দলীয় আলোচনা

৫.০১	প্রারম্ভিকা	১৫৯
৫.০২	ফোকাস দলীয় আলোচনার যৌক্তিকতা	১৫৯
৫.০৩	গবেষণা দল কর্তৃক ফোকাস দলীয় আলোচনা সম্পাদন	১৬০
৫.০৪	উপসংহার	১৬৯

ষষ্ঠ অধ্যায় : সফল সমবায় সমিতির উপর কেস স্টাডি

৬.০১	প্রারম্ভিকা	১৭০
৬.০২	বারিধারা মহিলা সমবায় সমিতি লিমিটেড এর সাফল্যগাঁথা	১৭০
৬.০৩	উপসংহার	১৭৫

সপ্তম অধ্যায়: গবেষণার খসড়া প্রতিবেদনের উপর কর্মশালা

৭.০১	কর্মশালার পটভূমি	১৭৬
৭.০২	কর্মশালা থেকে প্রাপ্ত পর্যবেক্ষণ ও অভিমত	১৭৭
৭.০৩	রিসোর্স পারসনদের মতামত ও পরামর্শ	১৮০
৭.০৪	উপসংহার	১৮৫

অষ্টম অধ্যায় : উপসংহার ও সুপারিশমালা

৮.০১	প্রারম্ভিকা	১৮৬
৮.০২	জরীপ প্রশ্নমালার উত্তরদাতা ও অংশীজনের কাছ থেকে মতামত ও সুপারিশ	১৮৬
৮.০৩	কর্মশালা থেকে প্রাপ্ত মতামত ও সুপারিশ	১৯৭
৮.০৪	গবেষণা থেকে প্রাপ্ত সার্বিক ফলাফল	১৯৮
৮.০৫	সমবায় অধিদপ্তর ও সমবায়ীদের মাঝে বিদ্যমান গ্যাপ	১৯৯
৮.০৬	গবেষণা থেকে প্রাপ্ত শিক্ষা	২০০
৮.০৭	ভবিষ্যৎ গবেষণার দিকনির্দেশনা	২০০
৮.০৮	গবেষণার সার্বিক মন্তব্য ও সুপারিশমালা	২০১
	সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি	২০২
	পরিশিষ্টসমূহ	২০৭

মুখবন্ধ

বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি এদেশে সমবায় প্রশিক্ষণ-এর একটি অগ্রগণ্য ও শীর্ষ প্রতিষ্ঠান। সৃষ্টিলগ্ন থেকে এ প্রতিষ্ঠান এদেশের সমবায়ী জনগণের প্রশিক্ষণ সেবায় নিয়োজিত থেকে কার্যক্রম চালিয়ে আসছে এবং এদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা রেখে চলছে।

বাংলাদেশের সমবায় আন্দোলনে, বাংলাদেশ সমবায় একাডেমির নাম ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। বর্তমান অর্থবছরসহ বিগত ২০১৫ সাল হতে বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি গবেষণা কার্যক্রম চালিয়ে আসছে। তারই ধারাবাহিকতায় এ বছরও 'নারীর ক্ষমতায়নে সমবায়: অর্জন, চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা' শীর্ষক একটি গবেষণা কার্যক্রম সম্পাদন করা হয়েছে যা নিঃসন্দেহে একটি সময় ও চাহিদা উপযোগী গবেষণাকর্ম, কারণ সমবায় আন্দোলনে নারীদের ভূমিকা ও অবদানের মূল্যায়ন এর আগে গবেষণার নিরিখে করা হয়নি। তাই সমবায় ও নারীর ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে এটি একটি অনন্য দলিল। আশা করছি এ গবেষণা কার্যক্রমের সুপারিশ বাস্তবায়নের মাধ্যমে সমবায় আন্দোলনের একটি নতুন মাত্রা সূচিত হবে। সমবায় অধিদপ্তর এবং পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ এ গবেষণাকর্মের সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করবে মর্মে আমরা প্রত্যাশা করি।

বর্তমানে করোনার ভয়াবহ পরিস্থিতি মোকাবেলা করছে বিশ্ব। করোনার এই দুঃসময়ে প্রচণ্ড প্রতিকূলতা ও নানাবিধ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করেই গবেষণা কার্যক্রমটি সম্পাদন করা হয়েছে। সমবায় অধিদপ্তরের নিবন্ধক ও মহাপরিচালক জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম মহোদয় নিরন্তর উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা জুগিয়েছেন। এছাড়াও বাংলাদেশ সমবায় একাডেমির অধিকাংশ প্রথম শ্রেণির পদ শূণ্য থাকা সত্ত্বেও বিগত পাঁচ বছরে গবেষণা, কর্মশালা, সেমিনার, ইনোভেশন কার্যক্রম নিয়মিত সম্পাদন করা হয়েছে। এটি আমার নিবেদিতপ্রাণ সহকর্মীদের একাগ্রতা ও কর্তব্যনিষ্ঠার ফসল বলে আমি মনে করি।

আমি মনে করি এ বছরের গবেষণার বিষয়টি অত্যন্ত লাগসই ও যুগোপযোগি যা এদেশের সকল মানুষকে নারীর কর্মমূল্যায়নপূর্বক সমবায় সমিতি গঠন ও পরিচালনায় নতুন দিগন্ত প্রসারিত করবে। আমার বিশ্বাস এই গবেষণা গ্রন্থটি এদেশের সমবায় আন্দোলনে জাগরণ সৃষ্টি করবে যা শিক্ষাবিদ, পরিকল্পনাবিদ, শিক্ষক, সফল সমবায়ী, সমবায় চিন্তাবিদ ও সমবায় নিয়ে কাজ করতে ইচ্ছুক বিভিন্ন ব্যক্তি ও সংগঠনকে ব্যাপকভাবে সহযোগিতা করবে।

আমি গবেষণা কাজে নিয়োজিত গবেষক দলকে তাদের অক্লান্ত ও নিরন্তর প্রচেষ্টার জন্য অভিবাদন জানাই।

(মোঃ ইকবাল হোসেন)
অধ্যক্ষ
বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি
ও গবেষণা উপদেষ্টা।

উপক্রমণিকা

সমবায় হচ্ছে এর সদস্যদের আর্থিক ও সামাজিক উন্নয়নের একটি পরীক্ষিত প্ল্যাটফর্ম। সমবায়কে বাহন করে পুরুষের পাশাপাশি নারীরা এগিয়ে যাচ্ছেন উন্নয়নের পথে। বাংলাদেশের মহিলারা নানানভাবে নানান ধরনের বৈষম্যের শিকার। সমবায় চেতনা ও আদর্শ আমাদের এই বৈষম্য নিরসনের দিশা দেয়। আমাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা জানান দেয় নারীরা আমাদের সমাজে বহুমাত্রিক বৈষম্যমূলক সম্পর্ক নিয়ে বসবাস করছে পরিবারে-সমাজে ও রাষ্ট্রে। এই বৈষম্যমূলক অবস্থায় রয়েছে: পারিবারিক প্রেক্ষাপট; সামাজিক প্রেক্ষাপট; অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট; রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট; সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট; আইনগত প্রেক্ষাপট; ধর্মীয় প্রেক্ষাপট; নৈতিক প্রেক্ষাপট; পুরুষতান্ত্রিক তথা পিতৃতান্ত্রিক প্রেক্ষাপট ইত্যাদি। এই সমস্ত প্রেক্ষাপটের বিপরীতেই নারীকে সংগ্রাম করতে হচ্ছে ঘরে এবং ঘরের বাইরের প্রতিকুল শক্তিসমূহের বিরুদ্ধে। অথচ বিরূপ প্রেক্ষাপটের বিরুদ্ধেও নারীরা সংগ্রাম করছে, শ্রম দিচ্ছে, দেশ ও সমাজের উন্নয়নে কাজ করে চলেছে দিবারাত্রি-নীরবে শতভাগ উজার করে দিয়ে। সমবায় এইসব বিরূপ ও প্রতিকূল অবস্থার বিপরীতে নারীদের উন্নয়ন ঘটায়-তাদের ক্ষমতায়িত করে পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রে।

বাংলাদেশে সমবায় আন্দোলনের সুদীর্ঘ ইতিহাসে এ আন্দোলনের ব্যর্থতার পাশাপাশি সফলতার ইতিহাসও রয়েছে। এই দুয়ের বিপরীত কোটিতে দাঁড়িয়ে আমরা সমবায়ের মাধ্যমে নারীদের ক্ষমতায়ন তথা উন্নয়নের বিষয়ে গবেষণার কাজটি সম্পাদন করেছি। এটি বাংলাদেশের সমবায় আন্দোলন তথা নারীর জাগরণ ও ক্ষমতায়নের প্রতি আমাদের দায়বদ্ধতার স্মারক বলে আমরা মনে করি।

এখানে উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি এ দেশে সমবায় প্রশিক্ষণে অগ্রণী প্রতিষ্ঠান। এখানে গবেষণা কার্যক্রম চালানোর মতো পর্যাপ্ত জনবল ও লজিস্টিক সাপোর্ট নেই। তা সত্ত্বেও ২০১৫ সাল হতে প্রশিক্ষণের পাশাপাশি গবেষণা কার্যক্রম সম্পাদিত হচ্ছে। আমাদের নিবেদিতপ্রাণ সহকর্মীবৃন্দ নিরলস পরিশ্রম করে এ ধরনের কাজ করে থাকেন।

'নারীর ক্ষমতায়নে সমবায়: অর্জন, চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা' শিরোনামটির গুরুত্ব অপরিসীম। এ বিষয় নিয়ে গবেষণা কার্যক্রম চালানো আমাদের জন্য বিরাট চ্যালেঞ্জ ছিল। তারপরেও আমরা চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করি এবং এতদসংক্রান্ত সমস্ত প্রক্রিয়া যেমন-পরিকল্পনা প্রণয়ন, প্রশ্নমালা তৈরী, সমবায়ীদের মতামত গ্রহণ, সুপারিশমালা তৈরীসহ সমস্ত কার্যক্রম সম্পাদন করি। সমগ্র দেশ থেকে সমবায়ীদের এবং সমবায় কর্মকর্তাদের থেকে তথ্য সংগ্রহ, প্রাপ্ত তথ্য, উপাত্ত এবং মতামত যাচাই বাছাই নিঃসন্দেহে একটি বিরাট কাজ। আমরা আশা করি এই ধরনের গবেষণার ফলাফল ভবিষ্যতে সমবায় বিভাগের কর্মপন্থা নির্ধারণে বিশেষ সহায়ক হবে।

উল্লেখিত বিষয়ে ইতোপূর্বে কোন গবেষণা কর্ম না থাকা এবং সমবায় অধিদপ্তরে সফল মহিলা ও মহিলাসম্পৃক্ত সমিতির বিষয়ে যথোপযুক্ত তথ্য না থাকা ছিল আমাদের একটি বড় সীমাবদ্ধতা। তা সত্ত্বেও আমাদের গবেষণা কমিটির আন্তরিক ও সত্যিকার প্রচেষ্টার ফলে আমরা জেলা সমবায় অফিসারদের নিকট থেকে সফল মহিলা ও মহিলাসম্পৃক্ত সমবায় সমিতির তালিকা

সংগ্রহ করে একটি ভারসাম্য ও তথ্যবহুল গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছি বলে বিশ্বাস করি । আমি গবেষণার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকেই তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণের জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই ।

বর্তমান গবেষণা গ্রন্থটি বাংলাদেশ সমবায় একাডেমির একটি একান্ত নিজস্ব কর্মপ্রচেষ্টার ফসল । আমরা গবেষণা গ্রন্থটিকে সার্বিকভাবে ক্রটিমুক্ত করার আপ্রাণ চেষ্টা করেছি । করোনার এই ভয়াবহ দুঃসময়ের মাঝেও আমার সহকর্মীবৃন্দ গবেষণা গ্রন্থের বিষয়ে ছিলেন শতভাগ একনিষ্ঠ । বিশেষতঃ বাংলাদেশ সমবায় একাডেমির অধ্যাপক (প্রশাসন ও প্রশিক্ষণ) জনাব মোহাম্মদ সফিকুল ইসলাম, গবেষণা সহকারি জনাব মুহম্মদ ওমর ফারুক মজুমদার ও প্রভাষক জনাব মোঃ মীর হোসেন চরম প্রতিকূলতার মাঝেও প্রেসে এসে প্রুফ সংশোধন ও অন্যান্য কাজ করেছেন । এটি গবেষণা কাজের প্রতি তাদের নিবেদিত থাকার প্রকৃষ্ট প্রমাণ হিসেবে গণ্য হতে পারে । সার্বিকভাবে গ্রন্থটিকে ক্রটিমুক্ত করার এই প্রয়াসের পরও কিছু মানবিক ও প্রক্রিয়াগত প্রমাদ গ্রন্থটিতে থেকে যেতে পারে আমাদের অজ্ঞাতসারে । এ জন্য আমরা সহৃদয় পাঠক ও সংশ্লিষ্টদের ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টি ও সুবিবেচনা কামনা করছি ।

আমরা বিশ্বাস করি, আমাদের গবেষণা প্রতিবেদনটি যদি সমবায় অঙ্গনে ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে সফল হয় তাহলেই আমাদের সকলের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা সফল হবে । আমাদের বিশ্বাস এই প্রতিবেদন সমবায় দপ্তরের কাজের গুণগত পরিবর্তনে সহায়ক হবে যা বস্তুতঃপক্ষে দেশের আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে ।

মহান স্রষ্টা আমাদের সহায় হউন ।

(হরিদাস ঠাকুর)
উপাধ্যক্ষ
বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি
কোটবাড়ী, কুমিল্লা
ও
গবেষণা পরিচালক

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

পরম করুণাময় মহান স্রষ্টার আশীষে আমরা 'নারীর ক্ষমতায়নে সমবায় : অর্জন, চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা' শিরোনামের গবেষণা কার্যক্রমের প্রতিবেদন প্রকাশ করতে যাচ্ছি । এই গবেষণা কর্মসম্পাদনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দ প্রদানের জন্য আমরা পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ এবং সমবায় অধিদপ্তরের নিকট গভীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি ।

বাংলাদেশ সমবায় একাডেমির অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষ সমবায় অধিদপ্তরের নিবন্ধক ও মহাপরিচালক জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম মহোদয়ের সাথে এ বছরের গবেষণার বিষয়ে আলোচনা করলে 'নারীর ক্ষমতায়ন ও সমবায়' নিয়ে গবেষণা করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং গবেষণা কর্মের শিরোনাম 'নারীর ক্ষমতায়নে সমবায়: অর্জন, চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা' নির্ধারণ করে তিনি আমাদের গবেষণাকাজে উৎসাহিত করেন । আমরা তাঁর প্রতি গভীরভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি ।

আমরা আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাচ্ছি বাংলাদেশ সমবায় একাডেমির অধ্যক্ষ জনাব মো: ইকবাল হোসেন মহোদয়কে তাঁর সার্বিক নির্দেশনা ও বন্ধুসুলভ সহযোগিতা ও গবেষণার ক্ষেত্রে নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা প্রদানের জন্য । বস্তুত বর্তমান দায়িত্বরত অধ্যক্ষ অত্র একাডেমিতে যোগদান করার পর থেকেই সমবায়বান্ধব বিভিন্ন বিষয় নিয়ে নিয়মিত গবেষণা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে । এছাড়াও তিনি গবেষণার বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ প্রদান ও খসড়া পরিমার্জনেও সহায়ক ভূমিকা রেখেছেন ।

সকল জেলা সমবায় অফিসারগণ সফল সমবায় সমিতির তথ্য দিয়ে আমাদের গবেষণা কাজকে সহজ করেছেন, এজন্য আমরা তাঁদের নিকট কৃতজ্ঞ । তথ্য সংগ্রহকারী তথা বিভিন্ন জেলা পর্যায়ের ও অন্যান্য অফিসের পরিদর্শক, প্রশিক্ষক, তাঁত তত্ত্বাবধায়ক ও সরেজমিনে তদন্তকারীগণকে আমরা এই কাজে সহযোগিতার জন্য অশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি । আমরা আরও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি মহিলা ও মহিলাসম্পৃক্ত সফল সমবায় সমিতির সদস্য ও ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের যারা আমাদেরকে প্রাথমিক তথ্য উপাত্ত দিয়ে সহযোগিতা করেছেন ।

আমরা আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি সকল অংশগ্রহণকারীদের প্রতি, যারা কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেছেন এবং আমাদেরকে মূল্যবান মতামত প্রদান করে সহযোগিতা করেছেন । আমরা আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যাপক ও প্রাক্তন উপ-পরিচালক, বার্ড জনাব ড. জিল্লুর রহমান পল-এর নিকট; যিনি এই গবেষণা কর্মের সকল পর্যায়ে আমাদেরকে নিরন্তর সহযোগিতা করেছেন । বার্ড, বিভিন্ন দপ্তরের বিশেষজ্ঞবৃন্দ, বিশিষ্ট সমবায়ীবৃন্দ আমাদেরকে তাঁদের মেধা ও অভিজ্ঞতা দিয়ে সাহায্য করেছেন যা ছিল সত্যিই আমাদের নিকট অনন্য প্রাপ্তি ।

আমরা গবেষণা কমিটির সদস্যদেরকে তাঁদের আন্তরিক ও সময়নিষ্ঠ প্রচেষ্টার জন্য নিরন্তর অভিবাদন জানাই । এখানে উল্লেখ্য যে, গবেষণা কমিটির সদস্যদের আন্তরিক ও শ্রমসাধ্য সহযোগিতা ছাড়া এই কাজ করা কোনোক্রমেই সম্ভব হতো না । বিশেষতঃ গবেষকদলের সম্মানিত সদস্যবৃন্দ অত্যন্ত আন্তরিকভাবে অক্লান্ত পরিশ্রম ও নিষ্ঠার সাথে গবেষণা প্রতিবেদনের খসড়া তৈরী করেছেন, এজন্য শুধু ধন্যবাদ দেয়াই যথেষ্ট নয়; এ ধরণের সৃজনশীল কাজে তাঁদের উত্তরোত্তর সাফল্যও কামনা করছি ।

আন্তরিকতার সাথে গবেষণা প্রতিবেদনের প্রচ্ছদ এঁকে দেয়ার জন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি জেলা সমবায় অফিসার বাগেরহাট জনাব শেখ ফজলুল করিম শান্ত'র নিকট । এছাড়াও প্রচ্ছদের কাজে সহযোগিতা করেছেন জয়দেব মিত্র । তাকেও ধন্যবাদ জানাই ।

সবশেষে আমি এই মহৎ কাজে যারা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে আমাদের সহযোগিতা করেছেন যাদের নাম উল্লেখ করা হয়নি সেই নেপথ্যের কারিগরদের সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই ।

(হরিদাস ঠাকুর)
উপাধ্যক্ষ ও গবেষণা পরিচালক
বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি
কোটবাড়ী, কুমিল্লা

সারণির তালিকা

সারণি-০১ : উত্তরদাতার সংখ্যা নির্ধারণ ৬৯
সারণি -০২ : গবেষণার স্যাম্পলিং ৬৯
সারণি -০৩ : সারাদেশ থেকে প্রাপ্ত মহিলা ও মহিলাসম্পৃক্ত সমবায় সমিতির সংখ্যা সারণি ৭৬
সারণি -০৪ : গবেষণার জন্য নির্বাচিত মহিলা ও মহিলাসম্পৃক্ত সমবায় সমিতির সংখ্যা ৭৬
সারণি -০৫ : সমিতিতে অবস্থান সম্পর্কে মতামত ৭৮
সারণি -০৬ : সমিতিতে শেয়ারের গড় পরিমাণ সম্পর্কে মতামত ৭৯
সারণি -০৭ : সমিতিতে সঞ্চয় সম্পর্কে মতামত ৭৯
সারণি -০৮ : সমিতির লাভ প্রতি বছর বণ্টন সম্পর্কে মতামত ৮০
সারণি -০৯ : সমিতিতে নারী-পুরুষ সম্পর্কে মতামত ৮০
সারণি -১০ : সমিতিতে সদস্য হওয়ার জন্য সম্মানিতবোধ হওয়া সম্পর্কে মতামত ৮১
সারণি -১১ : আইন-কানুন ও সেবা পেতে অর্জিত জ্ঞান কাজে লাগা সম্পর্কে মতামত ৮২
সারণি -১২ : নিজের স্বাস্থ্য সেবা পেতে সিদ্ধান্ত গ্রহণে অর্জিত জ্ঞান কাজে লাগা সম্পর্কে মতামত ৮৪
সারণি -১৩ : নিজের সন্তানের স্বাস্থ্য সেবা দিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণে অর্জিত জ্ঞান কাজে লাগা সম্পর্কে মতামত ৮৫
সারণি -১৪ : নারীর প্রতি বৈষম্য ও অধিকার সম্পর্কিত জ্ঞান কাজে লাগা সম্পর্কে মতামত ৮৬
সারণি -১৫ : সমিতির সদস্য হওয়ার সাথে ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ ক্ষমতা কীভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে তার সম্পর্কে মতামত ৮৮
সারণি -১৬ : জাতীয় বা স্থানীয় সরকার নির্বাচনে অংশ নিয়ে উত্তীর্ণ হওয়া সম্পর্কে মতামত ৮৯
সারণি -১৭ : সমিতির সদস্য হিসেবে প্রাপ্ত সুবিধা সম্পর্কে মতামত ৯১
সারণি -১৮ : সমিতির সদস্য হিসেবে আত্ম-কর্মসংস্থান না হওয়ার কারণ সম্পর্কে মতামত ৯২
সারণি -১৯ : সমিতির সদস্য হওয়াতে আয় বৃদ্ধি হওয়া সম্পর্কে মতামত ৯২
সারণি -২০ : সমিতি হতে প্রাপ্ত বর্ধিত আয় খরচের সিদ্ধান্ত গ্রহণসম্পর্কে মতামত ৯৩
সারণি -২১ : আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সমবায় বিভাগ/সমবায় অফিসের অবদান সম্পর্কে মতামত ৯৪
সারণি -২২ : উৎপাদনমুখী কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্তি সম্পর্কে মতামত ৯৪
সারণি -২৩ : উৎপাদিত পণ্যের ধরণ সম্পর্কে মতামত ৯৫
সারণি -২৪ : ব্যবসায়িক উদ্যোগ থেকে সেবা প্রদান সম্পর্কে মতামত ৯৬
সারণি -২৫ : উৎপাদনমুখী/ব্যবসায়িক উদ্যোগের পরিকল্পনার ধরণ সম্পর্কে মতামত ৯৮
সারণি -২৬ : উৎপাদনমুখী/ব্যবসায়িক উদ্যোগের পরিকল্পনার ধরণ সম্পর্কে মতামত ৯৯
সারণি -২৭ : সমিতির নেতৃত্বে যাওয়ার ক্ষেত্রে বাধার ধরণ সম্পর্কে মতামত (প্রশ্ন-৬.০৪) ৯৯
সারণি -২৮ : সমবায়ের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়নে বাধা সম্পর্কে মতামত ১০০
সারণি -২৯ : সমবায়ের মাধ্যমে ব্যবসার ক্ষেত্রে পুঁজির সংকটের ধরণ সম্পর্কে মতামত ১০২
সারণি -৩০ : নারীর উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে সমবায় সমিতির করণীয় সম্পর্কে মতামত ১০৩
সারণি -৩১ : সমবায় সমিতির উপযুক্ত সহায়তা পেলে বেশি সফল হওয়ার সম্ভাবনার ক্ষেত্র সম্পর্কে মতামত ১০৪
সারণি -৩২ : নারীর ক্ষমতায়নে সমবায় বিভাগ ও সমবায় অফিসের নিকট প্রত্যাশিত সহযোগিতা সম্পর্কে মতামত ১০৪

সারণি -৩৩ : সমবায়ের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন সম্পর্কে মতামত ১০৫
সারণি -৩৪ : সমিতিতে নারী-পুরুষ সদস্যের অনুপাত সম্পর্কে মতামত ১০৭
সারণি -৩৫ : ব্যবস্থাপনা কমিটিতে নারী-পুরুষ সদস্যের অনুপাত সম্পর্কে মতামত ১০৮
সারণি -৩৬ : সমিতিতে সম্পৃক্তিতে নারীর সম্মানিতবোধ হওয়ার ধরণ সম্পর্কে মতামত ১১০
সারণি -৩৭ : জাতীয় বা স্থানীয় সরকার নির্বাচনে নারী সদস্যের অংশগ্রহণ ও জয়ী হওয়া সম্পর্কে মতামত ১১১
সারণি -৩৮ : সমিতির সদস্য হিসেবে নারীর প্রাপ্ত সুবিধা সম্পর্কে মতামত ১১২
সারণি -৩৯ : সমিতির সদস্য হওয়ার পর নারীর আয় বৃদ্ধি হওয়া সম্পর্কে মতামত ১১৩
সারণি -৪০ : নারী সদস্য কর্তৃক উৎপাদিত পণ্যের ধরণ সম্পর্কে মতামত ১১৬
সারণি -৪১ : নারী সদস্যদের ব্যবসায়িক উদ্যোগ থেকে সেবা প্রদান সম্পর্কে মতামত ১১৭
সারণি -৪২ : নারী সদস্যের উৎপাদনমুখী কর্মকাণ্ড/ ব্যবসায়িক উদ্যোগের পরিকল্পনা গ্রহণ সম্পর্কে মতামত ১১৮
সারণি -৪৩ : নারী সদস্যের উৎপাদনমুখী/ ব্যবসায়িক উদ্যোগের পরিকল্পনার ধরণ সম্পর্কে মতামত ১১৮
সারণি -৪৪ : নারীদের সমিতির সদস্য হওয়াতে বাধার ধরণ সম্পর্কে মতামত ১১৯
সারণি -৪৫ : নারী সদস্যের ক্ষেত্রে স্বামী বা পরিবারের লোকের আপত্তি সম্পর্কে মতামত ১২০
সারণি -৪৬ : স্ত্রী নিজের সমিতির সদস্য না হওয়ার কারণ সম্পর্কে মতামত ১২১
সারণি -৪৭ : সমবায়ে নারীর সদস্য হওয়ার বাধার ধরণ সম্পর্কে মতামত ১২২
সারণি -৪৮ : সমবায়ে নারী সদস্য হওয়ার ক্ষেত্রে বাধার ক্ষেত্র সম্পর্কে মতামত ১২২
সারণি -৪৯ : ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য হওয়ার ক্ষেত্রে নারী হিসেবে বাধার ধরণসমূহ ১২৩
সারণি -৫০ : সমবায়ের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়নে সম্ভাব্য বাধার ধরণ সম্পর্কে মতামত ১২৪
সারণি -৫১ : সমবায়ের মাধ্যমে ব্যবসা করার ক্ষেত্রে নারীর বড় বাধার ধরণ সম্পর্কে মতামত ১২৫
সারণি -৫২ : নারীর উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে সমবায় সমিতির করণীয় সম্পর্কে মতামত ১২৬
সারণি -৫৩ : সমবায় সমিতির উপযুক্ত সহায়তা পেলে বেশি সফল হওয়ার সম্ভাবনার ক্ষেত্র সম্পর্কে মতামত ১২৭
সারণি -৫৪ : নারীর ক্ষমতায়নে সমবায় বিভাগ ও সমবায় অফিসের নিকট প্রত্যাশিত সহযোগিতা সম্পর্কে মতামত ১২৮
সারণি -৫৫ : সমবায়ের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন সম্পর্কে মতামত ১২৮
সারণি -৫৬ : নারী সমবায় সমিতির সংখ্যা নিয়ে মতামত ১২৯
সারণি -৫৭ : সমিতিতে নারী সমবায়ীর সংখ্যা সম্পর্কে মতামত ১২৯
সারণি -৫৮ : নারী সমবায়ীর সফলতার পেছনে সমিতি অবদান সম্পর্কে মতামত ১৩১
সারণি -৫৯ : নারী সমবায়ীর সফলতার পেছনে সমবায় বিভাগের অবদান সম্পর্কে মতামত ১৩১
সারণি -৬০ : সমবায়ের সদস্য হওয়ার ক্ষেত্রে নারীর বাধার ধরণ সম্পর্কে মতামত ১৩২
সারণি -৬১ : সমবায়ের নেতৃত্বে আসার ক্ষেত্রে নারীর বাধার ধরণ সম্পর্কে মতামত ১৩৩
সারণি -৬২ নারীদের ক্ষমতায়নের জন্য সমবায় বিভাগের ভবিষ্যতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপসম্পর্কে মতামত ১৩৩
সারণি -৬৩ সমবায়ের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়নে সম্ভাব্য বাধার ধরণ সম্পর্কে মতামত ১৩৪
সারণি -৬৪ সমবায়ের মাধ্যমে ব্যবসা করার ক্ষেত্রে নারীদের বড় বাধা সম্পর্কে মতামত ১৩৫
সারণি -৬৫ সমিতির সদস্য হওয়ার পর নারীর আয় বৃদ্ধি হওয়া সম্পর্কে মতামত ১৩৭

সারণি -৬৬	নারী সদস্য কর্তৃক উৎপাদিত পণ্যের ধরণ সম্পর্কে মতামত	১৪০
সারণি -৬৭	নারী সদস্যদের ব্যবসায়িক উদ্যোগ থেকে সেবা প্রদান সম্পর্কে মতামত	১৪১
সারণি -৬৮	নারী সদস্যের উৎপাদনমুখী/ব্যবসায়িক উদ্যোগের পরিকল্পনার ধরণ সম্পর্কে মতামত	১৪২
সারণি -৬৯	নারীর উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে সমবায় সমিতির করণীয় সম্পর্কে মতামত	১৪৩
সারণি -৭০	সমবায় সমিতির উপযুক্ত সহায়তা পেলে বেশি সফল হওয়ার সম্ভাবনার ক্ষেত্র সম্পর্কে মতামত	১৪৩
সারণি -৭১	নারীর ক্ষমতায়নে সমবায় বিভাগ ও সমবায় অফিসের নিকট প্রত্যাশিত সহযোগিতা সম্পর্কে মতামত	১৪৪
সারণি -৭২	সংস্থার উদ্যোগে সংগঠিত নারী সমবায় সমিতির সংখ্যা নিয়ে মতামত	১৪৫
সারণি -৭৩	সংস্থার উদ্যোগে সমিতিতে নারী সমবায়ীর সংখ্যা সম্পর্কে মতামত	১৪৫
সারণি -৭৪	নারী সমবায়ীর সফলতার পেছনে সমবায় বিভাগের অবদান সম্পর্কে মতামত	১৪৬
সারণি -৭৫	সমবায়ের সদস্য হওয়ার ক্ষেত্রে নারীর বাধার ধরণ সম্পর্কে মতামত	১৪৭
সারণি -৭৬	সমবায়ের নেতৃত্বে আসার ক্ষেত্রে নারীর বাধার ধরণ সম্পর্কে মতামত	১৪৭
সারণি -৭৭	নারীদের ক্ষমতায়নের জন্য সমবায় বিভাগের ভবিষ্যতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ সম্পর্কে মতামত	১৪৮
সারণি -৭৮	সমবায়ের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়নে সম্ভাব্য বাধার ধরণ সম্পর্কে মতামত	১৪৯
সারণি -৭৯	সমবায়ের মাধ্যমে ব্যবসা করার ক্ষেত্রে নারীদের বড় বাধাসম্পর্কে মতামত	১৪৯
সারণি -৮০	সমিতির সদস্য হিসেবে নারীর প্রাপ্ত সুবিধা সম্পর্কে মতামত	১৫০
সারণি -৮১	সমিতির সদস্য হওয়ার পর নারীর আয় বৃদ্ধি হওয়া সম্পর্কে মতামত	১৫১
সারণি -৮২	নারী সদস্যের আর্থিক ও সামাজিক উন্নয়নে সমবায় সমিতির অবদান সম্পর্কে মতামত	১৫২
সারণি -৮৩	নারী সদস্যের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সমবায় বিভাগ/সমবায় অফিসের অবদান সম্পর্কে মতামত	১৫৩
সারণি -৮৪	নারী সদস্য কর্তৃক উৎপাদিত পণ্যের ধরণ সম্পর্কে মতামত	১৫৪
সারণি -৮৫	নারী সদস্যদের ব্যবসায়িক উদ্যোগ থেকে সেবা প্রদান সম্পর্কে মতামত	১৫৫
সারণি -৮৬	নারী সদস্যের উৎপাদনমুখী/ব্যবসায়িক উদ্যোগের পরিকল্পনার ধরণ সম্পর্কে মতামত	১৫৬
সারণি -৮৭	নারীর উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে সমবায় সমিতির করণীয় সম্পর্কে মতামত	১৫৭
সারণি -৮৮	সমবায় সমিতির উপযুক্ত সহায়তা পেলে বেশি সফল হওয়ার সম্ভাবনার ক্ষেত্র সম্পর্কে মতামত	১৫৭
সারণি -৮৯	নারীর ক্ষমতায়নে সমবায় বিভাগ ও সমবায় অফিসের নিকট প্রত্যাশিত সহযোগিতা সম্পর্কে মতামত	১৫৮

ছক-এর তালিকা

ছক-০১	: সমবায় সমিতির মাধ্যমে নারীর উন্নয়ন	২৭
ছক-০২	: গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় পল্লী উন্নয়ন কৌশল	৫৬
ছক-০৩	: সমবায় অধিদপ্তর ও এর আধিভুক্ত সংস্থাসমূহ এবং প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের শক্তি-দূর্বলতা-সম্ভাবনা-ঝুঁকি	৬০
ছক-০৪	: আদর্শ সমবায় সমিতির কার্যক্রম চক্র এবং নারীর ক্ষমতায়ন	৬৩
ছক-০৫	: গবেষণা ডিজাইনের ধাপসমূহ	৬৭
ছক-০৬	: ফোকাস দলীয় আলোচনা কর্মকৌশল	১৬০

লেখচিত্র তালিকা

লেখচিত্র-০১	: সমিতির সদস্যদের পেশার উপর মতামত	৭৭
লেখচিত্র-০২	: সমিতির সদস্যদের বৈবাহিক অবস্থা সম্পর্কে মতামত	৭৭
লেখচিত্র-০৩	: সমিতিতে সদস্য হিসেবে মোট সময়কাল সম্পর্কে মতামত	৭৮
লেখচিত্র-০৪	: ঋণ বা অন্য সহায়তায় ব্যবসা বা কর্মসংস্থান সম্পর্কে মতামত	৮১
লেখচিত্র-০৫	: সমিতিতে সম্পৃক্তিতে সেবা-শিক্ষা-স্বাস্থ্য-আইন-কানুন-অধিকার বিষয়ে জ্ঞান বৃদ্ধি সম্পর্কে মতামত	৮২
লেখচিত্র-০৬	: অর্জিত জ্ঞান জীবনের ভালো-মন্দ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা সম্পর্কে মতামত	৮৭
লেখচিত্র-০৭	: সমিতির সদস্য হওয়ার সাথে ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ ক্ষমতা বৃদ্ধি সম্পর্কে মতামত	৮৭
লেখচিত্র-০৮	: জাতীয় বা স্থানীয় সরকার নির্বাচনে অংশগ্রহণসম্পর্কে মতামত	৮৯
লেখচিত্র-০৯	: সমিতির মাধ্যমে আর্থিক উন্নয়ন হওয়া সম্পর্কে মতামত	৯০
লেখচিত্র-১০	: সমিতির সদস্য হিসেবে আত্ম-কর্মসংস্থান হওয়া সম্পর্কে মতামত	৯১
লেখচিত্র-১১	: সমিতির সদস্য হিসেবে পরিবারে/ সমাজে আর্থিকভাবে ক্ষমতায়িত হওয়াসম্পর্কে মতামত	৯৩
লেখচিত্র-১২	: ব্যবসায়িক উদ্যোগে সম্পৃক্তি সম্পর্কে মতামত	৯৬
লেখচিত্র-১৩	: উৎপাদনমুখী কর্মকাণ্ড/ ব্যবসায়িক উদ্যোগের পরিকল্পনা গ্রহণ সম্পর্কে মতামত	৯৭
লেখচিত্র-১৪	: সমিতির সদস্য হিসেবে অন্তভুক্তিতে পারিবারিক বাধার সম্মুখীন হওয়া সম্পর্কে মতামত	৯৮
লেখচিত্র-১৫	: সমিতির নেতৃত্ব প্রদানের ক্ষেত্রে বাধাসম্পর্কে মতামত	৯৯
লেখচিত্র-১৬	: সমবায়ের মাধ্যমে ব্যবসার ক্ষেত্রে বড় বাধার ধরণ সম্পর্কে মতামত	১০১
লেখচিত্র-১৭	: সমবায়ের মাধ্যমে ব্যবসার ক্ষেত্রে পুঁজির সংকট সম্পর্কে মতামত	১০১
লেখচিত্র-১৮	: উৎপাদনের মাধ্যমে বিপণনের অসুবিধা সম্পর্কে মতামত	১০২
লেখচিত্র-১৯	: সমিতির সদস্যদের পেশার উপর মতামত	১০৬
লেখচিত্র-২০	: সমিতির সদস্যদের বৈবাহিক অবস্থা সম্পর্কে মতামত	১০৬
লেখচিত্র-২১	: সমিতিতে অবস্থান সম্পর্কে মতামত	১০৭
লেখচিত্র-২২	: ঋণ বা অন্য সহায়তায় নারীর ব্যবসা বা কর্মসংস্থান সম্পর্কে মতামত	১০৮
লেখচিত্র-২৩	: সমিতিতে সদস্য হওয়ার জন্য নারীর সম্মানিতবোধ হওয়া সম্পর্কে মতামত	১০৯
লেখচিত্র-২৪	: সমিতির সদস্য হওয়ার সাথে নারীর সিদ্ধান্ত গ্রহণ ক্ষমতা বৃদ্ধি সম্পর্কে মতামত	১১০
লেখচিত্র-২৫	: সমিতির মাধ্যমে নারী সদস্যের আর্থিক উন্নয়ন হওয়া সম্পর্কে মতামত	১১১
লেখচিত্র-২৬	: সমিতির সদস্য হিসেবে নারীর আত্ম-কর্মসংস্থান হওয়া সম্পর্কে মতামত	১১২
লেখচিত্র-২৭	: সমিতির সদস্য হিসেবে পরিবারে/ সমাজে নারীর আর্থিকভাবে ক্ষমতায়িত হওয়া সম্পর্কে মতামত	১১৩
লেখচিত্র-২৮	: নারী সদস্যের আর্থিক ও সামাজিক উন্নয়নে সমবায় সমিতির অবদান সম্পর্কে মতামত	১১৪
লেখচিত্র-২৯	: নারী সদস্যের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সমবায় বিভাগ/সমবায় অফিসের অবদান সম্পর্কে মতামত	১১৫
লেখচিত্র-৩০	: উৎপাদনমুখী কর্মকাণ্ডে নারী সদস্যের সম্পৃক্তি সম্পর্কে মতামত	১১৫
লেখচিত্র-৩১	ব্যবসায়িক উদ্যোগে নারী সদস্যের সম্পৃক্তি সম্পর্কে মতামত	১১৭
লেখচিত্র-৩২	নারীদের সমিতির সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্তিতে কোন বাধা বা বিশেষ শর্ত থাকা সম্পর্কে মতামত	১১৯
লেখচিত্র-৩৩	স্ত্রী নিজের সমিতির সদস্য কিনা সে সম্পর্কে মতামত	১২০

লেখচিত্র-৩৪	স্ত্রী সমিতির সদস্য হতে স্বামীর চাওয়া সম্পর্কে মতামত	১২১
লেখচিত্র-৩৫	ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য হওয়ার ক্ষেত্রে নারী হিসেবে বাধা সম্পর্কে মতামত	১২৩
লেখচিত্র-৩৬	সমবায়ের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়নে সম্ভাব্য বাধা সম্পর্কে মতামত	১২৪
লেখচিত্র-৩৭	স্ত্রীর আয়ে বা স্ত্রী স্বামীর চেয়ে বেশি আয় করলে সংসারে কলহ হয় মনে করা সম্পর্কে মতামত	১২৬
লেখচিত্র-৩৮	সমবায়ের মাধ্যমে সফলতা অর্জন বা কর্মসংস্থান ও উদ্যোক্তা হওয়ার হার	১৩০
লেখচিত্র-৩৯	সমবায়ের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়নে সম্ভাব্য বাধা সম্পর্কে মতামত	১৩৪
লেখচিত্র-৪০	সমিতির মাধ্যমে নারী সদস্যের আর্থিক উন্নয়ন হওয়া সম্পর্কে মতামত	১৩৫
লেখচিত্র-৪১	সমিতির সদস্য হিসেবে নারীর প্রাপ্ত সুবিধা সম্পর্কে মতামত	১৩৬
লেখচিত্র-৪২	সমিতির সদস্য হিসেবে নারীর আত্ম-কর্মসংস্থান হওয়া সম্পর্কে মতামত	১৩৬
লেখচিত্র-৪৩	সমিতির সদস্য হিসেবে পরিবারে/ সমাজে নারীর আর্থিকভাবে ক্ষমতায়িত হওয়া সম্পর্কে মতামত	১৩৭
লেখচিত্র-৪৪	নারী সদস্যের আর্থিক ও সামাজিক উন্নয়নে সমবায় সমিতির অবদান সম্পর্কে মতামত	১৩৮
লেখচিত্র-৪৫	নারী সদস্যের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সমবায় বিভাগ/সমবায় অফিসের অবদান সম্পর্কে মতামত	১৩৯
লেখচিত্র-৪৬	উৎপাদনমুখী কর্মকাণ্ডে নারী সদস্যের সম্পৃক্তি সম্পর্কে মতামত	১৩৯
লেখচিত্র-৪৭	ব্যবসায়িক উদ্যোগে নারী সদস্যের সম্পৃক্তি সম্পর্কে মতামত	১৪০
লেখচিত্র-৪৮	নারী সদস্যের উৎপাদনমুখী কর্মকাণ্ড/ ব্যবসায়িক উদ্যোগের পরিকল্পনা গ্রহণ সম্পর্কে মতামত	১৪১
লেখচিত্র-৪৯	সমবায়ের মাধ্যমে সফলতা অর্জন বা কর্মসংস্থান ও উদ্যোক্তা হওয়ার হার	১৪৫
লেখচিত্র-৫০	নারী সমবায়ীর সফলতার পেছনে সমিতি অবদান সম্পর্কে মতামত	১৪৬
লেখচিত্র-৫১	সমবায়ের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়নে সম্ভাব্য বাধা সম্পর্কে মতামত	১৪৮
লেখচিত্র-৫২	সমিতির মাধ্যমে নারী সদস্যের আর্থিক উন্নয়ন হওয়া সম্পর্কে মতামত	১৫০
লেখচিত্র-৫৩	সমিতির সদস্য হিসেবে নারীর আত্ম-কর্মসংস্থান হওয়া সম্পর্কে মতামত	১৫১
লেখচিত্র-৫৪	সমিতির সদস্য হিসেবে পরিবারে/ সমাজে নারীর আর্থিকভাবে ক্ষমতায়িত হওয়া সম্পর্কে মতামত	১৫২
লেখচিত্র-৫৫	উৎপাদনমুখী কর্মকাণ্ডে নারী সদস্যের সম্পৃক্তি সম্পর্কে মতামত	১৫৩
লেখচিত্র-৫৬	ব্যবসায়িক উদ্যোগে নারী সদস্যের সম্পৃক্তি সম্পর্কে মতামত	১৫৪
লেখচিত্র-৫৭	নারী সদস্যের উৎপাদনমুখী কর্মকাণ্ড/ ব্যবসায়িক উদ্যোগের পরিকল্পনা গ্রহণ সম্পর্কে মতামত	১৫৫

চিত্র বিবরণী

চিত্র-০১	নারী জাগরণের পথিকৃত বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন	৩৪
চিত্র-০২	নারী উন্নয়নের ধারক ও বাহক স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান	৩৫
চিত্র-০৩	বাংলাদেশের নারীর ক্ষমতায়নের অগ্রপথিক মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা	৩৭
চিত্র-০৪	সমবায়ের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়নের উজ্জ্বল উদাহরণ গোলাপ বানু মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট থেকে রোকেয়া পদক গ্রহণ করছেন।	৩৯
চিত্র-০৫	নারীর বহুমাত্রিক কাজের পোস্টার	৫৪
চিত্র-০৬	জনাব হরিদাস ঠাকুর, গবেষণা পরিচালক কর্তৃক ফোকাস দলীয় অলোচনা	১৬২
চিত্র-০৭	জনাব মোহা. আব্দুল মজিদ, গবেষক কর্তৃক ফোকাস দলীয় অলোচনা	১৬৪
চিত্র-০৮	জনাব মোখলেছুর রহমান, গবেষক কর্তৃক ফোকাস দলীয় অলোচনা	১৬৬
চিত্র-০৯	জনাব মো: জিয়াউল হক, গবেষক কর্তৃক ফোকাস দলীয় অলোচনা	১৬৭
চিত্র-১০	জনাব জ্ঞানেন্দু বিকাশ চাকমা, গবেষক কর্তৃক ফোকাস দলীয় অলোচনা	১৬৯
চিত্র-১১	বারিধারা মহিলা সমবায় সমিতি লিমিটেড-এর প্রতিষ্ঠাতা গোলাপ বানু	১৭২
চিত্র-১২	বারিধারা মহিলা সমবায় সমিতি লিমিটেড-এর কার্যক্রমের দৃশ্য	১৭৩
চিত্র-১৩	বারিধারা মহিলা সমবায় সমিতি লিমিটেড-এর গর্বিত প্রতিষ্ঠাতা গোলাপ বানু মেডেল হাতে	১৭৫
চিত্র-১৪	জনাব মোহাম্মদ সফিকুল ইসলাম, গবেষক কর্তৃক কেস স্টাডি	১৭৫
চিত্র-১৫	কর্মশালার শুভ উদ্বোধনী পর্ব।	১৭৭
চিত্র-১৬	কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীদের কার্যক্রম	১৭৮

শব্দসংক্ষেপের তালিকা

এজিএম	অ্যানুয়াল জেনারেল মিটিং
বাসএ	বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি
আসপ্রই	আঞ্চলিক সমবায় প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট
এসডিজি	সাসটেইনঅ্যাবল ডেভেলপমেন্ট গোলস
জিইডি	জেনারেল ইকোনমিক ডিভিশন
আইসিএ	ইন্টারন্যাশনাল কো-অপারেটিভ এলায়েন্স

নির্বাহী সার-সংক্ষেপ

সমবায় অধিদপ্তর সমবায়ের সনাতন সংজ্ঞার পরিবর্তন এনে সমবায় সমিতি সমূহকে নতুন আঙ্গিকে দেখতে চায় ও প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। সমবায় অধিদপ্তর দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে, সমবায় সমিতি সমূহ শুধুমাত্র তাত্ত্বিক আদর্শ ভিত্তিক সনাতনী সংগঠন না হয়ে সৃজনশীল ও উৎপাদনমুখী উদ্যোগ আত্মস্থ করে নিজেরাই নিজেদের এলাকায় সর্বজনীন ও সর্বাঙ্গীন উন্নয়নের একটি মজবুত সংগঠনে পরিণত হবে। সমবায় অধিদপ্তর বাংলাদেশের সমবায় সমিতির সমূহকে বর্তমানে স্থানীয় ও জাতীয়ভাবে সর্বজনীন ও সর্বাঙ্গীন উন্নয়নের মজবুত সংগঠন হিসাবে দেখতে ও প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। এই সর্বজনীন ও সর্বাঙ্গীন উন্নয়নের মজবুত সমবায় সংগঠনকেই সফল সমবায় সমিতির অবয়বে উপস্থাপন করা যায়।

নারীর ক্ষমতায়নে সমবায়: অর্জন, চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা (Role of Cooperatives in Empowering Woman: Achievements, Challenges and Possibilities) শীর্ষক গবেষণাটি সমবায় অধিদপ্তরের একটি প্রায়োগিক গবেষণা। এ গবেষণার মাধ্যমে একটি মহিলা সমবায় সমিতি সফলতার নিয়ামক/প্রভাবকসমূহ খুঁজে বের করার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে। গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্যকে বিভিন্ন আঙ্গিকে বিশ্লেষণ করে মহিলা সমবায় সমিতি/সাধারণ মহিলাসম্পৃক্ত সমবা সমিতির সফলতার বহুমাত্রিক উপাদান ও এর প্রায়োগিক ব্যাপ্তি সম্পর্কে আমরা ধারণা পেতে পারি।

আমরা বিশ্বাস করি আমাদের জাতীয় কবি-বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম এর ভাষায় নারী পুরুষ সম্পর্কিত ভাষ্য-

বিশ্বে যা কিছু এলো পাপ-তাপ বেদনা অশ্রুবারি
অর্ধেক তার আনিয়াছে নর, অর্ধেক তার নারী।
কোনোকালে একা হয়নি কো জয়ী পুরুষের তরবারি,
প্রেরণা দিয়াছে, শক্তি দিয়াছে, বিজয়লক্ষী নারী।

আমরা বহুল কথিত প্রবাদবাক্যটি স্মরণ করতে পারি সংসারকে সুখের স্বর্গে পরিণত করার জন্য-

সংসার সুখের হয় রমণীর গুণে;
গুণবান পতি যদি থাকে তার সনে।

'নারীকে তার প্রাপ্য দিলে-দেশ ও দশের সুফল মিলে'-নারী দিবসের এ শ্লোগান শুধু কথার কথা নয়, একটি জীবনধর্মী ও উন্নয়নকামী আপ্তবাক্য। একটি গতিশীল ও আলোকিত সমাজ বিনির্মাণে নারীর প্রতি আমাদের যথাযথ মূল্যায়ন ও সম্মান প্রদর্শন করতে হবে। আমরা আমাদের মা-বোন-কন্যা-জায়া হিসেবে নারীর অবস্থান সম্মানজনক অবস্থায় নিয়ে যাবো যেখানে WOMAN শব্দটির অর্থ হবে-

W	Willforce and Wisdom	ইচ্ছাশক্তির প্রজ্ঞাময়ী
O	Optimistic and Operating	আশাবাদের কার্যকরণ
M	Motivated and Manager	চেতনাগত দক্ষ ব্যবস্থাপক
A	Active and Accountable	দায়বদ্ধতায় সক্রিয়
N	Nice and New Horizon	নবদিগন্তের সুন্দর কর্মী

বিগত ১২ মে ২০১৮ দিবগত রাত ২ টা ১৪ মিনিটে বাংলাদেশ মহাকাশে 'বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১' সফলভাবে প্রেরণ করেছে এবং সূচনা করেছে 'আমাদের আকাশছোয়ার স্বপ্ন' বাস্তবায়নের। সমবায় অধিদপ্তরকেও তাই যুগের সাথে তাল মিলিয়ে চাহিদার আলোকে সমবায় আন্দোলনকে নতুনভাবে কর্মপ্রবাহে সম্পৃক্ত করতে হবে। নারীদেরকে সমবায় আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত করে দেশের উন্নয়ন মহাপরিকল্পনার সাথে যুক্ত হতে হবে। জনসংখ্যার অর্ধেক অংশ নারী এবং তাদেরকে যথাযথভাবে ক্ষমতায়িত করতে না পারলে দেশের উন্নয়ন যেমন হবে না-তেমনি সমবায় সেক্টরও দেখবে কাঙ্খিত জনসম্পৃক্তি ও গতিশীলতা।

বর্তমানে নারীর ক্ষমতায়ন সামাজিক উন্নয়নের সূচক হিসেবে বিবেচনা করা হয় বিধায় এটি এখন আর নারীর মুক্তি বা নারী উন্নয়নের জন্য নয়। যে কোন রাষ্ট্র তথা বিশ্বে মুখোমুখি এমন সমস্যা সমাধানের অন্যতম প্রধান ধাপ হিসেবে নারীর ক্ষমতায়নকে প্রয়োজনীয় বলে বিবেচনা করা হচ্ছে। ক্ষমতায়ন যেহেতু মানুষের বস্তুগত, দৈহিক, মানবিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদের ওপর স্বনিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা, যার সঙ্গে দক্ষতার প্রশ্নটি জড়িত। কাজেই নারীর ক্ষমতায়ন বলতে এমন এক ধরণের অবস্থাকে বুঝায়, যে অবস্থায় নারী তার প্রতিটি ক্ষেত্রে স্বাধীন ও মর্যাদাকর অবস্থায় উন্নীত হতে পারে। এটি এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে নারীরা তাদের পূর্বের অবস্থান থেকে বেরিয়ে এসে নিজেদের যোগ্যতা ও অর্জনকে তুলে ধরতে পারেন এবং পরিবার, সমাজ বা জনজীবনে অংশগ্রহণের মাধ্যমে নিজেদের সিদ্ধান্ত ও অবস্থানকে তুলে ধরেন।

নারীর ক্ষমতায়ন মূলত: অর্থনৈতিক ক্ষেত্র এবং রাজনৈতিক অবকাঠামোতে অংশগ্রহণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের একটি মাধ্যম বা উপায়, যার মাধ্যমে নারীরা নিজেদের মেধা ও যোগ্যতা প্রকাশ করতে পারেন এবং নিজেদের অধিকারগুলো আদায়ে সচেস্ট হতে পারেন। নারীর ক্ষমতায়ন তখনই সম্ভব যখন কোন বাধা বা সীমাবদ্ধতা ছাড়াই নারীরা শিক্ষা কর্মজীবন এবং নিজেদের জীবনধারার পরিবর্তন আনার জন্য বিদ্যমান সুযোগ- সুবিধাগুলো ব্যবহারের সুযোগ পান।

আবার ক্ষমতায়ন এমন একটি প্রক্রিয়া যা হঠাৎ করে হওয়ার সুযোগ নেই । এ জন্য দীর্ঘ ও অব্যাহত উদ্যোগ দরকার । নারীর ক্ষমতায়নের আওতাকে প্রধানত: (১) সামাজিক ক্ষমতায়ন (২) রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন (৩) অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন এই তিন ভাগে দেখানো হয় । আজকাল অবশ্য আইনগত, তথ্যগতসহ আরো কয়েক ধরণের ক্ষমতায়নের প্রসঙ্গ উঠে এলেও মোটাদাগে উল্লেখিত তিন ধরণের ক্ষমতায়নের আওতায়ই সব চলে আসে ।

বর্তমানে অর্থনৈতিকভাবে বাংলাদেশের অনেক অগ্রগতি হয়েছে । অগ্রগতি হয়েছে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও নারীর ক্ষমতায়নসহ বিভিন্ন সামাজিক সূচকেও এই সময়য়ে পরিবর্তন এসেছে নারীর অবস্থা ও অবস্থানেও বর্তমানে সমাজের প্রায় সব খাতেই নারীর অংশগ্রহণ দৃশ্যমান হচ্ছে । শিক্ষায় প্রাথমিকে মেয়েদের উপস্থিতি এখন শতভাগ । পোশাক শিল্পের কৃতিত্বের সিংহভাগই নারীর সফল ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের বড় অংশই নারী । পাশাপাশি নারীর অংশ গ্রহণ বাড়ছে সরকারি,আধাসরকারি ও বেসরকারি অফিস-আদালত, কলকারখানা, স্কুল-কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়, হাসপাতাল-ক্লিনিক এবং বড় ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মতো আনুষ্ঠানিক কর্মস্থলেও। সরকার পরিচালনায় রাজনীতিতে, প্রশাসনে, সামরিক বাহিনীতে, আইন শৃংখলা বিভাগেও নারীর অবস্থান ক্রমশ উজ্জ্বল হচ্ছে । কিন্তু প্রশ্ন উঠেছে বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার ৫০ শতাংশই যেখানে নারী, সেখানে অগ্রগতি দৃর্শ্যমান হচ্ছে খুব অল্প নারীর মধ্যেই । সিংহভাগ নারীই কখনও নিজের সিদ্ধান্তে স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে পারেন না এবং নিজের বস্তুগত ক্ষমতার পরিসর স্বাধীনভাবে ব্যবহার করতে বাধাগ্রস্থ হন । বাংলাদেশের নারীরা মূলতঃ নানা বঞ্চনার শিকার এ বঞ্চনা দারিদ্র উদ্ভুত বঞ্চনা, নিঃসঙ্গতা বিচ্ছিন্নতা একাকিত উদ্ভুত বঞ্চনা, ভঙ্গুরতা উদ্ভুত বঞ্চনা । নারীর ক্ষমতায়নের অবস্থানগত বিভিন্ন দিকগুলো নিম্নোক্তভাবে বিশ্লেষণ করা যায় ।

(১) সামাজিক ক্ষমতায়ন : নারীর প্রতি পরিবারের অভ্যন্তরীণ অবস্থান এবং সামাজিক বৈষম্যের বড় বাস্তবতা রয়েছে । দারিদ্রসীমার নীচে বসবাসকারীদের বেশির ভাগই মহিলা এবং অনেক ক্ষেত্রে তারা চূড়ান্ত দারিদ্র ভোগ করেন । মুক্তিযুদ্ধের মূল চেতনা ছিল একটি বৈষম্যহীন সমাজ বিনির্মাণ । কিন্তু বর্তমান অবস্থানে এসে দাড়িয়েও বলা যায় না যে, নারীর সকল অধিকার অর্জিত হয়েছে । নারী কি আজ গৃহ নেতৃত্বে আছে না গৃহ কর্মে ? সহকর্মী না অধিনস্ত ? নীতি নির্ধারণী না নীতি মেনে চলা ? সিদ্ধান্ত গ্রহণের যে অধিকার তার বাস্তবায়ন বা মতামত প্রদানের যে স্বাধীনতা অথবা অর্থনৈতিক স্বাধীনতার কতটুকু অর্জিত ? উত্তরে বলা যায় নারীর অবস্থানের কিছুটা ইতিবাচক পরিবর্তন হলেও এখনো এ দেশের সমাজে নারীর অবস্থান যথেষ্ট দূর্বল । অ্যাকশন এইড বাংলাদেশ এবং ব্রাকের দুটি গবেষণায় দেখা গেছে বাংলাদেশের শতকরা ৮৮ জন নারী রাস্তায় চলার পথে যৌন হয়রানিমূলক মন্তব্যের শিকার হন । পরিবার ও সমাজে নারী নানাভাবে দৈহিক ও মানসিক নির্যাতনের শিকার হন ।

(২) রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন : বাংলাদেশে রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ কম নয়,তবে এই অংশ গ্রহণের বেশির ভাগটাই কর্মী সমর্থক পর্যায়ে । দলের সব পর্যায়ের কমিটিতে ৩৩ শতাংশ নারী অন্তর্ভূক্ত করার ব্যাপারে নির্বাচন কমিশনের গণ প্রতিনিধিত্ব আদেশে শর্ত অন্তর্ভুক্ত হওয়ার বেশকয়েক বছর অতিক্রান্ত হলেও তেমন সুফল আসেনি । এমনকি জাতীয় নির্বাচনের মনোনয়ন দেয়ার ক্ষেত্রেও নারী প্রার্থীদের উপেক্ষা করা হয় নির্বাচিত হতে পারবেনা এই অজুহাতে ।

নারী-পুরুষের সমতা অনুধাবনের অন্যতম মাপকাঠি হচ্ছে রাজনৈতিক ক্ষমতায় নারী-পুরুষের আনুপাতিক অবস্থান রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে নারীর অংশগ্রহণের বিষয় বিবেচনায় বাংলাদেশের অবস্থান অষ্টম । ভাষা আন্দোলন ও মহান মুক্তিযুদ্ধ থেকে শুরু করে সব আন্দোলন, সংগ্রাম ও দেশ গঠনে আমাদের দেশের নারীদের বিশাল ভূমিকা রয়েছে । আশার কথা হলো রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ কে সু-সংহত করার জন্য জাতীয় সংসদে নারী আসনের সংখ্যা ৫০ টিতে উন্নীত করা হয়েছে । স্থানীয় পর্যায়ে অনেক নারীকে মনোনয়ন প্রদান করা হয়েছে । ইউনিয়ন পরিষদে নির্বাচনেও প্রত্যক্ষ ভোটের মাধ্যমে ১২ হাজারের বেশি নারী জনপ্রতিনিধি নির্বাচন করা হয়েছে । বর্তমানে নারী সংসদ সদস্য আছেন ৭২ জন যা নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের ইতিবাচক ইঙ্গিত বহন করে । কিন্তু সমস্যার দিকটি হলো এখানো নানামূখী বাধা-বিপত্তির কারণে নারীর নেতৃত্বে তৈরীর ক্ষেত্রটি সুপ্রশস্থ নয় ।

(৩) অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন : সাম্প্রতিক বছরগুলোর অর্থনৈতিকভাবে বাংলাদেশের অনেক অগ্রগতি হয়েছে । অগ্রগতি হয়েছে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও নারীর ক্ষমতায়ন সহ বিভিন্ন সামাজিক সূচকেও বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর সর্বশেষ জরিপ অনুযায়ি দেশের ০৫ কোটি ৪১ লাখ কর্মজীবীর মধ্যে ০১ কোটি ৬২ লাখ নারী । ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প উদ্যোক্তাদের মধ্যে নারীর সংখ্যা ১৬ হাজার ৬৯৭ জন । বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের প্রধানতম ক্ষেত্র গার্মেন্টস খাতের ৮০ ভাগ কর্মীই নারী । দেশের ৯০ শতাংশ ক্ষুদ্র ঋণ ব্যবহারকারীও নারী । নারীদের আর্থ-সামাজিক শ্রেণী অবস্থান বিশ্লেষণ করতে গিয়ে ড. আবুল বারাকাত "বাংলাদেশ নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন মানব উন্নয়ন পরিকল্পনায় যা ভাবতে হবে" প্রবন্ধে দেখিয়েছেন যে, এদেশের ১৫ কোটি মানুষের মধ্যে প্রকৃত দরিদ্র-বিত্তহীন মানুষের সংখ্যা হবে কমপক্ষে ১২ কোটি ৪৩ লাখ (অর্থাৎ জনসংখ্যার ৮৩%) এ ১২ কোটি ৪৩ লাখ মানুষ মানব উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট যে কোন মাপকাঠিতে দরিদ্র । আর এ মানুষের মধ্যে অর্ধেক মানুষ অর্থাৎ ০৬ কোটি ২০ লাখ নারী দ্বি-মাত্রিক দারিদ্র (হতে পারে বহুমাত্রিক) । একবার নারী হিসেবে আর একবার দরিদ্র বিত্তহীন ন্যারী হিসেবে । তাঁর মতে এ দেশের নারীদের অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন সহ মানুষের ক্ষমতায়নের যতরূপ বাধা থাকতে পারে তা দুর করতে হলে অবশ্যই ০৬ কোটি ২০ লাখ (৮৫%) দরিদ্র বিত্তহীন নারীর কথা সর্বাগ্রে ভাবা প্রয়োজন ।

এদেশের দরিদ্রসীমার নিচে বসবাসকারীদের বেশির ভাগই মহিলা এবং অনেক ক্ষেত্রেই তারা চুড়ান্ত দারিদ্র ভোগ করেন। সাম্পতিক সময়গুলোতে যদিও কর্মজীবী নারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে নারী পুরুষ বৈষম্য ও অনেকটা কমে এসেছে। The Gold Gender Gap Report" অনুযায়ী বাংলাদেশ ১৪৪ টি দেশের মধ্যে নারী-পুরুষের গ্যাপ কমিয়ে আনার অবস্থানের দিক থেকে ৪৭ তম অবস্থানে রয়েছে যেখানে ভারত, শ্রীলংকা, নেপাল, ভুটান এবং পাকিস্তান যথাক্রমে ১০৮, ১০৯, ১১১, ১২৪ এবং ১৪৩ তম অবস্থানে রয়েছে।

বাংলাদেশের সরকারী এবং বেসরকারী সংস্থা নারী উন্নয়ন তথা নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষে কাজ করে যাচ্ছে বটে কিন্তু নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন এখনো কাঙ্খিত মাত্রায় অর্জিত হয়নি। তাই নারী ক্ষমতায়নকে বিবেচনার করার দিক হিসেবে অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে সমবায় হতে পারে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়া।

নারীর ক্ষমতায়নে সরকার কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপ : সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু নারীর অগ্রযাত্রাকে স্থায়ী রূপ দিতে ১৯৭২ সালে সংবিধানে সর্বস্তরে নারীর অংশগ্রহণের ও সুযোগের সমতা অর্ন্তভুক্ত করেন। সংসদে নারীর জন্য জাতীয় সংসদে ১৫ টি আসন সংরক্ষণ করেন। বর্তমান সরকার এ সংখ্যা ৫০ এ উন্নীত করেন। নারীর ক্ষমতায়নে সরকার বাজেটে বিশেষ বরাদ্দ প্রদান করেছে। বাজেট বরাদ্দের শতকার ২৮ ভাগ নারীর উন্নয়নে ব্যয় হচ্ছে। ২০১৮-১৯ সালে নারী উন্নয়নে বাজেট ২৯.৬৫ শতাংশে উন্নীত করা হয়েছে।

নারীদের অর্থনৈতিক ভাবে স্বাবলম্বী করতে কোন জামানত ছাড়াই ২৫ লাখ টাকা এসএমই ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এছাড়া ব্যবসায়ে সমান সুযোগ তৈরী করার উদ্দেশ্য ২০১১ সালে জাতীয় নারী নীতি গ্রহণ করেছে। দুঃস্থ, অসহায় ও পিছিয়ে পড়া নারীদের জন্য বর্তমান সরকারের বহুমূখী প্রকল্প চালু আছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ভিজিএফ, ভিজিডি, দুঃস্থভাতা, মাতৃত্বকালীন ও গর্ভবতী মায়েদের ভাতা, অক্ষম মা ও তালাকপ্রাপ্তদের জন্য ভাতা,কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসুচি, আমার বাড়ি আমার খামার ইত্যাদি। এছাড়া কর্মজীবনে নারীদের অংশ গ্রহণকে সহজ করার লক্ষ্যে মাতৃত্বকালীন ছুটি ০৪ মাস থেকে ০৬ মাস উন্নীতকরণ করা হয়েছে। প্রান্তিক নারীদের জন্য স্বাস্থ্য সেবা পৌঁছে দেওয়ার জন্য খোলা হয়েছে গ্রাম ভিত্তিক কমিউনিটি ক্লিনিকের সরকারী-বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, ব্যাংক, সেনা, নৌ, পুলিশ, বিজিবি, সাহিত্য, শিল্পসহ সর্বোচ্চ বিচারিক কাজেও বর্তমানে নারীদের অংশগ্রহণও সাফল্য এখন লক্ষণীয়। নারীর প্রতি সব ধরনের সহিংসতা দমন ও নিরাপত্তা আইন ২০১২। নারীদের সুরক্ষা নিশ্চিতে প্রণয়ন করা মানব পাচার প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ আইন ২০১১, বাল্য বিবাহ নিরোধ করে মেয়ে শিশুদের সমাজে অগ্রগামী করার জন্য বাল্য বিবাহ নিরোধ আইন ২০17 প্রণয়ন করা হয়েছে। হিন্দু নারীদের অধিকার ও মর্যাদা রক্ষার্থে হিন্দু বিবাহ নিবন্ধন আইন ২০১২ প্রণয়ন করা হয়েছে।

নারীর প্রতি সহিংসতা রোধে সরকার জিরো টলারেন্স নীতি গ্রহণ করেছে এবং ০৭ টি বিভাগে One Stop Crisis Center খোলা হয়েছে বিগত বছরগুলোতে সরকারের এ ধরনের পদক্ষেপের কারণে নারীরা তাদের মেধা, শ্রম, সাহসিকতা, শিক্ষা ও নেতৃত্ব দিয়ে আমাদের দেশ গঠনের কাজ করে যাচ্ছেন এবং একই সঙ্গে ভূমিকা রাখছেন স্বাবলম্বী শিক্ষিত প্রজন্ম গঠনে। নানা অর্থনৈতিক সামাজিক প্রতিকূলতা থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশে যে অভাবনীয় আর্থিক সমৃদ্ধি উন্নয়ন ও প্রবৃদ্ধি অর্জন সম্ভব হয়েছে তা মূলতঃ নারীর ক্ষমতায়ন ও অগ্রগতির জন্যই। উপরোল্লিখিত বিষয়গুলো ছাড়াও সরকার নানামূখী কর্মকাণ্ড এদেশের নারী উন্নয়নে তথা নারীর সামাজিক রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের অগ্রগতি সাধিত হচ্ছে। সরকারে উদ্যোগ ও প্রচেষ্টাগুলোর সাথে সাধারণ মানুষের সচেতনতা সামাজিক উদ্যোগকে উৎসাহিত করতে পারলে নারীর ক্ষমতায়ন আরো যথাযথ ও ফলপ্রসূ হবে।

নারীর ক্ষমতায়নে এনজিও কার্যক্রম : বিগত শতকের আশির দশক হতে এদেশের সরকারের পাশাপাশি এনজিও গুলো দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে কাজ করে আসছে। বেসরকারী এই সংস্থাগুলো অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নারীদের নিয়ে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করে। নারীদের কোন ধরনের জামানত ছাড়াই ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান করে থাকে যা নারীদের অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নে প্রত্যক্ষভাবেই কাজ করছে। অন্য দিকে তা সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে পরোক্ষ ভাবে প্রভাব ফেলেছে। USAID নারীদের কৃষিপণ্য উৎপাদনের মাধ্যমে আয়বর্ধন করে অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের কাজ করছে। সচেতনতামূলক বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে সহায়তা করেছে। "অ্যান আন সার্টেন গ্লোরি ইন্ডিয়া অ্যান ইউস কন্ট্ররভিশন্স" (২০১৩) প্রবন্ধে অর্মত্য সেন বলেছেন- "বাংলাদেশের বেগমান নারী আন্দোলন, সক্রিয় এনজিও কার্যক্রম ও বেইজিং পরবর্তী বিশ্ব-নারী উন্নয়ন এজেন্ডার প্রভাবে নব্বইয়ের দশক থেকে বাংলাদেশ সরকারের নারী উন্নয়ন নীতি ও তা বাস্তবায়নের কার্যকর কৌশলের লক্ষ্যে যে ইতিবাচক পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করেছে তার মাধ্যমে বাংলার নারী জীবনে এক নীরব বিপ্লবের সূচনা ঘটে, যাকে বিশ্ব ব্যাংক আখ্যা দিয়েছে "হুইসপার টু ভয়েসেস"। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০১৯-০৫-২৬ তারিখ জয়িতা ফাউন্ডেশনকে বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের আহবান জানিয়ে বলেছেন "নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নে একটি বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান হিসেবে জয়িতা ফাউন্ডেশনের সক্ষমতা বৃদ্ধির পাশাপাশি এর আওতায় কর্মরত তৃণমূল পর্যায়ে যে উদ্যোক্তা রয়েছেন তাদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি করে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে। তিনি বলেন- তার সরকার নারী-পুরুষের সুষম উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করেছে। তিনি বহুমূখী ব্যবসা উদ্যোগের জন্য নারীদের সমান ও দক্ষ করে গড়ে তোলার আহবান জানান।

নারীর ক্ষমতায়নে সমবায় :

- ➢ সমাজের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সমবায় সমিতি অন্যান্য সংগঠন থেকে অধিক কার্যকর ।
- ➢ সমবায় সমিতি সমাজে জনসাধারণকে সংঘবদ্ধ করে এবং যৌথ উদ্যোগ গ্রহণ করে ।
- ➢ সমবায় সমিতি একক প্রচেষ্টার পরিবর্তে যৌথ প্রচেষ্টার মাধ্যমে সফলতার ক্ষেত্রে অধিক কার্যকরী ।
- ➢ সমবায় সমিতি গণতান্ত্রিক চর্চার মাধ্যমে নেতৃত্বের বিকাশ ঘটায় ।
- ➢ সমবায় সমিতি পরোপকার শেখায় নিজের প্রয়োজনে মেটাতে উদ্বুদ্ধ করে ।
- ➢ সমবায় সমিতি সমাজের মানুষের মধ্যে হৃদ্যতা, ভালবাসা বৃদ্ধি করে পারস্পরিক সমঝোতার মাধ্যমে সমিতির কার্যক্রম পরিচালনা একে অপরের কাছাকাছি নিয়ে আসে ।
- ➢ সমবায় সমিতি ধনী দরিদ্র্যের বৈষম্য দূর করে ।সমতা ভিত্তিক অর্থ ব্যবস্থা সৃষ্টি করে।
- ➢ সমবায় সমিতি সদস্যদের সঞ্চয়ের মাধ্যমে পুঁজি গঠন করে তা বিনিয়োগের মাধমে অর্থনৈতিক প্রবাহ তৈরী করে ।
- ➢ সমবায় সমিতি সমতা ও সাম্যের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত ।
- ➢ সমবায় সমিতি অর্থনৈতিক উন্নয়নের মাধ্যমে সামাজিক উন্নয়নে কাজ করে ।
- ➢ সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি সমবায় সমিতির অন্যতম প্রধান দিক ।
- ➢ অর্থনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি সঞ্চয়ী মনোভাব তৈরী করে ।
- ➢ সামাজিক গতিশীলতা বৃদ্ধি ।
- ➢ মহিলাদের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন ।
- ➢ মহিলাদের পারিবারিক মর্যাদা বৃদ্ধি ।

<u>ছক-০১: সমবায় সমিতির মাধ্যমে নারীর উন্নয়ন</u>

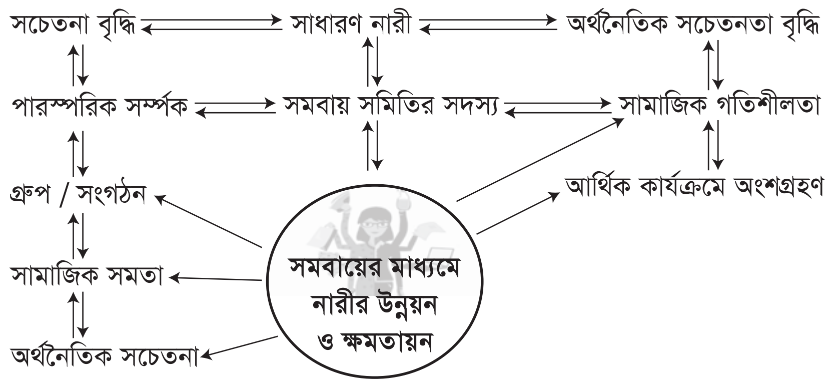

নারীর ক্ষমতায়নে সমবায় সমিতি যে সব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে তা হলো–

০১. নারীদের সচেতনতা বৃদ্ধি: সমবায় সমিতির মাধ্যমে গ্রামীণ মহিলাদের শিক্ষা স্বাস্থ্য সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় অধিকার ইত্যাদি বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি হয় । পরিবার সমাজ ও রাষ্ট্রের অর্থ ব্যবস্থা বিনিয়োগের অবস্থানের জ্ঞান লাভ করে নিজেদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সিদ্ধান্ত সক্ষম হয় ।

০২. পারস্পরিক সম্পর্ক উন্নয়ন: সমবায় সমিতির সদস্যগণ বিভিন্ন গোত্র, শ্রেণি পেশার হয়ে থাকে । সমিতির সদস্য হওয়ার কারণে তাদের মধ্যে পারস্পরিক আলোচনার ভিত্তিতে হয়ে থাকে ।

০৩. গ্রুপ ভিত্তিক কার্যক্রম পরিচালনা ও নেতৃত্ব তৈরী: সমবায় সমিতির মাধ্যমে গ্রুপ ভিত্তিক কার্যক্রম তাদের সফলতার পথ প্রশস্ত করে । সমিতি পরিচালনাকারীগণের মধ্যে নেতৃত্ব তৈরী করে। সমিতির মহিলা সদস্যদের ব্যবস্থাপনা কমিটিতে অংশগ্রহণ তাদের ক্ষমতায়িত করে ।

০৪. সামাজিক সমতা ও গতিশীলতা বৃদ্ধি : সমবায় সমিতি সমাজে বিদ্যমান ধনী-দরিদ্রের ব্যবধান কমাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে । যৌথ বিনিয়োগের মাধ্যমে এককভাবে নয় সামষ্টিকভাবে অর্থনৈতিক উন্নয়নে কাজ করে। মহিলা সমবায় সমিতি সমূহ মহিলাদের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধন করে তাদের সমাজে ও পরিবারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা বৃদ্ধি করে।

০৫. অর্থনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ: ক্ষমতায়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ হলো অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন। আর্থিক স্বচ্ছলতা মানুষকে ক্ষমতায়িত করে। সমবায় সমিতির মাধ্যমে সাধারণ মহিলাদের আর্থিক উন্নয়ন সংক্রান্ত জ্ঞান বৃদ্ধি পায় এবং তারা অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করে তাদের স্বচ্ছলতা ফিরে আসে। এতে নারীদের পরিবারে ও সমাজে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সক্ষমতা বৃদ্ধি পায় যা তাদের কে ক্ষমতায়নের পথে অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে যায় ।

যুগ যুগ ধরে এদেশেও সমবায় সমিতির মাধ্যমে সমাজের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হয়েছে – ১৯০৪ সাল থেকে অদ্যাবদি পর্যন্ত সমবায় সমিতিগুলো কৃষকদের উন্নয়নের মাধ্যমে সমাজে অসমতা দূর করতে কার্যকরী ভূমিকা পালন আসছে । মহিলা সমবায় সমিতিগুলো সমাজে মহিলাদের উন্নয়ন এবং নেতৃত্বে বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে এমনকি নারীদের অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে মহিলা সমিতিসহ সমবায় সমিতিগুলোর ভূমিকা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ । তাই 'নারীর ক্ষমতায়নে সমবায়: অর্জন, চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা (Role of Cooperatives in Empowering Woman: Achievements, Challenges and Possibilities)' শীর্ষক গবেষণার বাস্তব তাৎপর্য ও প্রায়োগিকতা রয়েছে ।

এ গবেষণার ফলাফল থেকে আমরা নারীর ক্ষমতায়নের সুনির্দিষ্ট কিছু নিয়ামক/ফ্যাক্টরের সন্ধান পাই যার বাস্তবায়নে সমবায় সেক্টরে ইতিবাচক ফলাফল বয়ে আনতে পারে। আমরা সমবায় আন্দোলনের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়নের কথা সফলতার জন্য তথ্য/ নিয়ামকও এ গবেষণায় পাই। এছাড়াও আমরা বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে সমবায়ের ক্ষেত্রে নারীর উপস্থিতি ও উপযোগিতার একটি বাতাবরণ গবেষণা থেকে পাই।

বর্তমান গবেষণা থেকে সমবায় আন্দোলন নিয়ে ভবিষ্যত পরিকল্পনার একটি দিক নির্দেশনা পাওয়া যেতে পারে। আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের বিভিন্ন সূচকে সমবায়ের বাস্তব অবস্থান ও সম্ভাব্য অবস্থান সম্পর্কেও আমরা ধারণা পেতে পারি এ গবেষণা থেকে। সমবায় বিভাগের ইতিবাচক ভাবমূর্তি গঠনের জন্য গাইডলাইনও আমরা এ গবেষণা থেকে পেতে পারি। সার্বিকভাবে বলা যেতে পারে এ গবেষণা থেকে প্রাপ্ত সুপারিশসমূহ বাস্তবায়ন করা হলে সমবায় বিভাগের প্রাতিষ্ঠানিক এবং ব্যক্তি উৎকর্ষতা আসতে পারে।

নারীর ক্ষমতায়নে সমবায়: অর্জন, চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা

(Role of Cooperatives in Empowering Woman: Achievements, Challenges and Possibilities)

প্রথম অধ্যায়
ভূমিকা

১.০১: প্রারম্ভিকা

নারী শক্তির প্রতীক-নারী উন্নয়নের প্রতীক। কিন্তু বাস্তব সত্য হচ্ছে এখনো পৃথিবীর পিছিয়ে থাকা এবং পিছিয়ে রাখা মানুষের মূল অংশটি হচ্ছে নারী। এটি বাংলাদেশসহ বিশ্বের সকল দেশের জন্য কমবেশি প্রযোজ্য। সমবায়ের জন্ম হয়েছিল পিছিয়ে থাকা মানুষগুলোকে সংগঠিত করে সম্মিলিতভাবে এগিয়ে নিতে। সেজন্য জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বলেছিলেন, 'ওরে নিপীড়িত , ওরে ভয়ে ভীত, শিখে যা আয় রে আয়/ দুঃখজয়ের নবীন মন্ত্র সমবায়, সমবায়।' বাংলাদেশে নারীর ক্ষমতায়ন ও অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় মূল ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে কাজ করছে। কিন্তু সমবায় অনেক আগে থেকেই নারীর ক্ষমতায়নের জন্য আনুষ্ঠানিক বা অনানুষ্ঠানিক নানাবিধ প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। হাজার হাজার মহিলা সমবায় সমিতি আছে দেশে। পাশাপাশি সমবায় অধিদপ্তর বাস্তবায়ন করে আসছে নারী-উন্নয়নে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প। আসলে ব্যাংকিং, কৃষি, মাছ চাষ, মৃত্তিকা শিল্প, কুটির শিল্প, তাঁত শিল্প, প্রতিটি সেক্টরের মূলে ছিল সমবায় সমিতি ও সমবায় বিভাগ। নারীর ক্ষমতায়নেও সমবায়ের ভূমিকা ও সাফল্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু সমবায় বিভাগের দৃষ্টির আড়ালে এসব অর্জন ও সাফল্য এখনো অনুচ্চারিত রয়ে গেছে।

জাতিসংঘের অঙ্গ প্রতিষ্ঠান ইউএনডিপি তাদের নারী উন্নয়ন অভীক্ষায় উচ্চারণ করেছে -Development, if not engendered, is endangered. বিশেষজ্ঞরা বলেন এই জেন্ডার বৈষম্যের মাঝেই লুকিয়ে আছে সকল উন্নয়নের বাধা। ব্যক্তির-পরিবারের-সমাজের ও রাষ্ট্রের আর্থিক-নৈতিক-সাংস্কৃতিক-সামাজিক তথা সামগ্রিক অনুন্নয়ন জেন্ডার বৈষম্যের ফলশ্রুতি বলে বোদ্ধাগণ মনে করেন। মানব প্রজাতির উন্নয়ন শুধুমাত্র পুরুষের উন্নয়নের মাঝেই সীমাবদ্ধ নয়। নারী পুরুষের মিলিত অবস্থান ও উন্নয়নই প্রগতির পথকে সচল রাখতে পারে-মানবজাতিকে আলোকিত ভোরের সন্ধান দিতে পারে। আমাদের অবশ্যই ভুললে চলবে না- 'The Human species is a Two- Winged bird: One wing is female-The other is male.Unless both Wings are equally developed- the human species will not be able to fly.'

সৃষ্টির আদি হতেই স্রষ্টা মানব জাতিকে নর ও নারী হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। পবিত্র কোরআন পাকে আল্লাহ বলেছেন "ওয়া মা খালাকাজ যাকারা ওয়াল উনসা" অর্থ- শপথ তাঁর যিনি নর ও নারী সৃষ্টি করেছেন। (সুরা আল লাইল ৩)। সনাতন হিন্দু ধর্মে নারীকে শক্তির প্রতীক হিসেবে কল্পনা করা হয়েছে। দুর্গা, কালী ইত্যাদি দেবিশক্তির কল্পনায় নারীর জয়গান সূচিত হয়েছে। হিন্দুশাস্ত্রে তাই বর্ণিত হয়েছে: 'যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে

তত্র দেবতাঃ।/যত্রৈতাস্তু ন পূজ্যন্তে সর্বাস্তত্রাফলাঃ ক্রিয়াঃ। (মনুসংহিতা ৩/৫৬)' অর্থাৎ "যে সমাজে নারীদের যথাযথ শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করা হয় সেই সমাজ উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি লাভ করে। আর যারা নারীদের যোগ্য সম্মান করে না, তারা যতই মহৎ কর্ম করুক না কেন, তার সবই নিষ্ফল হয়ে যায়।" এ গ্রন্থের অন্যত্র বলা হয়েছে: "নারী ও পুরুষ একে ভিন্ন অপরে অসম্পূর্ণ। এজন্য বেদে বলা হয়েছে ধর্মকর্ম পত্নীর সাথে মিলিতভাবে কর্তব্য"। (মনুসংহিতা ৯/৯৬) [১]

বাইবেলের পুরাতন নিয়মে ব্যক্তি মর্যাদা হচ্ছে : 'ঈশ্বর মানুষকে নর ও নারী করে সৃষ্টি করেছেন। তাই নারী ও পুরুষের মানবিক মর্যাদা সমান। তাই তাদের অধিকারও সমান। এই মর্যাদার স্বীকৃতি পাওয়া নারীর অধিকার। তিনি তাদেরকে পরস্পরের জন্যই সৃষ্টি করেছেন।' বাইবেলের ভাষায় 'নারী-পুরুষ উভয়ে মিলে ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি। নারী-পুরুষের মর্যাদা সমান বলেই স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের পরিপূরক, পরস্পরের সঙ্গী-সঙ্গিনী।' আদি পুস্তকের বর্ণনা অনুযায়ী হবাকে সৃষ্টি করা হয়েছে আদমের পাঁজর থেকে। ঈশ্বর বলেছেন, মানুষের পক্ষে একা থাকা ভালো নয়, এজন্যই আদমের সঙ্গিনী হিসেবে হবাকে সৃষ্টি করা হয়েছে। হবাকে দেখে আদম বলে উঠলেন : "এ আমার অস্থির অস্থি, মাংসের মাংস।" [২]

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বলেছেন- "বিশ্বের যা কিছু মহান সৃষ্টি চিরকল্যাণকর, অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর"। মানব জাতির অর্ধেক নারী। উন্নয়ন করতে হলে এই নারী জাতিকে সঙ্গে নিয়েই করতে হবে। এই অর্থেই হেলেন ক্লার্ক বলেছিলেন জনসংখ্যার অর্ধেককে সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত রেখে কখনোই কাঙ্খিত উন্নয় অর্জিত হবে না। "Development cannot be achieved if fifty percent of the population is excluded from the opportunities it brings." Helen Clark, UNDP Administrator.

সামগ্রিকভাবে তাই 'নারী জাগরণ, নারীর ক্ষমতায়ন ও সমবায়' ত্রিধা প্রত্যয়যুক্ত হয়ে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের একটি চালিকাশক্তি।

১.০২: গবেষণা প্রস্তাবনার প্রেক্ষাপট/পটভূমি

নারীর ক্ষমতায়ন মানবতার উন্নয়ন। ক্ষমতায়ন নারী-পুরুষের পূর্ণাঙ্গ জীবনমান অর্জনের আদর্শ পন্থা। ব্যক্তির নিজ জীবন ব্যক্তি কীভাবে নিয়ন্ত্রণ করবে তা ঠিক করা। পেশাগত দক্ষতা অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় যোগ্যতা অর্জন করা। ক্ষমতায়ন ব্যক্তির ভেতরে আত্মবিশ্বাস দৃঢ় করে, যার দ্বারা সে সমস্যা সমাধান করতে শেখে। পরমুখাপেক্ষী না হয়ে স্বনির্ভর হয়।

[১] হিন্দু ধর্মে নারীর মর্যাদা https://sanatandharmatattva.wordpress.com/2018/03/08/...
[২] নারীর অধিকার ও বর্তমান অবস্থান -ফাদার বেঞ্জামিন কস্তা, সিএসসি; https://www.dailysangram.com/post/30067-...

একজন নারী বা পুরুষ যখন জীবন জিজ্ঞাসার মতামত গ্রহণের ক্ষমতার অধিকারী হলে মনে করা হয় তার ক্ষমতায়ন হয়েছে। ক্ষমতায়ন কার্যকর করার জন্য তিনটি পর্যায়কে বিবেচনা করা হয়। যেমন ব্যক্তিগত (অর্থনৈতিক), এ পর্যায়ে বিবেচিত হয় ব্যক্তির আত্মবিশ্বাস ও সামর্থ্যের ধারণা। অন্যটি সম্পর্ক (সামাজিক), এ পর্যায়ে দেখা হয় ব্যক্তির সম্পর্কযুক্ত ক্ষমতার সামর্থ্য-অর্থাৎ ব্যক্তি কতটা মধ্যস্থতাকারী ও অন্যের ওপর প্রভাব বিস্তারে কতটা সমর্থ। তৃতীয়টি সামষ্টিক (রাজনৈতিক), এ পর্যায়ে বিবেচিত হয় একসঙ্গে কাজ করার দক্ষতা অর্থাৎ বড় আকারে প্রভাব বিস্তার ও তার ফল লাভের জন্য এক সঙ্গে সক্রিয় থাকার সামর্থ্য। এ ক্ষেত্রগুলো বিবেচনা করে নির্ধারিত হয় ক্ষমতায়নের মাত্রা। এ ক্ষমতা অর্জন পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র থেকে বিচ্ছিন্ন কোন ঘটনা নয়। এর সঙ্গে বেঁচে থাকার নানা ব্যবস্থা গভীরভাবে জড়িত। বিশেষ করে নারীর ক্ষেত্রে বিষয়টি আরও জটিল। নারীর ক্ষমতায়ন হয়েছে কিনা তা বুঝতে হলে দেখতে হয় সম্পদের ওপর নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কিনা। সম্পদ নিয়ন্ত্রণে নারী সক্ষম কিনা অর্থাৎ নারী নিজে সম্পদ নিয়ন্ত্রণ করছে কিনা। বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের ফল নারী ভোগ করতে পারছে কিনা। কারণ ক্ষমতা চর্চার কেন্দ্রে রয়েছে সম্পদ।

অবহেলিত নারীশক্তির উন্নয়নে/ক্ষমতায়নে সমবায়ের ভূমিকা সম্যকভাবে উপলব্ধি করতে হলে আমাদের নারী জাগরণের প্রেক্ষাপট/ইতিহাস, বর্তমান সরকারের নারীবান্ধব উন্নয়ন কর্মকাণ্ড এবং সমবায়ের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়নপর্ব আলোচনা করা যেতে পারে। আমরা জানি আমাদের এই বাংলা ভূখণ্ডে **নারী জাগরণের পথিকৃত বেগম রোকেয়া। বেগম রোকেয়ার** হাত ধরেই বাংলার অবহেলিত বঞ্চিত ও পিছিয়ে থাকা নারীরা জাগরণের পথে এসেছে-স্বপ্ন দেখতে শিখেছে। রোকেয়ার যুগে নারীরা ছিল অন্তঃপুরবাসিনী-অবগুণ্ঠনবতী ও অসূর্যস্পর্শা। এই অবস্থায় বাঙালি মুসলমান সমাজে নারীর স্বাতন্ত্র্যতা ও নারী স্বাধীনতার পক্ষে প্রথম প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর বেগম রোকেয়া।

বিশ শতকের প্রথমে বাঙালি মুসলমানদের নবজাগরণ সূচনালগ্নে নারীশিক্ষা ও নারী জাগরণে **বেগম রোকেয়াই** প্রথম নেতৃত্ব দেন। মুসলমান সমাজের ঘোর অন্ধকার যুগে নারী জাগরণের ক্ষেত্রে রোকেয়ার ভূমিকা ছিল একক, ব্যতিক্রমী এবং অনন্যসাধারণ। অবরোধ প্রথার শেকল ভেঙ্গে তিনি বেরিয়ে আসেন অসামান্য সাহস, প্রবল আত্মবিশ্বাস ও দৃঢ় সংকল্প নিয়ে। **বেগম রোকেয়াই** প্রথমবারের মতো বাঙালি মুসলিম সমাজে পুরুষের পাশাপশি নারীর সমান অধিকারের দাবি তুলে ধরেন এবং নারী স্বাধীনতার পক্ষে নিজের মতবাদ প্রচার করেন। নারী জাগরণের পথিকৃত **বেগম রোকেয়া** নারীর ক্ষমতায়নের ভবিষ্যৎ রূপরেখা এঁকেছিলেন এভাবে: **তোমাদের কন্যা শিশুদিগকে শিক্ষিত করিয়া ছাড়িয়া দাও দেখিবে তারা নিজেদের অন্ন বস্ত্রের ব্যবস্থা নিজেরাই করিয়া নিতে পারিবে।**

চিত্র-০১: নারী জাগরণের পথিকৃত **বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন**

বাংলাদেশ **১৯৭১** সালে স্বাধীনতা অর্জন করে মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে। এই রক্তক্ষয়ী স্বাধীনতাযুদ্ধে নারীদের অবদান ছিল অসামান্য। স্বাধীনতার পর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নারীর উন্নয়নকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেন। আর তারই প্রতিফলন দেখা যায় আমাদের পবিত্র সংবিধানে। সংবিধানের দ্বিতীয়ভাগের **১০** নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে: '১০। জাতীয় জীবনে মহিলাদের অংশগ্রহণ: জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে মহিলাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করিবার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।' অনুচ্ছেদ ২৮(২) এ বলা হয়েছে: ' রাষ্ট্র ও গণজীবনের সর্বস্তরে নারী পুরুষের সমান অধিকার ভোগ করিবেন। পবিত্র সংবিধানের এসব অনুচ্ছেদে আমরা নারীর ক্ষমতায়নের বিষয়ে রাষ্ট্রের অবস্থান টের পাই।

নারীর উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন এবং এ বিষয়ে গবেষণা যেকোনো প্রতিষ্ঠানের চলমানতার ও উন্নয়নের একটি আদর্শ মানদণ্ড। সমবায় অধিদপ্তরের প্রশিক্ষণ ও সমবায় প্রসারের ক্ষেত্রে আরো বেশি প্রযোজ্য। সমবায় সংক্রান্ত বিভিন্ন সরকারী দলিল ও আইন বিধিতে তাই গবেষণার উপর সর্বোচ্চ গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। The report of the martial Law Committee on Organizational Set Up Phase II (Departments, Directorates and Other Organizations Under Them), Volume X (Ministry of Local Government) Part-2 (Rural Development and Co-operative Division), Chapter I (Department of Co-operatives, May 1983)

বলা হয়েছেঃ one of the important objective of DoC is ` To conduct survey, research and case-study on the working of the co-operative Societies, publish results and reports and make recommendations to the Government. অপরদিকে The Project Proposal-A Summary of East Pakistan Co-operative College (Now Bangladesh Co-operative Academy-BCA) এর the scope of the activities of the college সম্পর্কে বলা হয়েছে.... (3) Research and Survey.এছাড়াও সমবায় সমিতি বিধি ১৯৮৭ এর ১০২(৩) (ডি) এবং সমবায় সমিতি বিধিমালা ২০০৪ এর ৮৪(৬)(ঘ) গবেষণা সম্পাদনের কথা বলা হয়েছে। উপরোক্ত ম্যান্ডেট পূরণ এবং সমবায়ের নতুন নতুন ক্ষেত্র বের করার জন্য গবেষণা কার্যক্রম সম্পাদন করা হবে। উল্লেখ্য যে, বিগত চার বছরে নিম্নোক্ত চারটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে চারটি গবেষণা সম্পাদিত হয়েছে এবং গ্রন্থাকারেও প্রকাশিত হয়েছে।

১	২০১৫-১৬	Post Training Impact Study of the IGA Training Courses of the Female Participants Conducted by Bangladesh Co-operative Academy and Other Co-operative Zonal Training Institutions.	A research book on Coop IGA training impact.
২	২০১৬-১৭	Training Needs Analysis for Cooperators.	A research book on TNA
৩	২০১৭-১৮	Recent Debacle of Cooperative Societies in Bangladesh: Realities, Causes and Measures.	A research book on Cooperative Debacle in Bangladesh.
৪	২০১৮-১৯	সফল ও টেকসই সমবায় সমিতির নিয়ামকসমূহ	সফল সমবায় সমিতি গঠন বিষয়ক গবেষণা গ্রন্থ

চিত্র-০২: নারী উন্নয়নের ধারক ও বাহক স্বাধীনতার মহান স্থপতি **জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান**

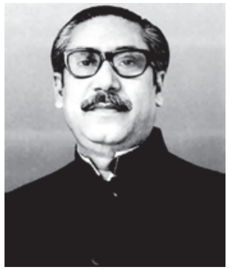

আমরা জানি, স্বাধীনতার মহান স্থপতি **জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের** জন্মশতবার্ষিকী ২০২০ সালের ১৭ মার্চ (মঙ্গলবার) থেকে ২০২১ সালের ২৬ মার্চ (শুক্রবার) পর্যন্ত 'মুজিববর্ষ-২০২০' হিসেবে পালিত হচ্ছে।

উক্ত ঐতিহাসিক ঘটনাকে সার্থকভাবে উদযাপনের অংশ হিসেবে বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি, কোটবাড়ী, কুমিল্লা ও আঞ্চলিক সমবায় ইন্সটিটিউটসমূহের অধ্যক্ষগণের সমন্বয়ে 'মুজিববর্ষ-২০২০' কে সামনে রেখে 'বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি, কোটবাড়ী, কুমিল্লা ও আঞ্চলিক সমবায় ইন্সটিটিউটসমূহ'কে ব্র্যান্ডিং করা এবং 'সমবায় প্রশিক্ষণে ইতিবাচক' পরিবর্তন সাধনের লক্ষে বিগত ১৯/০৮/১৯ ও ২০/০৮/২০১৯ খ্রিঃ তারিখে বাংলাদেশ সমবায় একাডেমিতে 'স্বপ্ন ও বার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়ন কর্মশালা-২০১৯ (Annual Dream & Planning Implementation Workshop-ADPIW) অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী অধ্যক্ষগণ ও প্রশিক্ষকবৃন্দের সুচিন্তিত পরামর্শ ও মতামতের ভিত্তিতে 'বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি, কোটবাড়ী, কুমিল্লা ও আঞ্চলিক সমবায় ইন্সটিটিউটসমূহের ব্র্যান্ডিং কর্মপরিকল্পনা' প্রণীত হয়েছে। এ ব্র্যান্ডিং কর্মপরিকল্পনায় গবেষণা গুরুত্বের সাথে বিবেচিত হয়েছে। মুজিববর্ষে 'নারীর ক্ষমতায়নে সমবায়' বিষয়ক গবেষণা তাই বাংলাদেশ সমবায় একাডেমির একটি বলিষ্ঠ কর্মসূচি ও অঙ্গীকার। উল্লেখ্য যে, বঙ্গবন্ধুকন্যা **মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার** সানুগ্রহ অনুমোদনের মাধ্যমে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের আওতাধীন সংস্থাসমূহের শ্লোগান নির্ধারিত হয়েছে **'বঙ্গবন্ধুর দর্শন সমবায়ে উন্নয়ন'**। এর মাধ্যমে আমরা বঙ্গবন্ধুর আজীবনের সংগ্রামের দ্যোতনায় সমবায়ের উজ্জ্বল উপস্থিতির প্রমাণ পাই।

স্বাধীন বাংলাদেশে আমরা সরকারের নারীবান্ধব বিভিন্ন কর্মসূচি দেখতে পাই। বিশেষতঃ বাংলাদেশ সরকার নারীদের দারিদ্র্য দূরীকরণে নানা কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। দুঃস্থভাতা, কাজের বিনিময়ে খাদ্য, বিধবা ভাতা, শিক্ষা উপবৃত্তি, সরকারী চাকুরিতে নারী কোটা, সহজ শর্তে উদ্যোক্তা ঋণ, করমুক্ত আয়সীমা বৃদ্ধি। বর্তমান **মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার** নারীবান্ধব কর্মকাণ্ড দেশে ও বিদেশে প্রশংসিত হয়েছে। ১৯৯৬ সালে সরকার গঠন করেই **মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা** নারীদের সমাজের বিভিন্ন স্তরে অংশগ্রহণের সুযোগ দিয়ে নারীর ক্ষমতায়নের পথ প্রশস্ত করেন। জেলা পর্যায়ে প্রশাসনের কেন্দ্রবিন্দু জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপার পদে নারীদের নিয়োগদান **মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার** একটি বৈপ্লবিক পদক্ষেপ। এরই ধারাবাহিকতায় বিভিন্ন সময়ে জাতীয় সংসদের মাননীয় স্পিকারসহ সরকারের শীর্ষ বিভিন্নপদে, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সচিবপদে নারীদের পদায়ন, হাইকোর্টের বিচারপতি পদে নারীদের নিয়োগ, সেনাবাহিনীর উচ্চপদে বিগ্রেডিয়ার জেনারেল পদে নারীর পদায়ন করে নারীর ক্ষমতায়নকে ত্বরান্বিত করেছেন। এছাড়া ইউএনও পদে নারীদের পদায়ন অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে বর্তমান সময়ে। বর্তমান করোনার ভয়াবহ সময়ে আমরা দেখেছি বিভিন্ন জেলায় জেলা প্রশাসক পদে নারীরা দক্ষতার সাথে পরিস্থিতি মোকাবেলা করছেন এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে ভার্চুয়াল কনফারেন্সে নারী জেলা প্রশাসক ও জেলা পুলিশ সুপারবৃন্দ অধিকতর পারঙ্গমতার পরিচয় দিচ্ছেন।

জনপ্রতিনিধি নির্বাচনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নারীবান্ধব নীতি প্রণয়ন করেছেন। ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে সংরক্ষিত নারী আসনে নারীরা সরাসরি নির্বাচিত হচ্ছেন। এছাড়াও জাতীয় সংসদে নারী আসন ৩০টি থেকে ৫০টিতে উন্নীত করা হয়েছে। উপজেলা পরিষদে মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান পদে নারীরা সরাসরি নির্বাচন করে চলেছেন।

শিশু মৃত্যুর হার রোধকরণ এবং নারীর ক্ষমতায়নে অসামান্য সাফল্য দেখিয়েছে বাংলাদেশ শেখ হাসিনার নেতৃত্বে। বিশ্ব গণমাধ্যমে **মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার** নারীর ক্ষমতায়নের সাফল্য বিশেষ গুরুত্বসহকারে প্রচার করছে ইত্যবসরে।গ্রামীণ নারী, নারী উদ্যোক্তা, মেয়েদের শিক্ষাব্যবস্থা, চাকরিতে নারীর অধিকার, রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি ইত্যাদি সেক্টরে ভিন্ন আঙ্গিকে গ্রহণীয় ব্যবস্থা ও সাফল্যের নমুনায়ন দেখিয়ে চলেছেন **মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা**। শেখ হাসিনার সরকারের উদ্যোগে গৃহীত ব্যবস্থায় নারী উদ্যোক্তাগণ এশিয়া উন্নয়ন ব্যাংক এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের তহবিল থেকে বিশেষ সুবিধাযুক্ত ১০% সুদে ঋণ পাচ্ছে। পুনঃঅর্থায়নে তহবিলের ১৫% বরাদ্দ রয়েছে নারী উদ্যোক্তাদের জন্য। নারীরা ২৫ লাখ পর্যন্ত এসএমই ঋণ সুবিধা পাচ্ছেন জামানতদার ছাড়াই, কেবলই ব্যক্তিগত পরিচয়ে। পাশাপাশি সরকারী এবং বেসরকারী ব্যাংকগুলো নারীদের সেবার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে বিশেষ সার্ভিস চালু করেছে ইতোমধ্যে।

চিত্র-০৩: বাংলাদেশের নারীর ক্ষমতায়নের অগ্রপথিক **মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা**

সরকারের উদ্যোগের পাশাপাশি সমবায় বিভাগও নারী উন্নয়নে ও নারীর ক্ষমতায়নে কাজ করে আসছে। সমবায় ভিত্তিক বেশকিছু প্রকল্প ইতোমধ্যে বাস্তবায়িত হয়েছে ও হচ্ছে। এসব প্রকল্পের মধ্যে রয়েছে: (১) 'সমবায় অধিদপ্তরকে শক্তিশালীকরণ এবং সমবায়ের মাধ্যমে উদ্যোক্তা সৃষ্টি ও আয়বর্ধক কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচী; (২) 'সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচী (সিভিডিপি) (Copmprehensive Village Development Programme- CVDP)'- (৩) ''Family Welfare and Income Generation Activities Through the Rural Co-operatives'' (৪) "গারো সম্প্রদায়ের জীবনযাত্রার উন্নয়ন"।(৫) ''সমবায় ভিত্তিক দুগ্ধ উৎপাদন নিশ্চিতকরণ'- (৬) 'আমার বাড়ী আমার খামার প্রকল্পে'র আওতায় পরিচালিত ' সমবায়ের মাধ্যমে ক্ষুদ্র নৃ-তাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রারমান উন্নয়ন কম্পোনেন্ট'। (৬) বৃহত্তর ফরিদপুর,

খুলনা ও বরিশাল অঞ্চলে দুগ্ধ সমবায় সমিতির কার্যক্রম বিস্তৃতকরণ প্রকল্প। (৭) দুগ্ধ ও মাংস উৎপাদনের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে গঙ্গাচড়া উপজেলায় ডেইরি সমবায়ের কার্যক্রম সম্প্রসারণ প্রকল্প। এসব প্রকল্পের কয়েকটি শুধুমাত্র নারীদের জন্য পরিচালিত। অন্যগুলো নারী ও পুরুষ উভয়ের জন্য বাস্তবায়িত হয়েছে। এসব প্রকল্পের মাধ্যমে পুরুষদের পাশাপাশি নারীদের উন্নয়নে সমবায় ভিত্তিক কর্মকাণ্ড পরিচালিত হচ্ছে।

বর্তমানে সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক নারীর উন্নয়নে গৃহীত একটি প্রকল্প "উন্নত জাতের গাভী পালনের মাধ্যমে সুবিধাবঞ্চিত মহিলাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন প্রকল্প"। দেশের ৭টি বিভাগের ২৫টি জেলার ৫০টি উপজেলায় এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রাক্কলিত টাকা ১৫১.৫৭০৩ কোটি। মেয়াদ জুলাই ২০১৬ থেকে জুন ২০২১। উপকারভোগী ১০,০০০ (দশহাজার) জন সুবিধাবঞ্চিত গ্রামীণ নারী। প্রত্যেককে ২টি করে বকনা /গাভী কেনার জন্য ১ লক্ষ টাকা এবং খাদ্য ও অনুষঙ্গিক ব্যয়ের জন্য ২০ হাজার টাকা সুদমুক্ত ঋণ প্রদান করা হচ্ছে। প্রশিক্ষণ, তদারকি, গবাদি পশুর চিকিৎসা বিনামূল্যে পাচ্ছেন। এই প্রকল্পভুক্ত ১৩৯৬৮টি গাভী বর্তমানে প্রতিদিন গড়ে ৬.৫০ লিটার দুধ দিচ্ছে। দৈনিক উৎপাদন ২৮৩০৬ লিটার। প্রতি লিটার ৪০ টাকা দরে দুধ কিনে নেয় মিল্কভিটা। দৈনিক দুধ বিক্রয়লব্ধ অর্থ আসছে ১১.৩২ লক্ষ টাকা। এটি একদিকে সুবিধাবঞ্চিত নারীদের অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করে তুলছে, সংসারে তাদের গুরুত্ব ও মর্যাদা বৃদ্ধি পাচ্ছে, তাদের সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করছে, অন্যদিকে দেশের দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়তা করছে।

সরকার ও সমবায় বিভাগের নারী উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের বেশকিছু মহিলা সমিতি ও মহিলাসম্পৃক্ত সমবায় সমিতি সফলতার শীর্ষে উঠে এসেছে। এর মাধ্যমে নারীরা সমবায়ে সম্পৃক্ত হয়ে নিজেদের উন্নয়নের পাশাপাশি সংসার ও সমাজে মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত হয়েছেন এবং তাঁরা তাঁদের নিজ নিজ ক্ষেত্রে সফলভাবে নেতৃত্ব দিয়ে নারীর ক্ষমতায়নে সমবায়ের প্রয়োগিকতাকে তুলে ধরছেন। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এ রকম সফল মহিলা সমবায়ীর সংখ্যা উল্লেখযোগ্য। উদাহরণ হিসেবে আমরা "বারিধারা মহিলা সমবায় সমিতি লিমিটেড'' এর উদ্যোক্তা গোলাপ বানুর নাম উল্লেখ করতে পারি। একদম প্রান্তিক অবস্থা থেকে তিনি আজ নারী উন্নয়ন তথা ক্ষমতায়নের এক উজ্জ্বল উদাহরণ। তিনি সমবায়ের পতাকাতলে এসে রাষ্ট্রীয়ভাবে হয়েছেন শ্রেষ্ঠ সমবায়ী ও জয়িতা।

চিত্র-০৪: সমবায়ের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়নের উজ্জ্বল উদাহরণ গোলাপ বানু মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট থেকে রোকেয়া পদক গ্রহণ করছেন।

সমবায় হচ্ছে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক চাহিদা পূরণের জন্য স্বেচ্ছায় সংগঠিত কিছু সংখ্যক ব্যক্তি কর্তৃক গঠিত সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান যা যৌথ মালিকানাধীন এবং গণতান্ত্রিক উপায়ে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত। A cooperative is defined by the ICA's statement on the Cooperative identity as "An autonomous association of persons united voluntarily to meet their common economic, social, and cultural needs and aspirations through jointly-owned and democratically-controlled enterprises." বাংলাদেশের পবিত্র সংবিধানের ১৩(খ) অনুচ্ছেদে সম্পদের মালিকানার ভিত্তিতে সমবায়কে দ্বিতীয় খাত হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।

১৯০৪ সালে আনুষ্ঠানিক যাত্রার পর হতে বর্তমান অবধি নানা শ্রেণি পেশার মানুষ নানা শ্রেণির সমবায় গড়ে তুলেছে। বিদ্যমান সমবায় সমিতি আইন মোতাবেক মহিলা সমবায় সমিতিসহ ২৯ প্রকারের সমবায় রয়েছে। বাংলাদেশে এর মোট সংখ্যা ১,৭৪,৩৯৪ এর মতো। এসব সমিতির ব্যক্তি সদস্য প্রায় ২ কোটি। ২ কোটি সমবায়ীর মধ্যে প্রায় ৭৫ লক্ষ জন নারী রয়েছে, যাদের শেয়ার ও সঞ্চয়ের মোট পরিমাণ ২০ কোটি টাকা। নারীদের স্ব-কর্ম, উদ্যোক্তা ও সফল ব্যবসায়ী রয়েছে। সমবায়ের মাধ্যমে সৃষ্টি হচ্ছে নারী নেতৃত্ব। সমবায়ের মাধ্যমে নারীদের এত উন্নয়ন হওয়া সত্ত্বেও জাতীয় অর্থনীতি, সমাজ ও রাজনীতিতে কতটুকু ভূমিকা রাখছে তা সুনির্দিষ্টভাবে অজানা। এ বিষয়ে খুব বেশি গবেষণা ও প্রকাশনা দেখা যায় না। এ প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি ২০১৯-২০ সালের গবেষণার বিষয় নির্ধারণ করেছে, 'নারীর ক্ষমতায়নে সমবায়: অর্জন, চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা (Role of Cooperatives in Empowering Woman: Achievements, Challenges and Possibilities)'।

১.০৩: গবেষণার কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ প্রত্যয়ের কার্যকরী সংজ্ঞায়ন

বিখ্যাত সমাজবিজ্ঞানী পি.ভি.ইয়ং (P.V. Young) এর মতে, যখন কোন নতুন তথ্যরাজি নির্দিষ্ট কিছু বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে অন্যান্য শ্রেণি থেকে আলাদা হয়ে নির্দিষ্ট নাম বা শিরোনাম গ্রহণ করে থাকে, তখন তাকে একটি প্রত্যয় বলে। প্রত্যয় হলো বাস্তব ঘটনা, দল বা শ্রেণি বিষয়ে একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা। অর্থাৎ প্রত্যয় হচ্ছে নানাবিধ ঘটনার মূল বিষয়ে সংক্ষিপ্ত একটি উপস্থাপন যা অনেকগুলো ঘটনাকে একটি সাধারণ শিরোনামের আওতায় এনে সংক্ষিপ্ত রূপদানের মাধ্যমে চিন্তাকে সহজভাবে প্রকাশ করে। বর্তমান গবেষণা কর্মটি সম্পাদনে কতিপয় প্রত্যয় ব্যবহৃত হয়েছে। এসব প্রত্যয়ের যথাযথ সংজ্ঞায়ন না করলে গবেষণার ফলাফল ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ তথা বিশেষ কিছু প্রত্যয় বা শব্দগুচ্ছ উপলব্দি করতে সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে। গবেষণায় ব্যবহৃত প্রত্যয়সমূহ নিম্নরূপ:

১.০৩.০১: সমবায় সমিতি

সমবায় সমিতি হচ্ছে গণতান্ত্রিকভাবে পরিচালিত একটি অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান যার মাধ্যমে এর সদস্যরা তাদের আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটিয়ে থাকে। অর্থাৎ সমবায় সমিতি একটি সাধারণ প্রতিষ্ঠান নয়। সমবায় সমিতি এমন একটি জনকল্যাণ ও উন্নয়ন মূলক আর্থ-সামাজিক প্রতিষ্ঠান যার মধ্যে -

(১) গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনা ও চর্চা থাকবে;
(২) অর্থনৈতিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ড থাকবে;
(৩) সম্মিলিত কর্মপ্রচেষ্টায় ধারাবাহিক উন্নয়ন থাকবে;
(৪) সদস্যদের মানবসম্পদ হিসেবে গড়ে তোলার কর্মসূচি থাকবে এবং
(৫) সদস্যদের সামাজিক উন্নয়ন তথা আত্মসমান অর্জনের স্পৃহা থাকবে।

১.০৩.০২: মহিলা সমবায় সমিতি

সমবায় সমিতি বিধিমালা ২০০৪ এর ৩(৮) বিধি মোতাবেক 'মহিলা সমবায় সমিতি' যাহার সদস্য হইবে মহিলা এবং যাহার উদ্দেশ্য হইবে মহিলাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন। (Mahila Samabay Samity means a cooperative society the members of which are women and the object of which is to encourage and provide facilities to its members: Clause 2(xvi) of Cooperative Societies Rules 1987.)

১.০৩.০৩: আদর্শ সমবায় সমিতি

কোন সমবায় সমিতির কর্ম এলাকার জনগোষ্ঠীর মৌলিক, মানবিক, আর্থিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইত্যাদি সংশ্লিষ্ট সার্বিক দিকের মানোন্নয়নের মাধ্যমে পরিপূর্ণ ও উপভোগ্য জীবন যে সমবায় সমিতির মাধ্যমে পরিচালিত হয়, তাকে আদর্শ সমবায় সমিতি বলা যেতে পারে।

একটি আদর্শ সমবায় সমিতির নিকট থেকে সমিতির একজন সদস্য সমষ্টিগত ও ব্যক্তিগতভাবে যা যা পেতে পারেন তা হলো -

(১) আর্থিক স্বচ্ছলতা;
(২) কর্মসংস্থান (প্রত্যক্ষ কর্মসংস্থান/আত্মকর্মসংস্থান;)
(৩) দারিদ্র্য বিমোচন ;
(৪) সামাজিক সুনাম ও সম্মান;
(৫) রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি/সম্মান;
(৬) সকলের ভালবাসা, সহযোগিতা ও সহমর্মিতা ইত্যাদি ।

এর মধ্যে সবচেয়ে বড় যে প্রাপ্তি তা হলো একক ও সমষ্টিগত উদ্যোক্তা হবার সীমাহীন স্বপ্ন ও অদম্য শক্তি ।

১.০৩.০৪: সফল ও টেকসই সমবায় সমিতি

নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন সমবায় সমিতিকে সফল ও টেকসই সমবায় সমিতি হিসেবে গণ্য করা যেতে পারেঃ

(ক) নূন্যতম ১০ বছর ধরে বিধিবদ্ধ কার্যক্রম সম্পাদন করছে ।
(খ) সফলভাবে ইতিবাচক ও গুণগত মানসম্পন্ন কার্যক্রম সম্পাদন করছে ।
-মূলধন গঠন;
-কর্মসংস্থান;
-সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি;
-প্রযুক্তির ব্যবহার;
-সামাজিক কল্যাণমূলক কর্মকাণ্ড ।

১.০৩.০৫: সম্পদ ব্যবস্থাপনাকারী সমবায় সমিতি

মূলতঃ সমবায় সমিতি হবে এর সদস্যের আত্মবিশ্বাসের জায়গা । সমবায় সমিতি এর আওতাভুক্ত সকল সম্পদকে সুষ্ঠুভাবে ব্যবহার করে সদস্যদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন নিশ্চিত করবে । অর্থনীতির ভাষায় আমরা জানি মূলধন মূলতঃ পাঁচ প্রকার । যথা-

(1) Economic Capital (অর্থনৈতিক মূলধন)
(2) Human Capital (মানবিক মূলধন)
(3) Social Capital (সামাজিক মূলধন)
(4) Natural Capital (প্রাকৃতিক মূলধন)
(5) Physical Capital (ভৌত মূলধন)

সমবায় সমিতি এই পাঁচ প্রকার মূলধনকেই সফলভাবে সুন্দর ও সুষম ব্যবহার করবে ।

১.০৩.০৬: সময়ের চাহিদাসম্পন্ন সমবায় সমিতি

বর্তমান সময়ের প্রয়োজন ও চাহিদার নিরিখে কার্যক্রম সম্পাদনপূর্বক কোন সমবায় সমিতির কর্ম এলাকার জনগোষ্ঠীর মৌলিক, মানবিক, আর্থিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইত্যাদি সংশ্লিষ্ট সার্বিক দিকের মানোন্নয়নের মাধ্যমে পরিপূর্ণ ও উপভোগ্য জীবন যে সমবায় সমিতির মাধ্যমে পরিচালিত হয়, তাকে সময়ের চাহিদাসম্পন্ন সমবায় সমিতি বলা যেতে পারে ।

সময়ের চাহিদাসম্পন্ন একটি সমবায় সমিতির নিকট থেকে সমিতির একজন সদস্য সমষ্টিগত ও ব্যক্তিগতভাবে যা যা পেতে পারেন তা হলো-

(১) আর্থিক স্বচ্ছলতা;
(২) কর্মসংস্থান (প্রত্যক্ষ কর্মসংস্থান/আত্মকর্মসংস্থান;)
(৩) দারিদ্র্য বিমোচন ;
(৪) কার্যক্রমের বহুমুখিতা ও গতিশীলতা;
(৫) আধুনিক প্রযুক্তিগত ও বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটের চাহিদা পূরণ;
(৬) তাত্ত্বিক উন্নয়ন নয়-প্রায়োগিক কাজে দৃশ্যমানতা ।

সমবায়ের চাহিদাসম্পন্ন সমবায় সমিতির সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি তা হলো ব্যক্তির একক ও সমষ্টিগত উদ্যোক্তা/ উন্নয়নকর্মী হবার সীমাহীন স্বপ্ন ও অদম্য শক্তি ।

সমবায়ের চাহিদাসম্পন্ন সমবায় সমিতির মূল দর্শন হচ্ছে: সমবায় হচ্ছে সদস্যদের দ্বারা সদস্যদের জন্য এবং সদস্যদের কল্যাণে পরিচালিত একটি বিধিবদ্ধ আর্থ-সামাজিক প্রতিষ্ঠান । (Cooperative is the socio-economic organization of the member, by the member, for the member.)

১.০৩.০৭: নারীর ক্ষমতায়ন

ক্ষমতায়ন বলতে বোঝায়, পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থায় প্রতিটি ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ জীবনমান অর্জন, যার ভিত্তিতে ব্যক্তি (নারী ও পুরুষ) তার একক স্বাধীনতায় নিজের জীবনে কারও মুখাপেক্ষী না হয়ে নিজ যোগ্যতায় জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন । সাধারণের মতে, ক্ষমতায়ন বলতে নারীর শিক্ষাব্যবস্থা বা একটি চাকরির যোগান দেয়াকে বোঝানো হয় । কিন্তু আক্ষরিক অর্থে ক্ষমতায়ন ব্যক্তিকে তার নিজের কাজ সম্পর্কে স্বাবলম্বী করে তোলে, আত্মবিশ্বাসী, আত্মপ্রত্যয়ী হওয়ার কৌশল শেখায় যার উপর দাঁড়িয়ে ব্যক্তি যে কোন সমস্যার মোকাবেলা করতে পারেন দৃঢ়ভাবে । সুতরাং ক্ষমতায়ন হলো সে বিশেষ ক্ষমতা বা অদৃষ্ট শক্তি যার মাধ্যমে ব্যক্তি নিজের ভেতরে অপ্রকাশিত থাকা প্রতিভাকে প্রস্ফুটিত করতে পারেন আপন মহিমায় মহিমান্বিত করে তোলে নিজের জীবনকে নিজস্ব চিন্তাচেতনা আর কৃতকর্মের মাধ্যমে । [৩]

৩ https://albd.org/bn/articles/news/31892/%................

১.০৪: গবেষণার যৌক্তিকতা

পরিসংখ্যানগত দিক থেকে আমরা জানি, বাংলাদেশে বিভিন্ন ক্যাটাগরির প্রায় ১,৭৪,৩৯৪টি সমবায় সমিতি আছে। এসব সমবায় সমিতির মাঝে মহিলা সমবায় সমিতির সংখ্যা খুব নগণ্য নয়। আবার অন্যান্য সমবায় সমিতির মাঝেও মহিলা সদস্য রয়েছে। সমবায় সমিতির সদস্য হিসেবে মহিলাদের সাফল্যের ইতিহাসও আমরা পাই। ট্রান্সপ্যারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের একটি গবেষণা থেকে দেখা যায় দেশের মোট দেশজ উৎপাদনে (জিডিপি) সমবায় সমিতির অবদান ১.৮৮ শতাংশ। এ পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের সমবায় আন্দোলন নারীর ক্ষমতায়নে কতটুকু ভূমিকা রাখছে, তার একটি বস্তুনিষ্ঠ গবেষণা হওয়া প্রয়োজন।

'মূলতঃ সমবায় হচ্ছে একটি আদর্শ ও চেতনার নাম যেখানে আদর্শিকভাবে সমমানসি-কতার লোকজন একত্রিত হয়ে কাজ করে।' প্রচলিত প্রবাদে তাই বলা হয় 'সমবায় হচ্ছে সম্মিলিত কর্মপ্রচেষ্টা অর্থাৎ সকলে মিলে মিশে কাজ করা।' সমবায়ের মূল কথা হচ্ছে "দশে মিলি করি কাজ, হারি জিতি নাহি লাজ"। (All are same, great or small - all for each and each for all)। সম্পদ ব্যবস্থাপনাগত দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায় 'সমবায় হচ্ছে অর্থনীতির ভাষায় পাঁচটি মূলধন (১) অর্থনৈতিক মূলধন (Economic Capital);(২) মানবীয় মূলধন (Human Capital);(৩) সামাজিক মূলধন (Social Capital);(৪) প্রাকৃতিক মূলধন (Natural Capital) এবং (৫) ভৌত মূলধন (Physical Capital). এর সঠিক ব্যবহারের হাতিয়ার। টেকসই সমবায় আন্দোলনের ক্ষেত্রে উপরোক্ত প্রত্যয় বা দর্শন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এ পাঁচটি মুলধনকে সঠিকভাবে কাজে লাগিয়ে সমবায় ভিত্তিক সমাজ ও টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে পারলে বাংলাদেশের সমবায় আন্দোলন গতিশীল হয়ে তার কাঙ্খিত ভূমিকা পালন করতে পারবে। আমাদের দেশের নারীদেরও সমবায় আন্দোলনে বৃহত্তর প্রভাব রয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়। এ প্রভাব সম্পর্কে একটি প্রায়োগিক গবেষণা হওয়া জরুরী বিশেষতঃ সমবায় আন্দোলনের বর্তমান ক্রান্তিকালে নারীর ক্ষমতায়নে সমবায়ের প্রভাব সমবায় আন্দোলনে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করতে পারে।

আমাদের দেশে নারীদের কাজের তেমন কোন মূল্যায়ন নেই। তাদের কাজের কোন শেষ নেই আবার তাদের কাজের কোন স্বীকৃতিও নেই। তারা দক্ষ ব্যবস্থাপক ঘরে-ঘরের বাইরে। কিন্তু তাদের ব্যবস্থাপনারও কোন স্বীকৃতি নেই। তারা নীরব কর্মীর মতো-যারা নিজেদের শ্রমে-ঘামে-আবেগে ঘর-বাহির সামলাচ্ছেন কিন্তু কাজের আর্থিক ও সামাজিক মূল্যায়ন পাচ্ছেন না। বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির ১৭তম দ্বি-বার্ষিক সম্মেলনে বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ড. আবুল বারকাত আমাদের সর্বংসহা সুদক্ষ নারীদের অর্থনীতিতে অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ, " ভালবাসার অর্থনীতি তত্ত্ব " উপস্থাপন করেন। ভালবাসাকে সবসময়ই বিনিময় মূল্যের উর্ধ্বে রাখা হয়েছে। যুগ যুগ ধরে বাংলাদেশের নারীরা গৃহে সময় ও শ্রম বিনিয়োগ করে আসছেন। এই শ্রমের কোন অর্থমূল্য নির্ধারণ করা হয় না

এবং বলা হয় এ সকল কাজ নারীরা ভালোবেসে করেন। বিনি পয়সায় দেয়া নারীর এই শ্রমের অর্থমূল্য নির্ণয় করেছেন ড. আবুল বারকাত। তিনি হিসাব করে দেখিয়েছেন বাংলাদেশের নারীর 'ভালবাসার অর্থনীতি'র মূল্য প্রায় ২ লক্ষ ৪৯ হাজার ৬১৫ কোটি টাকা। এর মধ্যে গ্রামাঞ্চলের নারীর অংশগ্রহণ ২১ শতাংশ। জিডিপিতে এ মূল্যমান যোগ করলে জিডিপি দাঁড়াবে ৭ লক্ষ ১৭ হাজার ১১২ কোটি টাকা। সে হিসেবে এ অর্থনীতির আয়তন হবে বর্তমান জিডিপির ৫২ শতাংশ। তিনি অর্থমূল্য নির্ধারণের ভিত্তি হিসেবে দেখান যে, ১০ বছর ও তদুর্ধ্ব নারীরা গৃহস্থালীর কাজে বছরে ব্যয় করেন ১৬ হাজার ৬৪১ কোটি শ্রমঘন্টা।

আমাদের দেশে নারীর ঘরের কাজের স্বীকৃতি মিলছে না। গবেষণা প্রতিষ্ঠান সিপিডি (সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ) এর ২০১৪ সালের এক গবেষণায় দেখা গেছে ১৫ বছর বয়স থেকেই নারীরা তাদের সমবয়সী পুরুষদের তুলনায় প্রায় তিনগুণ সময় এমন কাজ করেন যা ঘন্টা হিসেবে গড়ে প্রায় ৮ ঘন্টা। একই কাজে একজন পুরুষ প্রতিদিন মাত্র ২.৫ ঘন্টা খরচ করেন। একজন নারী প্রতিদিন গড়ে ১২.১ টি এমন কাজ করেন যা মজুরীবিহীন এবং জাতীয় আয়ের হিসাবে (জিডিপি) যোগ হয়না। পুরুষদের ক্ষেত্রে এ ধরনের কাজের সংখ্যা মাত্র ২.৭টি। নারীদের গৃহস্থালীর এসব কাজের মূল্য জিডিপিতে অর্ন্তভূক্ত করা হলে তার বার্ষিক মূল্য হতো জিডিপির প্রায় ৭৬.৮% এর সমান। (২০১৩-২০১৪ অর্থবছরের হিসাব)।[৪]

এছাড়াও বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে, গৃহস্থালী ও সেবামূলক দৈনন্দিন কাজে একজন নারী দৈনিক গড়ে ১৮ ঘন্টা সময় ব্যয় করেন। ২০১৪ সালের এক গবেষণায় দেখা গেছে, ঘরে নারীরা বছরে ১০লাখ ৩৭ হাজার কোটি টাকার কাজ করেন। অথচ বেশির ভাগ ক্ষেত্রে এসব কাজের কোন আর্থিক ও সামাজিক স্বীকৃতি নেই।[৫]

২০১৫ সালে মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের (এমজেএফ) জন্য সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি) আয়োজিত 'নারীদের হিসাবহীন কাজ ও অর্থনীতিতে অবদান' শীর্ষক গবেষণায় বলা হয়, একটি পরিবারে একজন নারী গড়ে প্রতিদিন ১২ দশমিক ১ এসএনএ (জাতীয় হিসাব পদ্ধতি) বহির্ভুত কাজ করে থাকেন। এসএনএ-বহির্ভুত আয় অর্থনৈতিকভাবে দৃশ্যমান নয় এবং তা জিডিপিতে ধরা হয় না। বিপরীতে পরিবারের একজন পুরুষ সদস্যের গড় এসএনএ-বহির্ভুত কাজ করে মাত্র ২ দশমিক ৭। গবেষণার সারমর্মে বলা হয়েছে, নারীদের এসএনএ-বহির্ভুত অর্থাৎ বেতনবিহীন গৃহস্থালী কাজের আনুমানিক আর্থিক মূল্য হবে জিডিপির (অর্থবছর ২০১৪-১৫) ৭৬ দশমিক ৮ থেকে ৮৭ দশমিক ৬ শতাংশের সমান। তবে এই গবেষণা থেকে প্রাপ্ত উল্লেখযোগ্য তথ্য হচ্ছে যদি নারীদের বেতনহীন কাজের অর্থমুল্য হিসাব করা হয়, তা হবে বেতনভুক্ত কর্মীদের

[৪] দৈনিক আমাদের সময়: ১৫ জুলাই ২০১৭।

[৫] প্রাগুক্ত

তুলনায় ২ দশমিক ৫ থেকে ২ দশমিক ৯ গুণ বেশি। উদাহরণস্বরূপ বলা হয়েছে, যদি একজন নারী প্রতিমাসে পোষাক কারখানায় কাজ করে ৫ হাজার টাকা পান, সেখানে বেতনহীন কাজ করা একজন নারীর প্রাপ্য হওয়ার কথা ১৫ হাজার টাকা।

গবেষণায় দেখা গেছে, সাংসারিক কাজের যে বোঝা, সেটা পুরুষের চেয়ে নারীকে ১৫ গুণ বেশি বহন করতে হয়। পারিবারিক কাজে যে শ্রম ব্যয়, তার ৮০শতাংশই দিতে হয় নারীদের। সাংসারিক কাজ করতে হয় ৪৫ রকমের। গবেষণা বলছে গৃহস্থালির নৈমিত্তিক কাজ পেশাজীবীর মাধ্যমে করতে গেলে পারিশ্রমিক হিসেবে প্রতি মাসে ১০ থেকে ২০ হাজার টাকা খরচ করতে হবে। এই হিসেবে জাতীয় অর্থনীতিতে নারীর গৃহস্থালির কাজের বার্ষিক অর্থমূল্য দাঁড়ায় ৯০১ থেকে ২ হাজার কোটি ডলার। এ নিয়ে গবেষণা করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক ড. আবুল বারাকাত। তাঁর গবেষণায় দেখা গেছে, সরকারি হিসেবে জিডিপিতে নারীর অবদান ২০ শতাংশ হলেও তাঁরা গৃহস্থালিতে যে শ্রম দেন, এর আনুমানিক মূল্য আড়াই লাখ কোটি টাকা। সেই হিসেবে জিডিপিতে নারীর অবদান ৪৮ শতাংশ।

উপরোক্ত প্রেক্ষাপটে আমরা আমাদের দেশের নারীদের বিভিন্ন কাজে সম্পক্ততার চিত্র পাই। সমবায় আন্দোলনেও নারীদের অংশগ্রহণ রয়েছে বলে আমরা তাদের ক্ষমতায়নে সমবায়ের ভূমিকা নিয়ে গবেষণা জরুরী বলে মনে করি।

১.০৫: গবেষণা বিষয়ের উপর সমবায় অধিদপ্তর ও বাংলাদেশ সমবায় একাডেমীর ফোকাস

যুক্তরাজ্যভিত্তিক গবেষণাপ্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর ইকোনমিকস অ্যাণ্ড বিজনেস রিসার্চ (সিইবিআর) এর বার্ষিক প্রতিবেদনের ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক লীগ টেবিল-২০১৯ অনুসারে-২০১৯ সালে বিশ্বের ৪১তম অর্থনীতির দেশে পরিণত হয়েছে বাংলাদেশ। ২০১৮ সালে ছিল ৪৩ তম। দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশ এখন দ্বিতীয় বৃহত্তম অর্থনীতির দেশ।

প্রতিবেদনে বাংলাদেশ সম্পর্কে বলা হয়েছে, এশিয়ার অন্য অনেক দেশের মতো আগামী ১৫ বছরে তাৎপর্যপূর্ণ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ঘটবে বাংলাদেশের। গত এক বছরে বাংলাদেশ ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক লীগ টেবিলের ৪৩তম অবস্থান থেকে ৪১তম অবস্থানে উঠে এসেছে। আগামী ১৫ বছরে বাংলাদেশ ১৯ ধাপ এগিয়ে যাবে। সে হিসেবে ২০২৩ সালে ৩৬তম অবস্থানে, ২০২৮ সালে ২৭ তম অবস্থানে এবং ২০৩৩ সালে ২৪তম বৃহৎ অর্থনীতির দেশে পরিণত হবে বাংলাদেশ।

উন্নয়নের মহাসড়কে অগ্রসরমান বাংলাদেশের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে হলে সমবায় অধিদপ্তরকে তার সামগ্রিক পরিকল্পনা ও কর্মযজ্ঞ বাস্তবায়নে নবতর চেতনায় এগিয়ে যেতে হবে। উন্নয়ন বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন সময় (Time driven), চাহিদা (Demand driven) ও প্রয়োজনের নিরিখে (Situation driven) সমবায় অধিদপ্তরের সমবায় ভাবনা নিম্নোক্তভাবে হওয়া উচিত:

> সমবায় অধিদপ্তর সমবায়ের সনাতন সংজ্ঞায় পরিবর্তন এনে সমবায় সমিতি সমূহকে নতুন আঙ্গীকে দেখতে ও প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। সমবায় অধিদপ্তর দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে, সমবায় শুধুমাত্র তাত্ত্বিক আদর্শভিত্তিক সনাতনী সংগঠন না হয়ে সৃজনশীল ও উৎপাদনমুখী উদ্যোগ আত্মস্থ করে নিজেরাই নিজেদের এলাকায় সর্বজনীন ও সর্বাঙ্গীন উন্নয়নের একটি মজবুত সংগঠনে পরিণত হবে।
>
> সমবায় অধিদপ্তর প্রত্যাশা করে যে, বাংলাদেশের সমবায় স্থানীয় ও জাতীয় ভাবে আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির আশীর্বাদ গ্রহণ ও ব্যবহার করে বাংলাদেশের জনগণের সর্বজনীন ও সর্বাঙ্গীন উন্নয়নের মজবুত সংগঠন হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে সমবায়ের সক্ষমতা ও আর্থ-সামাজিক দ্যোতনা প্রমাণ করবে।

উপরোক্ত প্রেক্ষাপটে মহিলা সমবায় সমিতির প্রায়োগিক উন্নয়নের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করার সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা গ্রহণ করছে সমবায় অধিদপ্তর ও বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি।

১.০৬: গবেষণা বিষয়ের উপর ইতোপূর্বে ন্যূণতম কার্যসম্পাদন

বাংলাদেশের সমবায় আন্দোলন শতবর্ষ পেরিয়ে গেছে ২০০৪ সালে। ১৯০৪ সালে যাত্রা শুরুর পর এই অঞ্চলের সমবায় আন্দোলন নানান চড়াই উৎড়াই পাড়ি দিয়েছে এবং বর্তমান অবস্থায় উপনীত হয়েছে। সাফল্যের কিছু ইতিহাস থাকলেও সমবায় আন্দোলনের ব্যর্থতার পাল্লাই ভারী। সমবায় আন্দোলন শতবর্ষ পেরিয়ে এলেও শতবর্ষী সমবায় প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা মুষ্টিমেয় এবং এরাও সাধারণ অর্থে সফল বলে পরিগণিত হয় না। এর পেছনে অনেক কারণ থাকলেও সামগ্রিকভাবে বলা যেতে পারে ধারাবাহিক পরিকল্পনা ও উন্নয়ন ভাবনার ঘাটতি রয়েছে এক্ষেত্রে। সমবায় একটি আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন আন্দোলন কিন্তু সমবায় অধিদপ্তর বা সরকার কখনোই এ আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন আন্দোলনকে মহিলাদের উন্নয়নে সে অর্থে পরিচর্যা বা নার্সিং করেননি। একবিংশ শতাব্দীতে তাই সমবায় সমিতিসমূহ যুগের চাহিদার সাথে তাল মেলাতে পারছে না। পিছিয়ে পড়ছে নানা মাত্রায় ও অভিঘাতে। সমবায় তাই অনেক ক্ষেত্রেই সরকারের সম্পদ না হয়ে বোঝা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। বর্তমান গবেষণাটি তাই এক্ষেত্রে গুরুত্ব, উপযোগিতা ও কার্যবাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রায়োগিক ধারণা উপস্থাপন করতে পারবে।

এর ফলে সমবায় অধিদপ্তর প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ, অধিকতর স্বচ্ছ ও জবাবদিহিতামূলক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়নে সফল ও কার্যকর সমবায় সমিতি গড়ার ক্ষেত্রে দিক নির্দেশনা পাবে।

১.০৭: বিষয়ের উপর সীমিত গবেষণা

অভিজ্ঞতার আলোকে আমরা দেখতে পাই যে, সমবায়ী ও সমবায় অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মাঝে সুনির্দিষ্ট গ্যাপ বা সংযোগের অভাব রয়েছে। আমরা তাদের রুটিন কিছু সেবা দিচ্ছি। আবার নারীর ক্ষমতায়নে সমবায় সমিতিকে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে নিয়ে যাওয়ার জন্য সমবায় অধিদপ্তরের সুনির্দিষ্ট কোন কর্মপরিকল্পনাও চোখে পড়ে না। কিন্তু বর্তমানে উন্নয়ন অর্থনীতি ও উন্নয়ন প্রশাসনের ক্ষেত্রে দৃষ্টিভঙ্গিগত পরিবর্তন এসেছে। পৃথিবীতে জ্ঞান, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও তথ্যভাণ্ডারে এসেছে আমুল পরিবর্তন। কিন্তু সমবায় অধিদপ্তর দৃষ্টিভঙ্গি ও সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে এখনো অনেক পেছনে পড়ে আছে। মহিলা সমবায়ীরা সময়ের সাথে দ্রুত এগিয়ে যেতে চাচ্ছে কিন্তু এক্ষেত্রে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দৃষ্টিভঙ্গি মান্ধাতা আমলের। ফলে আমরা সামগ্রিকভাবে পিছিয়ে পড়ছি। এক্ষেত্রে আমাদের সীমিত জ্ঞান নিয়ে আমরা এগুতে পারছি না। বর্তমান গবেষণাটি তাই আমাদের সফল মহিলা সমবায় সমিতি গঠনের নিয়ামকের সন্ধান দিতে পারে।

সমবায় অধিদপ্তর ও বাংলাদেশ সমবায় একাডেমীর ইতিহাসে এখন পর্যন্ত কার্যকরভাবে 'নারীর ক্ষমতায়নে সমবায়: অর্জন, চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা (Role of Cooperatives in Empowering Woman: Achievements, Challenges and Possibilities) বিষয়ে গবেষণা হয়নি। আমাদের জন্য এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট তথ্য সংগ্রহ করা ছিল ভীষণ চ্যালেঞ্জের। ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য ও উদ্যোক্তা, মহিলা সদস্য / সমবায় বিভাগীয় কর্মকর্তা/কর্মচারী এবং উদ্যোগী সংস্থা/এনজিও সবার কাছ থেকে প্রকৃত তথ্য বের করে আনাই ছিল মূল চ্যালেঞ্জ। বর্তমান গবেষণাটি এক অনবদ্য ভূমিকা পালন করতে পারে ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য। এ বিষয়ে আরও বিশদ গবেষণার দিগন্ত প্রসারিত হবে। সার্বিকভাবে বলা যায় যে, এটি প্রাতিষ্ঠানিক ও একাডেমিক উভয় দিকেই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

১.০৮: গবেষণার কতিপয় প্রশ্ন

গবেষণার সময়, সুনির্দিষ্ট কতিপয় প্রশ্ন উথাপিত হয়েছে আমাদের কাঙ্খিত ফলাফল পাওয়ার উদ্দেশ্যে। এসব প্রশ্ন হলো :

(১) সমবায়ের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন বলতে আমরা কী কী বুঝি?
(২) বাংলাদেশের সমবায় সমিতির মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়নের প্রকৃত চিত্র কী?
(৩) বাংলাদেশের সমবায়ের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা কী?
(৪) বাংলাদেশের সমবায়ের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন না হবার পেছনে যেসব সীমাবদ্ধতা রয়েছে, তা থেকে উত্তরণের উপায় কী?

১.০৯: গবেষণার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

গবেষণার সাধারণ উদ্দেশ্য হলো নারীর ক্ষমতায়নে সমবায়ের অর্জন ও এতে বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ এবং সম্ভাবনার স্বরূপ বিশ্লেষণ করা।

গবেষণাটির সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হলো:

১.০৯.০১: সমবায় সমিতির মাধ্যমে সংঘটিত নারীর ক্ষমতায়নের স্বরূপ চিহ্নিত করা।
১.০৯.০২: নারীর ক্ষমতায়নে সমবায়ের ভূমিকা বিশ্লেষণ করা।
১.০৯.০৩: নারীর ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে সমবায়ের সবলতা ও দুর্বলতা নিরুপণ করা।
১.০৯.০৪: নারীর ক্ষমতায়নে সমবায় আরো কীভাবে ভূমিকা রাখতে পারে তা উদঘাটন করা।
১.০৯.০৫: নারীর ক্ষমতায়নে সমবায় অধিদপ্তরের ভূমিকা এবং দায়িত্ব চিহ্নিত করা।

১.১০: গবেষণার অনুকল্প

অনুকল্প হলো কোন বিষয় সম্পর্কে পূর্বানুমান যা এখনও পরীক্ষা করা হয়নি। অনেক ক্ষেত্রে কোন গবেষণার প্রারম্ভিক বিষয় হচ্ছে পূর্বানুমান। কেননা কোন ক্ষেত্রে অনুমান গঠনের মাধ্যমে গবেষণা শুরু করতে হয়। বস্তুত অনুকল্প হলো একটি প্রমাণ সাপেক্ষ বিষয় যা কোন গবেষণার দিকনির্দেশনা দিয়ে থাকে। অনুকল্প হচ্ছে কোন ঘটনা বা বিষয়ের সাময়িক ব্যাখ্যা যা এখনও পরীক্ষিত হয়নি। এটি একটি অন্তবর্তীকালীন সিদ্ধান্ত, যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করার পূর্বে বাস্তব তথ্যের নিরিখে সত্যতা প্রমাণের প্রয়োজন হয়।

প্রকৃত অর্থে অনুকল্প হচ্ছে কোন সমসার সম্ভাব্য উত্তর যার সাহায্যে সমস্যার সমাধান করা হয়ে থাকে। বেইলী (১৯৮২) এর মতে,' অনুকল্প বা পূর্বানুমান হচ্ছে একটি প্রস্তাবনা যা পরীক্ষা করার জন্যই বর্ণনা করা হয় এবং যা দুই বা ততোধিক চলকের মধ্যে নির্দিষ্ট সম্পর্ক স্থাপন করে। (A hypothesis is proposition that is stated in testable form and predicts a particular relationship between two or more variables.)

অন্যভাবে বলা যেতে পারে, কোন সমস্যার সমাধানকল্পে গবেষকদের অনুসন্ধানের বিষয়ে জানার উপায় সম্পর্কে দিকনির্দেশনাই হলো অনুকল্প। শুরুতে গবেষক কোন বিষয় বা ঘটনা সম্পর্কে প্রাথমিকভাবে সত্য বলে ধরে নেন। এ ধারণার বশবর্তী হয়ে তিনি তাঁর অনুসন্ধান কাজে একট যুক্তিসঙ্গত ফলাফল লাভের পর তার সত্যতা যাচাই করে থাকেন। বাস্তব অনুসন্ধানের পর যদি গবেষণার প্রাথমিক ধারণা সত্য বলে প্রতীয়মান হয়, তবে বিবেচ্য অনুকল্পটি গৃহীত হয়। অন্যথায় ভুল প্রমাণিত হলে কোন বিকল্প গ্রহণ বা পূর্বের অনুমানকে বর্জন করা হয়। মিলার (১৯৭৭) এর মতে, অনুকল্প হলো এমন একটি অপ্রমাণিত বা প্রায় অপ্রমাণিত আনুমানিক ধারণা যা জ্ঞাত সূত্রের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ সিদ্ধান্ত অনুমানের জন্য প্রণয়ন করা হয় এবং পূর্বানুমান থেকে সিদ্ধান্ত গুলোর সাথে জ্ঞাত সত্যের সামঞ্জস্য যাচাই করার পর অনুকল্পটি সত্য হিসেবে গ্রহণ বা বর্জন করা হয়।

উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বর্তমান গবেষণার জন্য নিম্নোক্ত দুটি অনুকল্প গ্রহণ করা হয়েছে:

(১) সমবায় সমিতির প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ ও এর ধারাবাহিক চর্চা থাকলে সমিতির মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন বৃদ্ধি পায়।
(২) সফল ও টেকসই সমবায় সমিতির নিয়ামকসমূহ নির্দিষ্টকরণ না হওয়ায় নারীর ক্ষমতায়ন বিঘ্নিত হয়।

১.১১: গবেষণার পরিধি

গবেষণা কার্যক্রম অত্র প্রতিষ্ঠানের অধিক্ষেত্রের (বাংলাদেশের সকল জেলার সকল সমবায় সমিতি/সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান) সকল জায়গায় করা হয়। সারাদেশের জেলা সমবায় কর্মকর্তাদের নিকট থেকে মোট ১৩২১ টি মহিলা ও মহিলাসম্পৃক্ত সমবায় সমিতির তালিকা পাওয়া যায়। এর পরবর্তীতে দেশের ৮ বিভাগের মোট ১৬টি জেলা (ঢাকা বিভাগ: ঢাকা, গোপালগঞ্জ, টাঙ্গাইল; চট্টগ্রাম বিভাগ: চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, খাগড়াছড়ি; রাজশাহী বিভাগ: বগুড়া, চাপাইনবাবগঞ্জ; খুলনা বিভাগ: খুলনা, সাতক্ষীরা; সিলেট বিভাগ: মৌলভীবাজার; বরিশাল বিভাগ: পিরোজপুর; রংপুর বিভাগ: দিনাজপুর, কুড়িগ্রাম এবং ময়মনসিংহ বিভাগ: ময়মনসিংহ, জামালপুর) থেকে ১০৫ টি (মহিলা-৫০টি ও মহিলা সম্পৃক্ত-৫৫টি) সমবায় সমিতি থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। সমবায় অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট দপ্তরের প্রধান/সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর নিকট থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এছাড়াও জরীপ অধিক্ষেত্রের সমবায় সমিতি গঠনকারী উদ্যোক্তা সংস্থা/এনজিও থেকেও তথ্য সংগ্রহ করা হয়। বর্তমান গবেষণার জন্য নিম্নোক্ত বিষয় ও কৌশলসমূহ বিবেচনা করা হয়েছে:

(১) বাংলাদেশের মহিলা সমবায় সমিতির বর্তমান অবস্থা;
(২) নির্দিষ্ট নির্ণায়কের ভিত্তিতে নারীর ক্ষমতায়নের জন্য বিবেচিত সমবায় সমিতির অবস্থা ও কার্যক্রম;

(৩) সমবায় সমিতির কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত মহিলা ও পুরুষ এবং উদ্যোক্তা সদস্য;
(৪) মহিলা সমবায় সমিতি সংগঠনের সাথে সম্পৃক্ত বেসরকারি সংস্থাসমূহ;
(৫) সমবায়ের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে সরকারি দপ্তর/বিভাগ হতে প্রাপ্ত সহায়তাসমূহ।

১.১২: গবেষণার গুরুত্ব

সমবায় হচ্ছে সদস্যদের দ্বারা সদস্যদের জন্য এবং সদস্যদের কল্যাণে পরিচালিত একটি বিধিবদ্ধ আর্থ-সামাজিক প্রতিষ্ঠান। (Cooperative is the socio-economic organization of the member, by the member, for the member.). সমবায় সমিতির মাধ্যমে সদস্যরা তাদের অনুন্নত অবস্থা থেকে উন্নত অবস্থায় উপনীত হবার শক্তি ও প্রেরণা পায়। এজন্য সমবায় সমিতির সফলতার কোন বিকল্প নেই। মহিলা সমবায় সমিতির সদস্যদের ক্ষেত্রেও কথাটি শতভাগ প্রযোজ্য।

বর্তমান গবেষণায় সমবায় সমিতির মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়নের কারণসমূহ নির্ণয় করা করার চেষ্টা করা হয়েছে। এটি বাংলাদেশের সমবায় আন্দোলনের একটি নতুন অধ্যায় হিসেবে পরিগণিত হতে পারে। এ গবেষণার প্রাপ্ত ফলাফল এ সংক্রান্ত সমস্যা ও সম্ভাবনার দিগন্ত উন্মোচিত করতে পারে। আশা করা যায় এ গবেষণার মাধ্যমে সমবায় সমিতির কর্মপ্রবাহে ইতিবাচক পরিবর্তন আসবে। এছাড়াও এ গবেষণাটি নীতিনির্ধারকদের কাজের ক্ষেত্রকেও সমৃদ্ধ করতে পারে। গবেষণাটির গুরুত্ব আমরা নিম্নোক্তভাবে উপস্থাপন করতে পারি:

(১) সমবায় আন্দোলনকে বেগবান ও ইতিবাচক করতে নীতি নির্ধারণে সহায়তা করা।
(২) নারীর ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে সমবায়কে সম্পৃক্ত করা;
(৩) স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণে সহায়তা করা।
(৪) সমবায় অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সাথে সমবায়ীদের কার্যকর সংযোগের পন্থা খুঁজে বের করা;
(৫) আত্মসমালোচনার প্রেক্ষিত ও কার্যকরণ বের করা এবং টেকসই সমবায় সমিতি গঠনের নতুন দিগন্ত খুঁজে বের করা।

১.১৩: গবেষণার সীমাবদ্ধতা

বর্তমান গবেষণায় বেশকিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে। কারণ একটি মাত্র গবেষণার মাধ্যমে এই বিষয়ের সকল ডাইমেনশনের উত্তর পাওয়া যায় না। বর্তমান গবেষণার উল্লেখযোগ্য সীমাবদ্ধতাগুলো হলো:

(১) সময় স্বল্পতাঃ ব্যাপক পরিসরের বর্তমান গবেষণাটি মাত্র চারমাসের মধ্যে সম্পাদন করা হয়েছে। জাতীয় পর্যায়ের একটি বৃহৎ পরিসরের গবেষণার জন্য এই সময় যথেষ্ট ছিল না।

(২) তথ্য সংগ্রহঃ বাংলাদেশের বিপুল সংখ্যক সমবায় সমিতি থেকে গবেষণার জন্য বিভিন্ন ক্যাটাগরির সফল ও টেকসই সমবায় সমিতি বাছাই ও উপযুক্ত ব্যক্তিদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করাটা আয়াসসাধ্য ছিল না ।

(৩) তথ্যদাতা/উত্তরদাতাদের সাথে যোগাযোগসাধন কোন কোন ক্ষেত্রে ছিল কঠিন ।

(৪) বাস্তব কারণে কিছু সংখ্যক সমবায় সমিতি থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে । এর ফলে স্যাম্পল সাইজ ছোট হয়েছে । অধিকতর বেশি স্যাম্পল থেকে তথ্য নিলে গবেষণাটি আরো বেশি প্রতিনিধিত্বশীল হতে । ।

(৫) বাস্তব কারণে জরীপ প্রশ্নমালার কাঠামো ছিল ক্লোজড এন্ডেড । আরো বেশি ওপেন এন্ডেড প্রশ্ন করা গেলে অধিকতর মতামত পাওয়া যেতো ।

(৬) করোনা মহামারীর ভয়াবহতার কারণে গবেষণার কাজ কিছুটা হলেও বাধাগ্রস্ত হয়েছে ।

সার্বিকভাবে বলা যেতে পারে গবেষণার পরিধি ও নমুনার সংখ্যা বিস্তৃত করা সম্ভব হলে গবেষণাটি আরো ফলপ্রসু হতো । কিন্তু বর্তমান গবেষণার মাধ্যমে সুনির্দিষ্ট পরিধি ও নির্দিষ্ট আকারের নমুনা নিয়ে গভীর পর্যবেক্ষণের সাথে গুণগতমান বজায় রেখে ফলাফল তুলে আনার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে । এর ফলে নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে নীতিনির্ধারণ সম্ভব হবে । তাই উল্লিখিত কিছু সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও গবেষণাটির মাধ্যমে এর কাঙ্খিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সাধিত হয়েছে বলা যেতে পারে ।

১.১৪: উপসংহার

বর্তমান অধ্যায়ে গবেষণার প্রেক্ষাপট ও পরিধি এবং যৌক্তিকতা বর্ণিত হয়েছে । এছাড়াও গবেষণার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং অনুকল্পসহ গুরুত্ব ও সীমাবদ্ধতা বর্ণনা করে সমবায় অধিদপ্তরের বিভিন্ন গ্যাপ নির্ণয় করা হয়েছে । গুরুত্বপূর্ণ কিছু প্রত্যয়ের সংজ্ঞা প্রদান করে সমবায় অধিদপ্তরের ভবিষ্যৎ ফোকাস কী হওয়া উচিত এ বিষয়েও আলোকপাত করা হয়েছে ।

বর্তমানে সমবায় আন্দোলন একটি ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছে । এই ক্রান্তিকালীন সংকট উত্তরণের জন্য প্রয়োজন ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি ও সংশ্লিষ্ট সকলের সার্বিক অংশগ্রহণ । দেশের জনসংখ্যার অর্ধেক অংশ নারীকে তাই সমবায়ে সম্পৃক্ত করে ক্ষমতায়িত করতে হবে । বর্তমান অধ্যায়ে এই বিষয়ে বিদ্যমান সমস্যাকে চিহ্নিত করে বিরাজমান সমস্যার অন্তর্নিহিত কারণ অপনোদনের ইঙ্গিত প্রদান করা হয়েছে ।

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রাসঙ্গিক সাহিত্য পর্যালোচনা

২.০১: প্রারম্ভিকা

সমবায় এবং আর্থ-উন্নয়ন পরস্পর সম্পর্কযুক্ত । সমবায়ের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়নও বর্তমান বিশ্বে একটি বহুল প্রয়োগযোগ্য প্রত্যয় । আমরা জানি, সমবায়ের ইংরেজী প্রতিশব্দ হচ্ছে Cooperative. Cooperative শব্দটি এসেছে ল্যাটিন শব্দ ‘Cooperari’ থেকে । এখানে ‘co’ এর অর্থ ‘সাথে’ (‘with’) এবং ‘operari’ শব্দের অর্থ ‘কাজ করা’ (‘to work’) । সুতরাং ‘Cooperari’ শব্দের অর্থ দাঁড়ায় একসাথে কাজ করা (“working together.”) । অর্থাৎ যা একা করা যায় না, তা সকলে মিলে করা । সমবায় বা সামষ্টিক কর্মপ্রচেষ্টার মাধ্যমে স্বাধীন, স্বউদ্যোগ ও স্বেচ্ছায় কিছু সংখ্যক লোক সংগঠিত হয়ে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের মাধ্যমে তাদের জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তনের জন্য কাজ করে । (হোসেন, মোহাম্মদ এবং রায়, নিহার রঞ্জন,২০১৪) ।

International Cooperative Alliance's Statement on the Cooperative Identity এর মতে, সমবায় হচ্ছে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক চাহিদা পূরণের জন্য স্বেচ্ছায় সংগঠিত কিছু সংখ্যক ব্যক্তি কর্তৃক গঠিত প্রতিষ্ঠান যা যৌথমালিকানাধীন এবং গণতান্ত্রিক উপায়ে নিয়ন্ত্রিত । (an autonomous association of persons united voluntarily to meet their common economic, social, and cultural needs and aspirations through jointly owned and democratically controlled enterprise.)

ব্যক্তি ও সামষ্টিক স্বার্থের সমন্বয় ঘটিয়ে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, দারিদ্র্য বিমোচন ও বেকারত্ব নিরসনে সমবায় বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা । International Cooperative Alliance -ICA (2014) এর মতে বর্তমানে সারা বিশ্বে প্রায় ৮০ কোটি মানুষ সমবায়ের সদস্য এবং বিশ্বব্যাপী সমবায়ের মাধ্যমে কর্মসংস্থান হয়েছে প্রায় ১০ কোটি মানুষের । আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সমবায়ের অবদানকে সর্বোচ্চ স্বীকৃতি দিয়ে ‘সমৃদ্ধ বিশ্ব নির্মাণে সমবায় উদ্যোগ’ প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ ২০১২ সালকে ‘আন্তর্জাতিক সমবায় বর্ষ’ ঘোষণা করেছিল ।

উপরোক্ত প্রেক্ষিতে আমরা দেখতে পাই সারা বিশ্বে সমবায়কে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের একটি পরীক্ষিত হাতিয়ার হিসেবে বিবেচনা করা হয়ে থাকে । আর এ পরীক্ষিত মাধ্যমটি নারীর ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে সারা বিশ্বে ব্যাপক ভূমিকা রেখে চলেছে ।

২.০২: গবেষণার বিষয়ে প্রাপ্ত সাহিত্যের বিবরণ

এ অধ্যায়ে সমবায়ের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়নের বিষয়ে বিভিন্ন লেখকের ইতোপূর্বে কৃত গবেষণা কাজের বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। এছাড়াও বর্তমান শিরোনামের গবেষণার সাথে অন্যান্য লেখকের এ বিষয়ে গবেষণার বিভিন্ন দিক উন্মোচন করে এর সাথে সাদৃশ্য অনুসন্ধানের চেষ্টা করা হয়েছে।

নারীর ক্ষমতায়ন বর্তমানে বহুল চর্চিত একটি বিষয়। নারীর ক্ষমতায়নকে উন্নয়নের একটি প্রাথমিক শর্ত হিসেবে গণ্য করা হয়ে থাকে। কোন দেশ বা সমাজের উন্নয়নের সূচকে নারীর উন্নয়ন নারীর ক্ষমতায়নের সাথে সম্পৃক্ত। সমবায়ের মাধ্যমেও নারীর ক্ষমতায়ন হয়ে থাকে। সমবায় একজন নারীর আর্থ-সামাজিক বিভিন্ন উন্নয়নের সহায়ক ভূমিকা পালন করে থাকে। বাংলাদেশে সমবায় একটি আন্দোলন হিসেবে দীর্ঘদিন ধরে চর্চিত হলেও এর মাধ্যমে কাঙ্খিত ফলাফল অর্জন করা যায়নি। সমবায়ের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন বিষয়টিকে সম্যকভাবে উপলব্দির জন্য আমরা বিভিন্ন গ্রন্থ ও জার্নাল এবং আনুষাঙ্গিক রেকর্ডপত্র বিবেচনায় নিয়ে অগ্রসর হতে পারি।

আমাদের সমাজে একটি ভ্রান্ত ধারণা প্রচলিত আছে। নারী অবলা- তারা কঠিন কাজ করতে পারে না। বিশাল চাপ সামলাতে পারে না। অথচ যে কোন কঠিন কাজ নারী অবলীলায় করতে পারে। তারা ঘর সামলান দক্ষতার সাথে-তারা অফিস সামলান যোগ্যতার সাথে-তারা দুর্গম পথ পাড়ি দেন দৃঢ় মনোবল নিয়ে। জলে-স্থলে-অন্তরীক্ষে সর্বত্রই তাদের দৃপ্ত পদচারণা। উদাহরণ দিলে আমরা নারীর প্রাকৃতিক শক্তিমত্তার বিষয়টি উপলব্দি করতে পারবো।

(ক) বৈজ্ঞানিক তথ্যের আলোকে আমরা জানি, একজন মানুষ একবারে ৪৫ ইউনিট ব্যাথা সহ্য করতে পারে। একজন নারী/মা যখন একটি শিশুকে জন্মদান করেন, তখন তিনি ৫৭+ ইউনিট ব্যাথা সহ্য করেন। এই ব্যথা ২০টি হাড্ডি একসাথে ভেঙ্গে যাওয়ার থেকেও বেশি। কাজেই আমরা বুঝতে পারি একজন নারী কত কষ্টসহিষ্ণু, নিবেদিতপ্রাণ ও সৃষ্টিশীল কাজে কত সংগ্রামী। (ফেসবুক থেকে)।

(খ) গবেষণা তথ্যনুযায়ী, একজন নারী দিনের ২৪ ঘন্টার মধ্যে ১৬ থেকে ২০ ঘন্টা কাটায় পরিবারের বিভিন্ন কাজের জন্য।

(গ) একজন নারী প্রতিদিন গড়ে ৪৫ ধরনের গৃহস্থালীর কাজ করেন এবং বিপরীতে একজন পুরুষ করেন মাত্র ২২ ধরনের কাজ। গবেষণা বলছে ৪৫ রকমের গৃহস্থালীর কাজ পেশাজীবীর মাধ্যমে করাতে গেলে প্রতিমাসে ১০ থেক ২০ হাজার টাকা খরচ করতে হবে। এই হিসেবে জাতীয় অর্থনীতিতে নারীর গৃহস্থালীর কাজের বাকি অর্থনৈতিক মূল্য দাঁড়ায় ৯০১ থেকে ২ হাজার কোটি ডলার। (৭৫,৬৮৪ কোটি থেকে ১, ৬৮,০০০ কোটি টাকা)।

নারীকে তাই কোনভাবেই অবহেলা বা হেলার চোখে দেখার অবকাশ নেই শারীরিক-মানসিক ও নৈতিক দিক থেকে।

চিত্র-০৫: নারীর বহুমাত্রিক কাজের পোস্টার

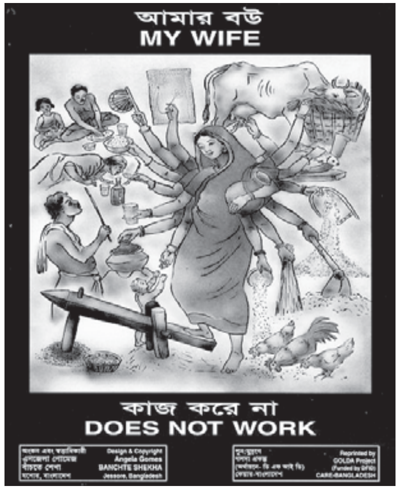

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের পবিত্র সংবিধানে নারীর সার্বিক উন্নয়নের জন্য স্পষ্টভাবে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। সংবিধানের দ্বিতীয়ভাগের ১০ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে:

১০। জাতীয় জীবনে মহিলাদের অংশগ্রহণ: জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে মহিলাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করিবার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।'

আবার পবিত্র সংবিধানের ১৯ অনুচ্ছেদে সুযোগের সমতা বিষয়ে বলা হয়েছে:

১৯। (১) সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা নিশ্চিত করিতে রাষ্ট্র সচেষ্ট হইবেন;

১৯। (২) মানুষে মানুষে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অসাম্য বিলোপ করিবার জন্য, নাগরিকদের মধ্যে সম্পদের সুষম বন্টন নিশ্চিত করিবার জন্য এবং প্রজাতন্ত্রের সর্বত্র অর্থনৈতিক উন্নয়নের সমান স্তর অর্জনের উদ্দেশ্যে সুষম সুযোগ-সুবিধাদান নিশ্চিত করিবার জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।'

অনুচ্ছেদ ২৮(২) এ বলা হয়েছে: ' রাষ্ট্র ও গণজীবনের সর্বস্তরে নারী পুরুষের সমান অধিকার ভোগ করিবেন। পবিত্র সংবিধানের এসব অনুচ্ছেদে আমরা নারীর ক্ষমতায়নের বিষয়ে রাষ্ট্রের অবস্থান টের পাই।

সমবায়ের আর্থ-সামাজিক গুরুত্ব বিবেচনা করে বাংলাদেশের পবিত্র সংবিধানের দ্বিতীয় ভাগের ১৩ (খ) অনুচ্ছেদে দেশের উৎপাদনযন্ত্র, উৎপাদনব্যবস্থা ও বন্টনপ্রণালী সমূহের মালিকানার ক্ষেত্রে সমবায়ী মালিকানাকে রাষ্ট্রের দ্বিতীয় মালিকানা খাত হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।

১৩। উৎপাদনযন্ত্র, উৎপাদনব্যবস্থা ও বন্টনপ্রণালীসমূহের মালিক বা নিয়ন্ত্রক হইবেন জনগণ এবং এই উদ্দেশ্যে মালিকানা-ব্যবস্থা নিম্নরূপ হইবে:

(ক) রাষ্ট্রীয় মালিকানা, অর্থাৎ অর্থনৈতিক জীবনের প্রধান প্রধান ক্ষেত্র লইয়া সুষ্ঠু ও গতিশীল রাষ্ট্রায়ত্ত সরকারী খাত সৃষ্টির মাধমে জনগণের পক্ষে রাষ্ট্রের মালিকানা;

(খ) সমবায়ী মালিকানা, অর্থাৎ আইনের দ্বারা নির্ধারিত সীমার মধ্যে সমবায়সমূহের সদস্যদের পক্ষে সমবায়সমূহের মালিকানা; এবং

(গ) ব্যক্তিগত মালিকানা, অর্থাৎ আইনের দ্বারা নির্ধারিত সীমার মধ্যে ব্যক্তির মালিকানা।

সমবায় মালিকানার এই ঐতিহাসিক স্বীকৃতিতে আমরা মহিলা সমবায় সমিতি এবং অন্যান্য শ্রেণির সমবায় সমিতির মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করতে সমবায়ের ভূমিকার স্বীকৃতি পাই। এরই পরিপ্রক্ষিতে জাতীয় সমবায় নীতি, ২০১২ এর ৪.০৭ ও ৭.১৩ এবং ৯.১০ অনুচ্ছেদে এ বলা হয়েছে: 'নারীর ক্ষমতায়ন, কর্মসংস্থান ও তাদের সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সমবায়ের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা।'[৬]

আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও) এর মতে সমবায় সমিতি হচ্ছে, "An association of persons who have voluntarily joined together to achieve a common end through the formation of a democratically controlled organization, making equitable contributions to the capital required and accepting a fair share of the risks and benefits of the undertaking, in which members actively participate." অর্থাৎ সমবায় হচ্ছে গণতান্ত্রিকভাবে নিয়ন্ত্রিত এমন একটি প্রতিষ্ঠান যেখানে একই এলাকাভুক্ত একই পেশা বা বিভিন্ন পেশাভুক্ত কিছু সংখ্যক সমমনা লোক একটি সাধারণ উদ্দেশ্যে একত্রিত হয়ে তাদের অর্থনৈতিক উন্নতি সাধনের চেষ্টা করে। এ সংজ্ঞার আলোকে আমরা বলতে পারি "সমবায় হচ্ছে সম্মিলিত কর্মপ্রচেষ্ঠা। আর সমবায় সমিতি হচ্ছে গণতান্ত্রিকভাবে পরিচালিত একটি আর্থ-সামাজিক প্রতিষ্ঠান যার মাধ্যমে এর সদস্যরা তাদের সার্বিক আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটিয়ে থাকে।" অর্থাৎ সমবায় সমিতি একটি সাধারণ প্রতিষ্ঠান নয়। সমবায় সমিতি এমন একটি জনকল্যাণ ও উন্নয়ন মূলক আর্থ-সামাজিক প্রতিষ্ঠান যার মধ্যে থাকে- (১) গণতন্ত্র; (২) অর্থনীতি; (৩) সম্মিলিত কর্মপ্রচেষ্টা; (৪) সদস্যদের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতির প্রয়াস; সর্বোপরি (৫) সদস্যদের সামাজিক উন্নয়ন সাধন। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও) এর ঘোষণায় আমরা নারীর উন্নয়ন তথা ক্ষমতায়নে সমবায়ের অঙ্গীকার বুঝতে পারি।

[৬] পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, জাতীয় সমবায় নীতি, ২০১২

সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় পল্লী উন্নয়নের ক্ষেত্রে কৌশলগতভাবে গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা দলিলের সপ্তম অধ্যায়ের ৭.৩ অনুচ্ছেদে 'গ্রামীণ উন্নয়ন" বিষয়ক বিষয়াবলী বর্ণিত হয়েছে। ৭.৩.৩ উপ-অনুচ্ছেদসমূহে পল্লী উন্নয়ন সেক্টরে সমবায় বিভাগের সম্পৃক্তি ও কৌশল বিষয়েও সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় পল্লী উন্নয়ন কৌশল হিসেবে ০৬ (ছয়)টি সুনির্দিষ্ট বিষয়ে গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। এগুলো হলো-

ছক-০২: গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় পল্লী উন্নয়ন কৌশল

কৌশল -১	Rural Employment Generation and Poverty Reduction	পল্লী কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং দারিদ্র্য হ্রাসকরণ।
কৌশল -২	Alleviate Rural Poverty and Strengthening Rural Economy	পল্লী দারিদ্র্য দূর করা এবং গ্রামীণ অর্থনীতি শক্তিশালীকরণ।
কৌশল -৩	Agriculture Value Chain development through Cooperatives.	সমবায়ের মাধ্যমে কৃষি মূল্যসংযোজন ব্যবস্থার উন্নয়ন।
কৌশল -৪	Institutional Development and Capacity Building.	প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ।
কৌশল -৫	Strengthening of Cooperative Movement.	সমবায় আন্দোলনের জোরদারকরণ।
কৌশল -৬	Improving Service Delivery System through Information and Communication Technology (ICT).	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির মাধ্যমে সেবা প্রদান পদ্ধতির উন্নয়ন।

সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা দলিলের সপ্তম অধ্যায়ের ৭.৩৩ অনুচ্ছেদে সমবায়ের মাধ্যমে নারীর উন্নয়নের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণের কথা বলা হয়েছে। এ অনুচ্ছেদে উল্লেখ করা হয়েছে: Livelihood development for disadvantaged women reducing vulnerability of women through building awareness through skill development and employment generation among the disadvantaged women living in south-west area of the country; increasing income of the targeted people; forming capital through savings will pursued.[৭]

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (Sustainable Development Goals-SDG) এর ৫ নং অভীষ্টে নারীর ক্ষমতায়ন সম্পর্কে আমরা বিশ্বনেতাদের অঙ্গীকার পাই এভাবে :[৮]

Women - Achieve gender equality and empower all women and girls
জেন্ডার সমতা অর্জন এবং সকল নারী ও মেয়েদের ক্ষমতায়ন।

এ অভীষ্টে আমরা সর্বত্র সর্বক্ষেত্রে নারী ও মেয়েদের বিরুদ্ধে সকল ধরণের বৈষম্যের অবসান ঘটানো; শোষণ-বঞ্চনা ও সকল ধরনের সহিংসার অবসান; শ্রমের ও কাজের স্বীকৃতিদান; রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা ও নেতৃত্বদান এবং সকল পর্যায়ে নারী ও মেয়েদের ক্ষমতায়ন ও নারী পুরুষের সমতা আনায়ন ইত্যাদি বিষয় নিশ্চিত করার কথা পাই।

[৭] General Economic Divisions (GED), Planning Commission, GoB, 7th Five Year Plan FY 2016-2020, Accelarating Growth, Empowering Citizens, December 2015, Page no: 390.

[৮] টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট, লক্ষ্যমাত্রা ও সূচকসমূহ: সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ (জিইডি), বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, এপ্রিল, ২০১৭।

জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি, ২০১১ তে নারীর ক্ষমতায়নের বিভিন্ন দিক আলোচিত হয়েছে। আমরা এই নীতির ২৫ অনুচ্ছেদে নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের বিষয়ে বলা হয়েছে[৯]:

নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের বিষয়ে জরুরী বিষয়াদি:

২৫.১: স্বাস্থ্য, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, জীবনব্যাপী শিক্ষা, কারিগরি শিক্ষা, আয়বর্ধন প্রশিক্ষণ, তথ্য ও প্রযুক্তিতে নারীকে পূর্ণ ও সমান সুযোগ প্রদান করা।

২৫.২: উপার্জন, উত্তরাধিকার, ঋণ, ভূমি ও বাজার ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে অর্জিত সম্পদের ক্ষেত্রে নারী পূর্ণ নিয়ন্ত্রণের অধিকার প্রদান করা।

এছাড়া জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি, ২০১১ এর ৩২ নং অনুচ্ছেদে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন এবং ৩৩ অনুচ্ছেদে নারীর প্রশাসনিক ক্ষমতায়নের বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। এ নীতির কর্মপরিকল্পনা ও কর্মসূচিগত কৌশল বিষয়ে ৪৭ নং অনুচ্ছেদে আর্থিক ব্যবস্থার উন্নয়নে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সম্পৃক্তার কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

ROLE OF COOPERATIVE SOCIETIES IN WOMEN EMPOWERMENT AND RURAL DEVELOPMENT (A CASE STUDY OF SELECTED WOMEN COOPERATIVE SOCIETIES IN IDEMILI NORTH LOCAL GOVERNMENT AREA, ANAMBRA STATE) শীর্ষ আর্টিকেলে নাইজেরিয়ার প্রেক্ষাপটে সমবায়ের মাধ্যম নারীর ক্ষমতায়নের বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছে। প্রবন্ধটিতে গবেষক দেখিয়েছেন সমবায়ের মাধ্যমে নাইজেরিয়ার মহিলারা মাইক্রোক্রেডিট, নতুন নতুন প্রযুক্তি এবং বিভিন্ন উৎপাদনমুখী কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত হয়ে নারীর ক্ষমতায়নকে ত্বরান্বিত করছে। তারা গ্রামীণ কৃষি ও খাদ্য উৎপাদন, মহিলাদের প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা, ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠান এবং বয়স্ক শিক্ষা ও অনানুষ্ঠানিক শিক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।[১০]

ROLE OF CO-OPERATIVES IN EMPOWERING RURAL WOMEN শীর্ষক আর্টিকেলে Dr.T. Ramanathan ও J. Rajkumar সমবায়ের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়নের নিম্নোক্ত নির্ণায়কসমূহ উল্লেখ করেছেন[১১]:

(1) Raising the standards of living and economic conditions of these women and their families.
(2) Creating facilities to encourage teamwork activities.
(3) Giving legal status to rural women in the environment of their activities.
(4) Providing a forum for rural women's co-operation and exchange of ideas so as to resolve outstanding problems.

[৯] file:///F:/All%20Essential%20Documents-BCA/Act-Rules-Policy-Modules/Women%20Policy%202011.pdf
[১০] https://www.projecttopics.org/role-cooperative-societies-women-empowerment-rural-development.html
[১১] http://www.shanlaxjournals.in/pdf/COM/V1N3/COM_V1_N3_005.pdf

(5) Facilitating women's access to available credits
(6) Integrating of rural women into the development processes of villages. Improving the social and economic situation, of rural women
(7) Improving self-confidence among members of cooperatives
(8) Decreasing the negative attitude of government personnel and villagers towards rural women in terms of their abilities
(9) Providing loans to members in different regions of the country.
(10) Organizing training courses in collaboration with the Rural Women's Extension Office in farming techniques, product renovation, nutrition, family planning, environmental awareness, sanitation, women's rights, familiarization and orientation with the major function of governmental organizations, etc
(11) Instituting a number of processing and packaging units in villages served by rural women's cooperatives
(12) Establishing nursery schools in some of the cooperatives

উপরোক্ত লেখকদ্বয় গ্রাম্য নারীদের ক্ষমতায়নের নানাবিধ সমস্যার কথা উল্লেখ করেছেন। এগুলো হলো:

- Limited access to natural resources
- Illiteracy and indebtedness
- Gender inequality
- Low agricultural productivity
- Outdated technologies
- Inadequate supply of finance
- Poor infrastructure and support services
- Lack of management
- Poor health status
- Frequent failures resulting in chronic poverty and dependency on relief
- Lack of confidence

বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি, কোটবাড়ী, কুমিল্লা কর্তৃক ২০১৫-২০১৭৬ অর্থবছরে ‘মহিলা সমবায়ীদের প্রদত্ত আইজিএ প্রশিক্ষণ পরবর্তী প্রভাব’ (Post Training Impact Study of the IGA Training Courses of the Female Participants Conducted by Bangladesh Co-operative Academy and Co-operative Zonal Training Institutes) নিয়ে একটি গবেষণা সম্পাদন করা হয় । এ গবেষণায় মহিলাদের প্রশিক্ষণ এবং প্রশিক্ষণ পরবর্তী বিভিন্ন সহায়তার (আর্থিক, পরামর্শ, পরিষেবা, বাজারজাতকরণ) বিষয়টি উঠে এসেছে । একই সাথে প্রশিক্ষণ পরবর্তী ফলো-আপ বা মনিটরিং-এর বিষয়টিও জোরালোভাবে গবেষণায় পাওয়া গেছে । গবেষণায় উল্লেখযোগ্য মতামত ও সুপারিশ নিম্নরূপ [১২]:

(১) সময় ও চাহিদার নিরিখে যুগোপযোগি প্রশিক্ষণ কারিকুলাম প্রস্তুত করতে হবে । (২) প্রশিক্ষণ নীতিমালা তৈরী করে তা বাস্তবায়ন করতে হবে । (৩) প্রশিক্ষণ উপকরণ ও অন্যান্য প্রশিক্ষণ সুবিধাদি বাড়াতে হবে । (৪) প্রশিক্ষণ পরবর্তী সহায়তা (সফট লোন/বাজারজাতকরণ/উপকরণ/প্রযুক্তি ইত্যাদি) জোরদার করতে হবে । (৫) প্রশিক্ষণ পরবর্তী তদারকী ও ফলোআপ এর শক্তিশালী ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে । (৬) প্রশিক্ষণের মেয়াদকাল কমপক্ষে ১০ দিন করতে হবে । (৭) উৎপাদনমুখি কর্মকাণ্ডকে গতিশীল ও উদ্যোক্তার পণ্য বাজারজাতকরণের জন্য লিংকেজ (সমবায়ী-সমবায়ী/ সমবায়ী-অন্যান্য প্রতিষ্ঠান; আন্তর্জাতিক বাজারের সংযোগ ইত্যাদি) স্থাপন করতে হবে । (৮) উদ্যোক্তা সৃষ্টির জন্য সুনির্দিষ্ট গাইডলাইন তৈরী করতে হবে । (৯) অন্যান্য সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সমবায় অধিদপ্তরের সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ কার্যক্রমকে ফলপ্রসু করতে হবে । (১০) প্রশিক্ষণ চাহিদার উপর গবেষণা করে প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে পরবর্তী কোর্স কারিকুলাম ও ট্রেড নির্ধারণ করতে হবে ।

বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি কর্তৃক ২০১৮-২০১৯ বছরে সম্পাদিত ‘সফল ও টেকসই সমবায় সমিতির নিয়ামকসমূহ’ গবেষণাকর্মে সমবায় অধিদপ্তর ও এর আধিভুক্ত প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের শক্তি-দূর্বলতা-সম্ভাবনা-ঝুঁকি বিশ্লেষণ করা হয়েছে । এ বিশ্লেষণ থেকে আমরা নারীর ক্ষমতায়নে সমবায় অধিদপ্তরের করণীয় সম্পর্কে ধারণা পেতে পারি । [১৩]

[১২] বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি, কোর্টবাড়ী, কুমিল্লা কর্তৃক সম্পাদিত গবেষণা
[১৩] সফল ও টেকসই সমবায় সমিতির নিয়ামকসমূহ, বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি, জুন, ২০১৯ ।

ছক-০৩: সমবায় অধিদপ্তর ও এর আধিভুক্ত সংস্থাসমূহ এবং প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের শক্তি-দূর্বলতা-সম্ভাবনা-ঝুঁকি

সক্ষমতা (Strength)	দূর্বলতা (Weakness)
(১) সমবায়ের সাংবিধানিক স্বীকৃতি । (২) মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সমবায়ের প্রতি দৃঢ় অঙ্গীকার ও আস্থা । (৩) দেশব্যাপী বিস্তৃত সেটআপ ও প্রশিক্ষণ নেটওয়ার্ক । (উপজেলা পর্যায় পর্যন্ত সমবায় দপ্তর/বাংলাদেশ সমবায় একাডেমী ও ১০টি আঞ্চলিক সমবায় প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট) । (৪) প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা ও বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধি । (৫) তরুণ প্রজন্মের নিবেদতি প্রাণ কর্মকর্তা/কর্মচারি । (৬) চাহিদা ভিত্তিক নতুন ও যুগোপযোগী কোর্স চালুকরণের উদ্যোগ । (৭) ক্রমবর্ধমান সমবায়ীর সংখ্যা । (৮) সমবায়ে সুশাসন প্রতিষ্ঠা এবং দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়নে সরকার ও সমবায় অধিদপ্তরের উদ্যোগ গ্রহণ ।	(১) সার্বিকভাবে কেন্দ্রীয় ও সমন্বিত কর্মপরিকল্পনার করণীয় অভাব । (২) দপ্তরসমূহ ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামোগত দূর্বলতা ও প্রয়োজনীয় লজিষ্টিকের অভাব । (৩) পেশাদার ও দক্ষ এবং উদ্বুদ্ধ স্টাফ ও প্রশিক্ষকের অপ্রতুলতা । । (৪) আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণের জন্য দক্ষ জনবল , লজিষ্টিক ও অবকাঠামোর অভাব । (৫) আইসিটি অবকাঠামোর অভাব ও দূর্বলতা । (৬) যুগোপযোগী উন্নয়ন ভাবনা ও কারিকুলামের অভাব । (৭) প্রশিক্ষক ও প্রশিক্ষণার্থীদের ডাটাবেইজের অভাব । (৮) পর্যাপ্ত ও আধুনিক মূল্যায়ন ব্যবস্থার (প্রশিক্ষণপূর্ব, প্রশিক্ষণকালীন ও প্রশিক্ষণ পরবর্তী) অভাব । (৯) প্রশিক্ষণ পরবর্তী সাপোর্টের (অর্থ, উপকরণ ও অন্যান্য) অভাব ।
সম্ভাবনা (Opportunity)	**ঝুঁকি (Threats)**
(১) সমবায়ের তুলনামূলক সুবিধাজনক অবস্থান (Comparative Cooperative Advantages) (২) সরকারের উন্নয়নবান্ধব দৃষ্টিভঙ্গি ও পরিকল্পনা । (৩) কর্মমূখি আধুনিক যুব সমাজ । (৪) আয়বর্ধনমূলক কার্যক্রম ও প্রশিক্ষণের প্রতি জনগণ ও সমবায়ীদের আগ্রহ বৃদ্ধি । (৫) সময় ও চাহিদা উপযোগী নতুন নতুন ক্ষেত্রে সমবায় প্রশিক্ষণ । (৬) সমবায় কার্যক্রমের বহুমুখিকরণের বিস্তৃতক্ষেত্র । (৭) সমবায় প্রশিক্ষণের বিদ্যমান কারিকুলাম ও কর্মপদ্ধতি যুগোপযোগী করা । (৮)ইনোভেটিভ আইডিয়ার প্রতি সরকারের আগ্রহ ও প্রণোদনা । (৯) প্রশিক্ষণ ও পল্লী উন্নয়নের ক্ষেত্রে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সাথে সহযোগিতা ও সংযোগ বৃদ্ধি । (১০) প্রশিক্ষণে মিথস্ক্রিয়াপূর্ণ ও অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতির ব্যবহার এবং আধুনিক প্রশিক্ষণ উপকরণ ব্যবহার । (১১) পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে নতুন নতুন সমবায় কর্মক্ষেত্র ।	(১) সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করতে ব্যর্থতা । (২) সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি ও অঙ্গীকারের সাথে তাল মেলাতে না পারা । (৩) মানসিক জড়তা ও কর্মপরিচালনায় স্থবিরতা । (৪) সমবায়ীদের চাহিদা অনুযায়ী কর্মকাণ্ড/প্রকল্প নিতে না পারা । (৫) প্রশিক্ষণার্থীদের চাহিদা ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদানে ব্যর্থতা । (৬) প্রশিক্ষণ ম্যানুয়্যাল ও আধুনিক কারিকুলামের অভাবে যুগোপযোগী প্রশিক্ষণ প্রদানে ব্যর্থতা । (৭) সমবায়ীদের ধারাবাহিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মানবসম্পদের রূপান্তরের পরিকল্পনার অভাব । (৮) সমবায় অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারিদের মাঝ হতে দক্ষ ও আগহী এবং পেশাদার প্রশিক্ষক সৃষ্টি করতে না পারা ।

জেন্ডার ট্রেইনার্স কোর গ্রুপ প্রকাশিত সংকলন গ্রন্থ ‘জেন্ডার এবং উন্নয়ন’ এ জেন্ডার উন্নয়নের বিষয়ে ব্যাপক আলোকপাত করা হয়েছে। এ গ্রন্থে নারীর উন্নয়নের বিভিন্ন দিক আলোচনার পাশাপাশি নারীর ক্ষমতায়নের বিষয়েও আলোকপাত করা হয়েছে। নারীর উন্নয়নে অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিষয়ের পাশাপাশি তার পারিবারিক পরিমণ্ডলে অবস্থার পরিবর্তনের বিষয়ও বিবেচিত হয়েছে। এ বিষয়ে নারীকে সঞ্চয় ও অর্থনৈতিক দিকে স্বাবলম্বীতার জন্য দল গঠনের বিষয়ে জোর দেওয়া হয়েছে।

রুশিদান ইসলাম রহমান সম্পাদিত ও বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান (বিআইডিএস) প্রকাশিত ‘দারিদ্র্য ও উন্নয়ন প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ’ গ্রন্থে শ্রমজীবী মহিলাদের দারিদ্র্যের বিভিন্ন মাত্রা শীর্ষক গবেষণা প্রবন্ধে প্রতিমা পাল-মজুমদার শ্রমজীবী মহিলাদের দারিদ্র্যের বিভিন্ন বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। এখানে তিনি নারীর জীবনে আয়স্তর, ভোগস্তর, বসবাস অবস্থা, নিরাপত্তা, মজুরী প্রাপ্তিতে অনিশ্চয়তা, চাকুরী তথা কর্মসংস্থানের অনিশ্চয়তা, আর্থিক সুবিধার অপ্রতুলতা, সামাজিক নিরাপত্তা, সামাজিক মর্যাদা, ক্ষমতায়ন, স্বাস্থ্য, পরিবেশ ইত্যাদি মানদণ্ডে নারীর ক্ষমতায়নকে বিশ্লেষণ করেছেন। কিন্তু এ গ্রন্থে নারীর দলগত বা সমষ্টিগত প্রচেষ্টার সাংগঠনিক বিষয়ে কিছু আলোচিত হয়নি।

মিসেস গোলাপ বানু একটি সফল ও টেকসই সমবায় প্রতিষ্ঠান বারিধারা মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ, ঢাকা এর সভাপতি। তিনি মনে করেন সমবায় সমিতি হচ্ছে গরীব মানুষের ২৪ ঘন্টার ব্যাংক। সমবায় হচ্ছে গরীব-অসহায় মানুষের বেঁচে থাকার/ উন্নতি করার অবলম্বন বা হাতিয়ার। নিঃস্ব/রিক্ত মানুষকে কেউ ঋণ/সহায়তা দেয় না। কারণ তাদের দৃশ্যমান সম্পদ নেই জামানত রাখার মত। কিন্তু সমবায় গরীব অসহায় মানুষকে বিনা প্রশ্নে বিশ্বাস করে ঋণ/সহায়তা দেবে কারণ আপনার দৃশ্যমান সম্পদ না থাকলেও রয়েছে অমূল্য অদৃশ্য সম্পদ যা হচ্ছে আপনার সততা ও নিষ্ঠা। সমবায় আপনার এই সততা ও নিষ্ঠাকে মূল্য দেয়। সফল ও টেকসই সমবায় সমিতি হওয়ার জন্য এই দুটিকে তিনি অতি গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন। বারিধারা মহিলা সমবায় সমিতির মোট সদস্য ১,৩৫,০০০ জন (সমিতির মূল সদস্য: ৬০,০০০ জন এবং ক্ষুদে বা সহযোগি সদস্য ৭৫,০০০ জন)। এই লক্ষ ১,৩৫,০০০ জন মহিলা/মেয়ে শিশুর জীবনযাত্রার সার্বিক উন্নয়ন ঘটেছে একটি মহিলা সমবায় সমিতির মাধ্যমে। নারীর ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে এটি একটি বিরাট অর্জন বলে প্রতীয়মান হয়। (বর্তমান গবেষণার আওতায় ফোকাস দলীয় আলোচনায় প্রাপ্ত তথ্য)।

উপরে আলোচিত কতিপয় প্রাসঙ্গিক গবেষণা নিবন্ধ/গ্রন্থ পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, নারী ক্ষমতায়নের জন্য সমবায় সমিতির ভূমিকার জন্য সুনির্দিষ্ট কর্মসূচি, মানদণ্ড ও নিয়ামক প্রয়োজন। তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণ করে দেখা যায় অতীতে বাংলাদেশে তথা সমবায় অধিদপ্তরে ‘নারীর ক্ষমতায়নে সমবায়’ এ বিষয়ে কোন গবেষণা সম্পাদিত হয়নি। এক্ষেত্রে তাই গবেষণা করার অবকাশ ও প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। এ বিষয়ের উপর আংশিক বা বিচ্ছিন্নভাবে যে কয়টি গবেষণা পাওয়া গেছে, তার সাথে বর্তমান গবেষণার আঙ্গিগত, পদ্ধতিগত, বিশ্লেষণগত ইত্যাদি নানা বিষয়ে ভিন্নতা রয়েছে।

একটি কাঠামোগত ও নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে বর্তমান গবেষণা কর্মটি সম্পাদিত হয়েছে যার ফলাফল বিদ্যমান জ্ঞানের জগতকে আরো সমৃদ্ধ করেছে বলে প্রতীয়মান হয়।

২.০৩: গবেষণার গ্যাপ

গবেষণার গ্যাপ (Research Gap) হচ্ছে গবেষণা কর্মে যেসব বিষয় এখনও উদঘাটিত হয়নি এমন বিষয়ের চিহ্নিতকরণ ও উদঘাটন। বলা হয়ে থাকে, The phrase 'research gap' can be linked to a systematic review or critical review or mapping review/scope in order to find the gap/opportunity. (Hussein, 2014). গবেষণা গ্যাপ হচ্ছে গবেষণা বিষয়ের উপর বিদ্যমান জ্ঞান (জ্ঞান= তত্ত্ব, ধারণা. প্রত্যয়, প্রচলিত চর্চা ইত্যাদি) এবং চাহিত বা নির্ধারিত লক্ষ্য (যা করা উচিত) এর মধ্যকার ব্যবধান। সাধারণতঃ গবেষণা গ্যাপ হচ্ছে বিদ্যমান চলক, তত্ত্ব ও ধারণার প্রসারিত রূপ।

বাংলাদেশের সমবায় আন্দোলন শতবর্ষ পেরিয়ে গেলেও সফল ও টেকসই মহিলা সমবায় সমিতি তথা সাধারণ মহিলা সম্পৃক্ত সমবায় সমিতির সংখ্যা হাতে গোনা। এরূপ পরিস্থিতিতে সফল ও টেকসই মহিলা সমবায় সমিতি বিষয়ে জানা একটি গুরুত্বপূর্ণ গবেষণার বিষয়। কিন্তু এ বিষয়ে অতীতে তেমন একটা গবেষণা হয়নি। গবেষণা কাজের সময় দেখা গেছে এ ধরনের গুরুত্বপূর্ণ কাজ অতীতে হয়নি, হলেও খুবই সামান্য বা ভিন্ন আঙ্গিকে করা অথবা এ বিষয়ে তেমন আলোকপাত করা হয়নি। ওয়েবসাইটেও বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ‘নারীর ক্ষমতায়নে সমবায়: অর্জন, চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা (Role of Cooperatives in Empowering Woman: Achievements, Challenges and Possibilities) বিষয়ে সার্চ দিয়ে তেমন ফলাফল পাওয়া যায়নি। কাজেই বর্তমান গবেষণাটি ভবিষ্যতের জন্য একটি তথ্যসঞ্চারী কাজ হবে বলে আশা করা যায়।

২.০৪: ধারণাগত মডেল

ধারণাগত মডেল (The Conceptual Model) হচ্ছে গবেষণার প্রত্যয়ের বা তত্ত্বের সমন্বিত মডেল। এ মডেল দ্বারা জনগণ মডেলে উপস্থাপিত গবেষণা বিষয় সম্পর্কে জানতে, বুঝতে ও এ বিষয়ে নিজের ধারণা আরোপ করতে পারেন। (A conceptual model is a model made of the composition of concepts, which are used to help people know, understand, or simulate a subject the model represents). [১৪]

ধারণাগত মডেল দ্বারা গবেষণার বিষয়ে ভৌত ও সামাজিক বিষয়ে সম্যক ধারণা পাওয়া যায় এবং পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করতে সুবিধা হয়। ধারণাগত মডেলের প্রাথমিক উদ্দেশ্য হচ্ছে মৌল নীতিমালা ও কার্যাবলীর সমন্বয়সাধন। ধারণাগত মডেলে তাই সহজে বোধগম্য উপস্থাপন পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যখন প্রকৃত অর্থে একটি মডেল ব্যবহার করা হয়, তখন এটি চারটি বিষয়ে ব্যবহারকারীকে সন্তুষ্ট করে থাকে:

১৪ https://en.wikipedia.org/wiki/Conceptual_model

(১) ব্যবহারকারীকে উপস্থাপিত বিষয় সম্পর্কে অধিকতর ধারণা প্রদান করে থাকে।
(২) উপকারভোগীদের সাথে সহজে ব্যবহারকারীর সংযোগসাধন করে থাকে।
(৩) মডেল ডিজাইনকারীকে সিস্টেম মানদণ্ড সম্পর্কে রেফারেন্স প্রদান করে।
(৪) ভবিষ্যতের জন্য রেফারেন্স এবং সহযোগিতার ক্ষেত্র সরবরাহ করে।

'নারীর ক্ষমতায়নে সমবায়: অর্জন, চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা (Role of Cooperatives in Empowering Woman: Achievements, Challenges and Possibilities) শীর্ষক গবেষণার সাহিত্য পর্যালোচনার তথ্য বিশ্লেষণ করে আমরা একটি ধারণাগত মডেলের উপস্থাপনা এভাবে করতে পারি:

ছক-০৪: আদর্শ সমবায় সমিতির কার্যক্রম চক্র এবং নারীর ক্ষমতায়ন

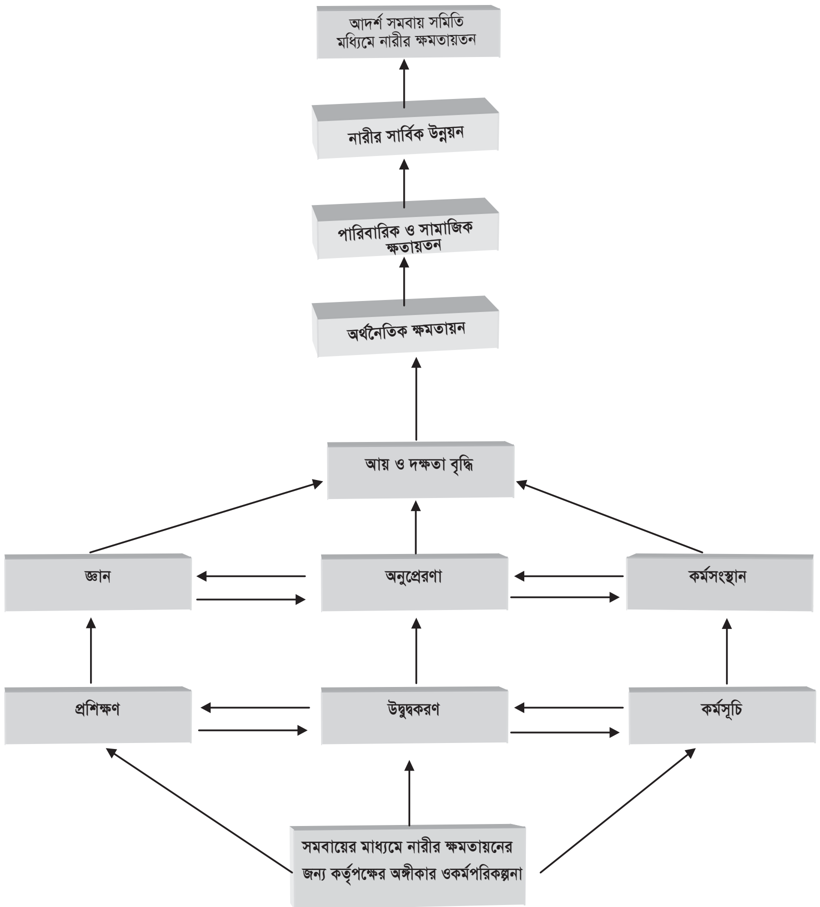

২.০৫: গবেষণার প্রাসঙ্গিক সাহিত্য পর্যালোচনায় প্রাপ্ত বিষয়সমূহ

গবেষণার জন্য প্রাসঙ্গিক তথ্য/গ্রন্থ পর্যালোচনা করে আমরা কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য/বিষয় পেয়েছি। এ পর্যালোচনা শেষে আমরা নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ সামান্যকীকরণ করতে পারি-

(১) বাংলাদেশের সমবায় সমিতির মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে সফল ঘটনার কিছু উদাহরণ থাকলেও সার্বিকভাবে এ বিষয়ে কার্যক্রম উল্লেখযোগ্য নয়।
(২) উপযুক্ত পরিবেশ ও বাতাবরণ পেলে সমবায় সমিতির মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন বাস্তবরূপ নিতে পারে।
(৩) সমবায়ের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে সমবায় সমিতির প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ দরকার। এটি একটি বহুমাত্রিক বিষয় এবং এখানে সমবায় ব্যবস্থাপনা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
(৪) সমবায় সমিতিতে অনৈতিক ও আইনবিরুদ্ধ কার্যক্রম পরিচালিত হলে অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে সঙ্গে নারীর ক্ষমতায়নও বিঘ্নিত হয়।।
(৫) সমবায় অধিদপ্তর সমবায়ের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়নের জন্য হলিষ্টিক অ্যাপ্রোচ গ্রহণ করতে পারে।

২.০৬: উপসংহার

অত্র অধ্যায়ে বৈশ্বিক ও দেশীয় প্রেক্ষাপটে সমবায়ের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়নের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। আলোচনায় একটি বিষয় প্রতীয়মান হয়েছে যে, এ বিষয়ে বাংলাদেশে তেমন উল্লেখযোগ্য গবেষণা হয়নি এবং বিষয়টিতে সুস্পষ্ট গবেষণা গ্যাপ রয়েছে। অত্র অধ্যায়ে প্রাসঙ্গিক গ্রন্থ/লিটারেচারের যৌক্তিক আলোচনার মাধ্যমে এর প্রভাব ও গুরুত্ব বের করা হয়েছে। সমবায় আন্দোলনের সাফল্যে ও টেকসইত্বের বিষয়ে আলোকপাত করে নারীর ক্ষমতায়তনকে বহুমাত্রিকভাবে দেখার বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। অধ্যায়ের শেষে একটি ধারণাগত মডেল আলোচিত হয়েছে যার সফল বাস্তবায়নের মাধ্যমে সমবায় আন্দোলনে নতুন দিগন্ত সৃষ্টি হতে পারে।

তৃতীয় অধ্যায়
গবেষণার পদ্ধতি

৩.০১: প্রারম্ভিকা

বর্তমান অধ্যায়ে গবেষণার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কিছু টার্ম, পদ্ধতি এবং অ্যাপ্রোচের বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। পরবর্তীতে বর্তমান গবেষণার জন্য নির্বাচিত অ্যাপ্রোচ, পদ্ধতি এবং গবেষণা নকশার বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। সর্বশেষে গবেষণা স্টাডি, নমুনায়ন বিস্তৃতকরণ, জরীপ প্রশ্নমালা প্রণয়ন ও উন্নয়ন, তথ্য সংগ্রহ, তথ্য বিশ্লেষণ এবং তথ্যের সঠিকতার বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

৩.০২: গবেষণা

সহজ অর্থে অজানাকে জানা কিংবা সমাজের কোনো ঘটনা ও সমস্যার কারণ নির্ণয়ে পরিচালিত নিয়মবদ্ধ অনুসন্ধান কার্যক্রমকে গবেষণা বলে। এক কথায় গবেষণা হলো পুনঃঅনুসন্ধান (Re-search) করা। অর্থাৎ গবেষণা হলো অপেক্ষাকৃত উন্নত বা ভিন্ন প্রেক্ষিতে খোঁজা এবং বাড়তি তথ্য আহরণ করার সুশৃঙ্খল ব্যবস্থা যা সমস্যা সমাধানের পন্থা উদ্ভাবন এবং সহজাত অনুসন্ধান বা মানব কল্যাণ সাধনে সহায়তা করতে পারে। বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি ও যুক্তিযুক্ত নীতিমালা অনুসরণ কোন কিছু সম্পর্কে নতুন দিক উন্মোচন বা নতুন জ্ঞানলাভের প্রচেষ্টাই গবেষণা। অর্থাৎ গবেষণা হলো এক ধরনের জ্ঞান অন্বেষণ যা বিশেষ যুক্তিযুক্ত নীতিমালার মাধ্যমে পরিচালিত হয়। (Research comprises "creative work undertaken on a systematic basis in order to increase the stock of knowledge.).[১৫]

গবেষণার ইংরেজি প্রতিশব্দ research এসেছে মধ্যযুগীয় ফরাসি শব্দ "recherche" থেকে যার অর্থ অনুসন্ধানের জন্য যাত্রা ("to go about seeking",) "recherche" টি আবার এসেছে প্রাচীন ফরাসি শব্দ "recerchier" থেকে যা গঠিত হয়েছে যার "re-" + "cerchier", or "sercher" এর অর্থ খোঁজা বা অনুসন্ধান করা।[১৬]

৩.০৩: গবেষণা অ্যাপ্রোচসমূহ

গবেষণা হলো সুনির্দিষ্ট কিছু নীতি বা টেকনিক যা গবেষণা প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। পরিকল্পিত ও সিস্টেটেমিক পদ্ধতিতে এটি তথ্য সংগ্রহ, তথ্য বিশ্লেষণ এবং একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হয়ে গবেষণার কাঙ্খিত প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে সাহায্য করে। গবেষণা সাধারণতঃ দুটি অ্যাপ্রোচে সম্পন্ন করা হয়ে থাকে। (১) পরিমাণগত গবেষণা (Quantitative) ও (২) গুণগত গবেষণা (Qualitative)।

---

[১৫] wikipedia.

[১৬] Merriam Webster (m-w.com). Encyclopædia Britannica. Retrieved 13 August 2011.

(১) পরিমাণগত গবেষণা (Quantitative Research): কোন গবেষণায় ব্যবহৃত চলকসমূহ ও প্রাপ্ত উপাত্তকে সংখ্যার সাহায্যে গণনা ও পরিমাপ সম্ভব হলে, তাকে পরিমাণগত গবেষণা বলা হয়। যেমন- জনসংখ্যার পরিমাণ ও বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য নিয়ে গবেষণা হলো পরিমাণগত গবেষণা।

(২) গুণগত গবেষণা (Qualitative Research): সংখ্যার সাহায্যে পরিমাপ করা যায় না কিংবা পরিমাণ নির্ধারণ করা যায় না, এসব বিষয় ও ঘটনাবলি নিয়ে পরিচালিত গবেষণাকে গুণগত গবেষণা বলে। গুণগত গবেষণার ক্ষেত্রে গবেষকগণ বস্তুত সমাজে মানুষ কর্তৃক সংগঠিত বিভিন্ন ঘটনার কারণ অন্বেষণে আগ্রহী হন, মানব সমাজে কীভাবে বিভিন্ন ঘটনা প্রভাব বিস্তার করে তার ওপর আলোকপাত করেন।

বর্তমান গবেষণাটি এ দু'ধরনের অ্যাপ্রোচের ভিত্তিতে সম্পাদন করা হয়েছে

৩.০৪: গবেষণার পদ্ধতি নির্ধারণ

'নারীর ক্ষমতায়নে সমবায়: অর্জন, চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা (Role of Cooperatives in Empowering Woman: Achievements, Challenges and Possibilities) শীর্ষক বর্তমান গবেষণার সাধারণ উদ্দেশ্য হলো নারীর ক্ষমতায়নে সমবায়ের অর্জন ও এতে বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ এবং সম্ভাবনার স্বরূপ বিশ্লেষণ করা। এছাড়াও গবেষণার সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হচ্ছে : (১) সমবায় সমিতির মাধ্যমে সংঘটিত নারীর ক্ষমতায়নের স্বরূপ চিহ্নিত করা। (২) নারীর ক্ষমতায়নে সমবায়ের ভূমিকা বিশ্লেষণ করা। (৩) নারীর ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে সমবায়ের সবলতা ও দুর্বলতা নিরুপণ করা। (৪) নারীর ক্ষমতায়নে সমবায় আরো কীভাবে ভূমিকা রাখতে পারে তা উদঘাটন করা। (৫) নারীর ক্ষমতায়নে সমবায় অধিদপ্তরের ভূমিকা এবং দায়িত্ব চিহ্নিত করা।

উপরোক্ত উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অর্জনের জন্য বর্তমান গবেষণায় একই সঙ্গে গুণগত ও পরিমাণগত গবেষণা এপ্রোচ ব্যবহার করা হয়েছে। গবেষণার ফলাফল অর্জনের জন্য প্রশ্নমালা প্রণয়ন ও এর মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে, প্রাপ্ত তথ্যভিত্তিক বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ এবং কেস ষ্টাডি করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, কতগুলো প্রশ্নের সমাহারকে প্রশ্নমালা বলে। তথ্য জানতে হলে প্রশ্ন করতে হয়-আর প্রশ্নের উত্তরই হলো তথ্য উপাত্ত। কাজেই কোন বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের নিকট থেকে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের জন্য প্রণীত সু-শৃঙ্খল প্রশ্নের সেটকেই পরিসংখ্যানের ভাষায় প্রশ্নমালা বলে। সামাজিক বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহের অন্যতম হাতিয়ার হলো প্রশ্নমালা (Questionnaire)। এর মধ্যে প্রশ্নপত্রভিত্তিক সাক্ষাৎকার পদ্ধতি পরিমাণগত গবেষণা। নির্দিষ্ট মানদণ্ড ভিত্তিক প্রশ্নপত্র প্রস্তুত করে প্রশিক্ষিত তথ্যসংগ্রহকারীদের দ্বারা স্টেক হোল্ডারদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রাপ্ত উত্তরপত্র বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এছাড়া বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ এবং ফোকাস দলীয় আলোচনা করা হয়েছে যা গুণগত গবেষণা পদ্ধতি। এছাড়াও গবেষণায় আধেয় বিশ্লেষণ পদ্ধতি (Content Analysis) ব্যবহার করা হয়েছে।

৩.০৫: গবেষণা নকশা

গবেষণা নকশাকে বলা হয় গবেষণার 'ব্লু প্রিন্ট' । এর মাধ্যমে একজন গবেষক সমস্যার বিষয়ে একটি সুনির্দিষ্ট ফলাফলে আসতে সক্ষম হন এবং গবেষণার বিভিন্ন পর্যায়ে তিনি পথনির্দেশনা পান । [A research design may be defined as the `blue print' that enables the researcher to come up with solution to the problems and guides him or her in the various stages of the research. (Ray and Mondal, 1999)]. বহুল ব্যবহৃত তিনটি গবেষণা নকশা হলো: (১) অনুসন্ধানমূলক (exploratory); (২) বর্ণনামূলক (descriptive) এবং (৩) পরীক্ষণমূলক (experimental).

গবেষণার একটি যৌক্তিক ধারাক্রম নীচে প্রদত্ত হলো । এর মাধ্যমে আমরা গবেষণা প্রশ্নের দ্বারা ফলাফল অর্জনের কাঙ্খিত পন্থা উপলব্দি করতে পারি:

ছক-০৫: গবেষণা নকশার ধাপসমূহ

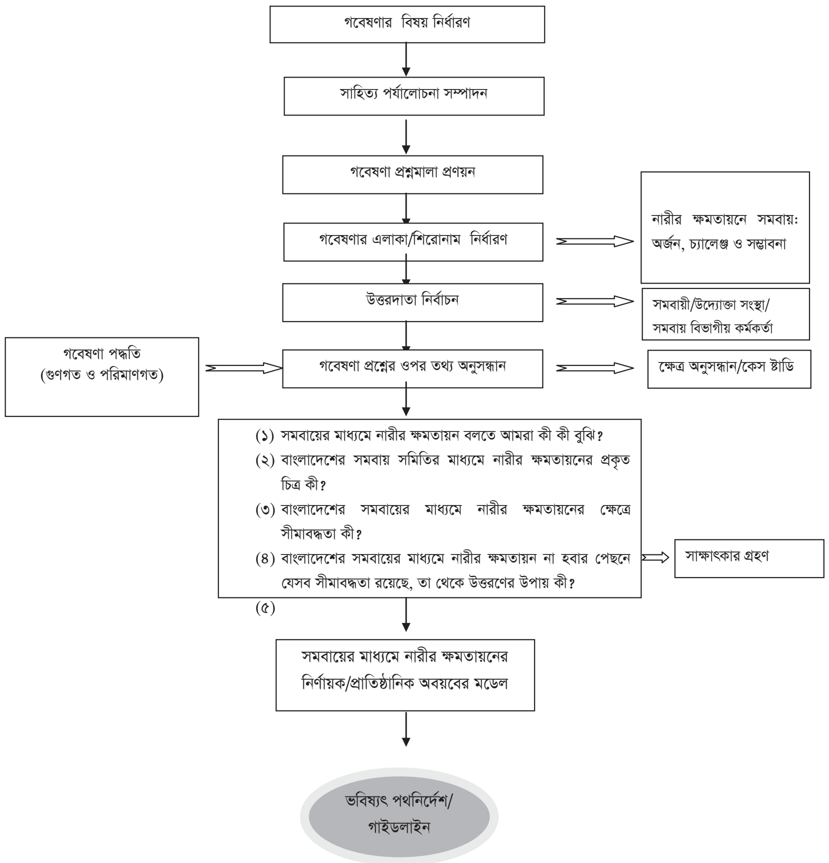

৩.০৬: উত্তরদাতাদের নমুনায়ন ও নির্বাচনের যৌক্তিকতা

গবেষণা কর্ম সম্পাদন করতে গিয়ে দেশের ৬৪ জেলা সমবায় অফিসারদের নিকট থেকে সফল মহিলা/মহিলাসম্পৃক্ত সমবায় সমিতির নির্দিষ্ট মানদণ্ডের নিরিখে তালিকা সংগ্রহ করা হয় । দেশের ৬৪টি জেলা সমবায় কার্যালয় হতে ১৩২১টি মহিলা/ মহিলা সম্পৃক্ত সমবায় সমিতির তালিকা পাওয়া যায় । প্রাপ্ত সমিতির তালিকার শ্রেণি বিভাজন নিম্নরূপ :

(১) মহিলা-৩৭৭টি, (২) সঞ্চয় ও ঋণদান-১৮২টি, (৩) বহুমূখী/ মাল্টিপারপাস-২৫০টি,, (৪) সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন-১৩০টি, (৫) পানি ব্যবস্থাপনা-৫৭টি, (৬) ক্রেডিট-৫৪টি, (৭) কৃষি-৬৩টি, (৮) শ্রমজীবী-১৪টি, (৯) দুগ্ধ-৬৭টি, (১০) যুব-০৭টি, (১১) ব্যবসায়ী-৩৫টি, (১২) আশ্রয়ণ ও আবাসন-০৬টি, (১৩) মৃৎশিল্প-০৩টি, (১৪) তাঁতী-০৩টি, (১৫) মুক্তিযোদ্ধা-০২, (১৬) হস্তশিল্প-০৬ এবং (১৭) অন্যান্য- ৬৫টি । আলোচনান্তে ৬৪টি জেলার মধ্যে ২৫% হিসাবে মোট ১৬টি জেলা হতে ১০৫টি সমিতির সেম্পল/ নমূনা নির্বাচন করা হয় । শ্রেণি বিভাজন হল ঃ (১) মহিলা-৩৫টি, (২) সঞ্চয় ও ঋণদান-১৩টি, (৩) বহুমূখী/মাল্টিপারপাস-২৮টি, (৪) ক্রেডিট-০৯টি, (৫) সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন-০৬টি, (৬) পানি ব্যবস্থাপনা-০৩টি, (৭) ব্যবসায়ী-০৩টি, (৮) শ্রমজীবী-০৪টি, (৯) মৃৎশিল্প- ০১টি এবং (১০) অন্যান্য-০৩টি ।

সারা দেশ থেকে প্রাপ্ত ১৩২১ টি মহিলা ও মহিলা সম্পৃক্ত সমবায় সমিতির মধ্য থেকে ১০৫টি সমিতি গবেষণার তথ্য সংগ্রহের জন্য নির্বাচিত করা হয় । এরমধ্যে মহিলা সমবায় সমিতি ৩৭৭টি থেকে গ্রহণ করা হয়েছে ৫০টি (১৩.৩%) । অন্যান্য ৯৪৪টি সমবায় সমিতি থেকে ৫৫টি (৫.৮%) ।

জেলা সমবায় অফিসারগণদের কাছ থেকে প্রাপ্ত ১৩২১টি মহিলা ও মহিলাসম্পৃক্ত সমবায় সমিতির তালিকা পর্যালোচনা করে সকল ক্যাটাগরি থেকে ১০৫টি (৮%) সমবায় সমিতিকে দৈব চয়ন ভিত্তিতে তথ্য সংগ্রহের জন্য নির্বাচিত করা হয় ।

৫০টি মহিলা সমবায় সমিতির প্রতিটি থেকে ৪ জন করে সদস্য নির্বাচিত করা হয় । (২০০ জন) । অন্যান্য ক্যাটাগরির প্রতিটি সমিতি থেকে ২ জন মহিলা ও ৪জন করে পুরুষ নির্বাচিত করা হয় । (মহিলা-১১০ জন; পুরুষ-২২০ জন) । এছাড়া উদ্যোক্তা মহিলা সদস্য ছিলেন ৫০ জন । সার্বিকভাবে গবেষণার ক্ষেত্রে মোট মহিলা উত্তরদাতা ছিলেন ৩৬০; এবং পুরুষ উত্তরদাতা হলেন ২২০ । সমবায় বিভাগের বিভিন্ন কার্যালয়ের (বিভাগীয় যুগ্মনিবন্ধক-৪ জন;জেলা সমবায় অফিসার-১৬ জন এবং উপজেলা সমবায় অফিসার-৩৪ জন) ৫২ জন উত্তর দাতা ছিলেন । সর্বমোট উত্তরদাতা ছিলেন ৬৩২ জন । সকল শ্রেণি থেকে প্রাপ্ত সমিতির সংখ্যা-২৩৫টি । উল্লেখ্য যে, বর্তমান সমবায় সমিতি বিধিমালা অনুযায়ী ২৯ ক্যাটাগরির সমবায় সমিতি রয়েছে এবং সকল ক্যাটাগরি থেকে সফল সমিতির তথ্য পাওয়া যায়নি ।

সারণি-০১: উত্তরদাতার সংখ্যা নির্ধারণ

ক্র: নং	ক্যাটাগরি	নির্বাচিত সমিতির সংখ্যা	একক/ইউনিট	মোট	মন্তব্য
১	মহিলা সদস্য	৫০	প্রতি সমিতি থেকে ৪ জন	২০০ জন	মহিলা সমবায় সমিতি
		৫৫	প্রতি সমিতি থেকে ২ জন	১১০ জন	মহিলাসম্পৃক্ত সমবায় সমিতি
		৫০	প্রতি সমিতি থেকে ১ জন	৫০	মহিলা সমিতির উদ্যোক্তা সদস্য
২	পুরুষ সদস্য	৫৫	প্রতি সমিতি থেকে ৪ জন	২২০ জন	মহিলাসম্পৃক্ত সমবায় সমিতি
৩	বিভাগীয় কর্মকর্তা				
	যুগ্মনিবন্ধক	-	-	৪ জন	বিভাগীয় কর্মকর্তা-৫২ জন
	জেলা সমবায় অফিসার	-	-	১৬ জন	
	উপজেলা সমবায় অফিসার	-	-	৩২ জন	
	মোট			৬৩২	

সারণি-০২: গবেষণার নমুনায়ন

ক্র:নং	জেলা ও বিভাগের নাম	মহিলা সমবায় সমিতি		মহিলাসম্পৃক্ত সমবায় সমিতি		মোট সংখ্যা
		তথ্য সংগ্রহ এলাকার মোট মহিলা সমিতির সংখ্যা	গবেষণার তথ্য সংগ্রহের জন্য নির্বাচিত মহিলা সমবায় সমিতির সংখ্যা	তথ্য সংগ্রহ এলাকার মহিলাসম্পৃক্ত সমবায় সমিতির সংখ্যা	গবেষণার তথ্য সংগ্রহের জন্য নির্বাচিত মহিলাসম্পৃক্ত সমবায় সমিতির সংখ্যা	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১	ঢাকা বিভাগ					
	ঢাকা	১৪	৫	৯	৩	৮
	গোপালগঞ্জ	২৯	৫	১৩	২	৭
	টাঙ্গাইল	২	১	৪১	৪	৫
২	চট্টগ্রাম বিভাগ					
	চট্টগ্রাম	১১	৫	৬২	৭	১২
	কুমিল্লা	২৪	৪	৩৫	৫	৯
	খাগড়াছড়ি	৪	২	৬	২	৪
৩	রাজশাহী বিভাগ					
	বগুড়া	১০	৩	৩৫	৪	৭
	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	১০	৩	০	০	৩
৪	খুলনা					
	খুলনা	২১	৫	৪৯	৫	১০
	সাতক্ষীরা	৪	২	৪	২	৪
৫	রংপুর					
	দিনাজপুর	১১	৩	৬৬	৫	৮
	কুড়িগ্রাম	১	১	১	১	২
৬	সিলেট বিভাগ					
	মৌলভীবাজার	০	০	৮	৩	৩
৭	বরিশাল বিভাগ					
	পিরোজপুর	৬	২	১৪	৩	৫
৮	ময়মনসিংহ বিভাগ					
	ময়মনসিংহ	৭৪	৬	৪৪	৫	১১
	জামালপুর	১২	৩	৩২	৪	৭
	মোট	২৩৩	৫০	৪১৯	৫৫	১০৫

৩.০৭: জরীপ প্রশ্নমালা প্রস্তুতি

গবেষণার জন্য নির্দিষ্ট অবয়বে সুনির্দিষ্ট নির্ণায়কযুক্ত প্রশ্নমালা প্রস্তুত করা হয়েছে। সফল ও টেকসই মহিলা/মহিলাসম্পৃক্ত সমবায় সমিতির সংখ্যা এবং সমবায় বিভাগীয় কর্মচারী এবং জরিপ অধিক্ষেত্রের সমবায় সমিতি গঠনকারী উদ্যোক্তা সংস্থা/এনজিও এর সংখ্যার ভিত্তিতে স্যাম্পলিং এর মাধ্যমে উত্তরদাতার সংখ্যা নিরুপণ করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, গবেষণার জন্য উন্মুক্ত (Open ended) এবং বদ্ধ (Close ended) ভিত্তিক প্রশ্নমালা প্রণয়ন করা হয়েছে। (জরীপ প্রশ্নমালা : পরিশিষ্ট-০২, ০৩, ০৪ ও ০৫)

৩.০৮: গবেষণার জন্য নারীর ক্ষমতায়ন চিহ্নিতকরণের মানদণ্ড/নির্ণায়ক

নারীর ক্ষমতায়নে সমবায়: অর্জন, চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা (Role of Cooperatives in Empowering Woman: Achievements, Challenges and Possibilities) শীর্ষক গবেষণা কার্যক্রমে নিম্নোক্ত ক্রাইটেরিয়া/মানদণ্ডের ভিত্তিতে নারীর ক্ষমতায়ন চিহ্নিত করা হবে:

১। আয় বৃদ্ধি হয়েছে কিনা?
২। মর্যাদা বেড়েছে কি না?
৩। শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে কিনা?
৪। পারিবারিক ও সমিতি পর্যায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা/সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে কিনা?
৫। পরিবারের সদস্যদের শিক্ষা বেড়েছে কি না?
৬। পরিবার ও সমাজকে সহায়তা করা ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে কিনা?
৭। সম্পদ বৃদ্ধি পেয়েছে কিনা?
৮। কর্মসংস্থান হয়েছে কিনা?

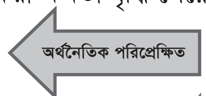

৯। আয়ের উপর নিজের নিয়ন্ত্রণ কতটুকু?
১০। নিজস্ব আয় নিয়ে নিজের স্বাধীনতা কতটুকু?

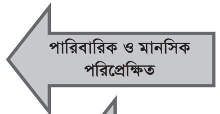

১১। পরিবারের সম্পদের উপর অধিকার কতটুকু?
১২। পরিবারের মূল সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় ভূমিকা কতটুকু?

১৩। অসমতা বা নারীর প্রতি অবহেলা সম্পর্কে ধারণা কতটুকু?
১৪। চলাফেরায় কতটুকু স্বাধীনভাবে ও নিজের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করতে পারে?
১৫। নিজের জীবনের সিদ্ধান্ত গ্রহণে কতটুকু স্বাধীন?
১৬। নিজের স্বাস্থ্য সেবা নিয়ে কতটুকু স্বাধীন সিদ্ধান্ত নিতে পারে?
১৭। সন্তানের স্বাস্থ্য সেবা নিয়ে কতটুকু স্বাধীন সিদ্ধান্ত নিতে পারে?

৩.০৯: উত্তরদাতা/তথ্য প্রদানকারীর শ্রেণি

'নারীর ক্ষমতায়নে সমবায়: অর্জন, চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা (Role of Cooperatives in Empowering Woman: Achievements, Challenges and Possibilities)' শীর্ষক গবেষণা কার্যক্রমে নিম্নোক্ত শ্রেণির ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের নিকট থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হবেঃ

(১) সমবায় সমিতির মহিলা সদস্য;
(২) সমবায় সমিতির পুরুষ সদস্য;
(৩) জরিপ অধিক্ষেত্রের সমবায় বিভাগীয় সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারী;
(৪) জরিপ অধিক্ষেত্রের সমবায় সমিতি গঠনকারী উদ্যোক্তা সংস্থা/এনজিও।

গবেষণায় প্রাথমিক উৎস হিসেবে উল্লিখিত ব্যক্তিবর্গ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এর পাশাপাশি মাধ্যমিক উৎস হিসেবে বই, সাময়িকী, গবেষণা নিবন্ধ, জার্নাল, ওয়েবসাইট, নথি ইত্যাদি থেকেও তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

৩.১০: গবেষণার ক্ষেত্র, তথ্য সংগ্রহ ও উত্তরদাতাদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ

গবেষণা কার্যক্রম অত্র প্রতিষ্ঠানের অধিক্ষেত্রের (বাংলাদেশের সকল জেলার সকল সমবায় সমিতি/সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান) সকল জায়গায় করা হয়েছে। মোট ৬৪টি জেলার থেকে সফল ও টেকসই মহিলা সমবায় সমিতির/মহিলা সংশ্লিষ্ট সমবায় সমিতি থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। সমবায় অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট দপ্তরের প্রধান/সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর নিকট থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হবে।

গবেষণার কাজে সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি, কোটবাড়ি, কুমিল্লা, সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক সমবায় প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, জেলা ও উপজেলা সমবায় কার্যালয় এবং জরিপ অধিক্ষেত্রের সমবায় সমিতি গঠনকারী উদ্যোক্তা সংস্থা/এনজিও এর সহায়তায় এ গবেষণা সম্পাদিত হয়েছে।

নির্বাচিত সমবায় সমিতি এবং উদ্যোক্তাদের নিকট থেকে জরীপ প্রশ্নমালার আলোকে তথ্য সংগ্রহ করার জন্য তথ্য সংগ্রহকারীদের একদিনের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। বিভাগীয় যুগ্মনিবন্ধক এবং জেলা ও উপজেলা সমবায় অফিসারগণের নিকট প্রশ্নমালা সরবরাহ করে যথাযথভাবে তাদের মতামত সংগ্রহ করা হয়েছে।

৩.১১: তথ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, বিশ্লেষণ এবং উপস্থাপন

গবেষণাটি মূলত গুণগত হলেও কিছু পরিমাণগত প্রকৃতি রয়েছে। এ গবেষণায় দু'ধরনের ডাটা ব্যবহার করা হয়েছে-প্রাথমিক ও দ্বিতীয় পর্যায়ের তথ্য। (The study is qualitative in nature but quantitative in form that is based on primary and secondary data.) প্রাথমিক ডাটা/তথ্য সরাসরি উত্তরদাতাদের নিকট থেকে সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে গ্রহণ করা হয়েছে। দ্বিতীয় পর্যায়ের তথ্য/ডাটা সংশ্লিষ্ট সমিতির রেকর্ড থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। তথ্য সংগ্রহ করার পর এগুলোকে টেবুলেটেড/

প্রক্রিয়াজাত করা হয়েছে। বর্ণনামুলক পরিসংখ্যান ব্যবহার করে ডাটা উপস্থাপন করা হয়েছে। প্রাপ্ত ফলাফল থেকে প্রতিবেদনে টেক্সুয়াল/ টেবুলেটর ও গ্রাফিক্যাল ফরমে তথ্য উপস্থাপন করা হয়েছে। (Outcomes or findings of the study are presented in the report in textual, tabular and graphical forms.). গবেষণায় SPSS software (Statistical Package for the Social Sciences) ব্যবহার করা হয়েছে। যেহেতু জরীপ প্রশ্নমালার ক্ষেত্রে উত্তরদাতাদের কোন কোন প্রশ্নের উত্তরে একাধিক অপশন নির্বাচনের সুযোগ ছিল, সেক্ষেত্রে বৃহত্তর দৃষ্টিভঙ্গি পেতে প্রতিটি উত্তরকেই পৃথকভাবে মূল্যায়ন করা হয়েছে।

গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত সাধারণতঃ অন্য অনেক পরিসংখ্যানিক পদ্ধতির পাশাপাশি আরোহ পদ্ধতি (Induction) এবং অবরোহ পদ্ধতি (Deduction) ব্যবহার করে বিশ্লেষণের মাধ্যমে সিদ্ধান্তে (Inferrence) উপনীত হওয়া যায়।

(ক) অবরোহ (Deduction) ঃ সাধারণ বিষয়/পর্যায় থেকে বিশেষ অবস্থায় উত্তরণের প্রক্রিয়া বা উপায় হলো অবরোহ। অর্থাৎ পূর্বে প্রাপ্ত জ্ঞানকে নতুন প্রেক্ষাপটে সাধারণীকরণের পর্যায়ে পৌছানোর প্রক্রিয়াকে অবরোহ বলা হয়। পদ্ধতিতে একজন গবেষক টপ ডাউন পদ্ধতিতে গবেষণার বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌছান। (Ghosh,2001) এর মতে, `Deduction is the process of drawing generalization, through a process of reasoning on the basis of certain assumption which are either self evident or based on observation' অর্থাৎ সুনির্দিষ্ট ধারণার উপর ভিত্তি করে কোন কারণিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সাধারণীকরণে পৌঁছানোর প্রক্রিয়া হলো অবরোহ। অবরোহ কোন সাধারণ বিষয়কে যৌক্তিক ভিত্তিতে সাধারণীকরণে পৌঁছানোর মাধ্যমে গ্রহণযোগ্য করে তোলে।

(খ) আরোহ পদ্ধতি (Induction)ঃ সাধারণ বিভিন্ন বিচ্ছিন্ন ঘটনার প্রেক্ষিতে সম্মুখে অগ্রসর হওয়া বা কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার প্রক্রিয়া হলো আরোহ। এটি বিষয়/পর্যায় থেকে বিশেষ অবস্থায় উত্তরণের প্রক্রিয়া। (Ghosh,2001) এর মতে, `Induction is a process of reasoning whereby we arrive at universal generalization from particular facts. Induction gives rise to empirical generalization, and is opposite to deduction. Induction involves two processes-observation and generalization. অর্থাৎ আরোহ হলো এমন একটি প্রক্রিয়া যেখানে বিশেষ ঘটনাসমূহ থেকে সর্বজনীন সাধারণীকরণে উপনীত হওয়া যায়। আরোহ অভিজ্ঞতামূলক সাধারণীকরণের জন্ম দেয়। আরোহ পর্যবেক্ষণ এবং সাধারণীকরণ-এ দুটি প্রক্রিয়ার সমন্বয়ে গঠিত।

বর্তমান গবেষণা কর্মটি সম্পাদনে তথা বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে অন্যান্য পরিসংখ্যানিক পদ্ধতির পাশাপাশি অবরোহ ও আরোহ দুটি পদ্ধতিও অনুসরণ করা হয়েছে।

৩.১২: সংগৃহীত তথ্যের গ্রহণযোগ্যতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা নিরুপণ

নারীর ক্ষমতায়নে সমবায়: অর্জন, চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা (Role of Cooperatives in Empowering Woman Achievements, Challenges and Possibilities)

শীর্ষক গবেষণা কর্মটি সর্বোচ্চ বিশ্বাসযোগ্যতা ও গ্রহণযোগ্যতা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে সম্পাদন করা হয়েছে। এক্ষেত্রে বৈধতা ও বিশ্বাসযোগত্যা নিশ্চিতকরণের জন্য নিম্নোক্ত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করা হয়েছে-

(ক) তথ্য সংগ্রহকারী কর্তৃক সরাসরি উত্তরদাতাদের কাছ থেকে সাক্ষাৎকার গ্রহণের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ।

(খ) গবেষণা কমিটির সদস্যদের দ্বারা তথ্য সংগ্রহকারীদের কার্যক্রম মনিটরিং এবং তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি সম্পর্কে নিশ্চিতকরণ।

(গ) সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় সমবায় কর্মকর্তাদের তথ্য সংগ্রহ সম্পর্কে সম্পৃক্তকরণ।

৩.১৩: গবেষণার বাস্তবায়ন দল

নারীর ক্ষমতায়নে সমবায়: অর্জন, চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা (Role of Cooperatives in Empowering Woman: Achievements, Challenges and Possibilities) গবেষণা কর্মটি সফলভাবে সম্পাদন করার নিমিত্তে একটি আদর্শ গবেষণা কর্মের জন্য অনুসৃত সকল পর্যায়/ধাপই অনুসরণ করা হয়েছে। গবেষণা বাজেট প্রাপ্তির পর থেকে অনুসরণীয় সকল ধাপই সম্পাদন করা হয়েছে যথাযথভাবে। বাংলাদেশ সমবায় একাডেমির মাননীয় অধ্যক্ষ কর্তৃক গবেষণা কমিটি গঠন করা হয়েছে। এ কমিটির সদস্যবৃন্দ হলেন-

ক্রমিক নং	নাম, পদবী ও কর্মস্থল	কমিটিতে পদবী
০১	জনাব মোঃ ইকবাল হোসেন অধ্যক্ষ, বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি, কোটবাড়ী, কুমিল্লা।	উপদেষ্টা
০২	জনাব হরিদাস ঠাকুর উপাধ্যক্ষ, বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি, কোটবাড়ী, কুমিল্লা।	গবেষণা পরিচালক
০৩	জনাব মোহাঃ আব্দুল মজিদ যুগ্ম নিবন্ধক (ইপিপি), সমবায় অধিদপ্তর, ঢাকা।	গবেষক
০৪	জনাব মোঃ মোখলেছুর রহমান অধ্যক্ষ, আঞ্চলিক সমবায় ইনস্টিটিউট, নওগাঁ।	গবেষক
০৬	জনাব মোঃ জিয়াউল হক অধ্যক্ষ, আঞ্চলিক সমবায় ইনস্টিটিউট, কুষ্টিয়া।	গবেষক
০৬	জনাব মোহাম্মদ সফিকুল ইসলাম অধ্যাপক (প্রশাসন), বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি, কোটবাড়ী, কুমিল্লা।	গবেষক ও সদস্য সচিব
০৭	জনাব জ্ঞানেন্দু বিকাশ চাকমা অধ্যাপক (গবেষণা ও প্রকাশনা), বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি, কোটবাড়ী, কুমিল্লা।	গবেষক

উপরোক্ত কমিটির সদস্যবৃন্দ একনিষ্ঠভাবে গবেষণার বিভিন্ন কার্যক্রম সম্পাদন করেন। গবেষণার ডাটা সংগ্রহের জন্য বিভিন্ন সমবায় কার্যালয়ের প্রশিক্ষকবৃন্দ এবং সংশ্লিষ্ট জেলা সমবায় কার্যালয়ের প্রশিক্ষক/সরেজমিনে তদন্তকারীবৃন্দ তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তথ্য সংগ্রহ কাজ তদারকী করার জন্য গবেষণা কমিটির সদস্যদের সমন্বয়ে যাচাই কমিটিও গঠন করা হয়। এরা সরেজমিনে তথ্য সংগ্রহকাজ

তদারকি করেন। গবেষণা কাজে ডাটা সংগ্রহের পর এগুলোকে প্রক্রিয়াকরণ ও ডাটা উপস্থাপনের বিষয়টি সার্বিকভাবে মনিটরিং করেন গবেষণা কমিটির গবেষণা পরিচালক জনাব হরিদাস ঠাকুর, (যুগ্মনিবন্ধক) উপাধ্যক্ষ-বাসএ। গবেষণা পরিচালক-এর সার্বিক নির্দেশনা ও তত্ত্বাবধানে খসড়া গবেষণা প্রতিবেদন প্রণয়নের কাজটি সুচারুরূপে সম্পাদনা করেন গবেষণা পরিচালক ও অন্যান্য গবেষকবৃন্দ। এছাড়াও ফোকাস দলীয় আলোচনা এবং সফল সমবায় সমিতির ওপর কেস ষ্টাডিও গবেষণা কমিটির সদস্যবৃন্দ সম্পাদন করেন।

৩.১৪ঃ উপসংহার

অত্র অধ্যায়ে গবেষণার পদ্ধতি ও অ্যাপ্রোচ সম্পর্কে আলোচিত হয়েছে এবং নারীর ক্ষমতায়নে সমবায়: অর্জন, চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা (Role of Cooperatives in Empowering Woman: Achievements, Challenges and Possibilities) শীর্ষক গবেষণাকর্মটির জন্য নির্বাচিত ও অনুসৃত পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচিত হয়েছে। এছাড়াও গবেষণা ডিজাইন সম্পর্কেও আলোচনা করা হয়েছে। এ অধ্যায়ে প্রশ্নমালা প্রণয়ন, তথ্য নিশ্চিতকরণ এবং তথ্য বিশ্লেষণ সম্পর্কেও আলোকপাত করা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়
তথ্য বিশ্লেষণ ও ফলাফল পর্যালোচনা

৪.০১: প্রারম্ভিকা

বাংলাদেশে সমবায় সমিতির সংখ্যা প্রচুর কিন্তু এই প্রচুর সমবায় সমিতির সফলতা ও টিকে থাকার প্রবণতা বা হার অত্যন্ত অপ্রতুল/অপ্রচুর। আর সমবায়ের মাধ্যমে নারীদের ক্ষমতায়ন তথা উন্নয়ন একটি চ্যালেঞ্জের বিষয়। শতাব্দী প্রাচীন সমবায় আন্দোলন তার কাঙ্খিত অবস্থানে যেতে পারেনি নানান কারণে। বিগত সময়ে বিচ্ছিন্নভাবে কিছু সমীক্ষা করা হলেও সমবায় সমিতির মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়নের বিষয়টি সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। বর্তমান গবেষণায় সার্বিকভাবে নারীর ক্ষমতায়ন এবং সমবায়ের ভূমিকার আঙ্গিক বিশ্লেষণ করার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে। সমবায় সমিতির কর্মকাণ্ড গতিশীল করার বিষয়ে সমবায়ীদের বিশেষত মহিলা সমবায়ীদের সাথে সমবায় বিভাগের আন্তঃসংযোগ বিষয়েও নজর দেওয়া হয়েছে। তথ্য সংগ্রহকারীদের মাধ্যমে এ বিষয়ে জরীপ প্রশ্নমালার আলোকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে এবং এসব সংগৃহীত তথ্যের পদ্ধতিগত বিশ্লেষণ করা হয়েছে এবং গবেষণায় অনুকল্প অনুযায়ী ফলাফল পাওয়া গেছে।

৪.০২ : সমবায়ের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়নের মানদণ্ড/নির্ণায়কসমূহ

গবেষণা কমিটি নিজেদের মধ্যে আলোচনার মাধ্যমে 'নারীর ক্ষমতায়নে সমবায়: অর্জন, চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা (Role of Cooperatives in Empowering Woman: Achievements, Challenges and Possibilities) শীর্ষক গবেষণা কার্যক্রমে নিম্নোক্ত ক্রাইটেরিয়া/মানদণ্ডের ভিত্তিতে নারীর ক্ষমতায়ন চিহ্নিত করা হয়েছে:

১। আয় বৃদ্ধি হয়েছে কিনা?
২। মর্যাদা বেড়েছে কি না?
৩। শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে কিনা?
৪। পারিবারিক ও সমিতি পর্যায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা/সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে কিনা?
৫। পরিবারের সদস্যদের শিক্ষা বেড়েছে কি না?
৬। পরিবার ও সমাজকে সহায়তা করা ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে কিনা?
৭। সম্পদ বৃদ্ধি পেয়েছে কিনা?
৮। কর্মসংস্থান হয়েছে কিনা?
৯। আয়ের উপর নিজের নিয়ন্ত্রণ কতটুকু?
১০। নিজস্ব আয় নিয়ে নিজের স্বাধীনতা কতটুকু?
১১। পরিবারের সম্পদের উপর অধিকার কতটুকু?
১২। পরিবারের মূল সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় ভূমিকা কতটুকু?
১৩। অসমতা বা নারীর প্রতি অবহেলা সম্পর্কে ধারণা কতটুকু?

১৪। চলাফেরায় কতটুকু স্বাধীনভাবে ও নিজের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করতে পারে?
১৫। নিজের জীবনের সিদ্ধান্ত গ্রহণে কতটুকু স্বাধীন?
১৬। নিজের স্বাস্থ্য সেবা নিয়ে কতটুকু স্বাধীন সিদ্ধান্ত নিতে পারে?
১৭। সন্তানের স্বাস্থ্য সেবা নিয়ে কতটুকু স্বাধীন সিদ্ধান্ত নিতে পারে?

৪.০৩ : সমিতির তালিকা ও নমুনা সাইজ নির্ধারণ এবং তথ্য সংগ্রহ

দেশের ৬৪ জেলা সমবায় অফিসারদের নিকট থেকে মানদণ্ড অনুযায়ী সফল সমবায় সমিতির তালিকা সংগ্রহ করা হয়। সারাদেশ থেকে মহিলা এবং মহিলাসম্পৃক্ত ১৩২১টি সমবায় সমিতির তালিকা পাওয়া যায়। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য শ্রেণী (সারণি-১):

সারণি-০৩: সারাদেশ থেকে প্রাপ্ত মহিলা ও মহিলাসম্পৃক্ত সমবায় সমিতির সংখ্যা সারণি

সমিতির শেণি	সংখ্যা	সমিতির শেণি	সংখ্যা
মহিলা	৩৭৭	ক্রেডিট	৫৪
বহুমূখী	২৫০	সার্বিক গ্রাম	১৩০
সঞ্চয় ঋণদান	১৮২	পানি ব্যবস্থাপনা	৫৭
ব্যবসায়ী	৩৫	হস্তশিল্প	৬
কর্মচারী		শ্রমজীবী	১৪
মুক্তিযোদ্ধা	২	দুগ্ধ	৬৭
কৃষি	৬৩	আশ্রয়ণ	৬
যুব	৭	তাঁতী	৩
মৃৎশিল্প	৩	অন্যান্য	৬৫
মোট			১৩২১

প্রাপ্ত ১৩২১টি সফল সমবায় সমিতির তালিকা পর্যালোচনা করে মহিলা (৫০টি) এবং মহিলা সম্পৃক্ত (৫৫টি) দু'ভাবে ক্যাটাগরিভুক্ত করে ১০৫টি (৮%) সমবায় সমিতিকে দৈবচয়ন ভিত্তিতে তথ্য সংগ্রহের জন্য নির্বাচিত করা হয়।

সারণি-০৪ : গবেষণার জন্য নির্বাচিত মহিলা ও মহিলাসম্পৃক্ত সমবায় সমিতির সংখ্যা

সমিতির শেণি	প্রাপ্ত সমিতির সংখ্যা	গবেষণার জন্য নির্বাচিত সংখ্যা	শতকরা হার
মহিলা সমবায় সমিতি	**৩৭৭**	**৫০**	**১৩.৩%**
মহিলাসম্পৃক্ত সমবায় সমিতি	৯৪৪	৫৫	৫.৮৩%
মোট	১৩২১	১০৫	৮.০০%

৪.০৪: জরিপ প্রশ্নমালা-০০১ এর বিশ্লেষণ ও আলোচনা

(উত্তরদাতা: মহিলা সমবায় সমিতির সদস্য)

৪.০৪.০১: সমিতির সদস্যের পেশাভিত্তিক শ্রেণিবিন্যাস

গবেষণার উত্তরদাতার পেশাভিত্তিক শ্রেণিবিন্যাস একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় । কারণ, এর মাধ্যমে পেশার ভিন্নতার ধরণ সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায় এবং প্রাপ্ত গবেষণার ফলাফল বিশ্লেষণে দেখা যায় মূলত ছয় ধরণের পেশার মহিলা সদস্য পাওয়া যায় । এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক উত্তরদাতার পেশা হলো গৃহিণী (৬০%) । এর পরই রয়েছে চাকুরিজীবী যার শতকরা হার ১৫ ভাগ এবং ব্যবসা ১৩ ভাগ । এ ছাড়া হস্তশিল্প/কুটির শিল্প, টেইলরিং পেশা হিসেবে যথাক্রমে শতকরা ৪ এবং ২ ভাগ উত্তরদাতার পেশা হিসেবে পাওয়া যায় ।

লেখচিত্র-১: সমিতির সদস্যদের পেশার উপর মতামত

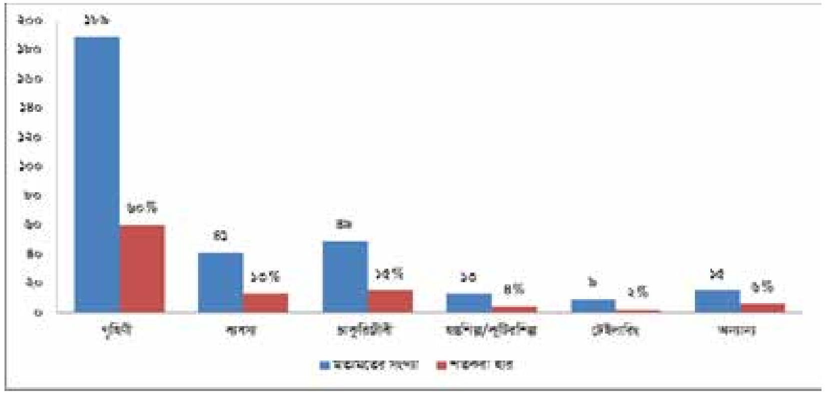

(উৎস: মাঠ সমীক্ষা, ২০২০)

৪.০৪.০২: সমিতির সদস্যদের বৈবাহিক অবস্থা

গবেষণায় উত্তরদাতাদের বৈবাহিক অবস্থার ক্ষেত্রে দেখা যায় শতকরা ৯৬ ভাগ বিবাহিত এবং শতকরা ০৪ ভাগ অবিবাহিত যা নিচের লেখচিত্র থেকে সুস্পষ্ট হয় ।

লেখচিত্র-২: সমিতির সদস্যদের বৈবাহিক অবস্থা সম্পর্কে মতামত

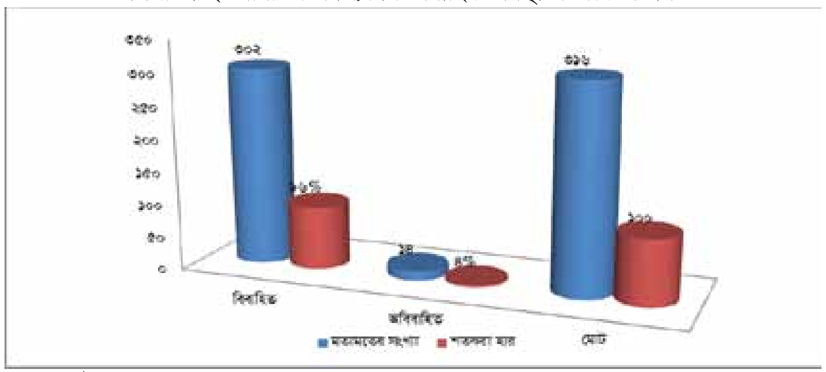

(উৎস: মাঠ সমীক্ষা, ২০২০)

৪.০৪.০৩: সমিতিতে অবস্থানের ধরণ

গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত সমবায় সদস্যের নারী সদস্যগণ শুধুমাত্র সদস্য হিসেবে না থেকে নেতৃত্বে থাকার বিষয়টি উঠে এসেছে যা নারীর ক্ষমতায়নের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ । যদিও বেশির ভাগ (৬১%) সাধারণ সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে এবং অবশিষ্ট শতকরা ৩৯ ভাগ ব্যবস্থাপনা কমিটিতে বিভিন্ন পদে অসীন রয়েছে যেমন: সভাপতি (৭%), সম্পাদক (৯%), সদস্য (১৩%), সহ-সভাপতি (৫%) এবং কোষাধ্যক্ষ (৫%) । বিষয়টি ইতিবাচকভাবে দেখার সুযোগ রয়েছে । তবে এখানে উন্নয়ন করার যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে ।

সারণি-৫: সমিতিতে অবস্থান সম্পর্কে মতামত

ব্যবস্থাপনা কমিটিতে অবস্থান	মতামতের সংখ্যা	শতকরা হার
সভাপতি	২৩	০৭
সহ-সভাপতি	১৫	০৫
সম্পাদক	২৮	০৯
কোষাধ্যক্ষ	১৭	০৫
ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য	৪১	১৩
সমিতির সাধারণ সদস্য	১৯২	৬১
মোট	৩১৬	১০০

(উৎস: মাঠ সমীক্ষা, ২০২০)

৪.০৪.০৪: সদস্য হিসেবে সমিতিতে সম্পৃক্তির মোট সময়

একজন নারী সমবায় সমিতিতে সদস্য হিসেবে কতদিন ধরে সম্পৃক্ত রয়েছেন তা জানা খুবই গুরুত্বপূর্ণ । কারণ ঘরের বাইরে এসে একটি সংগঠনের সাথে জড়িত হওয়া একজন নারীর ক্ষেত্রে ইতিবাচক বিষয় হিসেবে ধরে নেয়া যায় । অর্থাৎ শুধুমাত্র ঘরের মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ না রেখে বাড়ির বাইরে বের হওয়াটা ক্ষমতায়নের একটি ইতিবাচক দিক হিসেবে চিহ্নিত করা যায় । গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, সমিতিতে একজন সদস্যের সর্বোচ্চ প্রায় ৪৩ বছর থেকে সম্পৃক্ত রয়েছেন আর সবচেয়ে নবীন নারী সদস্য প্রায় ০৪ মাস ধরে সম্পৃক্ত রয়েছেন । অর্থাৎ, সমিতির সদস্য হিসেবে গড় সম্পৃক্তির সময়কাল প্রায় ০৯ বছর । প্রাপ্ত ফলাফল এটি ইঙ্গিত করে যে, স্বাধীনতার পরপরই নারীরা ঘরের বাইরে বেরিয়ে সংগঠনে যুক্ত হয়েছে যা এখনো অব্যাহত রয়েছে ।

লেখচিত্র-৩: সমিতিতে সদস্য হিসেবে মোট সময়কাল সম্পর্কে মতামত

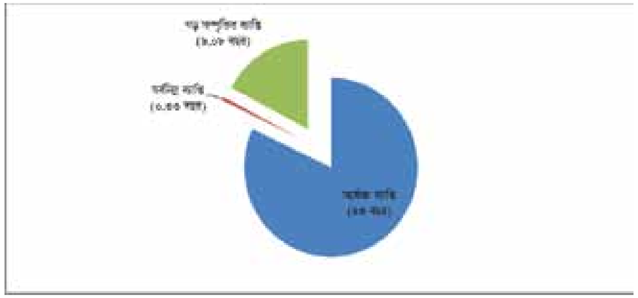

(উৎস: মাঠ সমীক্ষা, ২০২০)

৪.০৪.০৫: সমিতিতে শেয়ারের গড়

সমিতিতে শেয়ার ক্রয় একটি বিধিগত পদ্ধতি। গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, সমিতির একজন সদস্য সর্বোচ্চ প্রায় দুই লাখ টাকা শেয়ার মূলধনের অধিকারী এবং সর্বনিম্ন বিশ টাকা। সমিতি প্রতি গড় শেয়ার মূলধন প্রায় সাড়ে উনিশ হাজার টাকা এবং সদস্য প্রতি (নারী বা পুরুষ যে কেউ হতে পারে) গড় শেয়ার মূলধন ৬,৬২৮ টাকা। অর্থাৎ, নারী সদস্যদের শেয়ার সঞ্চয়ের বিষয়টি অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের ইতিবাচক দিকটি ইঙ্গিত করে। যদিও অর্থের পরিমাণ খুব বেশি নয় তবুও এটি গ্রামীণ দরিদ্র নারী সমবায়ীর আত্মবিশ্বাসের জায়গা প্রসারিত করতে সহায়ক হিসেবে পরিগণিত হতে পারে।

সারণি-৬: সমিতিতে শেয়ারের গড় পরিমাণ সম্পর্কে মতামত

শেয়ারের পরিমাণ	টাকা
মোট শেয়ার মূলধন	২০,৯৪,৩৪৪
সর্বোচ্চ শেয়ার মূলধন	২,০১,৫১৩
সর্বনিম্ন শেয়ার মূলধন	২০
সমিতি প্রতি গড় শেয়ার মূলধন	১৯,৫৩৩
সদস্য প্রতি গড় শেয়ার মূলধন	৬,৬২৮

(উৎস: মাঠ সমীক্ষা, ২০২০)

৪.০৪.০৬: সমিতিতে সঞ্চয় সম্পর্কিত তথ্য

সমিতিতে সঞ্চয় বেশি থাকলে সদস্যদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস বাড়াতে সাহায্য করে। কারণ সঞ্চয় থাকলে ঋণের সুবিধা বেশি পাওয়া যায়। নিচের সারণিতে গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণে দেখা যায়, সদস্য পর্যায়ে সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন সঞ্চয়ের পরিমাণ যথাক্রমে ৮,৮২,৫৫৯ টাকা এবং ৩০০ টাকা। অর্থাৎ, গড়ে প্রতি সমিতির সঞ্চয়ের পরিমাণ প্রায় ৭৫ হাজার টাকা যা সদস্য প্রতি গড় সঞ্চয়ের পরিমাণ প্রায় সাড়ে ২৫ হাজার টাকা। এখানে সদস্য প্রতি গড় সঞ্চয়ের পরিমাণ সমিতি হতে ঋণ সুবিধা পাওয়ার ক্ষেত্রে সুবিধা প্রদান করে মর্মে প্রতীয়মান হয়। নারী সদস্যের অর্থনৈতিক সম্পদে প্রবেশাধিকার ঘটছে।

সারণি-৭: সমিতিতে সঞ্চয় সম্পর্কে মতামত

সঞ্চয়ের পরিমাণ	টাকা
মোট সঞ্চয়	৮০,৪৫,৭২৯
সর্বোচ্চ সঞ্চয়	৮,৮২,৫৫৯
সর্বনিম্ন সঞ্চয়	৩০০
সমিতি প্রতি গড় সঞ্চয়	৭৫,১৯৩
সদস্য প্রতি গড় সঞ্চয়	২৫,৪৬১

(উৎস: মাঠ সমীক্ষা, ২০২০)

৪.০৪.০৭: সমিতির লাভ প্রতি বছর বণ্টনের ধরণ

সমিতির প্রতি বছর লভ্যাংশ বণ্টনের ক্ষেত্রে দেখা যায় বেশির ভাগ অর্থাৎ ৯৬% ভাগ সমিতি প্রতি বছর লভ্যাংশ সদস্যদের মাঝে নিয়মিতভাবে বিতরণ করে থাকে। অর্থাৎ, নারী সদস্যগণও আর্থিকভাবে প্রতি বছর লাভবান হতে পারে।

সারণি-৮: সমিতির লাভ প্রতি বছর বণ্টন সম্পর্কে মতামত

প্রতি বছর বণ্টনের ধরণ	মতামতের সংখ্যা	শতকরা হার
হ্যাঁ	৩০৪	৯৬
না	১২	০৪
মোট	৩১৬	১০০

(উৎস: মাঠ সমীক্ষা, ২০২০)

৪.০৪.৮: সমিতিতে নারী-পুরুষ সদস্য

গবেষণায় নমুনায়নে নারী সমিতিকে প্রাধান্য দেয়া হলেও নারীর ক্ষমতায়নে সমবায়ের অবদান সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। নিচের সারণি থেকে তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করে এটি বলা যায় যে, সমিতিতে নারীর অভিগম্যতা বা গতিশীলতা রয়েছে। যা ইতিবাচক হিসেবে ধরে নেয়া যায়। উপস্থাপিত তথ্য থেকে দেখা যায়, নারী সমিতিগুলোতে নারী-পুরুষ সদস্যদের অনুপাত ৪.৪০: ১.০, সমিতি প্রতি গড় নারী সদস্য ১,৩৬২ জন, ব্যবস্থাপনা কমিটিতে নারী-পুরুষ সদস্যের অনুপাত ১.৮১ ঃ ১.০ এবং সমিতি প্রতি ব্যবস্থাপনা কমিটিতে গড় নারী সদস্য প্রায় ৫ জন রয়েছে। এখান থেকে এটি প্রতীয়মান হয় যে, নারীরা ব্যবস্থাপনায় ভালো ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়েছে তথা সমিতি পরিচালনার মতো গুরুত্বপূর্ণ কাজ নারীদের দ্বারা সম্ভব হয়েছে। নারী প্রাধান্য সমিতিতে নারী সদস্যদের সংখ্যা পুরুষ সদস্যের সংখ্যার চেয়ে প্রায় চার গুণ বেশি।

সারণি-৯: সমিতিতে নারী-পুরুষ সম্পর্কে মতামত

নারী-পুরুষ সদস্য	জন
সমিতিতে মোট সদস্য	১,৭৮,৮৫৮
নারী-পুরুষ সদস্যদের অনুপাত	৪.৪০ ঃ ১.০
সমিতি প্রতি গড় নারী সদস্য	১,৩৬২
ব্যবস্থাপনা কমিটিতে নারী-পুরুষ সদস্যের অনুপাত	১.৮১ ঃ ১.০
সমিতি প্রতি ব্যবস্থাপনা কমিটিতে গড় নারী সদস্য	৫ জন

(উৎস: মাঠ সমীক্ষা, ২০২০)

৪.০৪.৯: সমিতির মাধ্যমে ব্যবসা বা কর্মসংস্থান সৃষ্টি

গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করে বলা যায়, সমিতিগুলোর বেশির ভাগ ৯৬% ব্যবসা বা কর্মসংস্থান সৃষ্টি করেছে। অর্থাৎ নারী সমিতিগুলো তাদের নারী সদস্যের কর্মসংস্থানের মাধ্যমে স্বাবলম্বী বা অর্থনৈতিকভাবে অবদান রাখতে ভূমিকা রাখছে যা নিচের লেখচিত্র থেকে উঠে আসে।

লেখচিত্র-৪: ঋণ বা অন্য সহায়তায় ব্যবসা বা কর্মসংস্থান সম্পর্কে মতামত

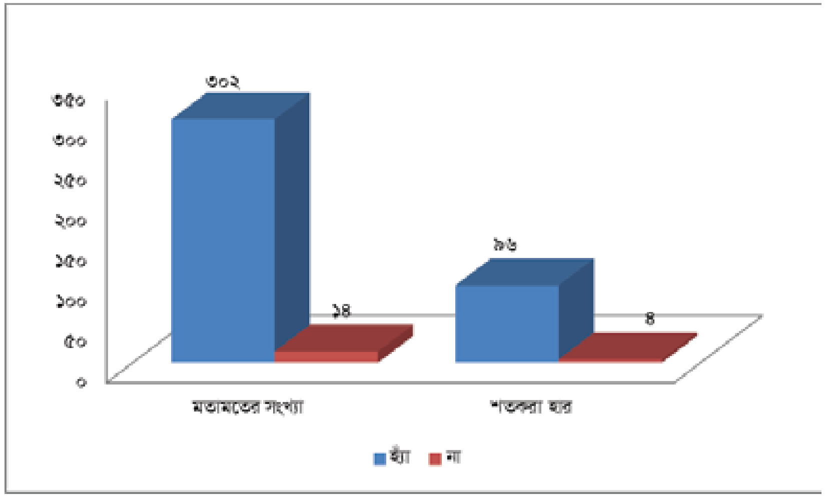

(উৎস: মাঠ সমীক্ষা, ২০২০)

৪.০৪.১০: সমিতির সম্পৃক্তিতে নিজের সম্মানিতবোধ

সমাজের একটি সংগঠন হিসেবে এর একটি অবস্থান রয়েছে। যেকোনো সংগঠনে যুক্ত থাকলে মানুষের সম্মান বা শক্তি বাড়ে। একতাই বল- এ অনুভূতি সংগঠনে যুক্ত থাকলে কাজ করে। গবেষণায় তথ্যের বিষয়টি উঠে এসেছে। নিচের সারণি থেকে দেখা যায় শতকরা ৯৯ ভাগ সদস্য সমিতির সদস্য হওয়ার জন্য সম্মানিতবোধ করে থাকেন। সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধির সাথে ক্ষমতায়নের একটি ইতিবাচক সম্পর্ক রয়েছে যা তথ্যে উঠে এসেছে।

সারণি-১০: সমিতিতে সদস্য হওয়ার জন্য সম্মানিতবোধ হওয়া সম্পর্কে মতামত

সম্মানিত হওয়ার ধরণ	মতামতের সংখ্যা	শতকরা হার
হ্যাঁ	৩১৩	৯৯
না	০৩	০১
মোট	৩১৬	১০০

(উৎস: মাঠ সমীক্ষা, ২০২০)

৪.০৪.১১: সমিতির সম্পৃক্তিতে সেবা-শিক্ষা-স্বাস্থ্য-আইন-কানুন-অধিকার সম্পর্কে জ্ঞান বৃদ্ধি

সমিতি শুধুমাত্র নারী অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিয়েই কাজ করে না সামাজিক বিভিন্ন বিষয়ে নিয়েও কাজ করে। অধিকাংশ উত্তরদাতা (৯৮%) মনে করেন সমিতিতে সম্পৃক্ত থেকে সেবা-শিক্ষা-স্বাস্থ্য-আইন-কানুন-অধিকার বিষয়ে জ্ঞান বৃদ্ধি হয়েছে যা নিচের লেখচিত্র থেকে স্পষ্ট হয়।

লেখচিত্র-৫: সমিতির সম্পৃক্তিতে সেবা-শিক্ষা-স্বাস্থ্য-আইন-কানুন-অধিকার বিষয়ে জ্ঞান বৃদ্ধি সম্পর্কে মতামত

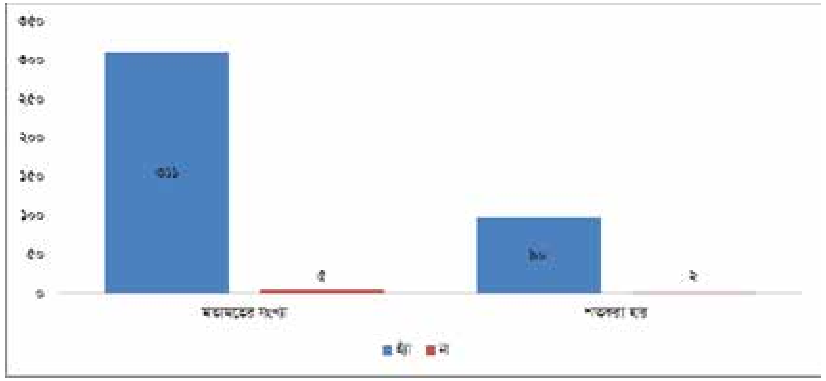

(উৎস: মাঠ সমীক্ষা, ২০২০)

৪.০৪.১২: অর্জিত জ্ঞান আইন-কানুন ও সেবা পেতে কাজে লাগার ধরণ

সমবায় সমিতিতে জড়িত হয়ে প্রতিনিয়ত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে জ্ঞান অর্জনের সুযোগ রয়েছে। গবেষণায় দেখা যায়, উত্তরদাতাগণ বিভিন্ন বিষয়ে তথ্য পেয়ে থাকেন। এসব তথ্য যেমন জ্ঞান বৃদ্ধিতে সহায়তা করে তেমনি নারী সদস্যগণ আইন-কানুন ও অন্যান্য সেবা পেতে অর্জিত জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে থাকে। উত্তরদাতাগণ এ ধরনের ১৯টি মতামত ব্যক্ত করেন যার মাধ্যমে সমবায়ে সম্পৃক্তির ফলে অর্জিত জ্ঞান আইন-কানুন ও অন্যান্য সেবা পেতে কাজে লাগিয়ে থাকেন যা নিচের সারণি হতে ধারণা পাওয়া যায়। সবচেয়ে বেশি সংখ্যক (২৯%) উত্তরদাতা মনে করেন 'নিজের অধিকার সম্পর্কে কথা বলতে সক্ষম' হয়েছেন। যার ফলে কাঙ্খিত সেবা পেতে নিজেদের সুবিধা হয়েছে। এ ছাড়া ' অন্যদেরকে আইন ও অন্যান্য বিষয়ে জানানো/সচেতন করা' (১৬%), 'এলাকার সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের নিয়ম জেনে সেবা নিতে পারা' (১৫%), 'আইন-কানুন ও নারী অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি' (১৪%) এবং 'ডিজিটাল সকল সেবা নিতে সক্ষম' (১৪%) উল্লেখযোগ্য। এর পাশাপাশি অর্জিত জ্ঞান 'সমিতি আইনমত পরিচালনায় সক্ষম' (১২%) এবং 'সর্বক্ষেত্রে জ্ঞানের বৃদ্ধি ও প্রয়োগ' (১২%) ইত্যাদির বিষয়েও সহযোগী হিসেবে কাজ করে বলে প্রাপ্ত মতামতে উঠে এসেছে। এতে দেখা যায়, নারী সমবায়ীগণ নিজেদের প্রয়োজনে ঘরের বাইরে প্রত্যাশিত সেবা পেতে আগ্রহী হয়ে উঠে। এটি তাদের ক্ষমতায়নের পরিচয়কে বহন করে।

সারণি-১১: আইন-কানুন ও সেবা পেতে অর্জিত জ্ঞান কাজে লাগা সম্পর্কে মতামত

প্রাপ্ত মতামতের ধরণ	মতামতের সংখ্যা	শতকরা হার
নিজের অধিকার সম্পর্কে কথা বলতে সক্ষম	৯০	২৯
অন্যদেরকে আইন ও অন্যান্য বিষয়ে জানানো/সচেতন করা	৫১	১৬
এলাকার সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের নিয়ম জেনে সেবা নিতে পারা	৪৮	১৫
আইন-কানুন ও নারী অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি	৪৩	১৪
ডিজিটাল সকল সেবা নিতে সক্ষম	৪৪	১৪
সমিতি আইনমত পরিচালনায় সক্ষম	৩৬	১২
সর্বক্ষেত্রে জ্ঞানের বৃদ্ধি ও প্রয়োগ	৩৮	১২
সমবায় আইন ও বিভিন্ন সরকারি সেবা ও আইন সম্পর্কে অবগত হওয়া	৩৪	১১
পূর্বের চেয়ে অনেক কিছু জেনেছি/অভিজ্ঞতা হয়েছে	৩২	১০
গ্রাম আদালতেও উকিলের সহায়তা নিতে সক্ষম	৩২	১০
যে কোন অন্যায়ের প্রতিবাদ ও সমস্যা সমাধানে ভূমিকা রাখার সক্ষমতা	২৮	০৯
বিভিন্ন দপ্তরের সাথে অর্জিত জ্ঞানের দ্বারা দরকষাকষি	২৮	০৯
সমাজে কথা বলার সক্ষমতা তৈরি ও সমিতির পরিচয়ে সেবা পেতে সহজ হওয়া	২৪	০৮
কিভাবে সেবা পাওয়া যায় তা জানতে সক্ষম	২৫	০৮
পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বৃদ্ধি এবং রোগ বালাই সংক্রান্ত জ্ঞান প্রয়োগ	২৪	০৮
যৌতুক ও বাল্যবিবাহ রোধে জ্ঞান প্রয়োগ	২৪	০৮
আইন সম্পর্কে জ্ঞান থাকায় যে কোন সমস্যা মোকাবেলার সাহস অর্জন	১৪	০৫
সরাসরি সেবা দাতার নিকট যেতে সক্ষম	১৪	০৫
নারীর স্বাস্থ্য সংক্রান্ত জ্ঞান বাস্তব জীবনে প্রয়োগ	১৫	০৫

(উৎস: মাঠ সমীক্ষা, ২০২০; গণসংখ্যা-৩১১, একাধিক উত্তর)

৪.০৪.১৩: নিজের স্বাস্থ্য সেবা পেতে সিদ্ধান্ত গ্রহণে অর্জিত জ্ঞান কাজে লাগার ধরণ

সমবায় থেকে অর্জিত জ্ঞান শুধুমাত্র বিভিন্ন সেবা পেতেই সহযোগিতা করে তা নয় এটি নিজের স্বাস্থ্য সেবা পেতে সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করে থাকে। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষমতা নারীর যে থাকে না তা কাটিয়ে উঠতে সমবায় সমিতি থেকে অর্জিত জ্ঞান ভূমিকা রাখছে বলে নিচের সারণির তথ্য-উপাত্ত থেকে উঠে আসে। সমিতির বিভিন্ন প্রশিক্ষণ বা কর্মকাণ্ডের ফলে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক উত্তরদাতা (৫৯%) 'নিকটস্থ স্বাস্থ্য সেবা কমিউনিটি ক্লিনিকে/ নিকটস্থ হাসপাতালে যাওয়া যায়' এবং ৪৪% ভাগ উত্তরদাতা 'জানা শোনা থাকায় ভাল ডাক্তারের নিকট যাওয়া যায়' মতামত ব্যক্ত করেন। এছাড়া প্রাপ্ত মতামতের মধ্যে 'নিজের স্বাস্থ্য সেবা পেতে সমবায়ের অর্জিত জ্ঞান কাজে লাগে' (২৭%) এবং 'সচেতনতার কারণে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়া যায়' (২৪%), 'অসুস্থ হলে হাসপাতালে গিয়ে চিকিৎসা নেয়া ও সহযোগিতা দেয়া যায়' (১৫%) এবং 'প্রাথমিক চিকিৎসা নিজেই নিতে সক্ষম' (১৪%) ইত্যাদি অন্যতম। অর্থাৎ, প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্তে দেখা যায়, নারী সদস্যগণ নিজের স্বাস্থ্য সেবা পেতে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতায় সমিতি থেকে অর্জিত জ্ঞানকে কাজে লাগাতে সক্ষম হয়েছে।

সারণি-১২: নিজের স্বাস্থ্য সেবা পেতে সিদ্ধান্ত গ্রহণে অর্জিত জ্ঞান কাজে লাগানো সম্পর্কে মতামত

প্রাপ্ত মতামতের ধরণ	মতামতের সংখ্যা	শতকরা হার
নিকটস্থ স্বাস্থ্য সেবা কমিউনিটি ক্লিনিকে/ নিকটস্থ হাসপাতালে যাওয়া যায়	১৮৫	৫৯
জানা শোনা থাকায় ভাল ডাক্তারের নিকট যাওয়া যায়	১৩৮	৪৪
নিজের স্বাস্থ্য সেবা পেতে সমবায়ের অর্জিত জ্ঞান কাজে লাগে	৮৫	২৭
সচেতনতার কারণে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়া যায়	৭৫	২৪
অসুস্থ হলে হাসপাতালে গিয়ে চিকিৎসা নেয়া ও সহযোগিতা দেয়া যায়	৪৬	১৫
প্রাথমিক চিকিৎসা নিজেই নিতে সক্ষম	৬৫	১৪
ই-স্বাস্থ্য সেবার সহযোগিতা পাওয়া সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেয়া যায়	৪১	১৩
কোথায় কী সেবা নেয়া যায় তা জানতে সক্ষম	৩৮	১২
পরিবার পরিকল্পণা বিভিন্ন পদ্ধতি জেনে গ্রহণ	২৭	০৯
রোগের প্রতিকারে সহায়তা পাওয়া যায়	২৩	০৭
উন্নত স্বাস্থ্য সেবা পেতে সহায়ক	১৪	০৫

(উৎস: মাঠ সমীক্ষা, ২০২০; গণসংখ্যা-৩১১, একাধিক উত্তর)

৪.০৪.১৪: নিজের সন্তানের স্বাস্থ্য সেবা দিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণে অর্জিত জ্ঞান কাজে লাগার ধরণ

সমবায়ের মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞান নিজের চিকিৎসার সিদ্ধান্ত গ্রহণের পাশাপাশি সন্তানের স্বাস্থ্য সেবার সিদ্ধান্ত গ্রহণের সহায়ক হয় বলে গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণে বলা যায়। নিচের সারণি থেকে দেখা যায়, সবচেয়ে বেশি সংখ্যক উত্তরদাতা (৩৮%) এবং ৩২% ভাগ উত্তরদাতা যথাক্রমে 'স্বাস্থ্য সেবার জন্য নিকটস্থ ক্লিনিক/হাসপাতালে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়া' এবং 'টিকা দানে সকলকে উৎসাহিতকরণ' এর মাধ্যমে সন্তানের স্বাস্থ্য সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকেন। এছাড়া 'সুষম খাদ্য গ্রহণে সবাইকে উৎসাহিত বোধ' (৩১%), 'প্রাথমিক চিকিৎসা নিজেই দিতে সক্ষম' (২৭%), 'পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা ও যত্ন নেয়া' (১৫%) এবং 'অর্জিত জ্ঞান দ্বারা সন্তানের স্বাস্থ্য সঠিকভাবে পরিচর্যা করা' (১২%) উল্লেখযোগ্য যার উপর ভিত্তি করে নারী সমবায়ী তাদের সন্তানের স্বাস্থ্য সুরক্ষার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন। অর্থাৎ সমবায়ী নারী পরিবারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশ নিয়ে থাকেন। যার অন্যান্য ভিত্তির মধ্যে সমবায় সমিতি থেকে অর্জিত জ্ঞান অন্যতম বলে প্রতীয়মান হয়। সরাসরি বিষয়টি নিয়ে ১০% ভাগ উত্তরদাতা বলেছেন। এখান থেকে নারীর ক্ষমতায়নে সমবায়ের ভূমিকা রয়েছে বলে ধরে নেয়া যায়।

সারণি-১৩: নিজের সন্তানের স্বাস্থ্য সেবা দিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণে অর্জিত জ্ঞান কাজে লাগা সম্পর্কে মতামত

প্রাপ্ত মতামতের ধরণ	মতামতের সংখ্যা	শতকরা হার
স্বাস্থ্য সেবার জন্য নিকটস্থ ক্লিনিক/হাসপাতালে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়া	১১৭	৩৮
টিকা দানে সকলকে উৎসাহিতকরণ	৯৮	৩২
সুষম খাদ্য গ্রহণে সবাইকে উৎসাহিত বোধ	৯৫	৩১
প্রাথমিক চিকিৎসা নিজেই দিতে সক্ষম	৮৫	২৭
পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা ও যত্ন নেয়া	৪৮	১৫
অর্জিত জ্ঞান দ্বারা সন্তানের স্বাস্থ্য সঠিকভাবে পরিচর্যা করা	৩৬	১২
স্বামী-স্ত্রী ও পারিবারের সদস্যদের যৌথ পরামর্শে সন্তানের স্বাস্থ্য সেবা দেয়া	৩৫	১১
অর্জিত জ্ঞান দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে সহায়ক	৩১	১০
ই-সেবার মাধ্যমে ডাক্তারি সেবা গ্রহণ	২৪	০৮
সর্বোচ্চ স্বাস্থ্য সেবার যেখানে প্রয়োজন সেখানে যাওয়া	১৯	০৬
সন্তানের সুরক্ষায় স্বাস্থ্য বিধি মানা ও তা আয়ত্বকরণ	১৫	০৫

(উৎস: মাঠ সমীক্ষা, ২০২০; গণসংখ্যা-৩১১, একাধিক উত্তর)

৪.০৪.১৫: নারীর প্রতি বৈষম্য ও অধিকার সম্পর্কিত অর্জিত জ্ঞান কাজে লাগার ধরণ

পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীরা বৈষম্যে শিকার হয়। তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়। এটি নারীর ক্ষমতায়নে একটি বড় বাধা হিসেবে পরিগণিত হয়। নারী সমবায়ীগণ আস্তে আস্তে তাদের অর্জিত জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে সচেতন হচ্ছেন - নিজেদের কাজে নিজেরা এগিয়ে যাচ্ছেন। উল্লিখিত ক্ষেত্রে এদেশে নারীর ক্ষমতায়নে যে অগ্রগতি সাধিত হয়েছে তাতে সমবায়ের অবদানকে কোনোভাবেই অস্বীকার করার উপায় নেই। গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল বিশ্লেষণে দেখা যায়, নারীর প্রতি বৈষম্য ও অধিকার সম্পর্কিত জ্ঞানকে কাজে লাগানোর বিষয়ে ১৪টি মতামত পাওয়া যায় যা ১৪ নং সারণিতে সন্নিবেশিত রয়েছে। সবচেয়ে বেশি সংখ্যক উত্তরদাতা (২২%) মনে করেন 'অর্জিত জ্ঞান কাজে লাগিয়ে প্রতিকার/সমাধানের ব্যবস্থাকরণ' এবং ১৬% ভাগ উত্তরদাতা 'অর্জিত জ্ঞানের কারণে বৈষম্য হ্রাস পাচ্ছে/সম-অধিকার নিশ্চিত হচ্ছে' এবং ১৫% ভাগ উত্তরদাতা 'বৈষম্য দূরীকরণ ও সমঅধিকার নিশ্চিতে পারস্পরিক সহযোগিতা ও জ্ঞান দান' এর মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞান কাজে আসছে। এ ছাড়া 'একে অন্যকে নারীর প্রতি বৈষম্য, বাল্যবিবাহ, যৌতুক বিরোধী কার্যক্রম সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি', 'নারী অধিকার নিয়ে বিভিন্ন সভায়, উঠান বৈঠক, কর্মশালায় আলোচনা' এবং 'যৌতুক, নারী নির্যাতন ও বাল্যবিবাহ হ্রাস' বলেছেন ১৩% উত্তরদাতা। ১২% উত্তরদাতা আরো কয়েকটি মতামত উল্লেখ করেন যথা: 'বৈষম্য ও অধিকারের জন্য গ্রাম আদালতের শরণাপন্ন হওয়া', 'সকলকে সচেতনকরণ' এবং 'নারীর অধিকার সম্পর্কে এখন সচেতন'। অর্থাৎ, নারীরা যে এখন নিজেদের অধিকার আদায় বা বঞ্চিত হওয়া থেকে বেরিয়ে আসতে চেষ্টা চালাচ্ছে তা গবেষণার ফলাফলেও প্রতীয়মান হয়।

সারণি-১৪: নারীর প্রতি বৈষম্য ও অধিকার সম্পর্কিত জ্ঞান কাজে লাগা সম্পর্কে মতামত

প্রাপ্ত মতামতের ধরণ	মতামতের সংখ্যা	শতকরা হার
অর্জিত জ্ঞান কাজে লাগিয়ে প্রতিকার/সমাধানের ব্যবস্থাকরণ	৬৮	২২
অর্জিত জ্ঞানের কারণে বৈষম্য হ্রাস পাচ্ছে/সম-অধিকার নিশ্চিত হচ্ছে	৫০	১৬
বৈষম্য দূরীকরণ ও সম-অধিকার নিশ্চিতে পারস্পরিক সহযোগিতা ও জ্ঞান দান	৪৮	১৫
একে অন্যকে নারীর প্রতি বৈষম্য, বাল্যবিবাহ, যৌতুক বিরোধী কার্যক্রম সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি	৩৯	১৩
নারী অধিকার নিয়ে বিভিন্ন সভায়, উঠান বৈঠক, কর্মশালায় আলোচনা	৩৯	১৩
যৌতুক, নারী নির্যাতন ও বাল্যবিবাহ হ্রাস	৩৯	১৩
বৈষম্য ও অধিকারের জন্য গ্রাম আদালতের শরণাপন্ন হওয়া	৩৮	১২
সকলকে সচেতনকরণ	৩৭	১২
নারীর অধিকার সম্পর্কে এখন সচেতন	৩৮	১২
নারীর প্রতি সামাজিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ	৩৫	১১
যে কোন ঝামেলা পারিবারিকভাবে মিমাংসার উদ্যোগ গ্রহণ	৩৫	১১
নারীরা আজ সংগঠিত ও প্রতিবাদী	৩৬	১১
নারীর বাক স্বাধীনতার মনোভাব বৃদ্ধি	১৮	০৬
অফিস-আদালতে ও কর্মক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি	১৪	০৫

(উৎস: মাঠ সমীক্ষা, ২০২০; গণসংখ্যা-৩১১, একাধিক উত্তর)

৪.০৪.১৬: অর্জিত জ্ঞান জীবনের ভালো-মন্দ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা

ক্ষমতায়নের আরো একটি বড় দিক হল নিজের জীবনের ভালো-মন্দ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সক্ষমতা। জ্ঞান বা শিক্ষা থাকলে এ সিদ্ধান্ত নেয়ার সক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। অর্জিত জ্ঞান জীবনের ভালো-মন্দ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণে ঠিক কিভাবে সহায়ক হয় সে সম্পর্কে উত্তরদাতাগণ সাতটি মতামত ব্যক্ত করেন। নিচের লেখচিত্র থেকে দেখা যায়, সবচেয়ে বেশি সংখ্যক উত্তরদাতা (৪৯%) 'ভাল-মন্দ বুঝে সহজে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম' বলে মনে করেন। যেখানে ২৭% ও ২৩% উত্তরদাতা যথাক্রমে 'ভাল কাজে প্রয়োগ করতে সক্ষম' এবং 'পরিবারের সাথে আলোচনা করে ভাল সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম' বলে মনে করেন। এ ছাড়া 'নিজের সিদ্ধান্ত নিজে নিতে সক্ষম' এবং ' মন্দ কাজ হতে বিরত থাকতে সহায়ক' বলে মনে করেন যথাক্রমে ১৭% এবং ১৪% ভাগ উত্তরদাতা।

লেখচিত্র-৬: অর্জিত জ্ঞান জীবনের ভালো-মন্দ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা সম্পর্কে মতামত

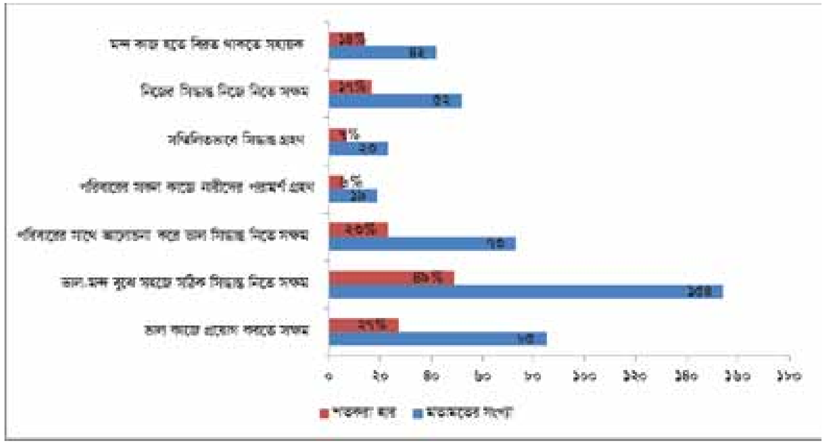

(উৎস: মাঠ সমীক্ষা, ২০২০; গণসংখ্যা-৩১১, একাধিক উত্তর)

৪.০৪.১৭: সমিতির সদস্য হওয়ার সাথে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ক্ষমতার সম্পর্ক

ক্ষমতায়নের অন্যতম শর্ত হল সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষমতা। কিন্তু পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীর সিদ্ধান্ত গ্রহণ ক্ষমতা এদেশে এক সময় ছিল না বললেই চলে। কিন্তু নারী যখন থেকে ঘরের বাইরে বেরিয়ে এসে বিভিন্ন কাজে বা সংগঠিত হওয়া শুরু করেছে তখন থেকেই তা ক্রমে কাটিয়ে উঠছে। সমবায় সমিতির সদস্য হলে নারী ঘরের বাইরে আসতে পারে। এতে নিজের বা বাইরের জগত সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায়। ফলে সমিতির সদস্য হলে নিজের সিদ্ধান্ত গ্রহণ ক্ষমতাও বাড়ে। গবেষণায় ৯৯% ভাগ উত্তরদাতা মনে করেন সমিতির সদস্য হওয়ার সাথে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ক্ষমতা বৃদ্ধি হয়, যা নিচের লেখচিত্রে সন্নিবেশিত হয়েছে।

লেখচিত্র-৭: সমিতির সদস্য হওয়ার সাথে ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ ক্ষমতা বৃদ্ধি সম্পর্কে মতামত

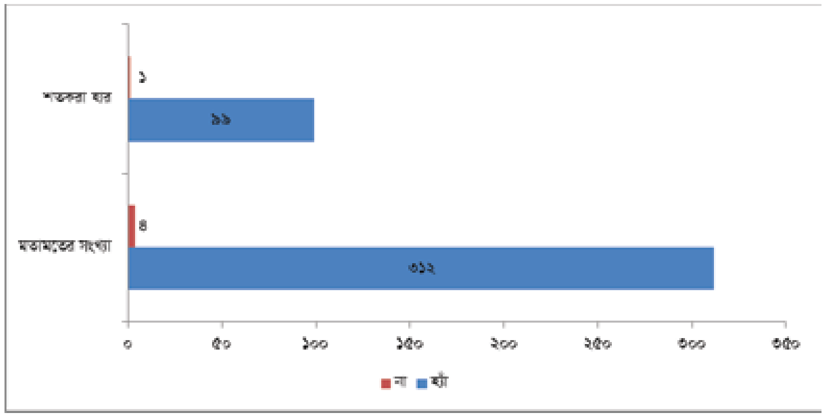

(উৎস: মাঠ সমীক্ষা, ২০২০)

৪.০৪.১৮: সিদ্ধান্ত গ্রহণ ক্ষমতা কীভাবে বেড়েছে

সমবায় সমিতি একজন সদস্যকে নানাভাবে উদ্বুদ্ধ করে থাকে। এজন্য নিয়মিত প্রশিক্ষণ, মাঠ পর্যায়ে অধিদপ্তরের কর্মীদের নিবিড় যোগাযোগ ও মোটিভেশন, পরিবীক্ষণ ইত্যাদি কার্যক্রম পরিচালিত হয়। এতে সমবায়ীদের মধ্যে তথ্য প্রবাহ নিবিড় হয়ে থাকে- সদস্যগণ প্রয়োজনীয় নানা বিষয়ে জানতে সক্ষম হয়ে থাকে। এতে নিজেরা যেমন সচেতন হতে পারেন তেমনি নিজেদের জ্ঞান-দক্ষতা বৃদ্ধির সুযোগও ঘটে থাকে। গবেষণার প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, সমবায় সমিতির সদস্য হওয়ার ফলে নারী সমবায়ীদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ সক্ষমতা বেড়েছে। উত্তরদাতার ১৪টি মতামত যা নিচের সারণিতে সন্নিবেশিত হয়েছে তার আলোকে বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়। সমিতির সদস্য হওয়ার সাথে ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ ক্ষমতা কিভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে তার মতামত হিসেবে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক উত্তরদাতা (৫৯%) বলেন, 'পরিরারে নিজের মতামতের গ্রহণযোগ্যতা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের গুরুত্ব বৃদ্ধি' এবং ২৫% ভাগ উত্তরদাতা 'সমিতির সদস্য হয়ে আর্থিক স্বাবলম্বী হওয়ায় সিদ্ধান্তকে গুরুত্ব প্রদান' এর বিষয়টি উল্লেখ করেন। এ ছাড়া উল্লেখযোগ্য অন্যান্য মতামত হলো 'যে কোন সমস্যা সমাধানে নারীর প্রাধান্য' (২০%), 'আয় বৃদ্ধিমূলক কাজে সম্পৃক্ত হওয়ায় গুরুত্ব বৃদ্ধি' (১৮%) এবং 'সমিতি হতে ঋণ নিয়ে বিভিন্ন আয় বৃদ্ধিমূলক কাজে ব্যবহার করার সক্ষমতা বৃদ্ধি' (১৪%) ইত্যাদি। এ ছাড়া সমিতি বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তথ্য ও জ্ঞান প্রদান (১৩%), নেতৃত্ব দানের ক্ষমতা বৃদ্ধি (৮%), সার্বিক দক্ষতা বৃদ্ধি (৯%), আয় বৃদ্ধিমূলক কাজে ঋণ ব্যবহারের সক্ষমতা বৃদ্ধি (১৪%) ইত্যাদির মাধ্যমেও সমিতির নারী সদস্যগণ তাদের নিজেদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়েছে বলে উঠে এসেছে। অর্থাৎ, নারীর ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে নিজস্ব সিদ্ধান্ত গ্রহণ ক্ষমতার মানদণ্ডের উন্নয়নে সমবায়ের ইতিবাচক ভূমিকা রয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়।

সারণি-১৫: সমিতির সদস্য হওয়ার সাথে ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ ক্ষমতা কিভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে তার সম্পর্কে মতামত

প্রাপ্ত মতামতের ধরণ	মতামতের সংখ্যা	শতকরা হার
পরিরারে নিজের মতামতের গ্রহণযোগ্যতা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের গুরুত্ব বৃদ্ধি	১৮৫	৫৯
সমিতির সদস্য হয়ে আর্থিক স্বাবলম্বী হওয়ায় সিদ্ধান্তকে গুরুত্ব প্রদান	৭৭	২৫
যে কোন সমস্যা সমাধানে নারীর প্রাধান্য	৬৫	২০
আয় বৃদ্ধিমূলক কাজে সম্পৃক্ত হওয়ায় গুরুত্ব বৃদ্ধি	৫৫	১৮
সমিতি হতে ঋণ নিয়ে বিভিন্ন আয় বৃদ্ধিমূলক কাজে ব্যবহার করার সক্ষমতা বৃদ্ধি	৪৩	১৪
আর্থিকভাবে সহায়তার জন্য নারীর গুরুত্ব বৃদ্ধি	৩৯	১৩
আত্ম-নির্ভরশীলতার জন্য	৪০	১৩
সামাজিক যে কোন কার্যক্রম গ্রহণে মূল্যায়নকরণ	৩৯	১৩
বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ গ্রহণের কারণে	৪২	১৩
সমবায়ের গণতন্ত্রের চর্চা থেকে নেতৃত্ব সৃষ্টি হওয়ায় সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নেয়া সম্ভব	৩৮	১২
স্বাস্থ্য, শিক্ষাসহ বিভিন্ন মৌলিক চাহিদা পূরণে সময়মতো সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম	২৭	০৯
সার্বিক দক্ষতা বৃদ্ধি	২৭	০৯
সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার ক্ষেত্রে সুযোগ বৃদ্ধি	২৫	০৮
নেতৃত্ব প্রদানের দক্ষতা বৃদ্ধি	২৬	০৮

(উৎস: মাঠ সমীক্ষা, ২০২০; গণসংখ্যা-৩১২, একাধিক উত্তর)

৪.০৪.১৯: সমিতির সদস্য কর্তৃক স্থানীয় সরকার বা জাতীয় নির্বাচনে অংশগ্রহণ

ক্ষমতায়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো নারীর অংশগ্রহণ। স্থানীয় সরকারসহ যেকোনো নির্বাচনে অংশগ্রহণের মাধ্যমে নারী নেতৃত্বে আসা ক্ষমতায়নের একটি বড় মাপকাঠি। সমবায় সমিতির নারী সদস্যগণের অংশগ্রহণ রয়েছে। গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণে দেখা যায়, ১০৫টি সমিতির মধ্যে ৪৫% ভাগ সমিতি থেকে এর নারী সদস্য স্থানীয় সরকার বা জাতীয় নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছে। অবশিষ্ট ৫৫% ভাগ সমিতি থেকে কোনো নারী সদস্য স্থানীয় সরকার বা জাতীয় নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেনি। নিচের লেখচিত্র থেকে বিষয়টি স্পষ্ট হয়। এখান থেকে বলা যায়, সমবায় সমিতি নারী নেতৃত্ব সৃষ্টিতে ভূমিকা রাখছে। এসব অংশগ্রহণ করা নারীর মধ্যে ৫৮% ভাগ নারী নির্বাচনে জয় লাভও করেছে, যা সারণি ১৬ তে সন্নিবেশিত হয়েছে। অর্থাৎ, নারী নেতৃত্বের গ্রহণযোগ্যতাও বেশি ছিল বলে জনগণের ভোটে জয় লাভ করেছে। নারীর ক্ষমতায়নের নির্বাচনে অংশগ্রহণের মাপকাঠিতেও সমবায়ের ভূমিকা রয়েছে। তবে এ হার বাড়াতে সমবায় সমিতি আরো উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচি নিতে পারে।

লেখচিত্র-৮: জাতীয় বা স্থানীয় সরকার নির্বাচনে অংশগ্রহণ সম্পর্কে মতামত

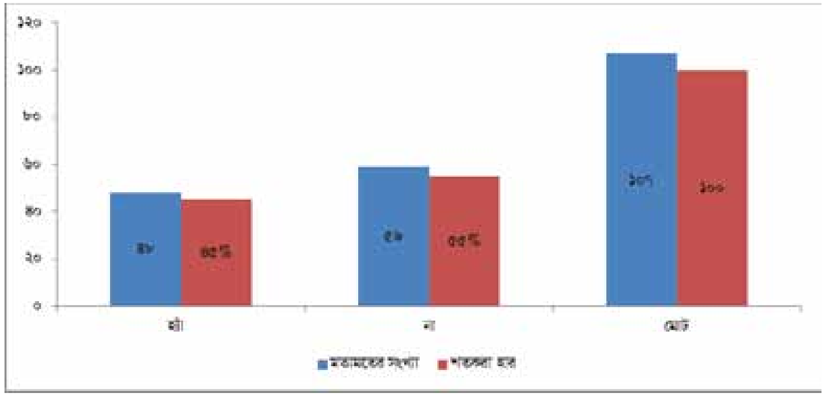

(উৎস: মাঠ সমীক্ষা, ২০২০; গণসংখ্যা-১০৭)

সারণি-১৬: জাতীয় বা স্থানীয় সরকার নির্বাচনে অংশ নিয়ে উত্তীর্ণ হওয়া সম্পর্কে মতামত

প্রাপ্ত মতামতের ধরণ	মতামতের সংখ্যা	শতকরা হার
হ্যাঁ	২৮	৫৮
না	২০	৪২
মোট	৪৮	১০০

(উৎস: মাঠ সমীক্ষা, ২০২০; গণসংখ্যা- ৪৮)

৪.০৪.২০: সমিতির মাধ্যমে আর্থিক উন্নয়ন

সমবায় সমিতির নানা উদ্দেশ্য থাকে। সাধারণভাবে সমবায়ের মাধ্যমে সদস্যদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ঘটে থাকে। সকলের সম্মিলিত অংশগ্রহণের মাধ্যমে সঞ্চয়ের উপর ভিত্তি করে ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা হিসেবে সবার মঙ্গল সাধন করা হয়। গবেষণায় দেখা যায় ৯৭% ভাগ উত্তরদাতা মনে করেন সমিতির মাধ্যমে নারীর আর্থিক উন্নয়ন ঘটেছে যা নিচের লেখচিত্রে উপস্থাপন করা হয়েছে। এতে দেখা যায়, নারীর আর্থিক উন্নয়নে সমিতির অবদান রয়েছে।

লেখচিত্র-৯: সমিতির মাধ্যমে আর্থিক উন্নয়ন হওয়া সম্পর্কে মতামত

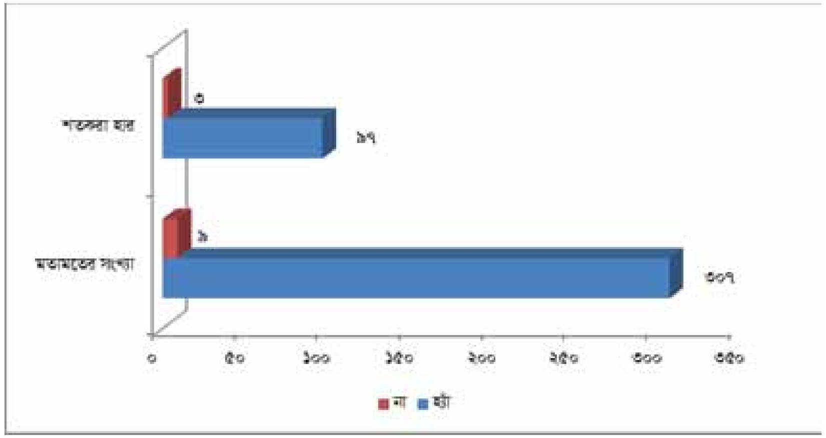

(উৎস: মাঠ সমীক্ষা, ২০২০; গণসংখ্যা-৩১৬)

৪.০৪.২১ সমিতির সদস্য হিসেবে প্রাপ্ত সুবিধা

সমবায় সমিতি সদস্যদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য নানা ধরনের সুযোগ-সুবিধা প্রদান করে থাকে। এসব সুযোগ-সুবিধা যেমন আর্থিক ছিল তেমনি অর্থ বহির্ভূত বিষয়ও ছিল। গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্তের আলোকে দেখা যায়, বেশির ভাগ উত্তরদাতা (৭৯%) সুবিধা হিসেবে ঋণকে, এরপরই ৬৬% উত্তরদাতা প্রশিক্ষণের বিষয় উল্লেখ করেন। এরপর ০৫% ভাগ উত্তরদাতা সঞ্চয়ের টাকা উত্তোলন করে আয়মূলক কাজে লাগানোর সুবিধার কথা বলেন। এ ছাড়া, সেলাই মেশিন, ল্যাট্রিন, টিউবওয়েল, সবজি বীজ, ফলের গাছ, লভ্যাংশ, পুরস্কার ইত্যাদিও সুবিধা হিসেবে উত্তরদাতা উল্লেখ করেন, যা ১৭ নং সারণিতে সন্নিবেশিত হয়েছে।

সারণি-১৭: সমিতির সদস্য হিসেবে প্রাপ্ত সুবিধা সম্পর্কে মতামত

প্রাপ্ত সুবিধা	মতামতের সংখ্যা	শতকরা হার
ঋণ	২৪৯	৭৯
প্রশিক্ষণ	২০৮	৬৬
সঞ্চয়ের টাকা উত্তোলন করে আয়মূলক কাজে লাগানো	১৫	০৫
সেলাই মেশিন, ল্যাট্রিন, টিউবওয়েল	০৮	০৩
সবজি বীজ, ফলের গাছ	০৪	০১
লভ্যাংশ	০৩	০১
পুরস্কার	০২	০১

(উৎস: মাঠ সমীক্ষা, ২০২০; গণসংখ্যা-৩১৬, একাধিক উত্তর)

৪.০৪.২২: সমিতির সদস্য হিসেবে আত্ম-কর্মসংস্থান

সমিতি নারী সদস্যদের আত্ম-কর্মসংস্থানের মাধ্যমে উন্নয়নের প্রচেষ্টা চালায়। গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফলে দেখা যায়, ৯৬% ভাগ নারী সদস্য আত্ম-কর্মসংস্থানের বিষয়ে ইতিবাচক উত্তর প্রদান করেন। অর্থাৎ, এতে বোঝা যায় সমিতিগুলো আত্ম-কর্মসংস্থানের বিষয়ে ইতিবাচক ভূমিকা রাখছে এবং বেশির ভাগ নারীকে আত্ম-কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেছে।

লেখচিত্র-১০: সমিতির সদস্য হিসেবে আত্ম-কর্মসংস্থান হওয়া সম্পর্কে মতামত

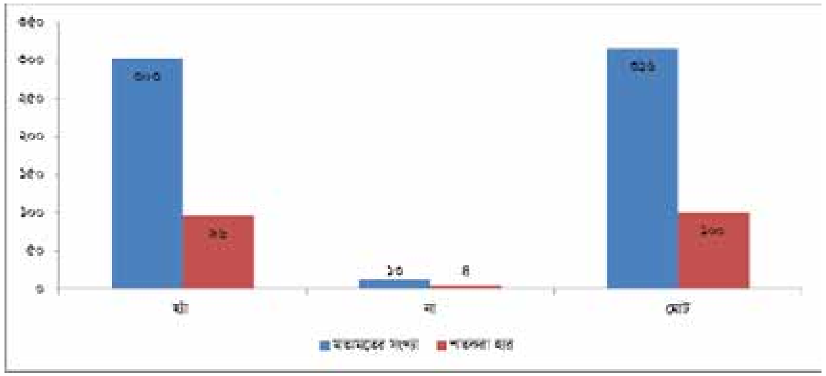

(উৎস: মাঠ সমীক্ষা, ২০২০; গণসংখ্যা-৩১৬)

৪.০৪.২৩: সমিতির সদস্য হিসেবে আত্ম-কর্মসংস্থান না হওয়ার কারণ

সমিতির সদস্য হিসেবে যারা আত্ম-কর্মসংস্থান করতে পারে নাই তার কারণ হিসেবে নানা বিষয়ের অবতারনা করা হয়েছে। এর মধ্যে পূর্বেই অন্য পেশায় জড়িত বা প্রতিষ্ঠিত ছিলেন বা প্রয়োজন মনে করেন নাই এমন বলেছেন ২৩% ভাগ করে উত্তরদাতা। এ ছাড়া গৃহিণী ও সমিতির আর্থিক অবস্থা ভালো না থাকার কথা বলেছেন ১৫% ভাগ করে উত্তরদাতা। অর্থাৎ যে ১৩ জন নারী আত্ম-কর্মসংস্থানে নিয়োজিত করতে পারেন নাই তাদের বেশ কয়েক জনের ব্যক্তিগত সমস্যাই প্রাধান্য ছিল দেখা যায়।

সারণি-১৮: সমিতির সদস্য হিসেবে আত্ম-কর্মসংস্থান না হওয়ার কারণ সম্পর্কে মতামত

কারণসমূহ	মতামতের সংখ্যা	শতকরা হার
অন্য পেশায় জড়িত/প্রতিষ্ঠিত ছিল	০৩	২৩
প্রয়োজন মনে করি নাই	০৩	২৩
গৃহিণী	০২	১৫
সমিতি আর্থিকভাবে তেমন সফল ছিল না	০২	১৫
ঋণ পাওয়া যায় নাই	০১	০৮
ঋণের টাকা স্বামীকে দিয়েছে	০১	০৮
ব্যবসা করার সুযোগ নাই	০১	০৮

(উৎস: মাঠ সমীক্ষা, ২০২০; গণসংখ্যা-১৩)

৪.০৪.২৪: সমিতির সদস্য হওয়াতে আয় বৃদ্ধি

সমিতিতে যুক্ত হয়ে নারী সদস্যগণ তাদের আয় বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়েছেন। যা নারীর ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে দেখা যায়, ৯৭% ভাগ নারীর সমিতির সদস্য হওয়াতে আয় বৃদ্ধি ঘটেছে মর্মে মতামত ব্যক্ত করেন। এর মধ্যে সর্বোচ্চ মাসিক আয় বৃদ্ধির পরিমাণ ৭০ হাজার টাকা এবং সর্বনিম্ন ৫০ টাকা। আর সদস্য প্রতি গড় মাসিক আয় বৃদ্ধির পরিমাণ ছিল প্রায় ৬ হাজার ৬০০ টাকা, যা নিচের সারণিতে সন্নিবেশিত হয়েছে। অর্থাৎ, এক্ষেত্রে সমিতির অবদান রয়েছে।

সারণি-১৯: সমিতির সদস্য হওয়াতে আয় বৃদ্ধি হওয়া সম্পর্কে মতামত

প্রাপ্ত মতামতের ধরণ	মতামতের সংখ্যা	শতকরা হার
হ্যাঁ	৩০৬	৯৭
না	১০	০৩
সর্বোচ্চ মাসিক বৃদ্ধি	৭০,০০০ টাকা	-
সর্বনিম্ন মাসিক বৃদ্ধি	৫০ টাকা	-
সদস্য প্রতি গড় মাসিক আয় বৃদ্ধি	৬,৬০৬ টাকা	-

(উৎস: মাঠ সমীক্ষা, ২০২০)

৪.০৪.২৫: সমিতি হতে প্রাপ্ত বর্ধিত আয় খরচের সিদ্ধান্ত

নারীর আয়ের উপর ব্যয়ের সিদ্ধান্ত নিজে নেয়ার সাথে ক্ষমতায়নের ইতিবাচক সম্পর্ক রয়েছে। গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফলে দেখা যায়, সমিতি হতে প্রাপ্ত বর্ধিত আয় খরচের সিদ্ধান্ত ৪৮% ভাগ নারী নিজে নিতে পারেন। আর স্বামী-স্ত্রী যৌথভাবে নেন ২৫% ভাগ এবং ২০% ভাগ নারী নেন পরিবারের সকলের সাথে মিলে। এক্ষেত্রে সমবায়ের ভূমিকা থাকলেও তা কাঙ্খিত আশানুরূপ নয়। কারণ বেশিরভাগ সদস্য নিজে একা সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম নন। এখনো স্বামী বা পরিবার সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। সচেতনতার মাত্রা এখানে বাড়ানো যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে।

সারণি-২০: সমিতি হতে প্রাপ্ত বর্ধিত আয় খরচের সিদ্ধান্ত গ্রহণসম্পর্কে মতামত

প্রাপ্ত মতামতের ধরণ	মতামতের সংখ্যা	শতকরা হার
স্বামী-স্ত্রী যৌথ আলাপ আলোচনার মাধ্যমে	৭৬	২৫
পরিবারের সকলে মিলে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে	৬১	২০
নিজেই সিদ্ধান্ত নেন	১৪৬	৪৮
উত্তর নেই	২৩	০৭

(উৎস: মাঠ সমীক্ষা, ২০২০; গণসংখ্যা- ৩০৬)

৪.০৪.২৬: সমিতির সদস্য হিসেবে পরিবারে/ সমাজে আর্থিকভাবে ক্ষমতায়িত হওয়া

সমিতির সদস্য হিসেবে পরিবারে বা সমাজে আর্থিকভাবে ক্ষমতায়িত হওয়ার ক্ষেত্রে ৯৯% ভাগ উত্তরদাতা নারী সমবায়ী ইতিবাচক মতামত ব্যক্ত করেন। তাঁরা মনে করেন সমিতির সদস্য হওয়াতে পরিবারে বা সমাজে আর্থিকভাবে অবহেলিত নয় বরং ক্ষমতায়িত।

লেখচিত্র-১১: সমিতির সদস্য হিসেবে পরিবারে/ সমাজে আর্থিকভাবে ক্ষমতায়িত হওয়াসম্পর্কে মতামত

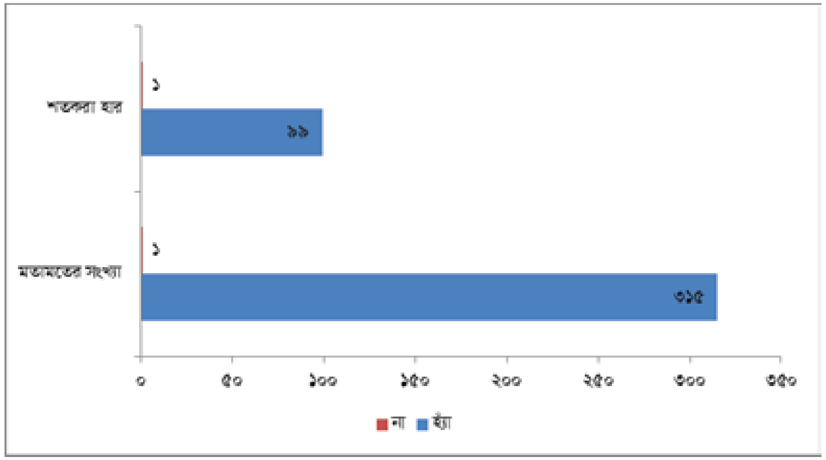

(উৎস: মাঠ সমীক্ষা, ২০২০; গণসংখ্যা- ৩১৬)

৪.০৪.২৭: আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সমবায় বিভাগ/ সমবায় অফিসের অবদান

আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে শুধুমাত্র সমিতির অবদানের মূল্যায়নই উত্তরদাতাগণ করেননি তাঁরা সমবায় বিভাগ/ সমবায় অফিসের মূল্যায়নও করেন। এতে দেখা যায়, আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে সমবায় অফিসের অবদানকে ৯২% উত্তরদাতা স্বীকার করেন। এর মধ্যে ৪৬% মনে করেন অবদানের মাত্রা খুব বেশি, ২৯% মনে করেন বেশি, আর ১৭% মনে করেন মোটামুটি। অর্থাৎ নারী সমবায়ীর ক্ষমতায়নে সমবায় বিভাগের ইতিবাচক ভূমিকা রয়েছে বলে নিচের সারণি থেকে প্রতীয়মান হয়।

সারণি-২১: আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সমবায় বিভাগ/সমবায় অফিসের অবদান সম্পর্কে মতামত

অবদানের ধরণ	মতামতের সংখ্যা	শতকরা হার
খুব বেশি	১৪৪	৪৬
বেশি	৯২	২৯
মোটামুটি	৫৪	১৭
উত্তর নেই	১৭	০৫
কম	০৮	০২
তেমন না	০১	০১
মোট	৩১৬	১০০

(উৎস: মাঠ সমীক্ষা, ২০২০)

৪.০৪.২৮: উৎপাদনমুখী কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্তি

উৎপাদনমুখী কর্মকাণ্ডের সাথে সম্পৃক্তির বিষয়ে নারী সমবায়ীগণের ৫৫% ইতিবাচক মতামত প্রদান করেন। আর অবশিষ্ট ৪৫% উত্তরদাতা উৎপাদনমুখী কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত নয় বলেন জানান। অর্থাৎ, আরো অনেক নারী সমবায়ীকে এখানে যুক্ত করার সুযোগ রয়েছে।

সারণি-২২: উৎপাদনমুখী কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্তি সম্পর্কে মতামত

সম্পৃক্তির ধরণ	মতামতের সংখ্যা	শতকরা হার
হ্যাঁ	১৭৩	৫৫
না	১৪৩	৪৫
মোট	৩১৬	১০০

(উৎস: মাঠ সমীক্ষা, ২০২০)

৪.০৪.২৯: উৎপাদিত পণ্যের ধরণ

নারী সমবায়ীর যে ৫৫% উৎপাদনমুখী কর্মকাণ্ডে জড়িত তাঁরা নানা ধরনের পণ্য উৎপাদন করে থাকেন। প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, ৩৩% সেলাই কাজ (পোশাক) এর সাথে জড়িত, এরপরই রয়েছে কৃষিজ পণ্য যেমন: সবজি, ধান ইত্যাদি উৎপাদন করে থাকেন। এ ছাড়া হাঁস-মুরগি উৎপাদন করেন ১৭% নারী সমবায়ী, ব্লক-বাটিকের কাজ করেন ১০% এবং ০৮% উত্তরদাতা ছাগল, গাভী পালন ও দুধ উৎপাদন এবং কাপড়ে হাতের কাজের নকশা উৎপাদনের সাথে জড়িত। গবাদি পশু পালন (০৭%), মাশরুম ও মাছ চাষ ও মাছের ডিম উৎপাদন (০৬%) ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। তবে নিচের সারণির তথ্য বিশ্লেষণ করে এটি বলা যায় যে, উৎপাদিত পণ্যে নারীর আরো অংশগ্রহণ করা প্রয়োজন রয়েছে। কারণ খুব কম সংখ্যক নারী বেশি উৎপাদনের সাথে জড়িত। এতে দেখা যায়, নারীর প্রকৃত আর্থিক ক্ষমতায়ন করাতে হলে বেশি সংখ্যক সম্ভব হলে সকল নারী সমবায়ীকে উৎপাদনের সাথে জড়িত হতে হবে।

সারণি-২৩: উৎপাদিত পণ্যের ধরণ সম্পর্কে মতামত

উৎপাদিত পণ্যে ধরণ	মতামতের সংখ্যা	শতকরা হার
সেলাই কাজ (পোশাক তৈরি)	৫৭	৩৩
কৃষিজ পণ্য যেমন: সবজি, ধান	৫৪	৩১
হাঁস-মুরগি উৎপাদন	৩০	১৭
ব্লক-বাটিকের কাজ	১৭	১০
ছাগল, গাভী পালন ও দুধ উৎপাদন	১৩	০৮
কাপড়ে হাতের কাজের নকশা উৎপাদন	১৩	০৮
গবাদি পশু পালন	১২	০৭
মাশরুম ও মাছ চাষ এবং মাছের ডিম	১০	০৬
পাটের বস্তা/ব্যাগ/সুতা/পুতুল	১০	০৫
কাপ দধি ও আচার	০৭	০৪
নকশি কাঁথা	০৭	০৪
পাপোস ও শো-পিছ	০৭	০৪

(উৎস: মাঠ সমীক্ষা, ২০২০; গণসংখ্যা-১৭৩, একাধিক উত্তর)

৪.০৪.৩০: ব্যবসায়িক উদ্যোগে সম্পৃক্তি

নারী সমবায়ীদের ব্যবসায়িক উদ্যোগে সম্পৃক্তির ক্ষেত্রে খুব বেশি ইতিবাচক চিত্র পাওয়া যায় না। এখানে দৃষ্টিভঙ্গিগত সমস্যা এখনো রয়েছে গেছে বলে মনে হয় যা নারীর ক্ষমতায়নের ধারণার সাথে বেমানান। নিচের লেখচিত্রতে উপস্থাপিত তথ্য-উপাত্তে দেখা যায়, মাত্র ৩১% উত্তরদাতা ব্যবসায়িক উদ্যোগের সাথে সম্পৃক্ত। অবশিষ্ট ৬৯% ব্যবসায়িক উদ্যোগের সাথে নেই। এতেও কোনো সমস্যা নেই, যদি নারীরা অন্য কোনো উৎপাদনমুখী কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকে। তবে ব্যবসায়িক উদ্যোগের সাথে জড়িত থাকা মানে পুরুষতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গির বাইরে বেরিয়ে আসা বোঝাবে যা নারীর ক্ষমতায়নে ইতিবাচক হিসেবে দেখা হয়। এখানে সমবায়ের আরো ভূমিকা রাখা বাঞ্ছনীয়।

লেখচিত্র-১২: ব্যবসায়িক উদ্যোগে সম্পৃক্তি সম্পর্কে মতামত

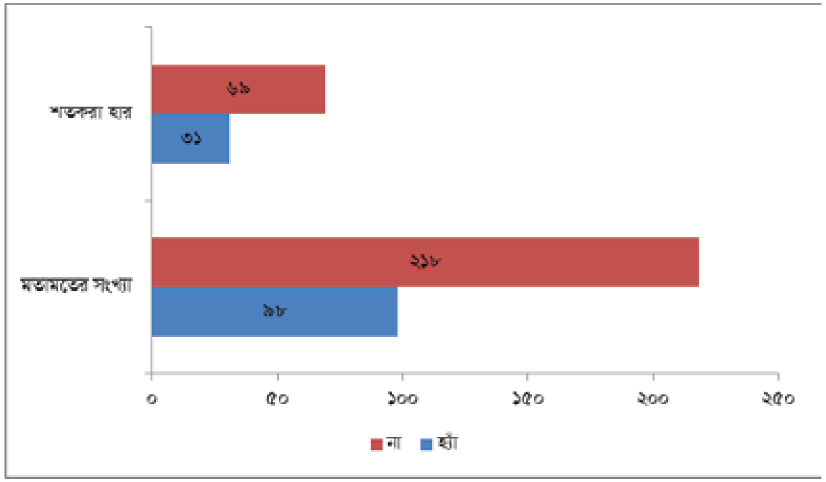

(উৎস: মাঠ সমীক্ষা, ২০২০; গণসংখ্যা-৩১৬)

৪.০৪.৩১: ব্যবসায়িক উদ্যোগ থেকে সেবা প্রদানের ধরণ

ব্যবসায়িক উদ্যোগ থেকে যেসব সেবা প্রদানের মাধ্যমে নারী সমবায়ী মূলধারার অর্থনৈতিক কার্যক্রমে নিজেদের ভূমিকা রাখেন তা নিচের সারণি থেকে সুস্পষ্ট হয়। গবেষণার ৯৮ জন নারী উদ্যোক্তার মতামত বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, যারা ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক উত্তরদাতা (৩৬%) সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে 'ব্যবসার মাধ্যমে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির যোগান', এরপর ৩৫% উত্তরদাতা 'খাদ্য দ্রব্য সরবরাহ (ডিম, মাছ, গবাদি পশু, দুধ, চিংড়ি)' এবং ২৮% উত্তরদাতা 'টেইলারিং ও ব্লক-বুটিকের কাজ' এর উল্লেখ করেন। এ ছাড়া অন্যান্য সেবার মধ্যে ১৭% উত্তরদাতা সেবা হিসেবে 'হস্ত শিল্পের মাধ্যমে পণ্য সেবা (ব্যাগ, মৃৎ, পুতুল, পাটের বস্তা)' প্রদান করেন মর্মে উল্লেখ করেন। অর্থাৎ, সমবায়ী নারীরা সেবা খাতের সাথে জড়িত রয়েছে যা তাদের বহুমুখী অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের বিষয়কেই সুস্পষ্ট করে তোলে।

সারণি-২৪: ব্যবসায়িক উদ্যোগ থেকে সেবা প্রদান সম্পর্কে মতামত

সেবার ধরণ	মতামতের সংখ্যা	শতকরা হার
ব্যবসার মাধ্যমে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির যোগান	৩৫	৩৬
খাদ্য দ্রব্য সরবরাহ (ডিম, মাছ, গবাদি পশু, দুধ, চিংড়ি)	৩৪	৩৫
টেইলারিং ও ব্লক-বুটিকের কাজ	২৮	২৮
হস্ত শিল্পের মাধ্যমে পণ্য সেবা (ব্যাগ, মৃৎ, পুতুল, পাটের বস্তা)	১৭	১৭
আত্ম-কর্মসংস্থান মূলক প্রশিক্ষণ	০৬	০৬
বিউটি পার্লার ও গাড়ি ভাড়া প্রদান	০৫	০৫
কৃষি পণ্য সেবা	০৫	০৫

(উৎস: মাঠ সমীক্ষা, ২০২০; গণসংখ্যা- ৯৮, একাধিক উত্তর)

৪.০৪.৩২: উৎপাদনমুখী কর্মকাণ্ড/ ব্যবসায়িক উদ্যোগের পরিকল্পনা গ্রহণ

নারী সমবায়ীদের উৎপাদনমুখী কর্মকাণ্ড বা ব্যবসায়িক উদ্যোগের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার ক্ষেত্রে বেশিরভাগ উত্তরদাতা (৫৯%) ভাগ ইতিবাচক মতামত প্রদান করেন। অবশিষ্ট নারী সমবায়ীদের (৪১%) উৎপাদনমুখী কর্মকাণ্ডের কোনো পরিকল্পনা নেই। এক্ষেত্রে সমবায় বিভাগ ভূমিকা রাখতে পারে। যাতে ভবিষ্যতে আরো বেশি সংখ্যক নারী সমবায়ী উৎপাদনে জড়িত হতে পারে। নিজেদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পাশাপাশি দেশের উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে পারে যা নারীর ক্ষমতায়নের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

লেখচিত্র-১৩: উৎপাদনমুখী কর্মকাণ্ড/ ব্যবসায়িক উদ্যোগের পরিকল্পনা গ্রহণ সম্পর্কে মতামত

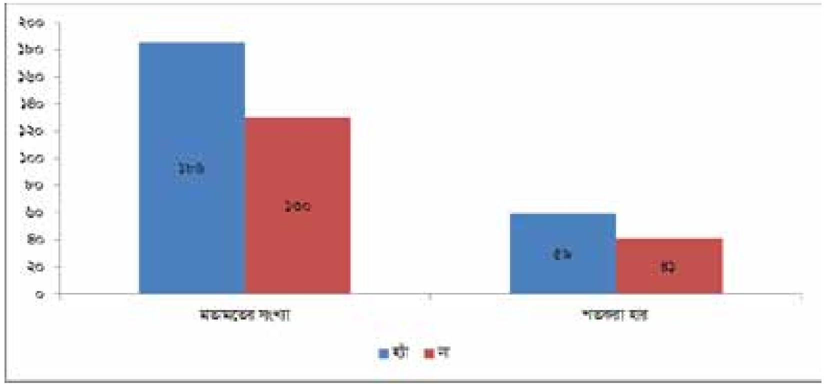

(উৎস: মাঠ সমীক্ষা, ২০২০; গণসংখ্যা-৩১৬)

৪.০৪.৩৩: উৎপাদনমুখী কর্মকাণ্ড/ ব্যবসায়িক উদ্যোগের পরিকল্পনার ধরণ

নারী সমবায়ী যাদের ভবিষ্যতে উৎপাদনমুখী কর্মকাণ্ডে বা ব্যবসায়িক উদ্যোগের সাথে জড়িত হতে চান। তাঁদের সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার মধ্যে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক উত্তরদাতা (২৮%) ব্যবসা করতে আগ্রহী। এরপরই রয়েছে হাঁস-মুরগি, ও গবাদিপশু (ছাগল) পালন খামার (২৭%), বড় আকারে সেলাই কাজ (১০%), গাভী পালন ও দুগ্ধ খামার (০৯%), কৃষি কাজ (০৯%) ইত্যাদি অন্যতম। নিচের সারণিতে সন্নিবেশিত তথ্য-উপাত্ত থেকে এটি প্রতীয়মান হয় যে, নারী সমবায়ীদের চিন্তা-চেতনার ইতিবাচক পরিবর্তন হয়েছে। যেসব উদ্যোগের পরিকল্পনার কথা উল্লেখ করা হয়েছে তা কিন্তু শুধুমাত্র নারীর কাজ নয়- অনেকটা পুরুষের কাজ। কাজের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষ যে ভেদাভেদ ছিল তা ক্রমেই দূর হয়ে নারী চ্যালেঞ্জ নিতে প্রস্তুত রয়েছে তার ইঙ্গিত সুস্পষ্ট। এ মানসিকতার পরিবর্তনে সমবায়ের ইতিবাচক ভূমিকা রয়েছে বলে প্রতীয়মান। উদ্যোক্তা যেন হয়ে উঠতে পারে সে জায়গায় সমবায়কে অধিকতর ভূমিকা রাখতে হবে।

সারণি-২৫: উৎপাদনমুখী/ব্যবসায়িক উদ্যোগের পরিকল্পনার ধরণ সম্পর্কে মতামত

পরিকল্পনার ধরণ	মতামতের সংখ্যা	শতকরা হার
ব্যবসা	৫২	২৮
হাঁস-মুরগি, ও গবাদিপশু (ছাগল) পালন খামার	৫১	২৭
বড় আকারে সেলাই কাজ	১৯	১০
গাভী পালন ও দুগ্ধ খামার	১৬	০৯
কৃষি কাজ	১৬	০৯
পোশাক তৈরি ও বিপণন	১৩	০৭
পাটজাত হস্ত-শিল্প/কুটির শিল্প	১১	০৬
সেলাই প্রশিক্ষণ দেয়া	১১	০৬
মাছ ও মাশরুম চাষ	১০	০৫
ব্লক-বাটিক, বুটিক্স (থ্রি-পিচ)	১০	০৫
ফ্রুট প্রসেসিং ফ্যাক্টরি	০৫	০৩

(উৎস: মাঠ সমীক্ষা, ২০২০; গণসংখ্যা-১৮৬, একাধিক উত্তর)

৪.০৪.৩৪: সমিতির সদস্য হওয়াতে পারিবারিক বাধা

সমবায় সমিতির সদস্য হতে পারিবারিক বাধা রয়েছে কিনা এ প্রশ্নে বেশির ভাগ নারী সমবায়ী (৯০%) নেতিবাচক উত্তর প্রদান করেন। অর্থাৎ তাদের সমিতির সদস্য হতে পরিবারের কেউ বাধা প্রদান করেনি। মাত্র ১০% নারী সমবায়ী পারিবারিক বাধার সম্মুখীন হয়েছিলেন। এখানেও সমাজের ইতিবাচক মনোভাবের বহিঃপ্রকাশ পাওয়া যায়। আর যারা বাধাপ্রাপ্ত হয়েছেন তাদের মধ্যে ৯৪% সদস্য হওয়ার ক্ষেত্রে এবং ২৩% সঞ্চয় জমা করার ক্ষেত্রে এবং ২% কমিটিতে যাওয়ার ক্ষেত্রে বাধার সম্মুখীন হয়েছেন যা নিচের সারণি ২৬ এ সন্নিবেশিত হয়েছে।

লেখচিত্র-১৪: সমিতির সদস্য হিসেবে অন্তর্ভূক্তিতে পারিবারিক বাধার সম্মুখীন হওয়া সম্পর্কে মতামত

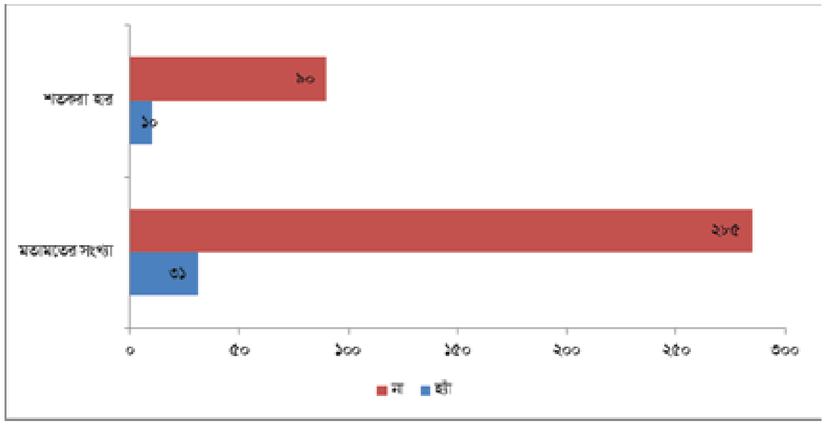

(উৎস: মাঠ সমীক্ষা, ২০২০; গণসংখ্যা-৩১৬)

সারণি-২৬: সমিতির সদস্য হওয়াতে বাধার ধরণ সম্পর্কে মতামত

বাধার ধরণ	মতামতের সংখ্যা	শতকরা হার
সদস্য হওয়ার ক্ষেত্রে	২৯	৯৪
কমিটিতে যাওয়ার ক্ষেত্রে	০২	০৬
সঞ্চয় জমা করার ক্ষেত্রে	০৭	২৩

(উৎস: মাঠ সমীক্ষা, ২০২০; গণসংখ্যা-৩১, একাধিক উত্তর)

৪.০৪.৩৫: সমিতির নেতৃত্বে যাওয়ার ক্ষেত্রে বাধা

সমিতির নেতৃত্বে যাওয়ার ক্ষেত্রে নারী সমবায়ীর ৯৭% কোনো বাধার সম্মুখীন নন বলে জানান। আর মাত্র ৩% নেতৃত্বে যাওয়ার ক্ষেত্রে বাধা পেয়েছেন বলে জানান যা নিচের লেখচিত্র থেকে স্পষ্ট হয়। এ ছাড়া নিচের সারণি ২৭ থেকে দেখা যায়, যার বাধাপ্রাপ্ত হয়েছেন তাঁদের মধ্যে সামাজিক বাধার কথা বলেন ৮০% উত্তরদাতা আর ২০% উত্তরদাতা পারিবারিক বাধার কথা উল্লেখ করেন।

লেখচিত্র-১৫: সমিতির নেতৃত্ব প্রদানের ক্ষেত্রে বাধাসম্পর্কে মতামত

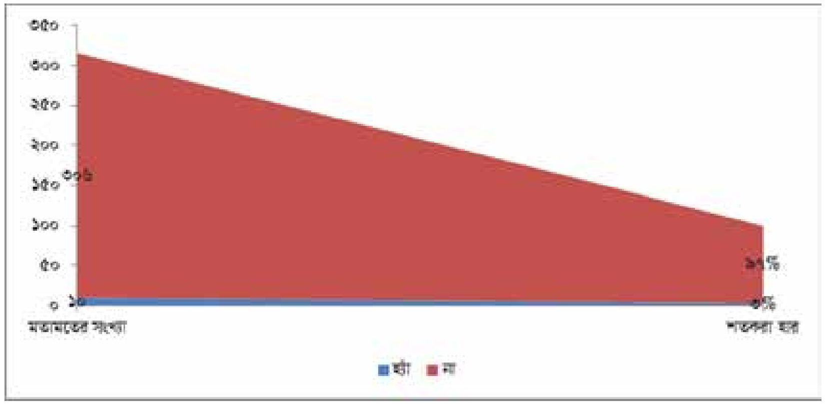

(উৎস: মাঠ সমীক্ষা, ২০২০)

সারণি-২৭: সমিতির নেতৃত্বে যাওয়ার ক্ষেত্রে বাধার ধরণ সম্পর্কে মতামত (প্রশ্ন-৬.০৪)

বাধার ধরণ সম্পর্কে মতামত	মতামতের সংখ্যা	শতকরা হার
সামাজিক বাধা	০৮	৮০
পারিবারিক বাধা	০২	২০
মোট	১০	১০০

(উৎস: মাঠ সমীক্ষা, ২০২০)

৪.০৪.৩৬: সমবায়ের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়নে বাধা

সমবায়ের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়নে কোনোরূপ বাধা আছে বলে মনে করেন না গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত বেশির ভাগ অর্থাৎ ৮৯% উত্তরদাতা নারী সমবায়ী। যেখানে মাত্র ১১% উত্তরদাতা মনে করেন সমবায়ের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়নে বাধা রয়েছে। নিচের সারণি থেকে দেখা যায়, যে ৩৪ জন নারী সমবায়ী বাধা রয়েছে বলে মনে করেন। তাঁরা বাধা হিসেবে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক উত্তরদাতা (৭১%) 'সামাজিক প্রতিবন্ধকতা', ৩৮% 'পারিবারিক প্রতিবন্ধকতা' এবং ১৫% ভাগ 'ধর্মীয় অনুশাসন' এর মতো বিষয়গুলো উল্লেখযোগ্য হিসেবে তুলে ধরেন। এখান থেকে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্তে এটি প্রতীয়মান হয় যে, কিছু সংখ্যক নারী সমবায়ীর মনোভাব পরিবর্তনে পদক্ষেপ নেয়ার সুযোগ রয়েছে।

সারণি-২৮: সমবায়ের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়নে বাধা সম্পর্কে মতামত

	প্রাপ্ত মতামত	মতামতের সংখ্যা	শতকরা হার
নারীর ক্ষমতায়নে বাধা	হ্যাঁ	৩৪	১১
	না	২৮২	৮৯
	মোট	**৩১৬**	**১০০**
নারীর ক্ষমতায়নে বাধার ধরণ	সামাজিক প্রতিবন্ধকতা	২৪	৭১
	পারিবারিক প্রতিবন্ধকতা	১৩	৩৮
	ধর্মীয় অনুশাসন	০৫	১৫
	পুঁজির স্বল্পতা/অর্থনৈতিক দুর্বলতা	০৩	০৯
	কুসংস্কার	০২	০৬
	অসচেতনতা	০১	০৩
	গণসংখ্যা- ৩৪, একাধিক উত্তর		

(উৎস: মাঠ সমীক্ষা, ২০২০)

৪.০৪.৩৭: সমবায়ের মাধ্যমে ব্যবসার ক্ষেত্রে বড় বাধার ধরণ

সমবায়ের মাধ্যমে ব্যবসা করার ক্ষেত্রে কিছু বাধা রয়েছে বলে গবেষণার তথ্য-উপাত্তে উঠে এসেছে। এসব বাধার অপসারণ হলে নারী সমবায়ীগণ আরো বেশি উৎপাদন খাতে অবদান রাখতে পারবে এবং নিজেদের ক্ষমতায়ন ঘটবে। সবচেয়ে বেশি সংখ্যক উত্তরদাতা (৫৩%) পুঁজি/ মূলধনের অভাব এবং ২১% উত্তরদাতা পণ্য বাজারজাতকরণের সমস্যার কথা তুলে ধরেন। এর পাশাপাশি প্রশিক্ষণের অভাব (১৫%), সামাজিক নিরাপত্তার অভাব (১১%) এবং সদস্যদের মধ্যে সমন্বয়হীনতা/ বিশ্বাসের অভাব এর কথা বলেন ০৯% উত্তরদাতা।

সারণি-২৬: সমিতির সদস্য হওয়াতে বাধার ধরণ সম্পর্কে মতামত

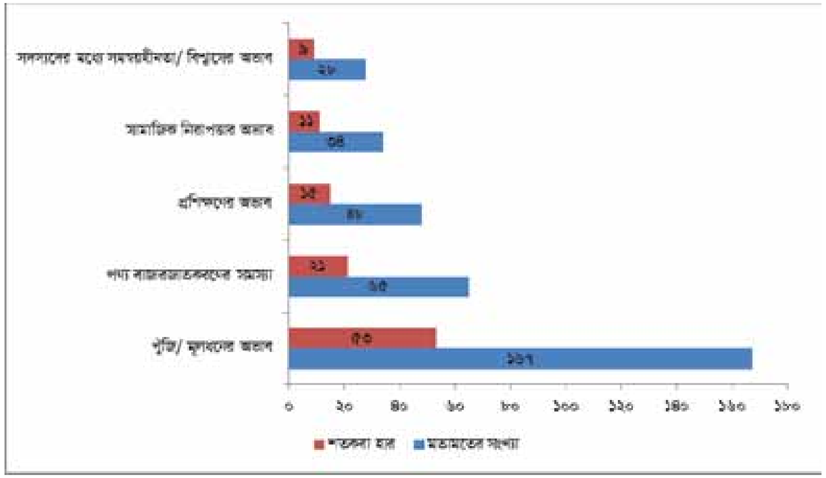

(উৎস: মাঠ সমীক্ষা, ২০২০; গণসংখ্যা-৩১৬, একাধিক উত্তর)

৪.০৪.৩৮: সমবায়ের মাধ্যমে ব্যবসার ক্ষেত্রে পুঁজির সঙ্কট

পুঁজি বা মূলধনের অভাব যেমন সমবায়ের মাধ্যমে ব্যবসা পরিচালনা করার সবচেয়ে বড় বাধা ঠিক তেমনি বেশির ভাগ নারী উত্তরদাতাগণ যা ৬৯% মনে করেন সমবায়ের মাধ্যমে ব্যবসার ক্ষেত্রে পুঁজির সঙ্কট রয়েছে যা নিচের লেখচিত্র থেকে পাওয়া যায়।

লেখচিত্র-১৭: সমবায়ের মাধ্যমে ব্যবসার ক্ষেত্রে পুঁজির সংকট সম্পর্কে মতামত

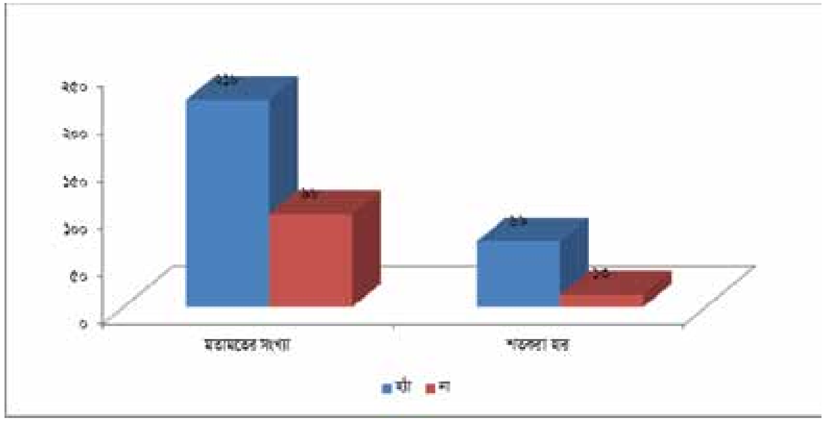

(উৎস: মাঠ সমীক্ষা, ২০২০; গণসংখ্যা-৩১৬)

৪.০৪.৩৯: সমবায়ের মাধ্যমে ব্যবসার ক্ষেত্রে পুঁজির সংকটের ধরণ

যে সব নারী সমবায়ী (২১৮ জন) সমবায়ে ব্যবসা করার ক্ষেত্রে পুঁজির সঙ্কটের কথা বলেন তারা এর ধরণ সম্পর্কেও মতামত ব্যক্ত করেন। সবচেয়ে বেশি সংখ্যক উত্তরদাতা (৭৩%) অধিক পুঁজির অভাবের বিষয়ে উল্লেখ করেন। এ ছাড়া অন্যান্য ধরণের মধ্যে রয়েছে ‘সরকারি সমবায় বিভাগ থেকে ঋণ পাওয়া যায় না’ (১৬%) এবং ‘স্বল্প সুদে ও সহজ শর্তে ঋণের অভাব’ (১২%) উল্লেখযোগ্য যা ২৯ নং সারণিতে সন্নিবেশিত হয়েছে।

সারণি-২৯: সমবায়ের মাধ্যমে ব্যবসার ক্ষেত্রে পুঁজির সংকটের ধরণ সম্পর্কে মতামত

সংকটের ধরণ	মতামতের সংখ্যা	শতকরা হার
অধিক পুঁজির অভাব	১৫৯	৭৩
সরকারি সমবায় বিভাগ থেকে ঋণ পাওয়া যায় না	৩৪	১৬
স্বল্প সুদে ও সহজ শর্তে ঋণের অভাব	২৬	১২
সদস্যদের আয়ের উৎস কম	০৮	০৪
সরকারি আর্থিক সহায়তা/ অনুদানের অভাব	০৯	০৪
দীর্ঘ মেয়াদি ঋণ পাওয়া যায় না	০৭	০৩

(উৎস: মাঠ সমীক্ষা, ২০২০; গণসংখ্যা-২১৮, একাধিক উত্তর)

৪.০৪.৪০: উৎপাদনের ক্ষেত্রে বিপণনের অসুবিধা

উৎপাদনের ক্ষেত্রে বিপণনের অসুবিধার বিষয়ে ৫৪% উত্তরদাতা নেতিবাচক উত্তর তথা অসুবিধা নেই বলে জানান। অন্যদিকে ৪৬% উত্তরদাতা উৎপাদনের বিপণনে অসুবিধা হয় বলে জানিয়েছেন। যদি এ পরিস্থিতির উন্নয়ন ঘটানো না যায় তবে নারীর উদ্যোক্তা হওয়া বা ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ডে শামিল করানো দূরুহ ব্যাপার হবে। তাই, নারীর ক্ষমতায়নের জন্য বিষয়টি ভাবা জরুরি।

লেখচিত্র-১৮: উৎপাদনের মাধ্যমে বিপণনের অসুবিধা সম্পর্কে মতামত

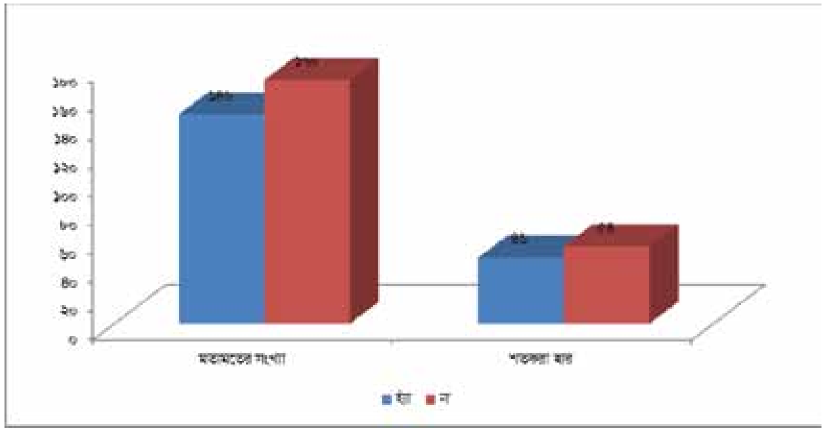

(উৎস: মাঠ সমীক্ষা, ২০২০; গণসংখ্যা-৩১৬)

৪.০৪.৪১: নারীর উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে সমবায় সমিতির করণীয়

নারীর উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে সমবায় সমিতির করণীয় রয়েছে বলে নারী সমবায়ীগণ মনে করেন। তাঁদের প্রাপ্ত মতামতগুলোর মধ্যে 'ট্রেড ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান' (৫৬%), 'নেতৃত্বের সৃষ্টি করতে হবে' (২৩%), 'আর্থিক সহযোগিতা/ অনুদান দিতে হবে' (২১%), 'চাহিদামত পর্যাপ্ত ঋণ প্রদান' (২১%) এবং 'নারীদের আরও উৎসাহিত ও উদ্যোগী করা' (১৫%) ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য যা নিচের সারণিতে সন্নিবেশিত হয়েছে।

সারণি-৩০: নারীর উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে সমবায় সমিতির করণীয় সম্পর্কে মতামত

করণীয়	মতামতের সংখ্যা	শতকরা হার
ট্রেড ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান	১৭৮	৫৬
নেতৃত্বের সৃষ্টি করতে হবে	৭২	২৩
আর্থিক সহযোগিতা/ অনুদান দিতে হবে	৬৬	২১
চাহিদামত পর্যাপ্ত ঋণ প্রদান	৬৬	২১
নারীদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থাকরণ	৪৭	১৫
নারীদের আরও উৎসাহিত ও উদ্যোগী করা	২৭	০৯
নারী ও পরিবারের শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সেবায় স্বাবলম্বীকরণ	২৫	০৮
নারী ভিত্তিক সংগঠন সৃষ্টি/ নারী সদস্য বেশি অর্ন্তভুক্তকরণ	২৩	০৭
বিনা সুদে/ স্বল্প সুদে ঋণের ব্যবস্থা করা	২১	০৭
সমবায়ের মাধ্যমে বাজারজাত করার ব্যবস্থা	১৯	০৬

(উৎস: মাঠ সমীক্ষা, ২০২০; গণসংখ্যা-৩১৬, একাধিক উত্তর)

৪.০৪.৪২: সমবায় সমিতির উপযুক্ত সহায়তা পেলে বেশি সফল হওয়ার সম্ভাবনার ক্ষেত্র

সমবায় সমিতি কর্তৃক উপযুক্ত সহায়তা পেলে নারী সমবায়ীগণ ১৫টি সম্ভাবনার ক্ষেত্রের কথা উল্লেখ করেন যা নিচের সারণিতে বিন্যস্ত রয়েছে। সবচেয়ে বেশি সংখ্যক উত্তরদাতা (৪৮%) ' নারীদের আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টি' এবং ৩৫% ভাগ 'ব্যবসার প্রসার' এর বিষয় উল্লেখ করেন। প্রাপ্ত অন্যান্য মতামতের মধ্যে রয়েছে 'নারীর আর্থিক উন্নয়ন/ স্বাবলম্বীতা' (৩৪%), 'পারিবারিক উন্নয়ন/ আয় বৃদ্ধি' (৩৩%), 'নারীর ক্ষমতায়ন/ নেতৃত্ব বৃদ্ধি' (৩০%) এবং 'স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও সংস্কৃতি ব্যবস্থার উন্নতি' (২২%) ইত্যাদি অন্যতম।

সারণি-৩১: সমবায় সমিতির উপযুক্ত সহায়তা পেলে বেশি সফল হওয়ার সম্ভাবনার ক্ষেত্র সম্পর্কে মতামত

করণীয়	মতামতের সংখ্যা	শতকরা হার
নারীদের আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টি	১৫৩	৪৮
ব্যবসার প্রসার	১১০	৩৫
নারীর আর্থিক উন্নয়ন/ স্বাবলম্বীতা	১০৭	৩৪
পারিবারিক উন্নয়ন/ আয় বৃদ্ধি	১০৪	৩৩
নারীর ক্ষমতায়ন/ নেতৃত্ব বৃদ্ধি	৯৫	৩০
স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও সংস্কৃতি ব্যবস্থার উন্নতি	৬৮	২২
সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি	৬০	১৯
কৃষি ও অন্যান্য পণ্য উৎপাদন বৃদ্ধি	৫৩	১৭
নারী-পুরুষ বৈষম্য দূর	৪৪	১৪
দারিদ্র্য বিমোচন	৩৮	১২
নারী অধিকার / জীবনমান উন্নতি	৩৯	১২
কুটির শিল্প/হস্ত শিল্পে প্রসার	৩৩	১০
কৃষি ও অন্যান্য পণ্য বাজারজাতকরণে সুবিধা	৩২	১০
সামাজিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা	১৮	০৬
নারী উদ্যোক্তা সৃষ্টি	১৭	০৫

(উৎস: মাঠ সমীক্ষা, ২০২০; গণসংখ্যা- ৩১৬, একাধিক উত্তর)

৪.০৪.৪৩: নারীর ক্ষমতায়নে সমবায় বিভাগ ও সমবায় অফিসের নিকট প্রত্যাশিত সহযোগিতা

নারীর ক্ষমতায়নে সমবায় বিভাগ ও সমবায় অফিসের নিকট সহযোগিতার প্রত্যাশা রয়েছে নারী সমবায়ীদের। নিচের সারণিতে উপস্থাপিত তথ্য-উপাত্ত থেকে দেখা যায়, সবচেয়ে বেশি সংখ্যক উত্তরদাতা (৭৫%) 'কর্মমুখী প্রশিক্ষণ বৃদ্ধিকরণ' এর প্রত্যাশা করেন। এরপর 'বিনা সুদে/ স্বল্প সুদে ঋণ বিতরণ' (২৭%), 'আর্থিক সহযোগিতা/ অনুদান প্রদান' (২৫%), 'নিয়মিত তদারকি ও পরামর্শ বৃদ্ধিকরণ' (২০%), 'নারী উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ' (১৮%) ইত্যাদি মতামত পাওয়া যায়। বিষয়গুলো ভাবা যেতে পারে।

সারণি-৩২: নারীর ক্ষমতায়নে সমবায় বিভাগ ও সমবায় অফিসের নিকট প্রত্যাশিত সহযোগিতা সম্পর্কে মতামত

প্রত্যাশিত সহযোগিতা	মতামতের সংখ্যা	শতকরা হার
কর্মমুখী প্রশিক্ষণ বৃদ্ধিকরণ	২৩৮	৭৫
বিনা সুদে/ স্বল্প সুদে ঋণ বিতরণ	৮৫	২৭
আর্থিক সহযোগিতা/ অনুদান প্রদান	৭৮	২৫
নিয়মিত তদারকি ও পরামর্শ বৃদ্ধিকরণ	৬২	২০
নারী উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ	৫৮	১৮
সমবায় নারী বিপণন/ বাজারজাতকরণের ব্যবস্থাকরণ	৩৯	১২
আত্ম-কর্মসংস্থানের ব্যবস্থাকরণ	২২	০৭
প্রশিক্ষণ সামগ্রী বিনামূল্যে বিতরণ	১৫	০৫
আইনি সহায়তা	১৫	০৫
স্থানীয়ভাবে প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন	১৭	০৫

(উৎস: মাঠ সমীক্ষা, ২০২০; গণসংখ্যা- ৩১৬, একাধিক উত্তর)

৪.০৪.৪৪: সমবায়ের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়নে মন্তব্য

সমবায়ের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়নে নারী সমবায়ীগণ অন্যান্য মন্তব্যের ক্ষেত্রে বেশির ভাগ উত্তরদাতা (৫৩%) মতামত প্রদান করেনি। তবে যারা মতামত দিয়েছেন তাদের মধ্যে 'সমবায়ের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন অধিকার বেড়েছে' (৯%), 'সমিতি গঠনের ক্ষেত্রে পুরুষ সদস্যদের পাশাপাশি নারী সদস্যদের আরো অংশগ্রহণ দরকার' (৮%), 'নারী উন্নয়নে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা', (৭%), 'সামাজিক উন্নয়নে ও নারীর ক্ষমতায়নে বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রয়োজন' (৬%), 'নারীদের কর্মসংস্থান বৃদ্ধি করতে হবে' (৫%) ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

সারণি-৩৩: সমবায়ের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন সম্পর্কে মতামত

প্রাপ্ত মতামত	মতামতের সংখ্যা	শতকরা হার
উত্তর নাই	১৬৬	৫৩
সমবায়ের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ণ অধিকার বেড়েছে	২৭	০৯
সমিতি গঠনের ক্ষেত্রে পুরুষ সদস্যদের পাশাপাশি নারী সদস্যদের আরো অংশগ্রহণ দরকার	২৫	০৮
নারী উন্নয়নে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা	২১	০৭
সামাজিক উন্নয়নে ও নারীর ক্ষমতায়নে বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রয়োজন	২০	০৬
নারীদের কর্মসংস্থান বৃদ্ধি করতে হবে	১৬	০৫
সমবায় সমিতিতে নারীর মর্যাদা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন	০৮	০৩
সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটিতে নারী সদস্য নিশ্চিত করতে হবে	১১	০৩
নারীরা সকল ক্ষেত্রে নেতৃত্ব প্রদান করবে এটাই প্রত্যাশা	০৮	০৩
ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের বিদেশে প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা করা ও দাতা সংস্থার মাধ্যমে যোগাযোগ রাখা	০৮	০৩
আর্থিক সহযোগিতা/অনুদান প্রদান করা	০৬	০২
নারীদের নিরাপত্তা ব্যবস্থা করা	০৫	০২

(উৎস: মাঠ সমীক্ষা, ২০২০; গণসংখ্যা- ৩১৬, একাধিক উত্তর)

৪.০৫: জরিপ প্রশ্নমালা-০০২ এর বিশ্লেষণ ও আলোচনা

(উত্তরদাতা: সমবায় সমিতির পুরুষ সদস্য)

৪.০৪.০১: সমিতির সদস্যের পেশাভিত্তিক শ্রেণিবিন্যাস

গবেষণায় উত্তরদাতার পেশাভিত্তিক শ্রেণিবিন্যাসে দেখা যায়, সবচেয়ে বেশি সংখ্যক পুরুষ সমবায়ীর পেশা হলো ব্যবসা যা ৫৩%। এরপর রয়েছে চাকুরিজীবী (২৮%), কৃষি (১২%) এবং অন্যান্য পেশায় ০৭% যা নিচের লেখচিত্রে উপস্থাপিত হয়েছে।

লেখচিত্র-১৯: সমিতির সদস্যদের পেশার উপর মতামত

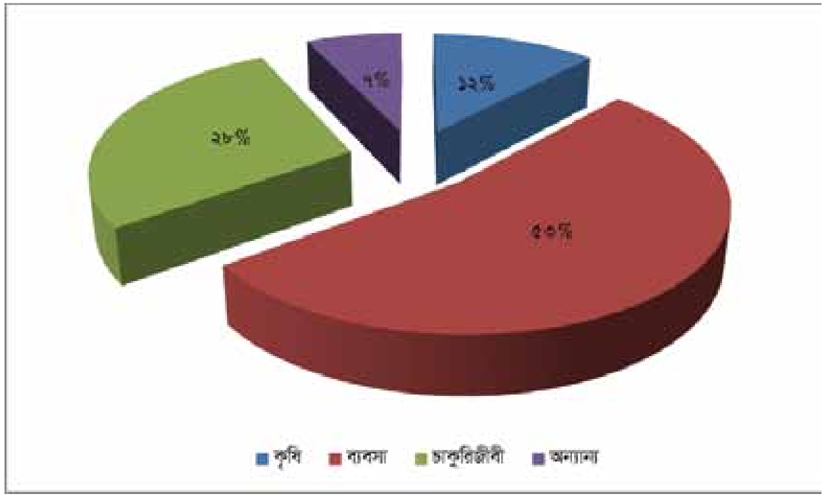

(উৎস: মাঠ সমীক্ষা, ২০২০)

৪.০৫.০২: সমিতির সদস্যদের বৈবাহিক অবস্থা

উত্তরদাতার বৈবাহিক অবস্থার ভিত্তিতে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্তে দেখা যায়, ৯০% উত্তরদাতা হলো বিবাহিত আর ১০% অবিবাহিত, যা নিচের লেখচিত্রে সন্নিবেশিত হয়েছে।

লেখচিত্র-২০: সমিতির সদস্যদের বৈবাহিক অবস্থা সম্পর্কে মতামত

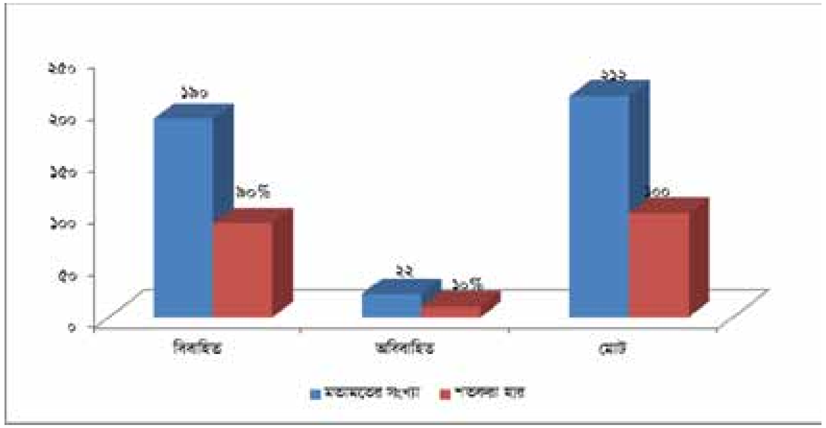

(উৎস: মাঠ সমীক্ষা, ২০২০)

৪.০৫.০৩ঃ সমিতিতে অবস্থানের ধরণ

উত্তরদাতার সমিতিতে অবস্থান বিন্যাসের ক্ষেত্রে দেখা যায়, সবচেয়ে বেশি সংখ্যক উত্তরদাতা (৭৪%) ব্যবস্থাপনা কমিটিতে সাধারণ সদস্য হিসেবে রয়েছে। এরপর ০৯% করে সভাপতি এবং সম্পাদক রয়েছে। এ ছাড়া সহ-সভাপতি ০৫% এবং কোষাধ্যক্ষ ০৩% ভাগ অন্তর্ভুক্ত ছিল। যা নিচের লেখচিত্রে সন্নিবেশিত হয়েছে।

লেখচিত্র-২১: সমিতিতে অবস্থান সম্পর্কে মতামত

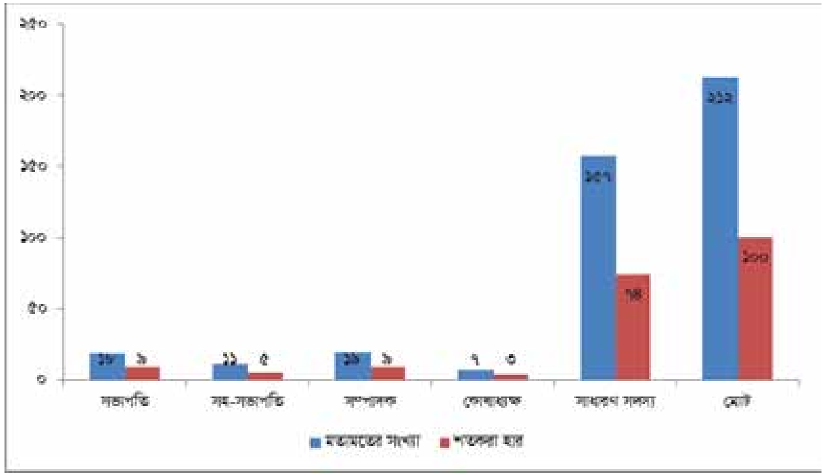

(উৎস: মাঠ সমীক্ষা, ২০২০)

৪.০৫.০৪: সমিতিতে নারী-পুরুষ সদস্যের অনুপাত

গবেষণার অন্তর্ভুক্ত পুরুষ প্রাধান্য সমিতিতে (মোট ৫৩টি) নারী সদস্যদের পরিমাণ উল্লেখযোগ্য বলে প্রতীয়মান হয়। নিচের সারণিতে উপস্থাপিত তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, পুরুষ প্রাধান্য সমিতিতে নারী সমবায়ীর সংখ্যা পুরুষের চেয়ে বেশি যার নারী-পুরুষ অনুপাত ১.৪০ ঃ ১.০। সমিতি প্রতি গড় নারী সদস্য সংখ্যাও ভালো। যার সংখ্যা ৮৮২। অর্থাৎ, পুরুষ প্রাধান্য সমিতিতে নারী-পুরুষের সহাবস্থান রয়েছে পুরুষের চেয়ে বেশি পরিমাণে। বিষয়টি নারীর ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য দিক বলে সুস্পষ্টভাবে বলা যায়।

সারণি-৩৪: সমিতিতে নারী-পুরুষ সদস্যের অনুপাত সম্পর্কে মতামত

প্রাপ্ত তথ্য	সংখ্যা (জন)
মোট সদস্য	৮০,০২৪
মোট নারী সদস্য	৪৬,৭২০
নারী-পুরুষ সদস্যের অনুপাত	১.৪০ ঃ ১.০
সমিতি প্রতি গড় নারী সদস্য	৮৮২

(উৎস: মাঠ সমীক্ষা, ২০২০)

৪.০৫.০৫: ব্যবস্থাপনা কমিটিতে নারী-পুরুষ সদস্যের অনুপাত

পুরুষ প্রাধান্য সমিতিগুলোর ব্যবস্থাপনা কমিটিতে নারী সদস্যদের অন্তর্ভুক্ত বেশ আশার সঞ্চার করে বলে ধরে নেয়া যায়। কারণ, নিচের সারণি থেকে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্তে দেখা যায়, ব্যবস্থাপনা কমিটিতে নারী-পুরুষ সদস্যের অনুপাত প্রায় ১.০ ঃ ২.৩৩। আর ব্যবস্থাপনা কমিটিতে সমিতি প্রতি গড় নারী সদস্য প্রায় ২ জন। অর্থাৎ, পুরুষ প্রাধান্য সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটিতে নারীর অংশগ্রহণ রয়েছে। যা নারীর ক্ষমতায়নের একটি বড় মানদণ্ড হিসেবে পরিগণিত।

সারণি-৩৫: ব্যবস্থাপনা কমিটিতে নারী-পুরুষ সদস্যের অনুপাত সম্পর্কে মতামত

প্রাপ্ত তথ্য	সংখ্যা (জন)
ব্যবস্থাপনা কমিটিতে মোট সদস্য	৩৯৩
ব্যবস্থাপনা কমিটিতে মোট নারী সদস্য	১১৮
ব্যবস্থাপনা কমিটিতে নারী-পুরুষ সদস্যের অনুপাত	১.০ ঃ ২.৩৩
ব্যবস্থাপনা কমিটিতে সমিতি প্রতি গড় নারী সদস্য	২.২ (২ জন)

(উৎস: মাঠ সমীক্ষা, ২০২০)

৪.০৫.০৬: সমিতির মাধ্যমে নারীর ব্যবসা বা কর্মসংস্থান সৃষ্টি

সমবায় সমিতির মাধ্যমে নারীর ব্যবসা বা কর্মসংস্থান সৃষ্টির ক্ষেত্রে গবেষণার অন্তর্ভুক্ত পুরুষ সমবায়ীগণের সকলেই (১০০%) মনে করেন যে, নারীর কর্মসংস্থান বা ব্যবসার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। যা নিচের লেখচিত্রে দেখানো হয়েছে। এক্ষেত্রে পুরুষের মতামতের ভিত্তিতে বলা যায়, সমবায় সমিতি নারীকে ঘরের বাইরের কাজে সম্পৃক্ত দেখতে ইতিবাচক মনোভাব পোষণ করেন। যা নারীর ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্জন বলে বিবেচিত হতে পারে। ঠিক একই ধরনের মনোভাব পোষণ করে শতভাগ উত্তরদাতা মনে করেন সমবায় সমিতিতে সদস্য হতে পেরে নারীরা সম্মানিতবোধ করেন যা নিচের লেখচিত্র ২২ তে উপস্থাপিত হয়েছে। অর্থাৎ, দুটো ক্ষেত্রেই পুরুষ সমবায়ীদের ইতিবাচক মানসিকতার পরিচয় বহন করেন।

লেখচিত্র-২২: ঋণ বা অন্য সহায়তায় নারীর ব্যবসা বা কর্মসংস্থান সম্পর্কে মতামত

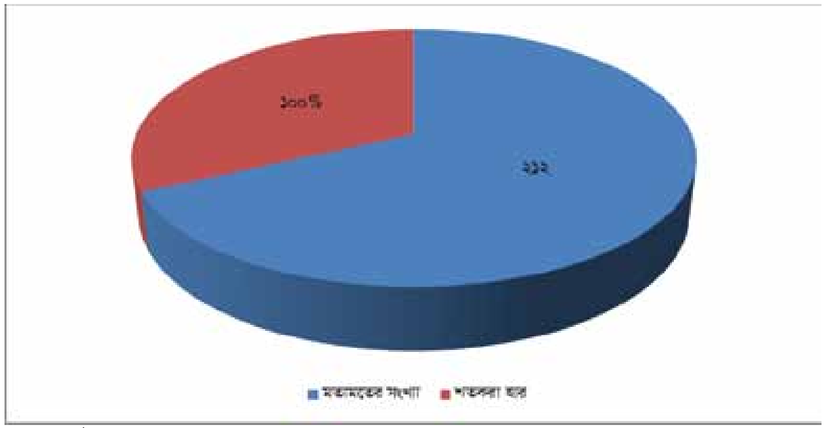

(উৎস: মাঠ সমীক্ষা, ২০২০)

লেখচিত্র -২৩: সমিতিতে সদস্য হওয়ার জন্য নারীর সম্মানিতবোধ হওয়া সম্পর্কে মতামত

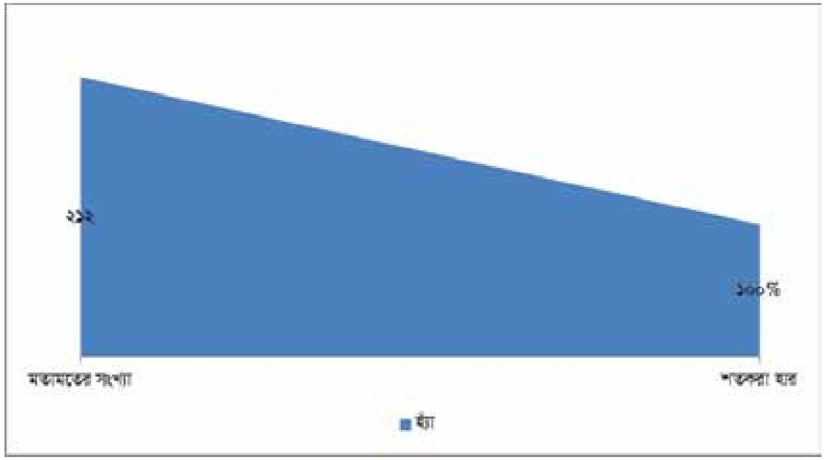

(উৎস: মাঠ সমীক্ষা, ২০২০)

৪.০৫.০৭: সমিতিতে সম্পৃক্তিতে নারীর সম্মানিতবোধ হওয়ার ধরণ

সমবায় সমিতিতে নারীর সম্পৃক্তি তাদের কিভাবে সম্মানিত করেছে এর ধরণ সম্পর্কে গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত পুরুষ সমবায়ীগণ ১০টি মতামত প্রদান করেন, যা ৩৬ নং সারণিতে সংযুক্ত রয়েছে। সবচেয়ে বেশি সংখ্যক উত্তরদাতা (১৯%) 'সচেতন ও স্বাবলম্বী হওয়ায় সমাজে গুরুত্ব বৃদ্ধি', ১৫% উত্তরদাতা 'স্বাবলম্বী হওয়ায় পরিবারে মূল্যায়িত হওয়া', ১৪% উত্তরদাতা 'আর্থিকভাবে সহায়তা পাওয়ায় গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি', ১০% উত্তরদাতা 'পারিবারিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের সক্ষমতা বৃদ্ধি' এবং 'কর্মসংস্থানের সৃষ্টির ফলে সম্মান বৃদ্ধি' উল্লেখ করেন। এ ছাড়া নারীর অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটেছে (০৯%), মতামতের গুরুত্ব দেয়া (০৭%), নারীর আত্মমর্যাদা বৃদ্ধি (০৪%) ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করে এটি বলা যায় যে, নারীর ক্ষমতায়নে কিছু মানদণ্ড যেমন: অর্থনৈতিক সক্ষমতা বৃদ্ধি, সিদ্ধান্ত গ্রহণ সক্ষমতা বৃদ্ধি, পরিবারে গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি ইত্যাদিতে পুরুষ সমবায়ীর মতামত ইতিবাচক। এটি পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীর প্রতি দৃষ্টিভঙ্গির একটি ইতিবাচক পরিবর্তনের ইঙ্গিত বহন করে। যেখানে সমবায়ের অবদান অনস্বীকার্য।

ঠিক একই ধরনের মনোভাব পুরুষ সদস্যগণ নারী সমবায়ীর ক্ষেত্রে তাদের সমিতিতে সম্পৃক্ত হওয়ার সাথে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ক্ষমতার সম্পর্ক নিয়ে পোষণ করেন। নিচের লেখচিত্র ৩৬ তে উপস্থাপিত তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, ৯৯% পুরুষ সমবায়ী মনে করেন, সমবায় সমিতিতে সম্পৃক্ত হওয়ার ফলে নারী সমবায়ীর সিদ্ধান্ত গ্রহণ ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে। পুরুষের এ ধরনের মূল্যায়ন পরিবারে বা সমাজে এক ধরনের ইতিবাচক প্রভাব রয়েছে বলে ধরা যায়। নারীর ক্ষমতায়নে পুরুষের এ ধরনের মতামত যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ।

সারণি-৩৬: সমিতিতে সম্পৃক্তিতে নারীর সম্মানিতবোধ হওয়ার ধরণ সম্পর্কে মতামত

সম্মানিতবোধ হওয়ার ধরণ	মতামতের সংখ্যা	শতকরা হার
সচেতন ও স্বাবলম্বী হওয়ায় সমাজে গুরুত্ব বৃদ্ধি	৪০	১৯
স্বাবলম্বী হওয়ায় পরিবারে মূল্যায়িত হওয়া	৩১	১৫
আর্থিকভাবে সহায়তা পাওয়ায় গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি	২৯	১৪
পারিবারিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের সক্ষমতা বৃদ্ধি	২২	১০
কর্মসংস্থানের সৃষ্টির ফলে সম্মান বৃদ্ধি	২১	১০
অর্থনৈতিক উন্নয়ন হয়েছে	১৯	০৯
মতামতের প্রতি গুরুত্ব বৃদ্ধি	১৫	০৭
প্রয়োজনে সমিতি থেকে ঋণ গ্রহণের মাধ্যমে	১৪	০৭
প্রশিক্ষণ গ্রহণের মাধ্যমে	১৩	০৬
নারীর আত্মমর্যাদা বৃদ্ধি	০৮	০৪

(উৎস: মাঠ সমীক্ষা, ২০২০; গণসংখ্যা- ২১২, একাধিক উত্তর)

লেখচিত্র-২৪: সমিতির সদস্য হওয়ার সাথে নারীর সিদ্ধান্ত গ্রহণ ক্ষমতা বৃদ্ধি সম্পর্কে মতামত

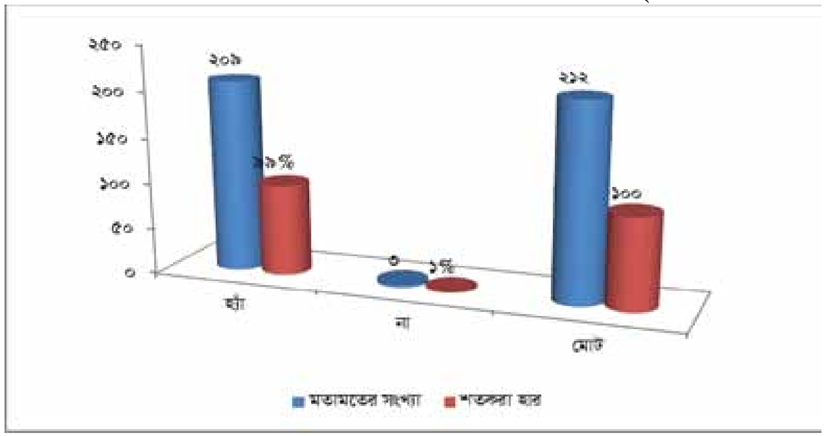

(উৎস: মাঠ সমীক্ষা, ২০২০)

৪.০৫.০৮: সমিতির নারী সদস্য কর্তৃক স্থানীয় সরকার বা জাতীয় নির্বাচনে অংশগ্রহণ

নারী সমবায় সমিতির ন্যায় পুরুষ প্রাধান্য সমবায় সমিতির ক্ষেত্রে নারী সদস্য কর্তৃক স্থানীয় সরকার বা জাতীয় নির্বাচনে অংশগ্রহণ সম্পর্কে প্রায় কাছাকাছি চিত্র পাওয়া যায়। নিচের সারণিতে সন্নিবেশিত তথ্য-উপাত্ত থেকে দেখা যায়, পুরুষ প্রাধান্য সমিতিতে ৩৪% উত্তরদাতা নারী সদস্য নির্বাচনে অংশগ্রহণে করেন বলে জানান। আর স্থানীয় সরকার বা জাতীয় নির্বাচনে অংশ নেয়া নারীর মধ্যে জয়ী হওয়া সম্পর্কে ২৭% উত্তরদাতা ইতিবাচক মতামত ব্যক্ত করেন। অর্থাৎ এ ২৭% মনে করেন নির্বাচনে অংশ নেয়া নারী সমবায়ী জয়ী হয়েছেন। নির্বাচনে অংশ নেয়া নারীর ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য মানদণ্ড। নারী সমবায়ীগণ নির্বাচনে অংশ নেয়ার মাধ্যমে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ নিশ্চিত হচ্ছে যা ইতিবাচক চিত্র বলে প্রতীয়মান।

সারণি-৩৭: জাতীয় বা স্থানীয় সরকার নির্বাচনে নারী সদস্যের অংশগ্রহণ ও জয়ী হওয়া সম্পর্কে মতামত

	প্রাপ্ত মতামতের ধরণ	মতামতের সংখ্যা	শতকরা হার
স্থানীয় সরকার বা জাতীয় নির্বাচনে অংশগ্রহণ	হ্যাঁ	৭৩	৩৪
	না	১৩৯	৬৬
	মোট	২১২	১০০
স্থানীয় সরকার বা জাতীয় নির্বাচনে অংশ নিয়ে জয়ী	হ্যাঁ	৫৮	২৭
	না	১৫৪	৭৩
	মোট	২১২	১০০

(উৎস: মাঠ সমীক্ষা, ২০২০)

৪.০৫.০৯: সমিতির মাধ্যমে নারী সদস্যের আর্থিক উন্নয়ন

সমিতির মাধ্যমে নারী সদস্যের আর্থিক উন্নয়নের বিষয়ে শতভাগ পুরুষ সমবায়ী মনে করেন যে, এতে নারী সদস্যের আর্থিক উন্নয়ন ঘটেছে যা নিচের লেখচিত্রে সন্নিবেশিত হয়েছে।

লেখচিত্র-২৫: সমিতির মাধ্যমে নারী সদস্যের আর্থিক উন্নয়ন হওয়া সম্পর্কে মতামত

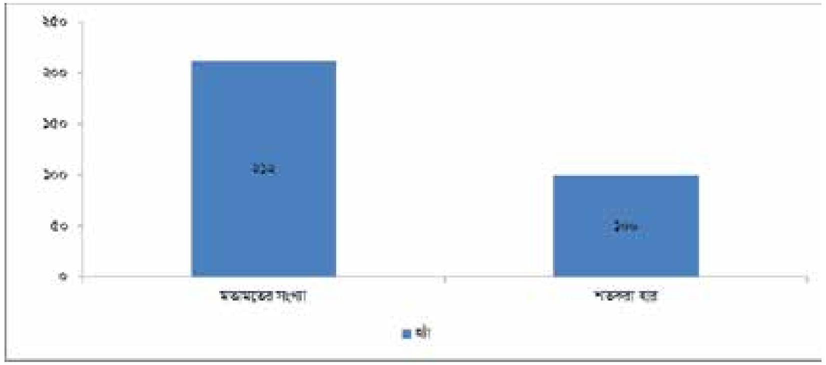

(উৎস: মাঠ সমীক্ষা, ২০২০)

৪.০৫.১০: সমিতির সদস্য হিসেবে নারীর প্রাপ্ত সুবিধা

পুরুষ প্রাধান্য সমিতি থেকে নারী সদস্যদের বিভিন্ন ধরনের সুবিধা প্রদান করা হয়ে থাকে। নিচের সারণি থেকে দেখা যায়, সবচেয়ে বেশি সংখ্যক উত্তরদাতা (৮৯%) ঋণ সুবিধা প্রদানের কথা বলেন যেখানে ৫৫% উত্তরদাতা পুরুষ সমবায়ী প্রশিক্ষণ প্রদানের কথা বলেন। এর পাশাপাশি শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের কথা বলেন ১১% উত্তরদাতা, আর্থিক সুবিধা, বিশেষ অনুদান ও এককালীন সঞ্চয় প্রদানের কথা বলেন ১০% উত্তরদাতা। অর্থাৎ সমিতির সদস্য হিসেবে নারী সমবায়ীদেরকে বঞ্চিত করা হয় না।

সারণি-৩৮: সমিতির সদস্য হিসেবে নারীর প্রাপ্ত সুবিধা সম্পর্কে মতামত

প্রাপ্ত সুবিধা	মতামতের সংখ্যা	শতকরা হার
ঋণ	১৮৮	৮৯
প্রশিক্ষণ	১১৬	৫৫
শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সেবা	২৪	১১
আর্থিক সুবিধা, বিশেষ অনুদান ও এককালীন সঞ্চয়	২১	১০
শিক্ষা বৃত্তি	১২	০৬
বিভিন্ন ধরনের পণ্য ও সেবা (গভীর নলকূপ)	০৮	০৪
শীতবস্ত্র ও সেলাই মেশিন	০৯	০৪

(উৎস: মাঠ সমীক্ষা, ২০২০; গণসংখ্যা- ২১২, একাধিক উত্তর)

৪.০৫.১১: সমিতির সদস্য হিসেবে নারীর আত্ম-কর্মসংস্থান

সমিতির সদস্য হিসেবে নারীর আত্ম-কর্মসংস্থান সম্পর্কে গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত পুরুষ সমবায়ীগণের ৯৯% মনে করেন যে, নারী সদস্যের আত্ম-কর্মসংস্থান হয়েছে যা নিচের লেখচিত্র থেকে পাওয়া যায়। অর্থাৎ, নারীরা শুধুমাত্র ঘরের কাজে আর আবদ্ধ নয়- নিজেদের কর্মের সংস্থান তারা করতে সক্ষম হচ্ছেন। যার ধারণা পুরুষ সমবায়ীগণের মতামতে সুস্পষ্ট। এটি নারীর ক্ষমতায়নের একটি ইতিবাচক দিক বলে মনে হয়।

লেখচিত্র-২৬: সমিতির সদস্য হিসেবে নারীর আত্ম-কর্মসংস্থান হওয়া সম্পর্কে মতামত

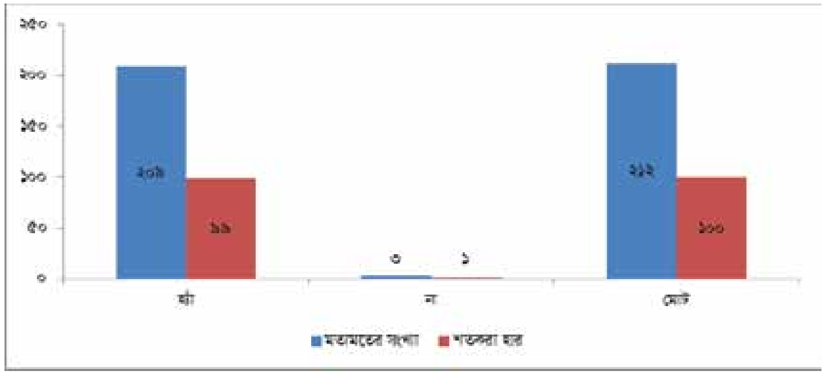

(উৎস: মাঠ সমীক্ষা, ২০২০)

৪.০৫.১২: সমিতির সদস্য হওয়ার পর নারী সদস্যের আয় বৃদ্ধি

সমিতির পুরুষ সদস্য হিসেবে গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত পুরুষ সমবায়ীগণ মনে করেন সমিতির সদস্য হওয়ার পর নারী সদস্যের আয় বৃদ্ধি পেয়েছে। আর এটি মনে করেন ৯৯% উত্তরদাতা। সর্বোচ্চ মাসিক আয় কোনো কোনো নারী সদস্যের ২০,০০০ টাকা এবং সর্বনিম্ন ৫০০ টাকা বেড়েছে বলে তারা মতামত ব্যক্ত করেন। আর প্রাপ্ত উত্তরের গড় করলে সদস্য প্রতি গড় মাসিক আয় বৃদ্ধির পরিমাণ দাঁড়ায় ৫,৬৯২ টাকা। অর্থাৎ, নিচের সারণি থেকে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করে দেখা যায়,

নারীর সমবায় সমিতি নারীর অর্থনৈতিক সম্পদে প্রবেশাধিকার ঘটিয়েছে। নারীর আয় বৃদ্ধি হওয়া মানে তার নিজের জীবনের পরিবর্তন ঘটছে। এ পরিবর্তন ক্রমাগতভাবে নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন ঘটাচ্ছে। আর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন হলে নারীর অন্যান্য সক্ষমতাও বাড়ে। ফলে এ দিক থেকে চিন্তা করে বলা যায়, সমবায় সমিতি নারী সার্বিক ক্ষমতায়নে ভূমিকা রাখছে। বিষয়টি নিচের লেখচিত্রে ৩৯ উপস্থাপিত তথ্যও মিলে যায় যেখানে গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্তে দেখা যায় বেশির ভাগ (৯৯%) পুরুষ সমবায়ী সমিতির সদস্য হিসেবে পরিবারে বা সমাজে নারীরা আর্থিকভাবে ক্ষমতায়িত হয়েছেন বলে মতামত ব্যক্ত করেন।

সারণি-৩৯: সমিতির সদস্য হওয়ার পর নারীর আয় বৃদ্ধি হওয়া সম্পর্কে মতামত

প্রাপ্ত মতামত	মতামতের সংখ্যা	শতকরা হার
হ্যাঁ	২০৯	৯৯
না	০৩	০১
সর্বোচ্চ মাসিক বৃদ্ধি	২০,০০০ টাকা	-
সর্বনিম্ন মাসিক বৃদ্ধি	৫০০ টাকা	-
সদস্য প্রতি গড় মাসিক আয় বৃদ্ধি	৫,৬৯২ টাকা	-

(উৎস: মাঠ সমীক্ষা, ২০২০)

লেখচিত্র-২৭: সমিতির সদস্য হিসেবে পরিবারে/ সমাজে নারীর আর্থিকভাবে ক্ষমতায়িত হওয়া সম্পর্কে মতামত

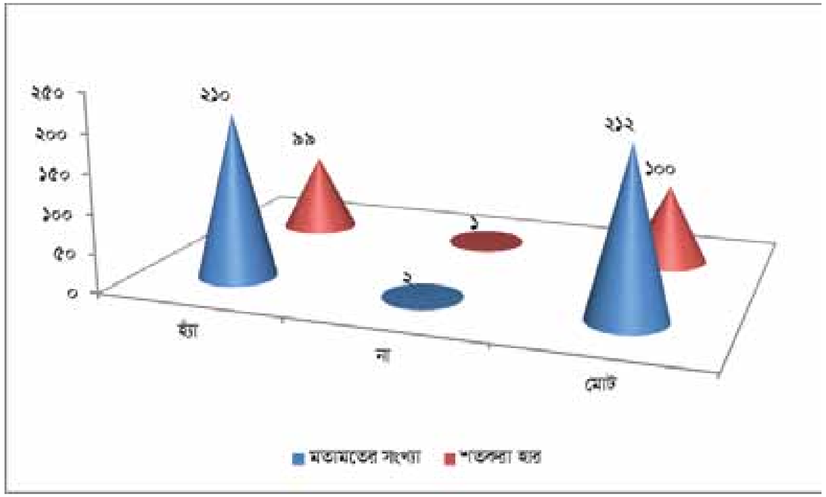

(উৎস: মাঠ সমীক্ষা, ২০২০)

৪.০৫.১৩: নারী সদস্যের আর্থিক ও সামাজিক উন্নয়নে সমবায় সমিতির অবদান

গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত পুরুষ সমবায়ীগণের সবাই মনে করেন নারী সদস্যের আর্থিক ও সামাজিক উন্নয়নে সমবায় সমিতির অবদান রয়েছে। তবে অবদানের মাত্রগত ভিন্নতা রয়েছে যা নিচের লেখচিত্রে তুলে ধরা হয়েছে। প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্তে দেখা যায়, শতভাগ অবদান রয়েছে মনে করেন ১৯% উত্তরদাতা, অত্যন্ত বেশি বলেন ২৪%, যথেষ্ট বলেন ৩৪% এবং সন্তোষজনক বলেন ২৩% উত্তরদাতা। অর্থাৎ, সমবায় সমিতির নারীর ক্ষমতায়নে অবদান রয়েছে।

লেখচিত্র-২৮: নারী সদস্যের আর্থিক ও সামাজিক উন্নয়নে সমবায় সমিতির অবদান সম্পর্কে মতামত

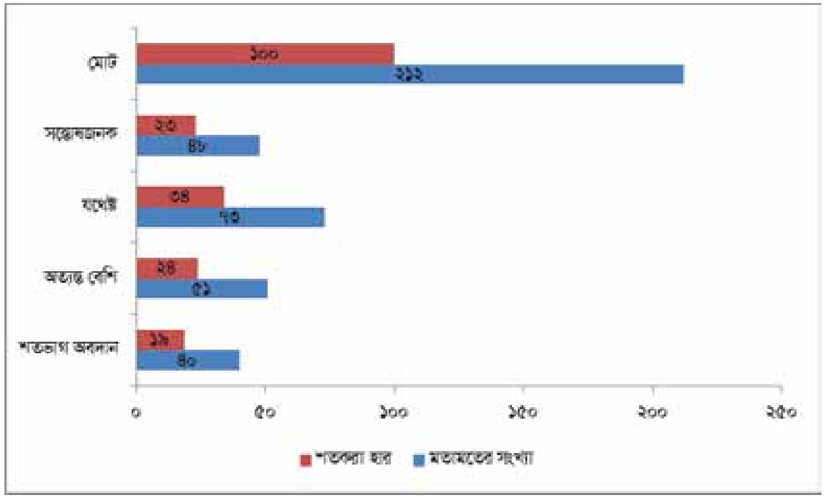

(উৎস: মাঠ সমীক্ষা, ২০২০)

৪.০৫.১৪: নারী সদস্যের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সমবায় বিভাগ/ সমবায় অফিসের অবদান

নারী সদস্যের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সমবায় বিভাগ/ সমবায় অফিসের অবদান কতটুকু তার উত্তরে পুরুষ সমবায়ীগণের শতভাগ মনে করেন যে অবদান রয়েছে যা নিচের লেখচিত্রে তুলে ধরা হয়েছে। তবে এর মাত্রাগত ভিন্নতা রয়েছে। ১২% উত্তরদাতা শতভাগ অবদানের কথা বলেন, অত্যন্ত বেশি বলেন ১৩% উত্তরদাতা, যথেষ্ট বলেন ৩৪% উত্তরদাতা, সন্তোষজনক মনে করেন ৩৯% উত্তরদাতা আর সন্তোষজনক নয় মনে করেন মাত্র ২% উত্তরদাতা। অর্থাৎ, সমবায় বিভাগ/ সমবায় অফিসের আরো বেশি করে অবদান রাখার সুযোগ রয়েছে বলে মনে হয়।

লেখচিত্র-২৯: নারী সদস্যের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সমবায় বিভাগ/সমবায় অফিসের অবদান সম্পর্কে মতামত

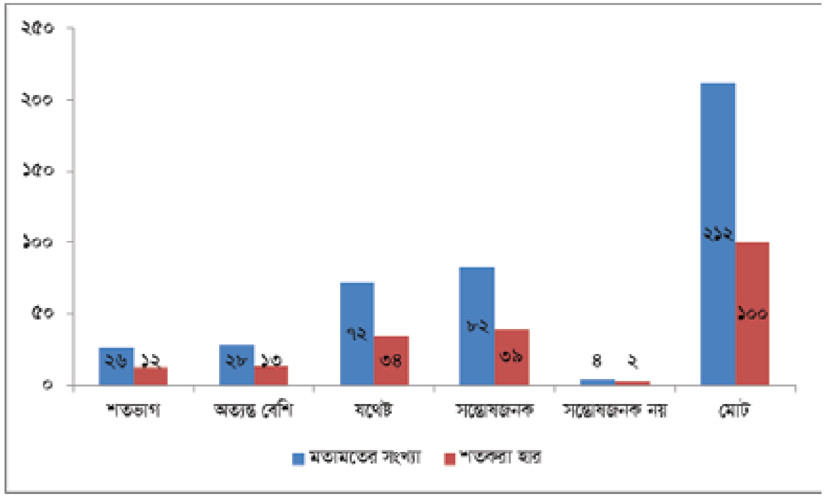

(উৎস: মাঠ সমীক্ষা, ২০২০)

৪.০৫.১৫: উৎপাদনমুখী কর্মকাণ্ডে নারী সদস্যের সম্পৃক্তি

নারী সমবায়ীদের উৎপাদনমুখী কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্তির ক্ষেত্রে পুরুষ সদস্যের বেশির ভাগ (৮৬%) উত্তরদাতা সম্পৃক্ত বলে মতামত ব্যক্ত করেন। আর অবশিষ্ট ১৪% মনে করেন যে নারীরা সম্পৃক্ত নয়।

লেখচিত্র-৩০: উৎপাদনমুখী কর্মকাণ্ডে নারী সদস্যের সম্পৃক্তি সম্পর্কে মতামত

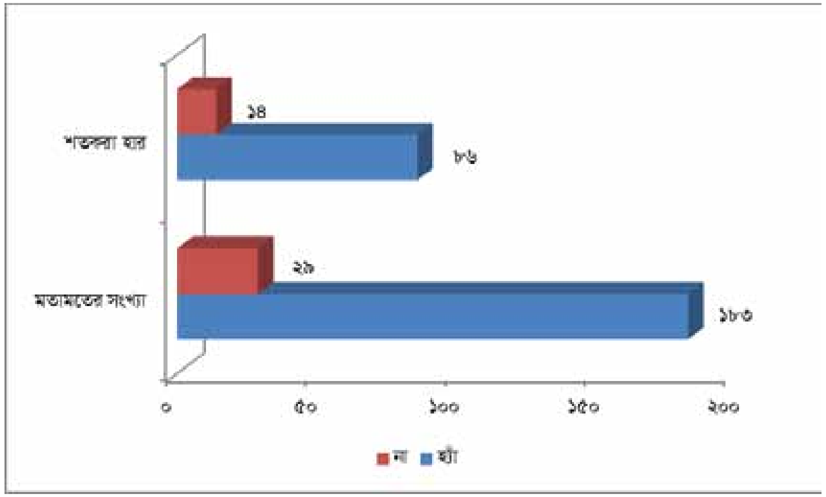

(উৎস: মাঠ সমীক্ষা, ২০২০)

৪.০৫.১৬: নারী সদস্য কর্তৃক উৎপাদিত পণ্যের ধরণ

যেসব পুরুষ উত্তরদাতা (১৮৩ জন) মনে করেন যে নারী সমবায়ী উৎপাদনমুখী কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত তারা উৎপাদিত পণ্য সম্পর্কে ধারণা ব্যক্ত করেন। নিচের সারণিতে দেখা যায় ১৩টি পণ্যের ধরনের কথা উল্লেখ করেন। সবচেয়ে বেশি সংখ্যক উত্তরদাতা (৬২%) ভাগ করে গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগি উৎপাদনের কথা বলেন যেখানে কুটির, ক্ষুদ্র/হস্ত শিল্প পণ্য (বেত, মুড়া, নকশি কাঁথা, শিতল পাটি) এর কথা বলেন ৩০% উত্তরদাতা এবং সেলাই কাজ ও কৃষি কাজের কথা বলেন যথাক্রমে ১৯% ও ১৪% উত্তরদাতা। আরো অন্যান্য উৎপাদিত পণ্যে মধ্যে শাক সবজি (১৩%), তৈরি পোশাক (১৩%), ব্লক-বাটিক (১২%) এবং মাছ (১০%) উল্লেখযোগ্য। নিচের সারণি থেকে এটি স্পষ্ট যে, নারীরা শুধুমাত্র ঘরের কাজে আবদ্ধ নয়, তারা পুরুষের কাজও করতে সক্ষম। বিষয়টি নারীর ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে ইতিবাচক বলে প্রতীয়মান।

সারণি-৪০: নারী সদস্য কর্তৃক উৎপাদিত পণ্যের ধরণ সম্পর্কে মতামত

উৎপাদিত পণ্যে ধরণ	মতামতের সংখ্যা	শতকরা হার
গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগি উৎপাদন	১১৩	৬২
কুটির, ক্ষুদ্র/হস্ত শিল্প পণ্য (বেত, মুড়া, নকশি কাঁথা, শিতল পাটি)	৫৫	৩০
সেলাই কাজ	৩৫	১৯
কৃষি কাজ	২৬	১৪
শাকসবজি	২৪	১৩
পোশাক তৈরি	২৪	১৩
ব্লক-বাটিক	২১	১২
মাছ চাষ	১৯	১০
শো-পিচ	১৭	০৯
চটের ও শপিং ব্যাগ, কাগজের ঠোঙ্গা	১৬	০৯
কাঁকড়া ও জুম চাষ, কবুতর পালন	১৪	০৮
তাঁত শিল্প (গামছা, চাদর, লুঙ্গি, কম্বল)	১৩	০৭
মাটির তৈরি বিভিন্ন পণ্য (মৃৎ শিল্প)	১২	০৭

(উৎস: মাঠ সমীক্ষা, ২০২০; গণসংখ্যা- ১৮৩, একাধিক উত্তর)

৪.০৫.১৭: নারী সদস্যের ব্যবসায়িক উদ্যোগে সম্পৃক্তি

গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত বেশির ভাগ পুরুষ উত্তরদাতা (৭৯%) মনে করেন যে নারী সমবায়ীগণ ব্যবসায়িক উদ্যোগে সম্পৃক্ত রয়েছেন আর ২১% উত্তরদাতা মনে করেন যে, নারী সদস্যগণ ব্যবসায়িক উদ্যোগে সম্পৃক্ত নয় যা ৩১ নং লেখচিত্রে তুলে ধরা হয়েছে।

লেখচিত্র-৩১: ব্যবসায়িক উদ্যোগে নারী সদস্যের সম্পৃক্তি সম্পর্কে মতামত

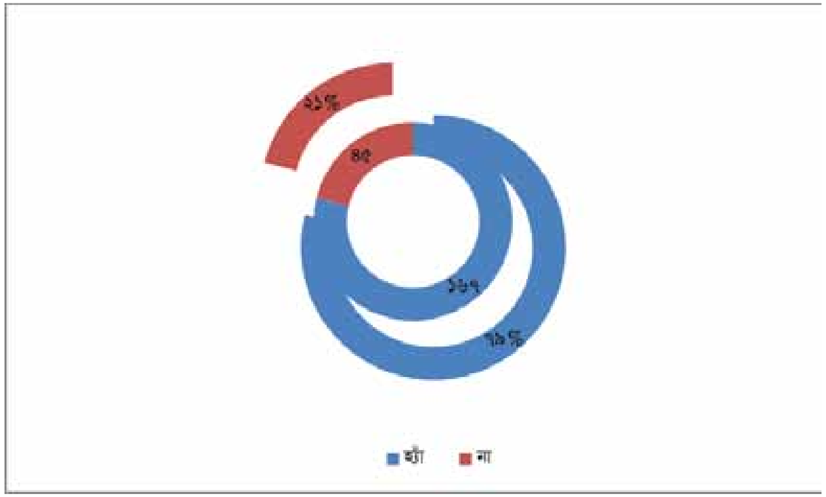

(উৎস: মাঠ সমীক্ষা, ২০২০; গণসংখ্যা-২১২)

৪.০৫.১৮: নারী সদস্যদের ব্যবসায়িক উদ্যোগ থেকে সেবা প্রদানের ধরণ

নারী সদস্যের ব্যবসায়িক উদ্যোগ থেকে ০৭ ধরনের সেবা প্রদান করা হয় বলে পুরুষ উত্তরদাতাগণ জানান। এতে দেখা যায়, সবচেয়ে বেশি সংখ্যক উত্তরদাতা (৪০%) ব্যবসা সেবা প্রদানের কথা বলেন যেখানে ২৮% উত্তরদাতা গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগি উৎপাদন, ২৬% উত্তরদাতা টেইলরিং ও পোশাক উৎপাদন, ১৭% উত্তরদাতা হস্ত (বাঁশ, বেত, শপিং ব্যাগ), তাঁত, মৃৎ ও কুটির শিল্পজাত দ্রব্যাদি উৎপাদন, ১৬% উত্তরদাতা কৃষি, শাক-সবজি ও মৎস্য উৎপাদন, ১০% উত্তরদাতা নকশি কাঁথা উৎপাদন এবং ০৮% উত্তরদাতা ব্লক-বাটিক/বুটিকস এর কথা উল্লেখ করেন।

সারণি-৪১: নারী সদস্যদের ব্যবসায়িক উদ্যোগ থেকে সেবা প্রদান সম্পর্কে মতামত

সেবার ধরণ	মতামতের সংখ্যা	শতকরা হার
ব্যবসা	৬৬	৪০
গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগি উৎপাদন	৪৭	২৮
টেইলরিং ও পোশাক উৎপাদন	৪৩	২৬
হস্ত (বাঁশ, বেত, শপিং ব্যাগ), তাঁত, মৃৎ ও কুটির শিল্পজাত দ্রব্যাদি উৎপাদন	২৯	১৭
কৃষি, শাক-সবজি ও মৎস্য উৎপাদন	২৭	১৬
নকশি কাঁথা উৎপাদন	১৭	১০
ব্লক-বাটিক/বুটিকস	১৩	০৮

(উৎস: মাঠ সমীক্ষা, ২০২০; গণসংখ্যা-১৬৭, একাধিক উত্তর)

৪.০৫.১৯: নারী সদস্যের উৎপাদনমুখী কর্মকাণ্ড/ ব্যবসায়িক উদ্যোগের পরিকল্পনা গ্রহণ

নারী সদস্যের উৎপাদনমুখী কর্মকাণ্ড/ ব্যবসায়িক উদ্যোগের পরিকল্পনা গ্রহণ সম্পর্কে পুরুষ সমবায়ীগণের বেশির ভাগ (৮২%) উত্তরদাতা ইতিবাচক মন্তব্য করেন। আর অবশিষ্ট ১৮% উত্তরদাতা নেতিবাচক মতামত ব্যক্ত করেন, যা নিচের সারণিতে দেখা যায়।

সারণি-৪২: নারী সদস্যের উৎপাদনমুখী কর্মকাণ্ড/ ব্যবসায়িক উদ্যোগের পরিকল্পনা গ্রহণ সম্পর্কে মতামত

পরিকল্পনা গ্রহণ	মতামতের সংখ্যা	শতকরা হার
হ্যাঁ	১৭৪	৮২
না	৩৮	১৮
মোট	২১২	১০০

(উৎস: মাঠ সমীক্ষা, ২০২০)

৪.০৫.২০: নারী সদস্যের উৎপাদনমুখী কর্মকাণ্ড/ ব্যবসায়িক উদ্যোগের পরিকল্পনার ধরণ

যে সব পুরুষ (১৭৪ জন) নারী সদস্যের উৎপাদনমুখী কর্মকাণ্ড/ ব্যবসায়িক উদ্যোগের পরিকল্পনার কথা সম্পর্কে ইতিবাচক মতামত ব্যক্ত করেন তারা নারীদের উৎপাদনমুখী/ ব্যবসায়িক পরিকল্পনার ০৯টি ধরনের কথা উল্লেখ করেন, যা ৪৩ নং সারণিতে সন্নিবেশিত হয়েছে। সবচেয়ে বেশি সংখ্যক উত্তরদাতা (৪৯%) গবাদি পশু ও হাঁস-মুরগি পালনের কথা বলেন, ৪৩% কৃষি, মৎস্য ও সবজি চাষাবাদ, ২৩% ব্যবসা, ২০% সেলাই প্রকল্প এবং ১০% কাপড় তৈরি ও ব্লক-বুটিক/বাটিকস এর কথা উল্লেখযোগ্য। এসব উৎপাদনমুখী/ ব্যবসায়িক উদ্যোগ বাস্তবায়ন হলে নারী সমবায়ীদের ক্ষমতায়ন আরো সুদৃঢ় হবে।

সারণি-৪৩: নারী সদস্যের উৎপাদনমুখী/ ব্যবসায়িক উদ্যোগের পরিকল্পনার ধরণ সম্পর্কে মতামত

পরিকল্পনার ধরণ	মতামতের সংখ্যা	শতকরা হার
গবাদি পশু ও হাঁস-মুরগি পালন	৮৫	৪৯
কৃষি, মৎস্য ও সবজি চাষাবাদ	৭৪	৪৩
ব্যবসা	৪০	২৩
সেলাই প্রকল্প	৩৪	২০
কাপড় তৈরি ও ব্লক-বুটিক্স/বাটিকস	১৮	১০
কুটির শিল্প	১৪	০৮
ব্যাগ, টুপি তৈরি	১৩	০৭
হস্ত শিল্প	০৭	০৪
বিউটি পার্লার	০৭	০৪

(উৎস: মাঠ সমীক্ষা, ২০২০; গণসংখ্যা-১৭৪, একাধিক উত্তর)

৪.০৫.২১: নারীদের সমিতির সদস্য হওয়ার ক্ষেত্রে কোন বাধা বা বিশেষ শর্ত

নারীদের সমবায় সমিতির সদস্য হওয়ার ক্ষেত্রে কোন ধরনের বাধা বা বিশেষ শর্ত নেই বলে জানান ৯৬% পুরুষ উত্তরদাতা। আর মাত্র ০৪% উত্তরদাতা বাধা রয়েছে বলে মনে করেন। যা ৩২ নং লেখচিত্রে উপস্থাপিত হয়েছে। এ তথ্য থেকে এটি বলা যায় যে, পুরুষের দৃষ্টিভঙ্গির ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটেছে।

লেখচিত্র-৩২: নারীদের সমিতির সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্তিতে কোন বাধা বা বিশেষ শর্ত থাকা সম্পর্কে মতামত

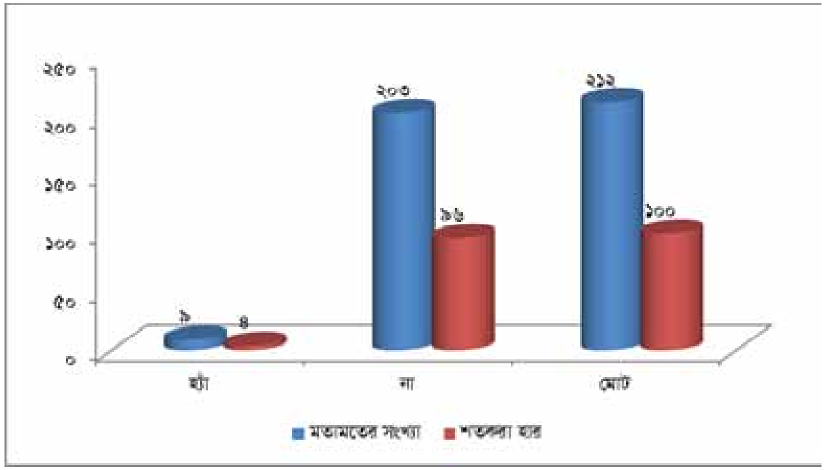

(উৎস: মাঠ সমীক্ষা, ২০২০)

৪.০৫.২২: নারীদের সমিতির সদস্য হওয়াতে বাধার ধরণ

যে ০৯ জন উত্তরদাতা মনে করেন যে, নারীর সমবায় সমিতির সদস্য হওয়াতে বাধা রয়েছে তারা বাধার ধরণ সম্পর্কে মতামত ব্যক্ত করেন। ৩৩% উত্তরদাতা 'অভিভাবকদের সম্মতি লাগে', 'বয়সের সীমাবদ্ধতা আছে' এবং 'এলাকার সীমাবদ্ধতা আছে' বলে উল্লেখ করেন। যা ৪৪ নং সারণিতে সন্নিবেশিত হয়েছে।

সারণি-৪৪: নারীদের সমিতির সদস্য হওয়াতে বাধার ধরণ সম্পর্কে মতামত

বাধার ধরণ	মতামতের সংখ্যা	শতকরা হার
অভিভাবকদের সম্মতি লাগে	০৩	৩৩
বয়সের সীমাবদ্ধতা আছে	০৩	৩৩
এলাকার সীমাবদ্ধতা আছে	০৩	৩৩
স্বামীকে অভিভাবক হতে হবে	০১	১১
সামাজিক	০১	১১
ধর্মীয়	০১	১১
পারিবারিকভাবে	০১	১১

(উৎস: মাঠ সমীক্ষা, ২০২০; গণসংখ্যা-০৯, একাধিক উত্তর)

৪.০৫.২৩: নারী সদস্যের ক্ষেত্রে স্বামী বা পরিবারের লোকের আপত্তি

সমবায় সমিতিতে সম্পৃক্ত হওয়ায় নারী সদস্যের ক্ষেত্রে স্বামী বা পরিবারের লোকের কোনো ধরনের আপত্তি নেই বলে জানান ৯৮% পুরুষ উত্তরদাতা। অবশিষ্ট মাত্র ০২% আপত্তি রয়েছে বলে মনে করেন। এটিও একটি ইতিবাচক মানসিকতার বহিঃপ্রকাশ বলে ধরে নেয়া যায়।

সারণি-৪৫: নারী সদস্যের ক্ষেত্রে স্বামী বা পরিবারের লোকের আপত্তি সম্পর্কে মতামত

প্রাপ্ত মতামত	মতামতের সংখ্যা	শতকরা হার
হ্যাঁ	০৫	০২
না	২০৭	৯৮
মোট	২১২	১০০

৪.০৫.২৪: স্ত্রী নিজের সমিতির সদস্য সম্পর্কিত তথ্য

গবেষণার অন্তর্ভুক্ত বেশির ভাগ (৭৩%) পুরুষ সমবায়ী নিজের স্ত্রীকে সমিতির সদস্য করিয়েছেন এবং অবশিষ্ট ২৭% নিজের স্ত্রীকে সদস্য করেননি। আর উত্তরদাতার প্রায় সকলে (৯৮%) নিজের স্ত্রীকে সমিতির সদস্য হিসেবে চান বলে নিচের লেখচিত্র ৩৩ এ উঠে এসেছে। মাত্র ২% পুরুষ সমবায়ী তার নিজের স্ত্রীকে সমিতির সদস্য হিসেবে চান না। এ তথ্য খুবই ইতিবাচক বিশেষ করে নারীর ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে। এখানে পুরুষের ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়।

লেখচিত্র-৩৩: স্ত্রী নিজের সমিতির সদস্য কিনা সে সম্পর্কে মতামত

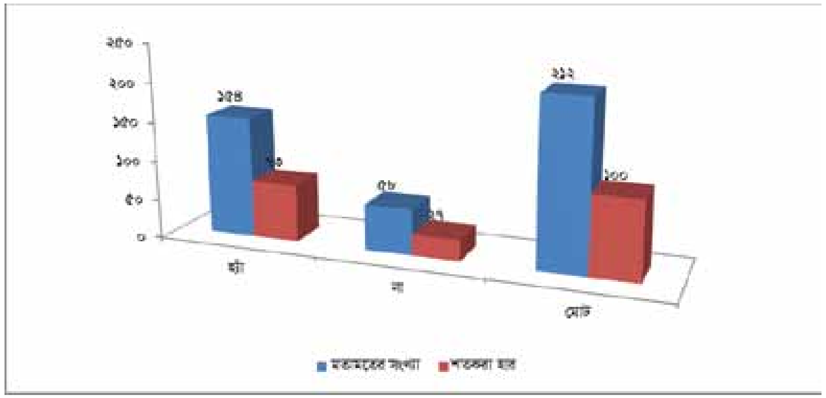

(উৎস: মাঠ সমীক্ষা, ২০২০)

লেখচিত্র-৩৪: স্ত্রী সমিতির সদস্য হতে স্বামীর চাওয়া সম্পর্কে মতামত

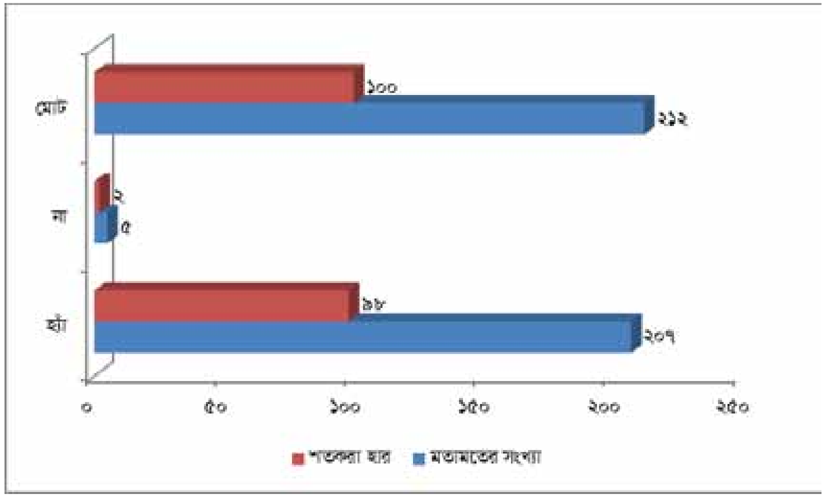

(উৎস: মাঠ সমীক্ষা, ২০২০)

৪.০৫.২৫: স্ত্রী নিজের সমিতির সদস্য না হওয়ার কারণ

যে সমস্ত পুরুষ সমবায়ীর (৫৮ জন) স্ত্রী সমিতির সদস্য হন নাই কারণ সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক উত্তরদাতা (২৪%) পারিবারিক কারণ যেখানে ২২% উত্তরদাতা 'প্রয়োজন মনে করি নাই/ইচ্ছে নাই', ১২% অবিবাহিত হওয়ার কারণের কথা উল্লেখ করেন। এ ছাড়া অন্যান্য কারণের কথা নিচের সারণিতে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে সবচেয়ে বেশির ভাগ উত্তরদাতা কোনো মতামত ব্যক্ত করেননি যার হার ২৯%।

সারণি-৪৬: স্ত্রী নিজের সমিতির সদস্য না হওয়ার কারণ সম্পর্কে মতামত

কারণ	মতামতের সংখ্যা	শতকরা হার
পারিবারিক কারণ	১৪	২৪
প্রয়োজন মনে করি নাই/ইচ্ছে নাই	১৩	২২
নিজে অবিবাহিত হওয়ার কারণে	০৭	১২
পেশাজীবী সমিতি হওয়ার কারণে সদস্য হয় নাই	০৩	০৫
অসুস্থতা ও সামাজিক কারণে	০৩	০৫
ব্যক্তিগত কারণে	০৩	০৫
মন্তব্য নাই	১৭	২৯

(উৎস: মাঠ সমীক্ষা, ২০২০; গণসংখ্যা-৫৮, একাধিক উত্তর)

৪.০৫.২৬: সমবায়ে নারীর সদস্য হওয়ার ক্ষেত্রে বাধার ধরণ

সমবায়ে নারীর সদস্য হওয়ার ক্ষেত্রে বাধার ধরণ নিয়ে উত্তরদাতাগণের সবচেয়ে বেশি সংখ্যায় (৬০%) কোনো ধরনের মতামত প্রদান করেননি। যারা মতামত প্রদান করেন তাদের মধ্যে ২৩% উত্তরদাতা সামাজিক বাধা, ২২% পারিবারিক বাধা, ১৫% ধর্মীয় বাধা ও ৪% স্বামীর বাধার কথা উল্লেখ করেন। অর্থাৎ নিচের সারণিতে উল্লিখিত বাধাগুলোকে কাটিয়ে তুলতে হবে। এসব বাধাগুলো কাটাতে যথাযথ পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করতে হবে।

সারণি-৪৭: সমবায়ে নারীর সদস্য হওয়ার বাধার ধরণ সম্পর্কে মতামত

বাধার ধরণ	মতামতের সংখ্যা	শতকরা হার
সামাজিক	৪৯	২৩
পারিবারিক বাধা	৪৬	২২
ধর্মীয় বাধা	৩১	১৫
স্বামীর বাধা	০৯	০৪
উত্তর নেই	১২৮	৬০

(উৎস: মাঠ সমীক্ষা, ২০২০; গণসংখ্যা-২১২, একাধিক উত্তর)

৪.০৫.২৭: সমবায়ে নারীর সদস্য হওয়ার ক্ষেত্রে বাধার ক্ষেত্র

যেসব উত্তরদাতা (৮৪ জন) সমবায়ে নারীর সদস্য হওয়ার ক্ষেত্রে বাধার ধরণ নিয়ে মতামত প্রদান করেন। তারা কোন কোন ক্ষেত্রে বাধার সম্মুীন হতে হয় সে সম্পর্কে মত ব্যক্ত করেন। সবচেয়ে বেশি সংখ্যক উত্তরদাতা (৮১%) মনে করেন সদস্য হওয়ার ক্ষেত্রে, ১১% মনে করেন ব্যবস্থাপনা কমিটিতে যাওয়ার ক্ষেত্রে এবং ০৮% উত্তরদাতা সঞ্চয় জমা করার ক্ষেত্রে বাধা হওয়ার মতামত ব্যক্ত করেন। যা নিচের সারণিতে সন্নিবেশিত হয়েছে।

সারণি-৪৮: সমবায়ে নারী সদস্য হওয়ার ক্ষেত্রে বাধার ক্ষেত্র সম্পর্কে মতামত

বাধার ক্ষেত্র	মতামতের সংখ্যা	শতকরা হার
সদস্য হওয়ার	৬৮	৮১
কমিটিতে যাওয়ার	০৯	১১
সঞ্চয় জমা করার	০৭	০৮
মোট	৮৪	১০০

(উৎস: মাঠ সমীক্ষা, ২০২০)

৪.০৪.২৮: ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য হওয়ার ক্ষেত্রে নারী হিসেবে বাধা

ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য হওয়ার ক্ষেত্রে বেশির ভাগ পুরুষ সমবায়ী (৯৮%) বাধা নেই বলে মতামত দেন। আর অবশিষ্ট মাত্র ২% বাধা রয়েছে বলে মনে করেন। এখানেও পুরুষের ইতিবাচক মানসিকতাই স্পষ্ট হয়।

লেখচিত্র-৩৫: ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য হওয়ার ক্ষেত্রে নারী হিসেবে বাধা সম্পর্কে মতামত

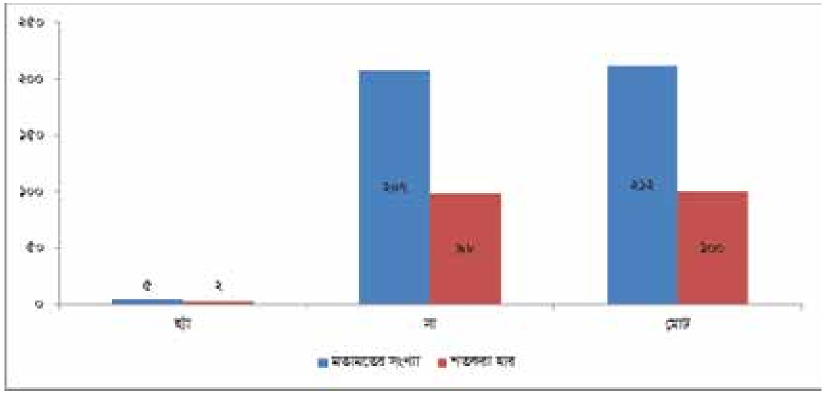

(উৎস: মাঠ সমীক্ষা, ২০২০)

৪.০৫.২৯: ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য হওয়ার ক্ষেত্রে নারী হিসেবে বাধার ধরণ

যেসব পুরুষ সমবায়ী (মাত্র ০৫ জন) মনে করেন যে ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য হওয়ার ক্ষেত্রে নারী হিসেবে বাধা রয়েছে তারা বাধার ধরণ সম্পর্কে মতামত ব্যক্ত করেন যা নিচের সারণিতে সংযুক্ত রয়েছে। সবচেয়ে বেশির ভাগ (৬০%) মনে করেন পারিবারিক বাধা, ৪০% বলেন শ্বশুর-শাশুড়ি থেকে বাধা আর ২০% বলেন সামাজিক বাধা রয়েছে।

সারণি-৪৯: ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য হওয়ার ক্ষেত্রে নারী হিসেবে বাধার ধরণসমূহ

বাধার ধরণ	মতামতের সংখ্যা	শতকরা হার
শ্বশুর -শাশুড়ি থেকে	০২	৪০
পারিবারিক	০৩	৬০
সামাজিক	০১	২০

(উৎস: মাঠ সমীক্ষা, ২০২০; গণসংখ্যা-৫, একাধিক উত্তর)

৪.০৫.৩০: সমবায়ের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়নে সম্ভাব্য বাধা

সমবায়ের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়নে সম্ভাব্য বাধা সম্পর্কে বেশির ভাগ পুরুষ সমবায়ী (৯৩%) কোনো বাধা নেই বলে মতামত ব্যক্ত করেন যেখানে ৭% উত্তরদাতা বাধা রয়েছে বলে মনে করেন যা ৩৬ নং লেখচিত্রে উপস্থাপিত হয়েছে।

লেখচিত্র-৩৬: সমবায়ের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়নে সম্ভাব্য বাধা সম্পর্কে মতামত

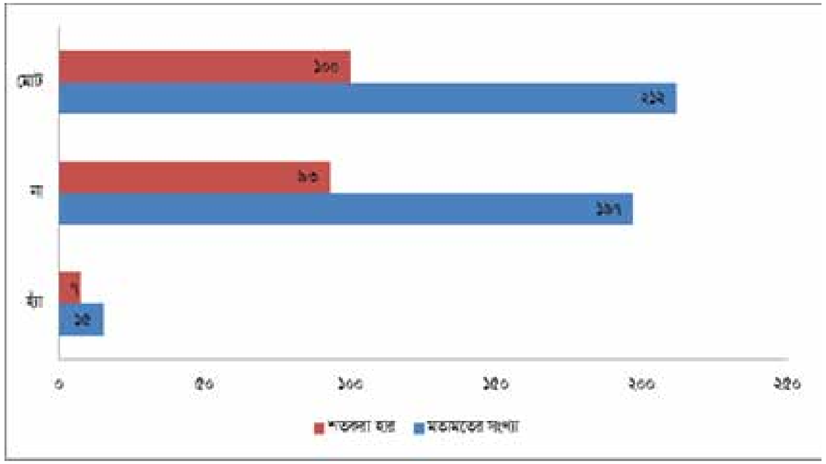

(উৎস: মাঠ সমীক্ষা, ২০২০)

৪.০৫.৩১: সমবায়ের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়নে সম্ভাব্য বাধার ধরণ

যেসব পুরুষ উত্তরদাতা (১৫ জন) সমবায়ের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়নে সম্ভাব্য বাধা রয়েছে বলে মনে করেন তারা এসব বাধার প্রকৃতি নিয়ে মতামত ব্যক্ত করেন। নিচের সারণিতে উপস্থাপিত তথ্য-উপাত্ত থেকে দেখা যায়, সবচেয়ে বেশি সংখ্যক উত্তরদাতা (৪৭%) সামাজিক বাধা, ৪০% পারিবারিক বাধা, ২০% ধর্মীয় বাধা, ১৩% শ্বশুর-শাশুড়ি থেকে বাধা সহ অন্যান্য বাধার স্বরূপের কথা বলেন। এসব বাধা উত্তোরণে কাজের সুযোগ রয়েছে।

সারণি-৫০: সমবায়ের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়নে সম্ভাব্য বাধার ধরণ সম্পর্কে মতামত

বাধার ধরণ	মতামতের সংখ্যা	শতকরা হার
সামাজিক	০৭	৪৭
পারিবারিক	০৬	৪০
ধর্মীয়	০৩	২০
শ্বশুর-শাশুড়ি	০২	১৩
দারিদ্র	০১	০৭
পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের অভাব	০১	০৭
শিক্ষা	০১	০৭

(উৎস: মাঠ সমীক্ষা, ২০২০; গণসংখ্যা-১৫, একাধিক উত্তর)

৪.০৫.৩২: সমবায়ের মাধ্যমে ব্যবসা করার ক্ষেত্রে নারীর বড় বাধার ধরণ

সমবায়ে যুক্ত হলে নারীর অর্থনৈতিক নানা কর্মকাণ্ডে যুক্ত হওয়ার সুযোগ অবারিত থাকে যার মধ্যে ব্যবসা পরিচালনা করা অন্যতম। যদি কোনো নারী সদস্য ব্যবসা করতে চায় তবে সেক্ষেত্রে যেসব বাধা রয়েছে বলে পুরুষ সমবায়ী মনে করেন তা নিচের সারণিতে দেয়া হয়েছে। সবচেয়ে বেশি সংখ্যক উত্তরদাতা (৩২%) নারী সমবায়ীর বাধা হিসেবে পুঁজি/ মূলধনের অপ্রতুলতা এবং ২০% উত্তরদাতা সামাজিক বাধার বিষয়ে উল্লেখ করেন। এ ছাড়া ১৩% উত্তরদাতা বাজারজাত/বিপণন সমস্যা, ০৯% উত্তরদাতা পারিবারিক ও সমবায় সম্পর্কে ধারণার অভাবের কথা উল্লেখ করেন। এ তথ্য-উপাত্ত থেকে এটি বোঝা যায় যে, সমবায়ের মাধ্যমে নারীর ব্যবসা করার বড় বাধাগুলো সমবায় বিভাগ বা সমিতি সম্পর্কিত। যেগুলো দূরীকরণে সমবায় বিভাগ ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে পারে। পুঁজির যোগান ও বিপণনে কিভাবে সহযোগিতা করা যায় তা ভাবতে হবে। এতে সমবায়ের মাধ্যমে নারীর আরো ক্ষমতায়ন ঘটবে বলে প্রত্যাশা করা যায়।

সারণি-৫১: সমবায়ের মাধ্যমে ব্যবসা করার ক্ষেত্রে নারীর বড় বাধার ধরণ সম্পর্কে মতামত

বড় বাধার ধরণ	মতামতের সংখ্যা	শতকরা হার
পুঁজি/মূলধনের অপ্রতুলতা	৬৮	৩২
সামাজিক	৪২	২০
বাজারজাত/বিপণন সমস্যা	২৭	১৩
পারিবারিক	১৮	০৯
সমবায় সম্পর্কে ধারণার অভাব	১৮	০৯
ধর্মীয়	১৬	০৮
প্রশিক্ষণ/অভিজ্ঞতার অভাব	১৫	০৭
সচেতনতার অভাব	১০	০৫
নারীদের নিরাপত্তা	০৮	০৪

(উৎস: মাঠ সমীক্ষা, ২০২০; গণসংখ্যা-২১২, একাধিক উত্তর)

৪.০৫.৩৩: স্ত্রীর আয়ে বা স্ত্রী স্বামীর চেয়ে বেশি আয় করলে সংসারে কলহ হওয়া

পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীর আয় পুরুষের চেয়ে বেশি হওয়াকে অনেক সময় ইতিবাচকভাবে দেখা হয় না। দেশের মজুরি কাঠামোতে নারী-পুরুষের ক্ষেত্রে বৈষম্য রয়েছে। এ মানসিকতা থেকে নারীর মজুরি পুরুষের চেয়ে কম। তবে পরিস্থিতি ক্রমান্বয়ে পরিবর্তন হচ্ছে। গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, স্ত্রীর আয়ে বা স্ত্রী স্বামীর চেয়ে বেশি আয় করলে সংসারে কলহ সৃষ্টি হয় না। ৯১% পুরুষ উত্তরদাতা মনে করেন স্ত্রীর আয়ে বা স্ত্রীর বেশি আয় হলে সংসারে তা নিয়ে কলহ সৃষ্টি হয় না। আর ০৯% মনে করেন কলহ সৃষ্টি হয়। এক্ষেত্রে পুরুষ সমবায়ীদের মানসিকতা ইতিবাচক বলে মনে হয়। যা নারীর ক্ষমতায়নের জন্য ভালো দিক বলে প্রতীয়মান।

লেখচিত্র-৩৭: স্ত্রীর আয়ে বা স্ত্রী স্বামীর চেয়ে বেশি আয় করলে সংসারে কলহ হয় মনে করা সম্পর্কে মতামত

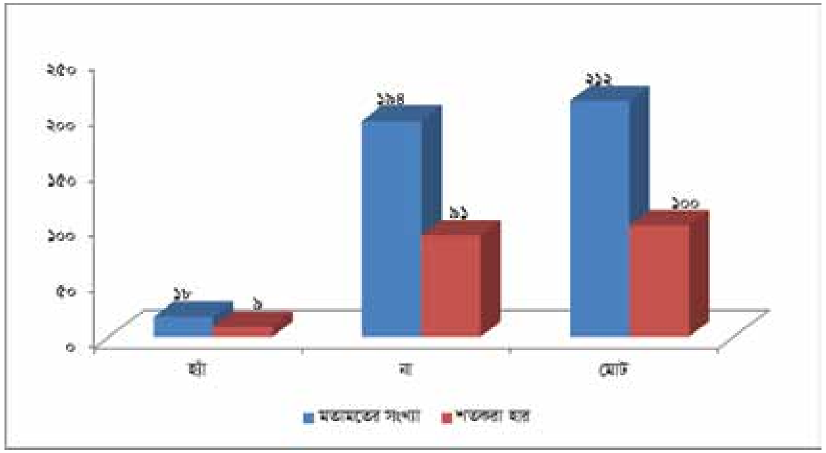

(উৎস: মাঠ সমীক্ষা, ২০২০)

৪.০৫.৩৪: নারীর উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে সমবায় সমিতির করণীয়

নারীর উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে সমবায় সমিতির করণীয় রয়েছে। সমবায় সমিতির ইতিবাচক ভূমিকা থাকলেও আরো করণীয় রয়েছে বলে উত্তরদাতাগণ মনে করেন। ৫২ নং সারণিতে এ ধরনের ০৯টি করণীয়ের কথা উঠে এসেছে। সবচেয়ে বেশি সংখ্যক পুরুষ সমবায়ী (৫৫%) 'নারীদেরকে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাকরণ', ২১% 'সচেতনতা বৃদ্ধির ব্যবস্থাকরণ (সভা, সেমিনার, উঠান বৈঠক)', ১৯% 'স্থানীয়ভাবে প্রকল্প/কর্মসংস্থান সৃষ্টি', ১৬% 'বিনা/কম সুদে ঋণ প্রদান', ১২% উত্তরদাতা 'ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি ও নারীদের গুরুত্ব প্রদান' ইত্যাদি করণীয় হিসেবে উল্লেখ করেন। সমবায় সমিতি যেন করণীয়গুলো পালন করতে পারে সে বিষয়ে সমবায় বিভাগ পরিকল্পনা গ্রহণ ও তা বাস্তবায়ন করতে পারে।

সারণি-৫২: নারীর উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে সমবায় সমিতির করণীয় সম্পর্কে মতামত

করণীয়	মতামতের সংখ্যা	শতকরা হার
নারীদেরকে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাকরণ	১১৭	৫৫
সচেতনতা বৃদ্ধির ব্যবস্থাকরণ (সভা, সেমিনার, উঠান বৈঠক)	৪৪	২১
স্থানীয়ভাবে প্রকল্প/কর্মসংস্থান সৃষ্টি	৪০	১৯
বিনা/কম সুদে ঋণ প্রদান	৩৩	১৬
ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি ও নারীদের গুরুত্ব প্রদান	২৬	১২
নারী সদস্যদের উৎপাদিত পণ্য বাজারজাতকরণের ব্যবস্থাকরণ	২৩	১১
নারী ও পুরুষের সম-অধিকার নিশ্চিতকরণ	১৮	০৮
আর্থিক সুবিধা/পুঁজির ব্যবস্থাকরণ	১৬	০৮
মহিলাদেরকে শিক্ষার ব্যবস্থাকরণ	১৪	০৭

(উৎস: মাঠ সমীক্ষা, ২০২০; গণসংখ্যা-২১২, একাধিক উত্তর)

৪.০৫.৩৫: সমবায় সমিতির উপযুক্ত সহায়তা পেলে বেশি সফল হওয়ার সম্ভাবনার ক্ষেত্র

সমবায় সমিতিগুলো যদি উপযুক্ত সহায়তা করে তবে নারী সমবায়ীগণ ১১টি সম্ভাবনার ক্ষেত্রে সফল হতে পারেন বলে নিচের সারণি থেকে দেখা যায়। সবচেয়ে বেশি সংখ্যক পুরুষ সমবায়ী (৩১%) শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সেবা খাত যেখানে ৩০% নতুন নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টির ক্ষেত্রের কথা উল্লেখ করেন। এ ছাড়া আর্থিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার যেকোনো ক্ষেত্র (২৬%), গবাদি পশু ও হাঁস-মুরগি পালন (২১%), কৃষি ও মৎস্য (২০%), ব্যবসায় (১৭%) এবং বিভিন্ন পণ্য উৎপাদন (১৭%) উল্লেখযোগ্য।

সারণি-৫৩: সমবায় সমিতির উপযুক্ত সহায়তা পেলে বেশি সফল হওয়ার সম্ভাবনার ক্ষেত্র সম্পর্কে মতামত

সম্ভাবনার ক্ষেত্র	মতামতের সংখ্যা	শতকরা হার
শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সেবা	৬৬	৩১
নতুন নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টির ক্ষেত্র	৬৩	৩০
আর্থিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার যেকোনো ক্ষেত্র	৫৬	২৬
গবাদি পশু ও হাঁস-মুরগি পালন	৪৪	২১
কৃষি ও মৎস্য	৪২	২০
ব্যবসায়	৩৭	১৭
বিভিন্ন পণ্য উৎপাদন	৩৬	১৭
কুটির ও হস্ত শিল্প	২১	১০
সামাজিক উন্নয়ন	২২	১০
ব্যাংকিং	১৬	০৮
দক্ষতা বৃদ্ধি	১২	০৬

(উৎস: মাঠ সমীক্ষা, ২০২০; গণসংখ্যা-২১২, একাধিক উত্তর)

৪.০৫.৩৬: নারীর ক্ষমতায়নে সমবায় বিভাগ ও সমবায় অফিসের নিকট প্রত্যাশিত সহযোগিতা

নারীর ক্ষমতায়নে সমবায় বিভাগ ও সমবায় অফিসের নিকট থেকে সহযোগিতা প্রয়োজন বলে মনে করেন সমিতির পুরুষ সমবায়ী। প্রত্যাশিত সহযোগিতার মধ্যে রয়েছে আইজিএ প্রশিক্ষণ (৬৮%), পর্যাপ্ত ও দীর্ঘমেয়াদে ঋণের ব্যবস্থা করা (১৭%), বিনা/স্বল্প সুদে ঋণ প্রদান (১৬%), নতুন নতুন প্রকল্প গ্রহণ (১৫%), নিয়মিত উৎসাহ/সচেতনতা বৃদ্ধিকরণ (সভা, উঠান বৈঠক) (১৪%) এবং সরকারি অনুদান/আর্থিক সহায়তা (১১%) ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। উত্তরদাতাগণ যেসব প্রত্যাশিত সহযোগিতার কথা উল্লেখ করেছেন তার প্রায় সবই বাস্তবায়নযোগ্য। সমবায় বিভাগ বিষয়গুলো ভাবতে পারে। কারণ সমবায়ের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়নে প্রত্যাশিত সহযোগিতাগুলো প্রয়োজন পড়বে।

সারণি-৫৪: নারীর ক্ষমতায়নে সমবায় বিভাগ ও সমবায় অফিসের নিকট প্রত্যাশিত সহযোগিতা সম্পর্কে মতামত

প্রত্যাশিত সহযোগিতা	মতামতের সংখ্যা	শতকরা হার
আইজিএ প্রশিক্ষণ	১৪৫	৬৮
পর্যাপ্ত ও দীর্ঘমেয়াদে ঋণের ব্যবস্থা করা	৩৫	১৭
বিনা/স্বল্প সুদে ঋণ প্রদান	৩৪	১৬
নতুন নতুন প্রকল্প গ্রহণ	৩২	১৫
নিয়মিত উৎসাহ/সচেতনতা বৃদ্ধিকরণ (সভা, উঠান বৈঠক)	৩০	১৪
সরকারি অনুদান/আর্থিক সহায়তা	২৩	১১
নিয়মিত তদারকী	২০	০৯
নতুন নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি	১৬	০৮
সমিতির ব্যবস্থা কমিটিতে মহিলা কোটা বাধ্যতামূলক করা	১৭	০৮
উৎপাদিত পণ্যের বিপণনের ব্যবস্থাকরণ	১২	০৬

(উৎস: মাঠ সমীক্ষা, ২০২০; গণসংখ্যা-২১২, একাধিক উত্তর)

৪.০৫.৩৭: সমবায়ের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়নে মন্তব্য

গবেষণায় সমবায়ের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়নে আরো কিছু মতামত পাওয়া যায় যা নিচের সারণিতে সন্নিবেশিত হয়েছে। তবে বেশির ভাগ উত্তরদাতা কোনো ধরনের মতামত প্রদান করেননি যার হার ৩৪%। তবে যারা মতামত প্রদান করেন তাদের মধ্যে ১১% উত্তরদাতা 'নারীদের সচেতনতা বৃদ্ধি দরকার (উঠান বৈঠক, সভা, সেমিনার)', ১০% উত্তরদাতা 'নতুন কর্মসংস্থান/প্রকল্প গ্রহণ', ০৯% উত্তরদাতা 'নারীদেরকে বিভিন্ন কাজে সম্পৃক্তকরণ', ০৮% উত্তরদাতা 'ব্যবস্থাপনা কমিটিতে নারীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ' সহ অন্যান্য মত ব্যক্ত করেন। এগুলো বিবেচনায় নেয়া হলে নারীর ক্ষমতায়নে সমবায়ের ভূমিকা আরো উজ্জ্বল হবে।

সারণি-৫৫: সমবায়ের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন সম্পর্কে মতামত

প্রাপ্ত মতামত	মতামতের সংখ্যা	শতকরা হার
নারীদের সচেতনতা বৃদ্ধি দরকার (উঠান বৈঠক, সভা, সেমিনার)	২৩	১১
নতুন কর্মসংস্থান/প্রকল্প গ্রহণ	২২	১০
নারীদেরকে বিভিন্ন কাজে সম্পৃক্তকরণ	১৯	০৯
ব্যবস্থাপনা কমিটিতে নারীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ	১৮	০৮
নারী পুরুষের সম-অধিকার নিশ্চিতকরণ	১৭	০৮
তহবিল/মূলধন গঠনের ব্যবস্থাকরণ	১৬	০৮
নারীদেরকে পারিবারিক/সামাজিকভাবে মূল্যায়ন	১৫	০৭
নারী উদ্যোক্তা বৃদ্ধিতে সহায়তা	১০	০৫
নারীদেরকে স্বাবলম্বী হওয়া একান্ত প্রয়োজন	১১	০৫
উত্তর নাই	৭১	৩৪

(উৎস: মাঠ সমীক্ষা, ২০২০; গণসংখ্যা-২১২, একাধিক উত্তর)

৪.০৬: জরিপ প্রশ্নমালা-০০৩ এর বিশ্লেষণ ও আলোচনা

(উত্তরদাতা: জরিপ অধিক্ষেত্রের সংশ্লিষ্ট সমবায় কর্মকর্তা-কর্মচারি)

৪.০৬.০১: নারী সমাবায় সমিতির সংখ্যা

সমবায় অধিক্ষেত্রের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ মাঠ পর্যায়ে সমবায় সমিতির লৈঙ্গিক বিভাজনে যে তথ্য-উপাত্ত প্রদান করেছেন তাতে দেখা যায়, নারী সমবায় সমিতির হার হলো ৭.৭৬% । যা কোনোভাবেই নারীর ক্ষমতায়নের প্রেক্ষিতে আশাব্যঞ্জক নয় । কারণ, এদেশের নারী-পুরুষের সংখ্যা প্রায় সমান। জনসংখ্যার হারের দিক থেকেও নারী সমবায় সমিতির হার খুবই কম । সমবায়ের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়নের জন্য এ হার বাড়ানো খুবই জরুরি । নারী সমিতির সংখ্যা বাড়লে নারীরা বেশি সংখ্যায় সমবায়ের সাথে জড়িত হয়ে নিজেদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ঘটাতে সক্ষম হবে ফলে নারীর ক্ষমতায়ন ত্বরান্বিত হবে ।

সারণি-৫৬: নারী সমবায় সমিতির সংখ্যা নিয়ে মতামত

প্রাপ্ত মতামত	সংখ্যা	শতকরা হার
মোট সমবায় সমিতি	১,৭৭,৪৫১	-
মোট নারী সমবায় সমিতি	১৩,৭৭৫	-
নারী সমবায় সমিতির হার	-	৭.৭৬

(উৎস: মাঠ সমীক্ষা, ২০২০)

৪.০৬.০২: নারী সমবায়ীর সংখ্যা

সমবায়ে নারী সমবায়ীর সংখ্যা নিয়ে সমবায় অধিক্ষেত্রের কর্মকর্তা-কর্মচারী যে তথ্য-উপাত্ত প্রদান করেন তাতে দেখা যায় সমবায়ে নারীদের অন্তর্ভুক্তি কম যার শতকরা হার মাত্র ১৮.৩১ ভাগ। অর্থাৎ, নারীদেরকে সমবায়ে সম্পৃক্ত করার যথেষ্ট সুযোগ থাকলেও তা করার ক্ষেত্রে যথাযথ পরিকল্পনা গ্রহণ ও তা বাস্তবায়নে ঘাটতি রয়েছে । এটি নারীর ক্ষমতায়নের একটি বড় অন্তরায় । তবে ১৮.৩১% নারীকে ঘরের বাইরে বের করে আনার কৃতিত্ব সমবায় বিভাগের রয়েছে ।

সারণি-৫৭: সমিতিতে নারী সমবায়ীর সংখ্যা সম্পর্কে মতামত

প্রাপ্ত মতামত	মতামতের সংখ্যা	শতকরা হার
নারী সমবায়ীর সংখ্যা	২৪,৮২,৬৬৩	-
নারী সমবায়ীর শতকরা হার	-	১৮.৩১

(উৎস: মাঠ সমীক্ষা, ২০২০)

৪.০৬.০৩: সমবায়ের মাধ্যমে সফলতা অর্জন বা কর্মসংস্থান ও উদ্যোক্তা হওয়া

সমবায়ের মাধ্যমে নারীর সফলতা অর্জন বা কর্মসংস্থান ও উদ্যোক্তা হওয়ার হার খুব বেশি আশাব্যঞ্জক বলে মনে হয় না। বিশেষ করে সমবায় অধিক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দেয়া তথ্য-উপাত্ত থেকে বিষয়টি স্পষ্ট হয় যা নিচের লেখচিত্রে সন্নিবেশিত হয়েছে । মোট প্রায় ৫ লক্ষ ৮ হাজার নারী সমবায়ী সমবায়ের মাধ্যমে সফলতা অর্জন করেন বা কর্মসংস্থান বা উদ্যোক্তা হতে সক্ষম হয়েছেন । যা মোট নারী সমবায়ীর ২০.৪৭% । এটিও খুব বেশি নয় । কারণ, বেশির ভাগ প্রায় ৮০% নারী সমবায়ী শুধুমাত্র সমিতির সদস্য হিসেবে সংযুক্ত রয়েছেন যাদের অর্থনৈতিক কর্মকা- ঠিক যেমনটা সম্পৃক্ত হওয়ার কথা ছিলো তেমনটি নয়। অন্যদের সামাজিক ক্ষমতায়ন হতে পারেন। তবে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে গতিশীলতা নয় । এর হার আরো বাড়াতে পারলে নারীর ক্ষমতায়নে সমবায় আরো সক্রিয় ও কাঙ্খিত মানের ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে । তবে এ ২০.৪৭% নারীর ক্ষমতায়নে সমবায় বিভাগের অবদান রয়েছে ।

লেখচিত্র-৩৮: সমবায়ের মাধ্যমে সফলতা অর্জন বা কর্মসংস্থান ও উদ্যোক্তা হওয়ার হার

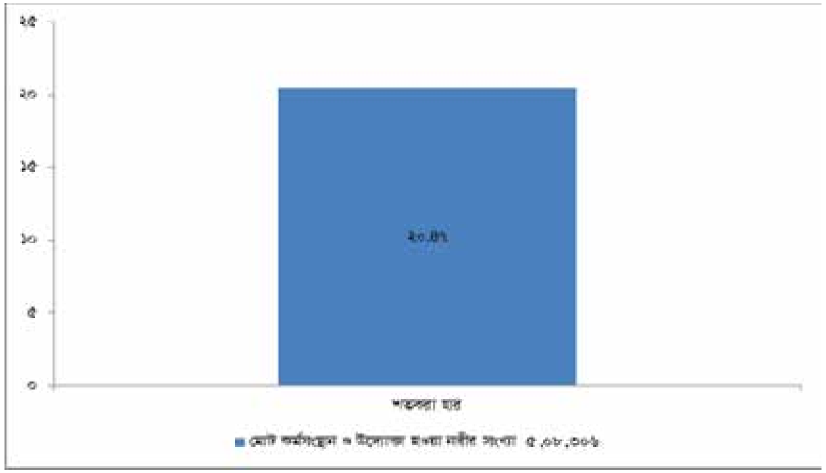

(উৎস: মাঠ সমীক্ষা, ২০২০)

৪.০৬.০৪: নারী সমবায়ীর সফলতার পেছনে সমবায় সমিতির অবদান

যেসব নারী সমবায়ী সফল হয়েছেন তার পেছনে সমবায় সমিতির অবদান রয়েছে যা ৫৮ নং সারণিতে সন্নিবেশিত হয়েছে । তাতে দেখা যায়, সমবায় সমিতি সবচেয়ে বেশি অবদান রেখেছে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে, যা ৩০% উত্তরদাতা উল্লেখ করেন । যেখানে ঋণ ও আর্থিক সহায়তা প্রদান (২৩%), উদ্বুদ্ধকরণ ও উৎসাহ প্রদান (১৯%), একাত্ববোধ/সংগঠিতকরণ (১৫%) ইত্যাদি অবদানের কথাও উল্লেখ করেন । এ ছাড়া অন্যান্য অবদানের বিষয়ও উল্লেখ করেন যার মধ্যে নারী নেতৃত্ব সৃষ্টি (০৮%), সঞ্চয়ী মনোভাব সৃষ্টি (০৮%), নতুন নতুন কর্মসংস্থান (০৬%) এবং নতুন নতুন প্রকল্প সৃষ্টি (০৬%) । এসব অবদানের মাধ্যমে যেসব নারী সমবায়ী সফল হয়েছেন বা উদ্যোক্তা হয়েছেন তথা তাদের ক্ষমতায়ন ঘটেছে তাতে সমবায় সমিতির ভূমিকা ইতিবাচক বলে প্রতীয়মান হয় ।

সারণি-৫৮: নারী সমবায়ীর সফলতার পেছনে সমিতি অবদান সম্পর্কে মতামত

অবদানের ধরণ	মতামতের সংখ্যা	শতকরা হার
প্রশিক্ষণ প্রদান	১৬	৩০
ঋণ ও আর্থিক সহায়তা প্রদান	১২	২৩
উদ্বুদ্ধকরণ ও উৎসাহ প্রদান	১০	১৯
একাত্ববোধ/সংগঠিতকরণ	০৮	১৫
নারী নেতৃত্ব সৃষ্টি	০৪	০৮
সঞ্চয়ী মনোভাব সৃষ্টি	০৪	০৮
নতুন নতুন কর্মসংস্থান	০৩	০৬
নতুন নতুন প্রকল্প সৃষ্টি	০৩	০৬

(উৎস: মাঠ সমীক্ষা, ২০২০; গণসংখ্যা-৫৩, একাধিক উত্তর)

৪.০৬.০৫: নারী সমবায়ীর সফলতার পেছনে সমবায় বিভাগের অবদান

নারী সমবায়ীর সফলতার পেছনে শুধুমাত্র সমবায় সমিতির অবদান রয়েছে তা নয়, সমবায় বিভাগের অবদান রয়েছে বলে উত্তরদাতাগণ মনে করেন যা নিচের সারণিতে সন্নিবেশিত রয়েছে। সমবায় বিভাগের সবচেয়ে বেশি অবদান হলো প্রশিক্ষণ প্রদান যা ৪৯% উত্তরদাতা মনে করেন। যেখানে উদ্বুদ্ধকরণ ও উৎসাহ প্রদান (৩২%), সঠিকভাবে পরামর্শ/ দিক-নিদের্শনা প্রদান (২৩%), সঠিক তদারকী (১৫%), সমবায় সংগঠন ও নেতৃত্ব সৃষ্টি (০৯%), নিয়মিতভাবে সমিতি পরিদর্শন (০৯%) ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়া সমবায় অফিসের সাথে সুসম্পর্ক সৃষ্টি (০৮%), আর্থিক যোগান/ পুঁজি গঠনে সহায়তা (০৬%) এবং আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টি (০৬%) অবদানের কথা উল্লেখ করেন।

সারণি-৫৯: নারী সমবায়ীর সফলতার পেছনে সমবায় বিভাগের অবদান সম্পর্কে মতামত

অবদানের ধরণ	মতামতের সংখ্যা	শতকরা হার
প্রশিক্ষণ প্রদান	২৬	৪৯
উদ্বুদ্ধকরণ ও উৎসাহ প্রদান	১৭	৩২
সঠিকভাবে পরামর্শ/ দিক-নিদের্শনা প্রদান	১২	২৩
সঠিক তদারকী	০৮	১৫
সমবায় সংগঠন ও নেতৃত্ব সৃষ্টি	০৫	০৯
নিয়মিতভাবে সমিতি পরিদর্শন	০৫	০৯
সমবায় অফিসের সাথে সুসম্পর্ক সৃষ্টি	০৪	০৮
আর্থিক যোগান/ পুঁজি গঠনে সহায়তা	০৩	০৬
আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টি	০৩	০৬

(উৎস: মাঠ সমীক্ষা, ২০২০; গণসংখ্যা-৫৩, একাধিক উত্তর)

৪.০৬.০৬: সমবায়ের সদস্য হওয়ার ক্ষেত্রে নারীর বাধার ধরণ

সমবায়ের সদস্য হওয়ার ক্ষেত্রে নারীরা নানা ধরনের বাধার সম্মুখীন হয়ে থাকেন বলে মনে করেন সমবায় অধিক্ষেত্রে জড়িত কর্মকর্তা-কর্মচারী। এসব বাধার মধ্যে সবচেয়ে বেশি বাধা হলো পারিবারিক যা ৫৫% উত্তরদাতা মনে করেন। এর পাশাপাশি সামাজিক (৩০%), ধর্মীয় (২৬%), সচেতনতার অভাব/ অনীহা (১৭%), শিক্ষার অভাব (১১%), অর্থনৈতিক অনগ্রসরতা (১১%) এবং পুরুষতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ (০৮%) ইত্যাদিও উল্লেখ করা হয়। এতে দেখা যায়, সমবায় বিভাগ নিচের বাধাগুলো দূরীভূত করতে যথাযথ পদক্ষেপ নিতে পারে যা তাদের সক্ষমতার মধ্যেই রয়েছে। অতিরিক্ত বিশেষ কোনো প্রচেষ্টা বা সম্পদের প্রয়োজন ঠিক তেমনভাবে প্রয়োজন পড়বে না। শুধুমাত্র সমবায় বিভাগের সংশ্লিষ্টজনদের মানসিক পরিবর্তন প্রয়োজন পড়বে যা করতে খুব বেশি বেগ পাবার কথা নয়।

সারণি-৬০: সমবায়ের সদস্য হওয়ার ক্ষেত্রে নারীর বাধার ধরণ সম্পর্কে মতামত

বাধার ধরণ	মতামতের সংখ্যা	শতকরা হার
পারিবারিক	২৯	৫৫
সামাজিক	১৬	৩০
ধর্মীয়	১৪	২৬
সচেতনতার অভাব/ অনীহা	০৯	১৭
শিক্ষার অভাব	০৬	১১
অর্থনৈতিক অনগ্রসরতা	০৬	১১
পুরুষতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ	০৪	০৮

(উৎস: মাঠ সমীক্ষা, ২০২০; গণসংখ্যা-৫৩, একাধিক উত্তর)

৪.০৬.০৭: সমবায়ের নেতৃত্বে আসার ক্ষেত্রে নারীর বাধার ধরণ

সমবায়ের সদস্য হতে যেমন বাধা রয়েছে ঠিক তেমনি সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটিতে বা নেতৃত্বে আসার ক্ষেত্রেও নারী সমবায়ীদের বাধা রয়েছে বলে মনে করেন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারী উত্তরদাতা। বাধাগুলোর ধরণও প্রায় কাছাকাছি বা একই। তবে রয়েছে মাত্রাগত ভিন্নতা। সবচেয়ে বেশি সংখ্যক উত্তরদাতা (৪৭%) পারিবারিক বাধার কথা বলেন যেখানে সামাজিক (৩৮%), শিক্ষার অভাব (১৫%), ধর্মীয় কুসংস্কার (১১%), পুরুষতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ (০৯%) এবং আর্থিক সমস্যা (০৮%) ইত্যাদি নেতৃত্বে আসার ক্ষেত্রে বাধার কথা উল্লেখ করেন। এসব বাধা দূর করতে সমবায় বিভাগ প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করতে পারে। এগুলো দূর করা খুব বেশি কঠিন কাজ হবে বলে মনে হয় না।

সারণি-৬১: সমবায়ের নেতৃত্বে আসার ক্ষেত্রে নারীর বাধার ধরণ সম্পর্কে মতামত

বাধার ধরণ	মতামতের সংখ্যা	শতকরা হার
পারিবারিক	২৫	৪৭
সামাজিক	২০	৩৮
শিক্ষার অভাব	০৮	১৫
ধর্মীয় কুসংস্কার	০৬	১১
পুরুষতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ	০৫	০৯
আর্থিক সমস্যা	০৪	০৮
নেতৃত্বে সুযোগ না দেওয়া	০২	০৪

(উৎস: মাঠ সমীক্ষা, ২০২০; গণসংখ্যা-৫৩, একাধিক উত্তর)

৪.০৬.০৮: নারীদের ক্ষমতায়নের জন্য সমবায় বিভাগের ভবিষ্যতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ

নারীর ক্ষমতায়নের জন্য সমবায় বিভাগ বিদ্যমান বাধাগুলো দূর করার ব্যবস্থা নেয়ার পাশাপাশি ভবিষ্যতে আরো প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে বলে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ মতামত ব্যক্ত করেন যা ৬২ নং সারণিতে উপস্থাপিত হয়েছে। সবচেয়ে বেশি সংখ্যক উত্তরদাতা (৫৫%) আইজিএ ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদানের কথা বলেন যেখানে অন্যান্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের মধ্যে রয়েছে আর্থিক সহায়তা/ ঋণ প্রদান (২৩%), উদ্বুদ্ধকরণ ও সচেতনতা বৃদ্ধি (০৯%), নারীবান্ধব কর্মসূচি গ্রহণ (০৮%), ব্যবস্থাপনা কমিটিতে নারী সদস্য থাকা বাধ্যতামূলক (০৮%) ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এখানে উল্লিখিত পদক্ষেপগুলোর ক্ষেত্রেও বাস্তবসম্মত বলে মনে হয় যার বাস্তবায়ন কঠিন নয়। একটু উদ্যোগী হলে বিষয়গুলো বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে এবং নারী সমবায়ীগণ অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডসহ সামাজিক উন্নয়নে নিজেদের আরো সম্পৃক্ত করতে সক্ষম হবেন। এতে নারীদের ক্ষমতায়ন ঘটবে।

সারণি-৬২: নারীদের ক্ষমতায়নের জন্য সমবায় বিভাগের ভবিষ্যতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ সম্পর্কে মতামত

প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের ধরণ	মতামতের সংখ্যা	শতকরা হার
আইজিএ ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান	২৯	৫৫
আর্থিক সহায়তা/ ঋণ প্রদান	১২	২৩
উদ্বুদ্ধকরণ ও সচেতনতা বৃদ্ধি	০৫	০৯
নারীবান্ধব কর্মসূচি গ্রহণ	০৪	০৮
ব্যবস্থাপনা কমিটিতে নারী সদস্য থাকা বাধ্যতামূলক	০৪	০৮
প্রচার প্রচারণা বৃদ্ধি	০৩	০৬
প্রশিক্ষণ পরবর্তী লজিস্টিক সাপোর্ট দেয়া	০৩	০৬

(উৎস: মাঠ সমীক্ষা, ২০২০; গণসংখ্যা-৫৩, একাধিক উত্তর)

৪.০৬.০৯: সমবায়ের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়নে সম্ভাব্য বাধা

সমবায়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের একটি বড় অংশ সমবায়ের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়নে সম্ভাব্য বাধা রয়েছে বলে মনে করেন যার হার ৪৭%। আর অবশিষ্ট ৫৩% সম্ভাব্য বাধা নেই বলে মনে করেন। তবে নিচের লেখচিত্রে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করে বিষয়টি আশাব্যঞ্জক নয় বরং উদ্বেগজনক। কারণ যাদের মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ে নারীরা উদ্বুদ্ধ হয়ে সমবায়ের শতদলে যুক্ত হবেন তাদের উল্লেখযোগ্য অংশ যদি এমন মনোভাব পোষণ করেন তাহলে নারীদের উন্নয়নের মূলস্রোতে তথা নারীর ক্ষমতায়নে সমবায়কে আরো কার্যকরভাবে প্রয়োগ করা দূরূহ হবে। যে ৪৭% (২৫ জন) উত্তরদাতা বাধা রয়েছে বলে মত ব্যক্ত করেন তারা বাধার ধরণ সম্পর্কেও ধারণা দেন যা নিচের সারণিতে সন্নিবেশিত হয়েছে। এদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক উত্তরদাতা (৫২%) সামাজিক বাধা, ৪৮% ধর্মীয় বাধা, ৪০% পারিবারিক বাধা, ৩৬% অর্থনৈতিক অসচ্ছলতা সহ অন্যান্য বাধার বিষয় উল্লেখ করেন। বিষয়টি সমবায় অধিদপ্তর আরো গুরুত্বের সাথে ভাবতে পারে। এর পেছনে বাস্তবসম্মত কারণ থাকতে পারে যা মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ প্রত্যক্ষ করে থাকেন। এসব অনুসন্ধান করা প্রয়োজন।

লেখচিত্র-৩৯: সমবায়ের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়নে সম্ভাব্য বাধা সম্পর্কে মতামত

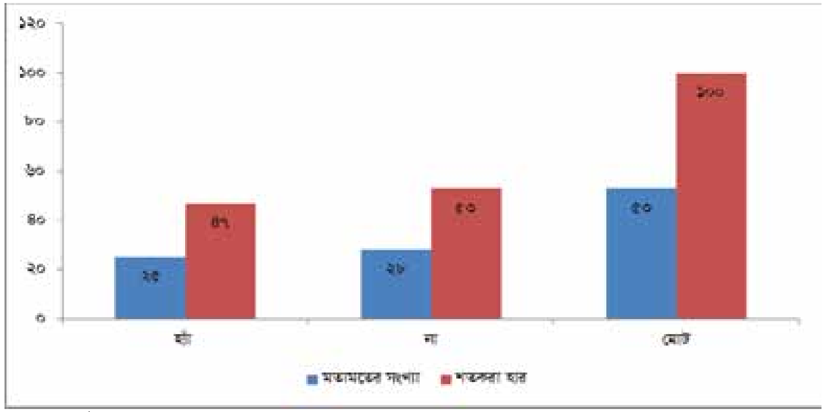

(উৎস: মাঠ সমীক্ষা, ২০২০)

সারণি-৬৩: সমবায়ের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়নে সম্ভাব্য বাধার ধরণ সম্পর্কে মতামত

সম্ভাব্য বাধার ধরণ	মতামতের সংখ্যা	শতকরা হার
সামাজিক	১৩	৫২
ধর্মীয়	১২	৪৮
পারিবারিক	১০	৪০
অর্থনৈতিক অস্ব চ্ছলতা	০৯	৩৬
সচেতনতা/অজ্ঞতা	০৪	১৬
প্রশিক্ষণের অভাব	০৩	১২
শিক্ষার অভাব	০২	০৮

(উৎস: মাঠ সমীক্ষা, ২০২০; গণসংখ্যা-২৫, একাধিক উত্তর)

৪.০৬.১০: সমবায়ের মাধ্যমে ব্যবসা করার ক্ষেত্রে নারীদের বড় বাধা

সমবায়ের মাধ্যমে নারীর ব্যবসা করার ক্ষেত্রে বড় বাধা হিসেবে ৬৫ নং সারণিতে ১০টি বিষয়ের অবতারণা করেন উত্তরদাতাগণ। এসবের মধ্যে সবচেয়ে বড় বাধা হলো পূঁজি/ মূলধনের অভাব যা ৪২% উত্তরদাতা উল্লেখ করেন যেখানে পারিবারিক বাধা (২৬%), ব্যবসা সম্পর্কে ধারনা/ অভিজ্ঞতা না থাকা (১৫%), সামাজিক সীমাবদ্ধতা (১৫%), প্রশিক্ষণ না থাকায় (১৩%), ধর্মীয় অনুশাসন (১১%) সহ আরো কয়েকটি বড় বাধার বিষয়ে বলেন। এগুলো দূরীকরণে যথাযথ পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে।

সারণি-৬৪: সমবায়ের মাধ্যমে ব্যবসা করার ক্ষেত্রে নারীদের বড় বাধা সম্পর্কে মতামত

বড় বাধার ধরণ	মতামতের সংখ্যা	শতকরা হার
পূঁজি/ মূলধনের অভাব	২২	৪২
পারিবারিক	১৪	২৬
ব্যবসা সম্পর্কে ধারনা/ অভিজ্ঞতা না থাকা	০৮	১৫
সামাজিক সীমাবদ্ধতা	০৮	১৫
প্রশিক্ষণ না থাকায়	০৭	১৩
বাজার ব্যবস্থাপনার অভাব	০৭	১৩
ধর্মীয় অনুশাসন	০৬	১১
নিরাপত্তার অভাব	০৪	০৮
শিক্ষা/ সচেতনতার অভাব	০৪	০৮
উপযুক্ত পরিবেশ না থাকায়	০৩	০৬

(উৎস: মাঠ সমীক্ষা, ২০২০; গণসংখ্যা-৫৩, একাধিক উত্তর)

৪.০৬.১১: সমিতির মাধ্যমে নারী সদস্যের আর্থিক উন্নয়ন

সমবায় সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের ৯৪% মনে করেন সমিতির মাধ্যমে নারী সদস্যের আর্থিক উন্নয়ন ঘটেছে। অবশিষ্ট মাত্র ০৬% মনে করেন আর্থিক উন্নয়ন ঘটেনি যা নিচের লেখচিত্রে রয়েছে। অর্থাৎ এখানে লভ্যাংশ পেয়েও আর্থিকভাবে লাভবান হওয়ার বিষয়টি যুক্ত রয়েছে যা কিছুটা হলেও নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন ঘটাবে।

লেখচিত্র-৪০: সমিতির মাধ্যমে নারী সদস্যের আর্থিক উন্নয়ন হওয়া সম্পর্কে মতামত

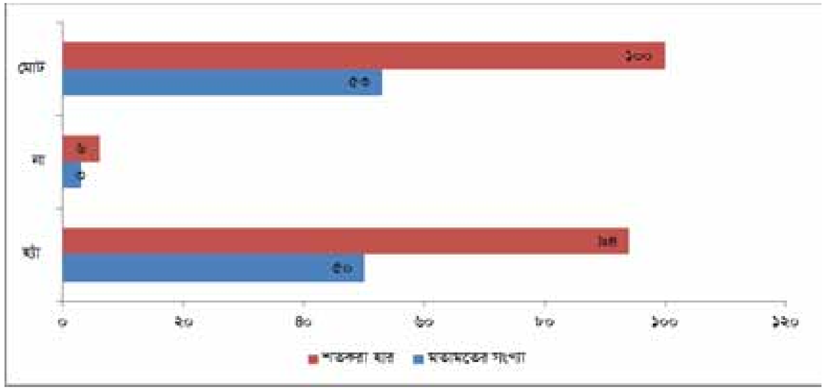

(উৎস: মাঠ সমীক্ষা, ২০২০)

৪.০৬.১২: সমিতির সদস্য হিসেবে নারীর প্রাপ্ত সুবিধা

সমিতির সদস্য হিসেবে নারী সমবায়ীগণকে নানা ধরনের সুবিধা দেয়া হয়ে থাকে। এসব সুবিধার মধ্যে সবচেয়ে বেশি সুবিধা হলো প্রশিক্ষণ পাওয়া, যা ৮১% উত্তরদাতা উল্লেখ করেন। যেখানে ঋণ সুবিধা (৬৬%), কর্মসংস্থান (০৮%) এবং সেলাই মেশিন পাওয়ার কথা উল্লেখ করেন ০৬% উত্তরদাতা। আত্ম-কর্মসংস্থানের বিষয়টি বিবেচনায় রেখে সুবিধার পরিধি আরো বাড়ানো যেতে পারে যাতে নারীর আরো ক্ষমতায়ন ঘটতে পারে।

লেখচিত্র-৪১: সমিতির সদস্য হিসেবে নারীর প্রাপ্ত সুবিধা সম্পর্কে মতামত

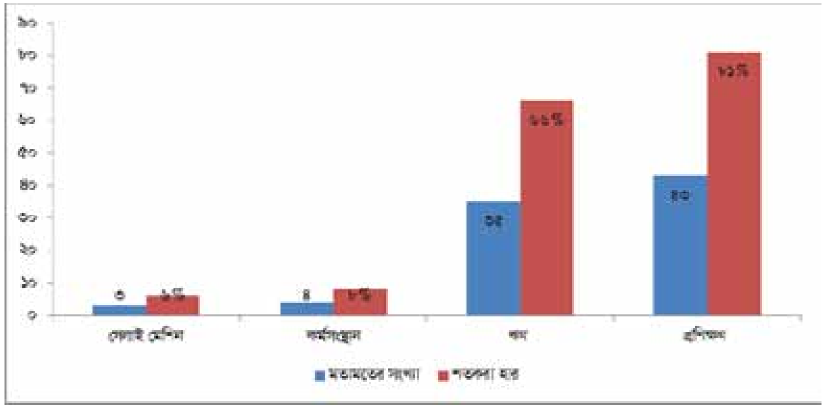

(উৎস: মাঠ সমীক্ষা, ২০২০; গণসংখ্যা-৫৩, একাধিক উত্তর)

৪.০৬.১৩: সমিতির সদস্য হিসেবে নারীর আত্ম-কর্মসংস্থান

সমবায় সমিতির সদস্য হিসেবে নারী আত্ম-কর্মসংস্থান হয়েছে মর্মে ৯৬% সমবায় সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারী উত্তরদাতা মতামত ব্যক্ত করেন। অবশিষ্ট ০৪% আত্ম-কর্মসংস্থান হয়নি মত দেন। এটি একটি ইতিবাচক মত বলে বিবেচিত হতে পারে।

লেখচিত্র-৪২: সমিতির সদস্য হিসেবে নারীর আত্ম-কর্মসংস্থান হওয়া সম্পর্কে মতামত

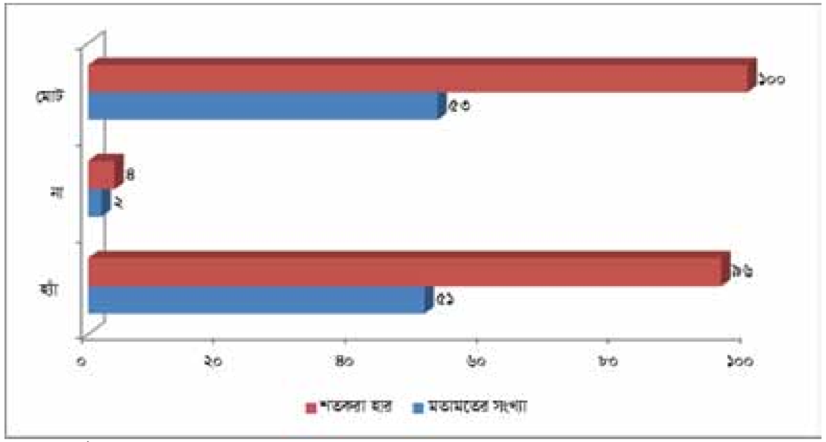

(উৎস: মাঠ সমীক্ষা, ২০২০)

৪.০৬.১৪: সমিতির সদস্য হওয়ার পর নারী সদস্যের আয় বৃদ্ধি

সমবায় সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের বেশির ভাগ (৯৮%) উত্তরদাতা মনে করেন যে সমিতির সদস্য হওয়ার পর নারী সদস্যের আয় বৃদ্ধি পেয়েছে যা ইতিবাচক। নিচের সারণি থেকে দেখা যায়, নারী সদস্যের সর্বোচ্চ ২০ হাজার টাকা মাসিক আয় বৃদ্ধি ঘটেছে আর সর্বনিম্ন ৭৫০ টাকা। আর সদস্য প্রতি গড় মাসিক আয় বৃদ্ধি ৪ হাজার ৬৪ টাকা মাত্র। এটিও একটি ইতিবাচক অবদান সমবায়ের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে।

সারণি-৬৫: সমিতির সদস্য হওয়ার পর নারীর আয় বৃদ্ধি হওয়া সম্পর্কে মতামত

প্রাপ্ত মতামত	মতামতের সংখ্যা	শতকরা হার
হ্যাঁ	৫২	৯৮
না	০১	০২
সর্বোচ্চ মাসিক বৃদ্ধি	২০,০০০ টাকা	-
সর্বনিম্ন মাসিক বৃদ্ধি	৭৫০ টাকা	-
সদস্য প্রতি গড় মাসিক আয় বৃদ্ধি	৪,০৬৪ টাকা	-

(উৎস: মাঠ সমীক্ষা, ২০২০)

৪.০৬.১৫: সমিতির সদস্য হিসেবে পরিবারে/ সমাজে নারীর আর্থিকভাবে ক্ষমতায়িত হওয়া

গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করে দেখা যায় বেশির ভাগ উত্তরদাতা (৯৬%) সমিতির সদস্য হিসেবে পরিবারে/ সমাজে নারী আর্থিকভাবে ক্ষমতায়িত হয়েছেন যা নিচের লেখচিত্রে সন্নিবেশিত হয়েছে। এটি একটি ইতিবাচক দিক বলে বিবেচিত।

লেখচিত্র-৪৩: সমিতির সদস্য হিসেবে পরিবারে/ সমাজে নারীর আর্থিকভাবে ক্ষমতায়িত হওয়া সম্পর্কে মতামত

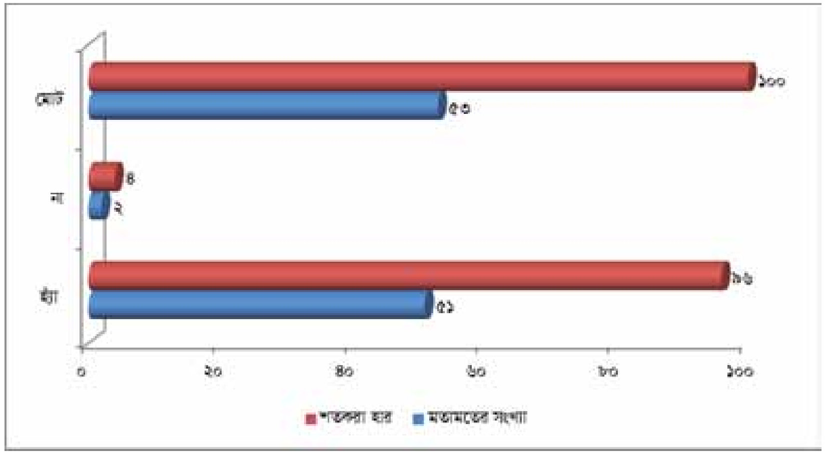

(উৎস: মাঠ সমীক্ষা, ২০২০)

৪.০৬.১৬: নারী সদস্যের আর্থিক ও সামাজিক উন্নয়নে সমবায় সমিতির অবদান

নারী সদস্যের আর্থিক ও সামাজিক উন্নয়নে সমবায় সমিতির অবদান নিয়ে সমবায় অধিক্ষেত্রের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ সুচিন্তিত মতামত তুলে ধরেন যা ৪৪ নং লেখচিত্রে দেয়া হয়। এখানে দেখা যায়, সমিতির অবদানকে অত্যন্ত বেশি বলে উল্লেখ করেন ২১% উত্তরদাতা, বেশি (৫৫%), সন্তোষজনক (২১%) এবং যথেষ্ট নয় ০৩% উত্তরদাতা মতামত দেন। অর্থাৎ, নারী সদস্যের আর্থিক ও সামাজিক উন্নয়নে সমবায় সমিতির অবদান রয়েছে এটি কোনো উত্তরদাতাই অস্বীকার করেননি। অন্যভাবে বলা যায়, নারীর ক্ষমতায়নে সমবায়ের অবদান বেশ ভালোভাবেই রয়েছে বলে উত্তরদাতাগণ মনে করেন।

লেখচিত্র-৪৪: নারী সদস্যের আর্থিক ও সামাজিক উন্নয়নে সমবায় সমিতির অবদান সম্পর্কে মতামত

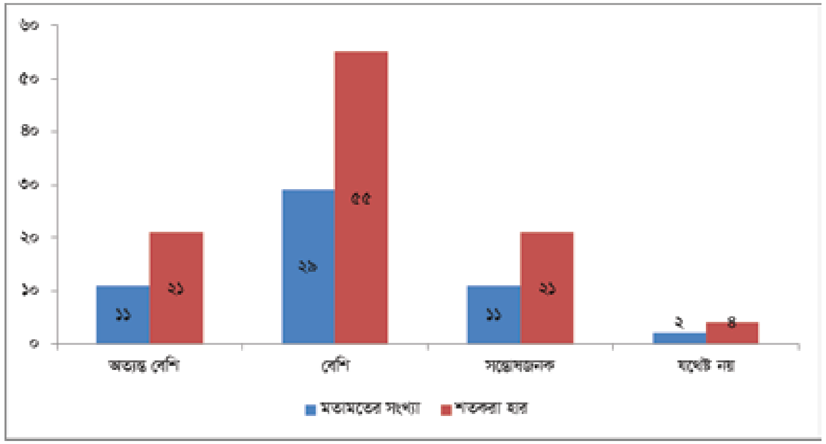

(উৎস: মাঠ সমীক্ষা, ২০২০; গণসংখ্যা-৫৩)

৪.০৬.১৭: নারী সদস্যের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সমবায় বিভাগ/ সমবায় অফিসের অবদান

সমবায় অধিক্ষেত্রের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ নারী সদস্যদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সমবায় বিভাগ/ সমবায় অফিসের অবদান সম্পর্কে মতামত ব্যক্ত করেন। সবচেয়ে বেশি সংখ্যক উত্তরদাতা (৫৩%) অবদানকে 'বেশি' হিসেবে আখ্যায়িত করেন যেখানে 'সন্তোষজনক' মনে করেন ২৪%, 'অত্যন্ত বেশি' ১৯% এবং 'যথেষ্ট নয়' মনে করেন ০৪% উত্তরদাতা। অর্থাৎ, এখানেও সমবায় বিভাগ বা সমবায় অফিসের অবদানকে অস্বীকার করেনি। সমবায় বিভাগের অবদানকে গুরুত্বপূর্ণভাবে তুলে ধরা হয়েছে।

লেখচিত্র-৪৫: নারী সদস্যের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সমবায় বিভাগ/সমবায় অফিসের অবদান সম্পর্কে মতামত

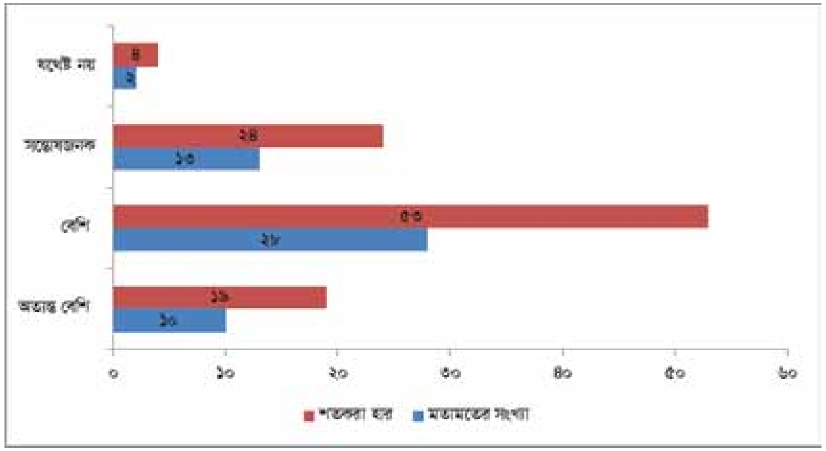

(উৎস: মাঠ সমীক্ষা, ২০২০; গণসংখ্যা-৫৩)

৪.০৬.১৮: উৎপাদনমুখী কর্মকাণ্ডে নারী সদস্যের সম্পৃক্তি

সমবায়ে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীগণে বেশির ভাগ উত্তরদাতা (৯১%) মনে করেন যে, উৎপাদনমুখী কর্মকাণ্ডে নারী সমবায়ীগণ সম্পৃক্ত। অবশিষ্ট ০৯ ভাগ সম্পৃক্ত নয় বলে জানান। অর্থাৎ, নারী সমবায়ীগণ কোনো না কোনো উৎপাদনের সাথে জড়িত। যা নারীর ক্ষমতায়নের সাথে জড়িত।

লেখচিত্র-৪৬: উৎপাদনমুখী কর্মকাণ্ডে নারী সদস্যের সম্পৃক্তি সম্পর্কে মতামত

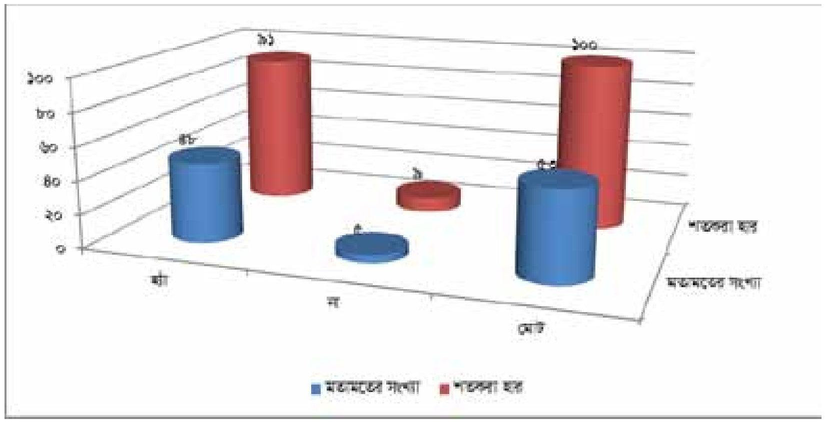

(উৎস: মাঠ সমীক্ষা, ২০২০)

৪.০৬.১৯: নারী সদস্য কর্তৃক উৎপাদিত পণ্যের ধরণ

যেসব উত্তরদাতা কর্মকর্তা-কর্মচারী (৪৮ জন) নারী সমবায়ী উৎপাদনমুখী কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত বলে মনে করেন তারা কী ধরনের উৎপাদনের সাথে জড়িত তার ধারণা দেন নিচের সারণিতে। প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্তে দেখা যায়, সবচেয়ে বেশি সংখ্যক উত্তরদাতা (৫৮%) হস্ত শিল্প (পাটি, টুপি, ওয়ালমেট, বিভিন্ন খেলনা, ক্রিস্টাল পণ্য) এর কথা বলেন। এর পাশাপাশি ব্লক-বাটিক (৩১%), গবাদি পশু ও হাঁস-মুরগি পালন (৩১%), কুটির ও মৃৎ শিল্প (২৫%), কৃষি ও মৎস্য চাষ (২৫%), নকশি কাঁথা ও সেলাই কাজ (১৯%), পোশাক তৈরি (১৭%), দুগ্ধ পণ্য (১৫%) ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। অর্থাৎ, নারী পুরুষের ন্যায় বৈচিত্র্যময় উৎপাদনের সাথে জড়িত যা ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে ইতিবাচক মানসিকতাপূর্ণ।

সারণি-৬৬: নারী সদস্য কর্তৃক উৎপাদিত পণ্যের ধরণ সম্পর্কে মতামত

উৎপাদিত পণ্যের ধরণ	মতামতের সংখ্যা	শতকরা হার
হস্ত শিল্প (পাটি, টুপি, ওয়ালমেট, বিভিন্ন খেলনা, ক্রিস্টাল পণ্য)	২৮	৫৮
ব্লক-বাটিক	১৫	৩১
গবাদি পশু ও হাঁস -মুরগি পালন	১৫	৩১
কুটির ও মৃৎ শিল্প	১২	২৫
কৃষি ও মৎস্য চাষ	১২	২৫
নকশি কাঁথা ও সেলাই কাজ	০৯	১৯
পোশাক তৈরি	০৮	১৭
দুগ্ধ পণ্য	০৭	১৫
সবজি চাষ	০৪	০৮
মাশরুম চাষ	০৩	০৬
শাড়ি তৈরি/বুনন	০৩	০৬

(উৎস: মাঠ সমীক্ষা, ২০২০; গণসংখ্যা-৪৮, একাধিক উত্তর)

৪.০৬.২০: নারী সদস্যের ব্যবসায়িক উদ্যোগে সম্পৃক্তি

সমবায়ে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারী উত্তরদাতার বেশির ভাগ (৬৮%) মনে করেন নারী সদস্যগণ ব্যবসায়িক উদ্যোগের সাথে জড়িত আর অবশিষ্ট ৩২% ব্যবসায়িক উদ্যোগের সাথে জড়িত নয় বলে মত ব্যক্ত করেন।

লেখচিত্র-৪৭: ব্যবসায়িক উদ্যোগে নারী সদস্যের সম্পৃক্তি সম্পর্কে মতামত

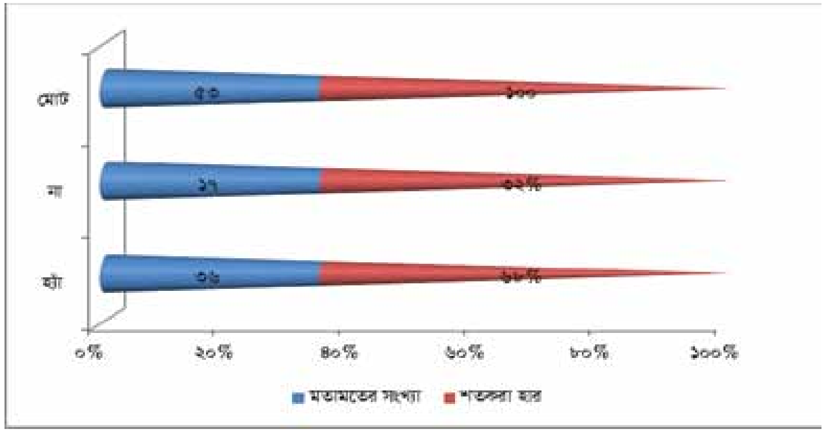

(উৎস: মাঠ সমীক্ষা, ২০২০)

৪.০৬.২১: নারী সদস্যদের ব্যবসায়িক উদ্যোগ থেকে সেবা প্রদানের ধরণ

নারী সদস্যগণ ব্যবসায়িক উদ্যোগ থেকে নানা ধরনের সেবা প্রদান করে থাকেন। এ ধরণের ১২টি সেবার কথা সমবায়ে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ উল্লেখ করেন নিচের সারণিতে। তাতে দেখা যায়, সবচেয়ে বেশি সংখ্যক উত্তরদাতা (৩৬%) ব্যবসা (মুদি, কাপড়) এর কথা বলেন। এরপর গবাদি পশু ও হাঁস-মুরগি উৎপাদন (২৫%), হস্ত ও কুটির শিল্পজাত (কাঠের, বাঁশ-বেত, পাট) পণ্য (২২%), কাপড় সেলাই, নকশি কাঁথা ও পোশাক তৈরি (১৯%), দর্জি প্রশিক্ষণ (১৭%), ব্লক-বাটিক (১১%) ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়া নারী সমবায়ীগণ অন্যান্য আরো সেবা বা পণ্য উৎপাদনের সাথে জড়িত।

সারণি-৬৭: নারী সদস্যদের ব্যবসায়িক উদ্যোগ থেকে সেবা প্রদান সম্পর্কে মতামত

সেবার ধরণ	মতামতের সংখ্যা	শতকরা হার
ব্যবসা (মুদি, কাপড়)	১৩	৩৬
গবাদি পশু ও হাঁস-মুরগি উৎপাদন	০৯	২৫
হস্ত ও কুটির শিল্পজাত (কাঠের, বাঁশ-বেত, পাট) পণ্য	০৮	২২
কাপড় সেলাই, নকশি কাঁথা ও পোশাক তৈরি	০৭	১৯
দর্জি প্রশিক্ষণ	০৬	১৭
ব্লক-বাটিক	০৪	১১
সমবায় বাজার	০৩	০৮
জৈব/কম্পোস্ট সার উৎপাদন	০২	০৬
দুগ্ধজাত পণ্য তৈরি	০২	০৬
মধু চাষ	০২	০৬
বিউটি পার্লার	০২	০৬
বিভিন্ন প্রশিক্ষণ	০২	০৬

(উৎস: মাঠ সমীক্ষা, ২০২০; গণসংখ্যা-৩৬, একাধিক উত্তর)

৪.০৬.২২: নারী সদস্যের উৎপাদনমুখী কর্মকাণ্ড/ ব্যবসায়িক উদ্যোগের পরিকল্পনা গ্রহণ

গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্তে দেখা যায়, বেশির ভাগ সমবায় সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারী (৮১%) মনে করেন নারী সদস্যগণ উৎপাদনমুখী কর্মকাণ্ড/ ব্যবসায়িক উদ্যোগের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। আর অবশিষ্ট ১৯% পরিকল্পনা নেই বলে মত ব্যক্ত করেন যা নিচের লেখচিত্রে দেখা যায়।

লেখচিত্র-৪৮: নারী সদস্যের উৎপাদনমুখী কর্মকাণ্ড/ ব্যবসায়িক উদ্যোগের পরিকল্পনা গ্রহণ সম্পর্কে মতামত

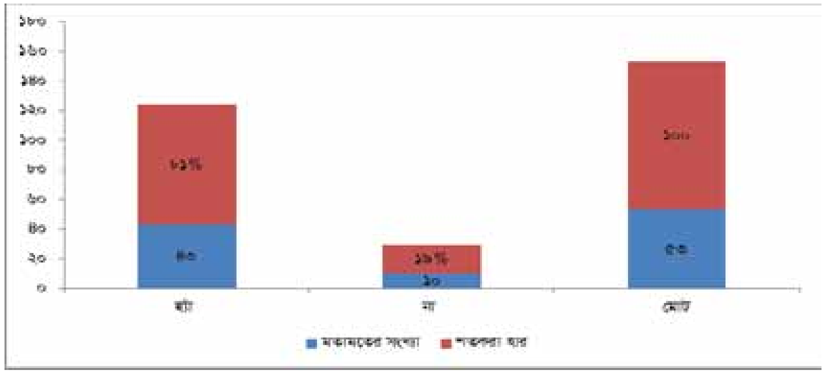

(উৎস: মাঠ সমীক্ষা, ২০২০)

৪.০৬.২৩: নারী সদস্যের উৎপাদনমুখী কর্মকাণ্ড/ ব্যবসায়িক উদ্যোগের পরিকল্পনার ধরণ

নারী সদস্যগণ উৎপাদনমুখী যে ধরনের কর্মকাণ্ড বা ব্যবসায়িক উদ্যোগের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন তার ধরণ সম্পর্কে ৬৯ নং সারণিতে উল্লেখ করা হয়েছে। সবচেয়ে বেশি সংখ্যক উত্তরদাতা (৫৩%) গবাদি পশু ও হাঁস-মুরগির খামার আর ২৩% করে যথাক্রমে হস্ত শিল্প (ক্রিস্টাল, বাঁশ বেত, পাটজাত পণ্য) ও নকশী কাঁথা, শাড়ি ও চাদর তৈরি এর কথা উল্লেখ করেন। ১৯% উত্তরদাতা সমবায় বাজার সৃষ্টি তথা বাজারজাতকরণ, ১৬% করে যথাক্রমে কৃষি ও মৎস্য এবং ব্লক-বাটিক, ১৪% করে যথাক্রমে প্রশিক্ষণ দেয়া ও পোশাক তৈরি/গার্মেন্টস এবং ১২% উত্তরদাতা ব্যবসা (শাড়ি, গাড়ি) এর পরিকল্পনার বিষয়ে উল্লেখ করেন। এসব পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সমবায় বিভাগের সহযোগিতা করা উচিত।

সারণি-৬৮: নারী সদস্যের উৎপাদনমুখী/ব্যবসায়িক উদ্যোগের পরিকল্পনার ধরণ সম্পর্কে মতামত

পরিকল্পনার ধরণ	মতামতের সংখ্যা	শতকরা হার
গবাদি পশু ও হাঁস-মুরগির খামার	২৩	৫৩
হস্ত শিল্প (ক্রিস্টাল, বাঁশ বেত, পাটজাত পণ্য)	১০	২৩
নকশী কাঁথা, শাড়ি ও চাদর তৈরি	১০	২৩
সমবায় বাজার সৃষ্টি তথা বাজারজাতকরণ	০৮	১৯
কৃষি ও মৎস্য	০৭	১৬
ব্লক-বাটিক	০৭	১৬
প্রশিক্ষণ দেয়া	০৬	১৪
পোশাক তৈরি/গার্মেন্টস	০৬	১৪
ব্যবসা (শাড়ি, গাড়ি)	০৫	১২
আচার/মধু তৈরি	০৪	০৯
মাশরুম চাষ	০৪	০৯
জৈবসার/কম্পোস্ট সার উৎপাদন	০৩	০৭

(উৎস: মাঠ সমীক্ষা, ২০২০; গণসংখ্যা-৪৩, একাধিক উত্তর)

৪.০৬.২৪: নারীর উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে সমবায় সমিতির করণীয়

নারীর উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে সমবায় সমিতির করণীয় সম্পর্কে সমবায় সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ মতামত ব্যক্ত করেন যা নিচের সারণিতে সন্নিবেশিত হয়েছে। তাতে দেখা যায়, সবচেয়ে বেশি সংখ্যক উত্তরদাতা (৫৭%) আইজিএ ভিত্তিক প্রশিক্ষণ দেয়ার বিষয়ে বলেন। এরপর অন্যান্য করণীয়ের মধ্যে রয়েছে পর্যাপ্ত ঋণ/পুঁজি দেয়া (৫১%), উদ্বুদ্ধকরণ/সচেতনকরণ (২৩%), ব্যবস্থাপনা কমিটিতে নারী সদস্যদের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিতকরণ (২১%), উৎপাদিত পণ্য বিপণন নিশ্চিতকরণ (১৯%), বিনা/কম সুদে বা সহজ শর্তে ঋণ দেয়া (১৫%) ইত্যাদি।

সারণি-৬৯: নারীর উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে সমবায় সমিতির করণীয় সম্পর্কে মতামত

করণীয়	মতামতের সংখ্যা	শতকরা হার
আইজিএ ভিত্তিক প্রশিক্ষণ দেয়া	৩০	৫৭
পর্যাপ্ত ঋণ/পুঁজি দেয়া	২৭	৫১
উদ্বুদ্ধকরণ/সচেতনকরণ	১২	২৩
ব্যবস্থাপনা কমিটিতে নারী সদস্যদের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিতকরণ	১১	২১
উৎপাদিত পণ্য বিপণন নিশ্চিতকরণ	১০	১৯
বিনা/কম সুদে বা সহজ শর্তে ঋণ দেয়া	০৮	১৫
নতুন নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি	০৫	০৯
সামাজিক/ধর্মীয় প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণে উদ্যোগ গ্রহণ	০৫	০৯
অধিক পরিমাণে নারী সদস্য সমিতিতে অর্ন্তভুক্তকরণ	০৪	০৮
ঋণের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিতকরণ	০৪	০৮
নতুন নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টি	০৩	০৬
নতুন কর্মসূচি/প্রকল্প নেয়া	০৩	০৬
সঞ্চয়/পুঁজি গঠনে উৎসাহ প্রদান	০৩	০৬

(উৎস: মাঠ সমীক্ষা, ২০২০; গণসংখ্যা-৫৩, একাধিক উত্তর)

৪.০৬.২৫: সমবায় সমিতির উপযুক্ত সহায়তা পেলে বেশি সফল হওয়ার সম্ভাবনার ক্ষেত্র

সমবায় সমিতির উপযুক্ত সহায়তা পেলে নারী সমবায়ীগণ বেশি সফল হতে পারেন। সেসব সফলতার ক্ষেত্র সম্পর্কে বেশির ভাগ উত্তরদাতা (৩২%) নতুন নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি, উৎপাদনমূখী কার্যক্রম/প্রকল্প গ্রহণ (মাছ চাষ, গবাদি, হাঁস-মুরগি পালন, কৃষি, হস্ত শিল্প) (২৬%), নারীর ক্ষমতায়ন/ নেতৃত্ব সৃষ্টি (২৬%), দরিদ্রতা হ্রাস/অর্থনৈতিক উন্নয়ন (২১%), পণ্য বিপণন/বাজারজাতকরণ (২১%), সচেতনতা বৃদ্ধিকরণ (১৩%) ইত্যাদি অন্যতম।

সারণি-৭০: সমবায় সমিতির উপযুক্ত সহায়তা পেলে বেশি সফল হওয়ার সম্ভাবনার ক্ষেত্র সম্পর্কে মতামত

করণীয়	মতামতের সংখ্যা	শতকরা হার
নতুন নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি	১৭	৩২
উৎপাদনমূখী কার্যক্রম/প্রকল্প গ্রহণ (মাছ চাষ, গবাদি, হাঁস- মুরগি পালন, কৃষি, হস্ত শিল্প)	১৪	২৬
নারীর ক্ষমতায়ন/ নেতৃত্ব সৃষ্টি	১৪	২৬
দরিদ্রতা হ্রাস/অর্থনৈতিক উন্নয়ন	১১	২১
পণ্য বিপণন/বাজারজাতকরণ	১১	২১
সচেতনতা বৃদ্ধিকরণ	০৭	১৩
প্রশিক্ষণ প্রদান	০৫	০৯
নারী শিক্ষার উন্নয়ন	০৫	০৯
নারী উদ্যোক্তা সৃষ্টি	০৩	০৬
সামাজিক/ধর্মীয়/পারিবারিক কুসংস্কার দূরীকরণ	০৩	০৬

(উৎস: মাঠ সমীক্ষা, ২০২০; গণসংখ্যা-৫৩, একাধিক উত্তর)

৪.০৬.২৬: নারীর ক্ষমতায়নে সমবায় বিভাগ ও সমবায় অফিসের নিকট প্রত্যাশিত সহযোগিতা

নারীর ক্ষমতায়নে সমবায় বিভাগ ও সমবায় অফিসের নিকট নানা ধরনের প্রত্যাশিত সহযোগিতা রয়েছে বলে ৭১ নং সারণিতে দেখা যায়। সবচেয়ে বেশি সংখ্যক উত্তরদাতা (৮১%) আইজিএ ভিত্তিক প্রশিক্ষণ এর কথা উল্লেখ করেন। এ ছাড়া নতুন নতুন প্রকল্প গ্রহণ (২৬%), কম/বিনা সুদে ও সহজ শর্তে ঋণের ব্যবস্থাকরণ (২৬%), মূলধন/পুঁজির ব্যবস্থাকরণ (১৯%), উর্ধ্বতন অফিস থেকে সঠিক/নিয়মিত তদারকি (১৭%), সচেতনতা বৃদ্ধি/উদ্বুদ্ধকরণ দরকার (উঠান বৈঠক,সভা, সেমিনার) (১৫%), পর্যাপ্ত/প্রয়োজনমতো ঋণ প্রদান (১১%), বিভিন্ন উপকরণ সরবরাহের ব্যবস্থাকরণ (১১%) ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এসব প্রত্যাশিত সহযোগিতা সমবায় বিভাগ পূরণের উদ্যোগ নিতে পারে। এতে নারীর ক্ষমতায়নে সমবায়ের ভূমিকা আরো উজ্জ্বল হবে বলে মনে হয়।

সারণি-৭১: নারীর ক্ষমতায়নে সমবায় বিভাগ ও সমবায় অফিসের নিকট প্রত্যাশিত সহযোগিতা সম্পর্কে মতামত

প্রত্যাশিত সহযোগিতা	মতামতের সংখ্যা	শতকরা হার
আইজিএ ভিত্তিক প্রশিক্ষণ	৪৩	৮১
নতুন নতুন প্রকল্প গ্রহণ	১৪	২৬
কম/বিনা সুদে ও সহজ শর্তে ঋণের ব্যবস্থাকরণ	১৪	২৬
মূলধন/পুঁজির ব্যবস্থাকরণ	১০	১৯
উর্ধ্বতন অফিস থেকে সঠিক/নিয়মিত তদারকি	০৯	১৭
সচেতনতা বৃদ্ধি/উদ্বুদ্ধকরণ দরকার (উঠানবৈঠক,সভা, সেমিনার)	০৮	১৫
পর্যাপ্ত/প্রয়োজনমতো ঋণ প্রদান	০৭	১৩
বিভিন্ন উপকরণ সরবরাহের ব্যবস্থাকরণ	০৬	১১
উৎপাদিত পণ্য বিপণনের ব্যবস্থাকরণ	০৫	০৯
নতুন নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি	০৪	০৮
সমবায় সম্পর্কে প্রচার-প্রচারণা বাড়ানো	০৩	০৬
ব্যবস্থাপনা কমিটিতে নারী নেতৃত্ব নিশ্চিতকরণ	০৩	০৬

(উৎস: মাঠ সমীক্ষা, ২০২০; গণসংখ্যা-৫৩, একাধিক উত্তর)

৪.০৭: জরিপ প্রশ্নমালা-০০৪ এর বিশ্লেষণ ও আলোচনা

(উত্তরদাতা: সফল মহিলা সমবায় গঠনকারি উদ্যোক্তা সংস্থা/এনজিও)

৪.০৭.০১: সংস্থার উদ্যোগে সংগঠিত নারী সমবায় সমিতির সংখ্যা

গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণে দেখা যায়, সংস্থার উদ্যোগের গঠিত নারী সমবায় সমিতির সংখ্যা খুব বেশি আশাব্যঞ্জক নয়। ৭২ নং সারণি হতে দেখা যায়, সংস্থা কর্তৃক মোট নারী সমবায় সমিতির সংখ্যা ২ শত ৭৫টি যা মোট গঠিত সমবায় সমিতির প্রায় ০৯%। তাহলে এটি ধরে নেয়া যায়, সংস্থা কর্তৃক পুরুষ সমিতি প্রায় ৯০%। এ অবস্থায় নারী সমাজকে কাঙ্খিতমাত্রায় ঘরের বাইরে এনে নেতৃত্বের জায়গায় আনয়ন সম্ভব হবে না। এতে সমবায়ের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন বাধাগ্রস্ত হবে বলে প্রতীয়মান। বিষয়টি ভাবনার যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে।

সারণি-৭২: সংস্থার উদ্যোগে সংগঠিত নারী সমবায় সমিতির সংখ্যা নিয়ে মতামত

প্রাপ্ত মতামত	সংখ্যা	শতকরা হার
মোট গঠিত সমবায় সমিতি	৩,১৪৯	-
গঠিত মোট নারী সমবায় সমিতি	২৭৫	-
নারী সমবায় সমিতির হার	-	০৯

(উৎস: মাঠ সমীক্ষা, ২০২০)

৪.০৭.০২: সংস্থার উদ্যোগে নারী সমবায়ীর সংখ্যা

সংস্থার উদ্যোগে গঠিত নারী সমবায়ীর ক্ষেত্রে দেখা যায়, মোট প্রায় ৯৬ হাজার দুই শত নারীকে সমবায়ী হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে যার শতকরা হার ৬৫ ভাগ। এটি একটি আশাব্যঞ্জক উপাত্ত হিসেবে ধরে নেয়া যায়। কারণ, একটি উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নারীদেরকে সমবায়ে আনা হয়েছে যদিও এসব নারী সদস্য পুরুষ সমবায় সমিতির সদস্যও রয়েছে। তদুপরি নারীরা অন্তত সংগঠনে যুক্ত হয়ে ঘরের বাইরে আসতে সক্ষম হচ্ছেন।

সারণি-৭৩: সংস্থার উদ্যোগে সমিতিতে নারী সমবায়ীর সংখ্যা সম্পর্কে মতামত

প্রাপ্ত মতামত	মতামতের সংখ্যা	শতকরা হার
মোট সমবায়ীর সংখ্যা	১,৪৭,৭২৯	-
নারী সমবায়ীর সংখ্যা	৯৬,২৪৭	-
নারী সমবায়ীর শতকরা হার	-	৬৫

(উৎস: মাঠ সমীক্ষা, ২০২০)

৪.০৭.০৩: সমবায়ের মাধ্যমে সফলতা অর্জন বা কর্মসংস্থান ও উদ্যোক্তা হওয়া

সমবায়ের মাধ্যমে সফলতা অর্জন বা কর্মসংস্থান ও উদ্যোক্তা হওয়া তথা নারী উৎপাদনের সাথে জড়িত হওয়া প্রসঙ্গে নারী সমবায় সমিতি গঠনকারী সংস্থা/এনজিও মনে করে তাদের সৃষ্ট সমিতির ৩০% সদস্য সফল হয়েছেন যা ৪৯ নং লেখচিত্রে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু এ সংখ্যা খুব বেশি আশাব্যঞ্জক নয়। শুধুমাত্র সমিতির সদস্য হয়ে থাকলে নারীর ক্ষমতায়ন ঘটবে না। এমন লক্ষ্য নিয়ে কাজ করতে হবে যেন সকল নারী সমবায়ী সফলতা পান বা কর্মে নিযুক্ত বা উদ্যোক্তা হতে পারেন।

লেখচিত্র-৪৯: সমবায়ের মাধ্যমে সফলতা অর্জন বা কর্মসংস্থান ও উদ্যোক্তা হওয়ার হার

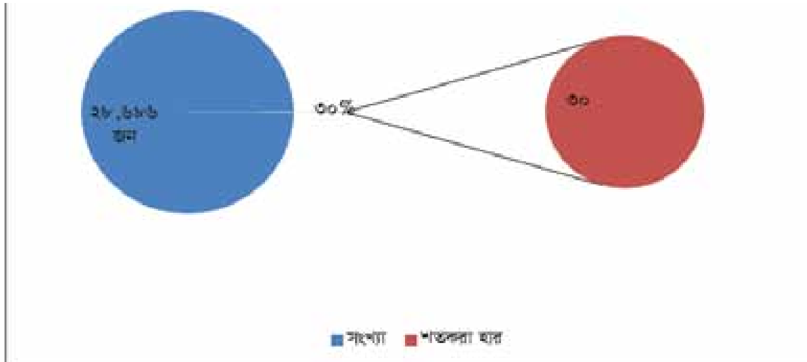

(উৎস: মাঠ সমীক্ষা, ২০২০)

৪.০৭.০৪: নারী সমবায়ীর সফলতার পেছনে সমবায় সমিতির অবদান

নারী সমবায়ীর সফলতার পেছনে সমবায় সমিতির অবদান রয়েছে। নানাভাবে সহযোগিতার ফলে নারী সদস্যগণ সফল হয়েছেন যা নিচের লেখচিত্রে সন্নিবেশিত হয়েছে। সবচেয়ে বেশি সংখ্যক উত্তরদাতা মনে করেন (৫৭%) প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাকরণের মাধ্যমে বেশি অবদান রেখেছে যেখানে ৪১% মনে করেন ঋণ প্রদান, ১২% করে যথাক্রমে আর্থিক সহায়তা প্রদান এবং পুঁজি গঠনের মাধ্যমে অবদান রেখেছে সমবায় সমিতি। এ ছাড়া ০৮% করে উত্তরদাতা উদ্বুদ্ধকরণ ও সচেতনতা তৈরি, একতাবদ্ধ করা ও বাজারজাতকরণের ব্যবস্থার মাধ্যমে নারীর সফলতায় সমিতিগুলো ভূমিকা রেখেছে।

লেখচিত্র-৫০: নারী সমবায়ীর সফলতার পেছনে সমিতি অবদান সম্পর্কে মতামত

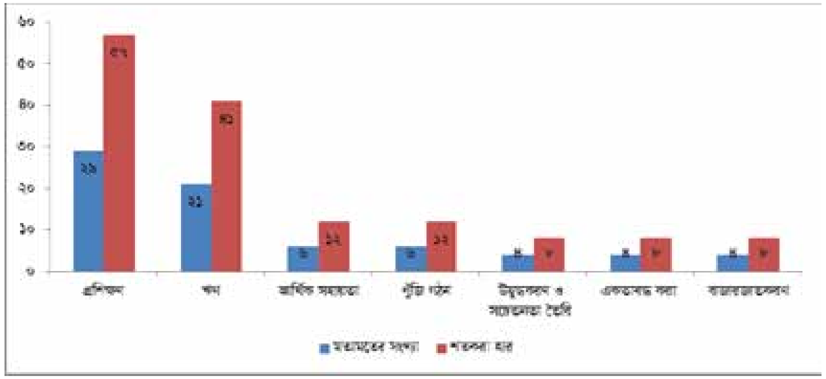

(উৎস: মাঠ সমীক্ষা, ২০২০; গণসংখ্যা-৫১, একাধিক উত্তর)

৪.০৭.০৫: নারী সমবায়ীর সফলতার পেছনে সমবায় বিভাগের অবদান

নারী সমবায়ীর সফতার পেছনে শুধুমাত্র সংশ্লিষ্ট সমিতির অবদান রয়েছে তা নয় সমবায় বিভাগের অবদানও রয়েছে বলে উত্তরদাতাগণ মনে করেন যা ৭৪ নং সারণিতে দেয়া হয়েছে। তাতে দেখা যায়, সবচেয়ে বেশি সংখ্যক উত্তরদাতা (৫৫%) প্রশিক্ষণ প্রদানের অবদানের কথা উল্লেখ করেন। এ ছাড়া দিক নির্দেশনা, পরামর্শ ও উদ্বুদ্ধকরণ (৩১%), পরিদর্শন/তদারকি (২৪%), নিয়মিত অডিট (১৮%) এবং সমিতির মাধ্যমে সংগঠিতকরণ (১০%) সহ অন্যান্য অবদান রয়েছে বলে উত্তরদাতাগণ মনে করেন।

সারণি-৭৪: নারী সমবায়ীর সফলতার পেছনে সমবায় বিভাগের অবদান সম্পর্কে মতামত

অবদানের ধরণ	মতামতের সংখ্যা	শতকরা হার
প্রশিক্ষণ প্রদান	২৮	৫৫
দিক নির্দেশনা, পরামর্শ ও উদ্বুদ্ধকরণ	১৬	৩১
পরিদর্শন/তদারকি	১২	২৪
নিয়মিত অডিট	০৯	১৮
সমিতির মাধ্যমে সংগঠিতকরণ	০৫	১০
আত্ম-কর্মসংস্থানে উৎসাহ প্রদান	০৩	০৬
পুঁজি গঠনে সহায়তা	০৩	০৬

(উৎস: মাঠ সমীক্ষা, ২০২০; গণসংখ্যা-৫১, একাধিক উত্তর)

৪.০৭.০৬: সমবায়ের সদস্য হওয়ার ক্ষেত্রে নারীর বাধার ধরণ

সমবায়ের সদস্য হওয়ার ক্ষেত্রে নারীর বাধার ধরণ সম্পর্কে উত্তরদাতাগণ মতামত প্রদান করেন। তবে ২২% উত্তরদাতা মনে করেন সমবায়ের সদস্য হওয়ার ক্ষেত্রে নারীর বাধা নেই। বেশির ভাগ উত্তরদাতা (৪৩%) পারিবারিক বাধার কথা উল্লেখ করেন। এরপর সামাজিক (৩৭%), অর্থনৈতিক (১২%) এবং ধর্মীয় গোঁড়ামির (১২%) মতো বাধার উল্লেখ করেন।

সারণি-৭৫: সমবায়ের সদস্য হওয়ার ক্ষেত্রে নারীর বাধার ধরণ সম্পর্কে মতামত

বাধার ধরণ	মতামতের সংখ্যা	শতকরা হার
পারিবারিক	২২	৪৩
সামাজিক	১৯	৩৭
অর্থনৈতিক	০৬	১২
ধর্মীয় গোঁড়ামি	০৬	১২
বাধা নাই	১১	২২

(উৎস: মাঠ সমীক্ষা, ২০২০; গণসংখ্যা-৫১, একাধিক উত্তর)

৪.০৭.০৭: সমবায়ের নেতৃত্বে আসার ক্ষেত্রে নারীর বাধার ধরণ

সমবায়ের নেতৃত্বে আসার ক্ষেত্রে নারীর বাধা রয়েছে বলে উত্তরদাতাগণ মনে করেন যা নিচের সারণিতে দেয়া হয়েছে। সবচেয়ে বেশির ভাগ উত্তরদাতা (৩৭%) সামাজিক বাধার কথা বলেন যেখানে পারিবারিক বাধার কথা বলেন ৩৫% উত্তরদাতা। তবে ২৪% উত্তরদাতা মনে করেন সমবায়ের নেতৃত্বে আসার ক্ষেত্রে নারীর কোনো বাধা নেই। এ ছাড়া ধর্মীয় (১২%), শিক্ষার অভাব (১০) সহ অন্যান্য বাধার কথা উল্লেখ করেন। এসব বাধা দূরীকরণের মাধ্যমে সমবায়ে নারীর উজ্জ্বল উপস্থিতি নিশ্চিত করা যেতে পারে।

সারণি-৭৬: সমবায়ের নেতৃত্বে আসার ক্ষেত্রে নারীর বাধার ধরণ সম্পর্কে মতামত

বাধার ধরণ	মতামতের সংখ্যা	শতকরা হার
সামাজিক	১৯	৩৭
পারিবারিক	১৮	৩৫
ধর্মীয়	০৬	১২
শিক্ষার অভাব	০৫	১০
অর্থনৈতিক	০৪	০৮
অভিজ্ঞতার/প্রশিক্ষণের অভাব	০৪	০৮
অনীহা	০৩	০৬
বাধা নাই	১২	২৪

(উৎস: মাঠ সমীক্ষা, ২০২০; গণসংখ্যা-৫১, একাধিক উত্তর)

৪.০৭.০৮: নারীদের ক্ষমতায়নের জন্য সমবায় বিভাগের ভবিষ্যতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ

নারীদের ক্ষমতায়নের জন্য সমবায় বিভাগের ভবিষ্যতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা দরকার বলে মনে করেন উত্তরদাতাগণ। সবচেয়ে বেশি সংখ্যক উত্তরদাতা (৬১%) বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রয়োজন বলে মনে করেন যেখানে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিকরণ বলেন ২৪% উত্তরদাতা। এ ছাড়া বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প হাতে নেয়া (২০%), আর্থিক সহায়তা/অনুদান দেয়া (১০%), বিনা সুদে/স্বল্প সুদে ঋণ প্রদান (০৮%) এবং সচেতনতা/প্রচারণা বৃদ্ধিকরণ (০৬%) এর কথা উল্লেখ করেন।

সারণি-৭৭: নারীদের ক্ষমতায়নের জন্য সমবায় বিভাগের ভবিষ্যতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ সম্পর্কে মতামত

প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের ধরণ	মতামতের সংখ্যা	শতকরা হার
বিভিন্ন প্রশিক্ষণ	৩১	৬১
কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিকরণ	১২	২৪
বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প হাতে নেয়া	১০	২০
আর্থিক সহায়তা/অনুদান দেয়া	০৫	১০
বিনা সুদে/স্বল্প সুদে ঋণ প্রদান	০৪	০৮
সচেতনতা/প্রচারণা বৃদ্ধিকরণ	০৩	০৬

(উৎস: মাঠ সমীক্ষা, ২০২০; গণসংখ্যা-৫১, একাধিক উত্তর)

৪.০৭.০৯: সমবায়ের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়নে সম্ভাব্য বাধা

নারী সমবায় সংগঠন গঠনকারী সংস্থা বা এনজিও এর বেশির ভাগ (৮০%) সমবায়ের মাধামে নারীর ক্ষমতায়নে সম্ভাবন্য বাধা নেই বলে মতামত প্রদান করে। আর মাত্র ২০% সমবায়ের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়নে বাধা রয়েছে বলে মনে করে যা ৫১ নং লেখচিত্রে উপস্থাপিত হয়েছে।

লেখচিত্র-৫১: সমবায়ের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়নে সম্ভাব্য বাধা সম্পর্কে মতামত

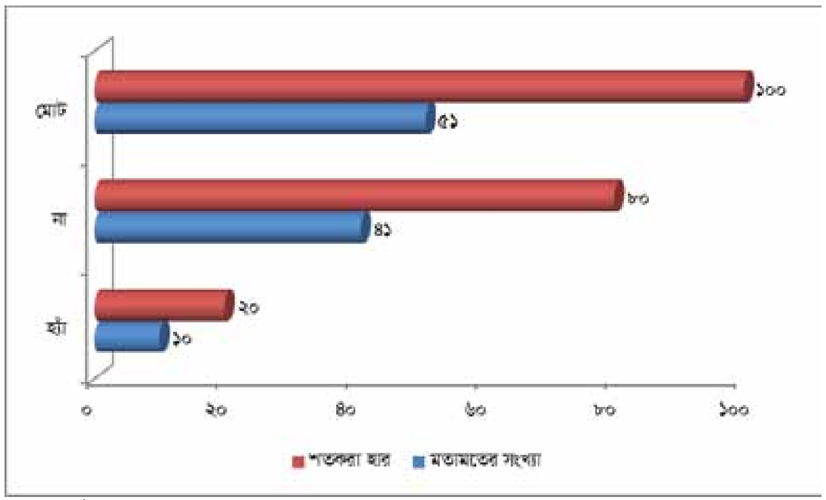

(উৎস: মাঠ সমীক্ষা, ২০২০)

৪.০৭.১০: সমবায়ের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়নে সম্ভাব্য বাধার ধরণ

যারা সমবায়ের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়নে বাধা রয়েছে বলে মনে করে (১০জন উত্তরদাতা) তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক উত্তরদাতা (৪০%) পুরুষশাসিত সমাজ ব্যবস্থা, ৩০% উত্তরদাতা আর্থিক সমস্যা/পুঁজির অভাব, ২০% উত্তরদাতা সামাজিক বাধা এবং ১০% করে উত্তরদাতা পারিবারিক এবং কর্মসংস্থানের অভাব এবং ধর্মীয় গোঁড়ামিকে সম্ভাব্য বাধা হিসেবে উল্লেখ করেন।

সারণি-৭৮: সমবায়ের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়নে সম্ভাব্য বাধার ধরণ সম্পর্কে মতামত

সম্ভাব্য বাধার ধরণ	মতামতের সংখ্যা	শতকরা হার
পুরুষশাসিত সমাজ ব্যবস্থা	০৪	৪০
আর্থিক সমস্যা/পুঁজির অভাব	০৩	৩০
সামাজিক	০২	২০
পারিবারিক	০১	১০
কর্মসংস্থানের অভাব	০১	১০
ধর্মীয় গোঁড়ামী	০১	১০

(উৎস: মাঠ সমীক্ষা, ২০২০; গণসংখ্যা-১০, একাধিক উত্তর)

৪.০৭.১১: সমবায়ের মাধ্যমে ব্যবসা করার ক্ষেত্রে নারীদের বড় বাধা

সমবায়ের মাধ্যমে যেসব নারী সমবায়ী ব্যবসা করতে চান তাদের বাধা রয়েছে বলেও উল্লেখ করা হয়। এসব বড় বাধার মধ্যে রয়েছে বাজারজাতকরণ/বিপণন সমস্যা (৫৩%), পুঁজির অভাব/আর্থিক সমস্যা (৪৯%) এবং সামাজিক প্রতিবন্ধকতা (১৪%) উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়া অন্যান্য যেসব বাধার বিষয়ে নিচের সারণিতে উল্লেখ রয়েছে তা দূর করতে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা জরুরি।

সারণি-৭৯: সমবায়ের মাধ্যমে ব্যবসা করার ক্ষেত্রে নারীদের বড় বাধা সম্পর্কে মতামত

বড় বাধার ধরণ	মতামতের সংখ্যা	শতকরা হার
বাজারজাতকরণ/বিপণন সমস্যা	২৭	৫৩
পুঁজির অভাব/আর্থিক সমস্যা	২৫	৪৯
সামাজিক প্রতিবন্ধকতা	০৭	১৪
পারিবারিক কাজে ব্যস্ততা	০৪	০৮
পুরুষরাই সব কিছু করতে চায়/নারীদের প্রাধান্য দিতে চায় না	০৩	০৬
ধর্মীয় গোঁড়ামী	০৩	০৬
নিরাপত্তার অভাব	০৩	০৬
প্রশিক্ষণের অভাব	০৩	০৬

(উৎস: মাঠ সমীক্ষা, ২০২০; গণসংখ্যা-৫১, একাধিক উত্তর)

৪.০৭.১২: সমিতির মাধ্যমে নারী সদস্যের আর্থিক উন্নয়ন

সমবায় সমিতির মাধ্যমে নারী সদস্যের আর্থিক উন্নয়নে বিষয়ে ৯৮% উত্তরদাতা মনে করেন যে, নারী সমবায়ীর আর্থিক উন্নয়ন ঘটেছে অবশিষ্ট মাত্র ২% হয়নি বলে মতামত ব্যক্ত করেন যা নিচের লেখচিত্রে সন্নিবেশিত রয়েছে। এতে দেখা যায়, নারীর ক্ষমতায়নে সমবায় সমিতির উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে।

লেখচিত্র -৫২: সমিতির মাধ্যমে নারী সদস্যের আর্থিক উন্নয়ন হওয়া সম্পর্কে মতামত

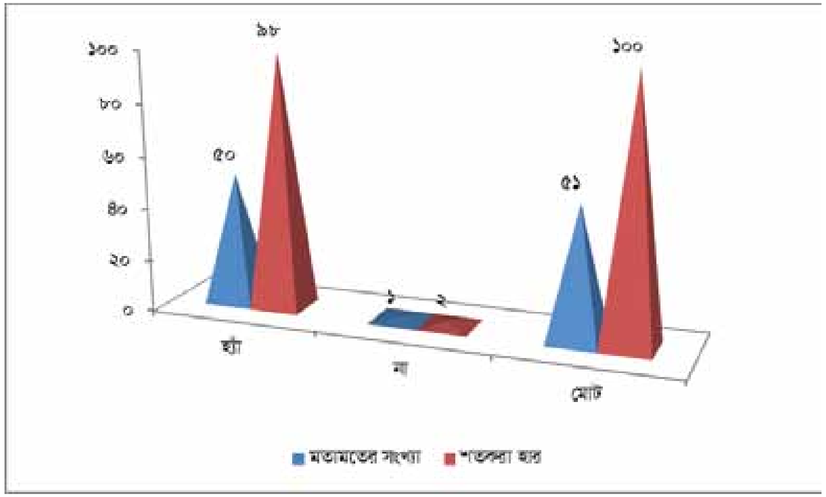

(উৎস: মাঠ সমীক্ষা, ২০২০)

৪.০৭.১৩: সমিতির সদস্য হিসেবে নারীর প্রাপ্ত সুবিধা

সমিতির সদস্য হিসেবে নারী সমবায়ী নানা ধরনের সুবিধাপ্রাপ্ত হয়েছেন। এসব সুবিধার মধ্যে সবচেয়ে বেশি যে সুবিধাটি পেয়েছেন তা হলো ঋণ সুবিধা যা ৯৪% উত্তরদাতা মত ব্যক্ত করেন। আর ৮৬% এবং ০৮% ও ০৬ ভাগ উত্তরদাতা যথাক্রমে প্রশিক্ষণ, স্বাস্থ্য সেবা এবং আর্থিক/ অনুদান সুবিধার কথা উল্লেখ করেন। অর্থাৎ সমিতি এসব সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে নারীদেরকে মূল ধারার অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্তকরণে যথাসাধ্য চেষ্টা করে যাচ্ছে।

সারণি-৮০: সমিতির সদস্য হিসেবে নারীর প্রাপ্ত সুবিধা সম্পর্কে মতামত

প্রাপ্ত সুবিধা	মতামতের সংখ্যা	শতকরা হার
ঋণ	৪৮	৯৪
প্রশিক্ষণ	৪৪	৮৬
স্বাস্থ্য সেবা	০৪	০৮
আর্থিক/অনুদান	০৩	০৫

(উৎস: মাঠ সমীক্ষা, ২০২০; গণসংখ্যা-৫১, একাধিক উত্তর)

৪.০৭.১৪: সমিতির সদস্য হিসেবে নারীর আত্ম-কর্মসংস্থান

সমিতির সদস্য হিসেবে নারীর আত্ম-কর্মসংস্থান ঘটেছে বলে ৯৬% উত্তরদাতা মনে করেন আর অবশিষ্ট মাত্র ০৪% নেতিবাচক মতামত ব্যক্ত করেন যা নিচের লেখচিত্রে উল্লেখ রয়েছে। অর্থাৎ, নারী সমবায়ীগণ ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে সঠিক ধারায় রয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়।

লেখচিত্র-৫৩: সমিতির সদস্য হিসেবে নারীর আত্ম-কর্মসংস্থান হওয়া সম্পর্কে মতামত

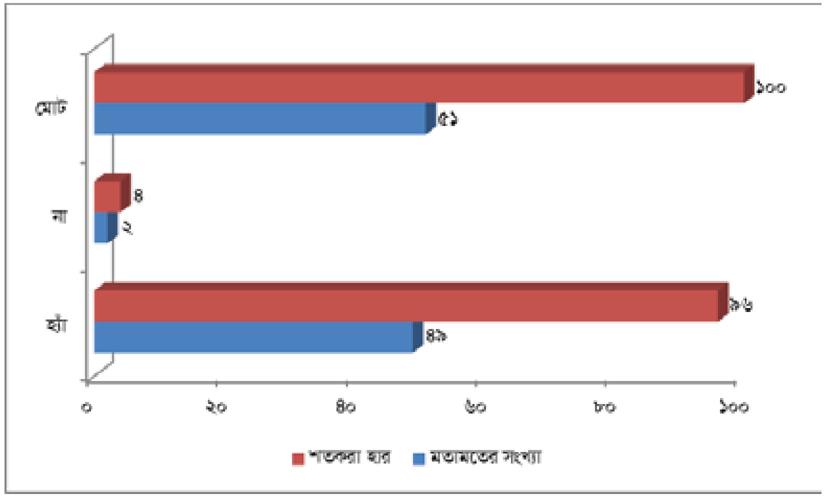

(উৎস: মাঠ সমীক্ষা, ২০২০)

৪.০৭.১৫: সমিতির সদস্য হওয়ার পর নারী সদস্যের আয় বৃদ্ধি

সমিতির সদস্য হওয়ার পর নারী সদস্যের আয় বৃদ্ধি হয়েছে বলে ৯৬% নারী সমবায় সমিতি গঠনকারী সংস্থা/ এনজিও মনে করে আর মাত্র ০৪% আয় বৃদ্ধি হয়নি মর্মে উল্লেখ করে। সর্বোচ্চ মাসিক আয় বৃদ্ধির পরিমাণ অনেক প্রত্যাশাব্যঞ্জক যার পরিমাণ ১৬ লক্ষ ৯৫ হাজার টাকা। এটি যদি একজন নারী সদস্যেরও হয়ে থাকে তাও ইতিবাচক। কারণ এটি অন্য সদস্যদের অনুপ্রাণিত করবে। আর সর্বনিম্ন মাসিক আয় বৃদ্ধি হলো ৮০০ টাকা। সদস্য প্রতি গড় মাসিক আয় বৃদ্ধির পরিমাণ ১ লক্ষ ৭ হাজার তিনশত পঁচিশ টাকা। এটিও একটি ইতিবাচক বিষয় বলে পরিগণিত।

সারণি-৮১: সমিতির সদস্য হওয়ার পর নারীর আয় বৃদ্ধি হওয়া সম্পর্কে মতামত

প্রাপ্ত মতামত	মতামতের সংখ্যা	শতকরা হার
হ্যাঁ	৪৯	৯৬
না	০২	০৪
সর্বোচ্চ মাসিক বৃদ্ধি	১৬,৯৫,০০০ টাকা	-
সর্বনিম্ন মাসিক বৃদ্ধি	৮০০ টাকা	-
সদস্য প্রতি গড় মাসিক আয় বৃদ্ধি (মোট ৫৪,৭৩,৬০০/৫১)	১,০৭,৩২৫ টাকা	-

(উৎস: মাঠ সমীক্ষা, ২০২০)

৪.০৭.১৬: সমিতির সদস্য হিসেবে পরিবারে/ সমাজে নারীর আর্থিকভাবে ক্ষমতায়িত হওয়া

সমিতির সদস্য হিসেবে পরিবারে বা সমাজে নারী আর্থিকভাবে ক্ষমতায়িত হয়েছেন মর্মে ৯৮% উত্তরদাতা মনে করেন। আর অবশিষ্ট মাত্র ০২% নেতিবাচক মন্তব্য করেন যা নিচের লেখচিত্রে দেখা যায়। অর্থাৎ, নারী তার নিজের অবস্থান সমাজে বা পরিবারে ক্রমান্বয়ে একটি অবস্থানে নিতে সক্ষম হয়েছে যাতে সমবায়ের একটি ইতিবাচক ভূমিকা রয়েছে বলে মনে হয়।

লেখচিত্র-৫৪: সমিতির সদস্য হিসেবে পরিবারে/ সমাজে নারীর আর্থিকভাবে ক্ষমতায়িত হওয়া সম্পর্কে মতামত

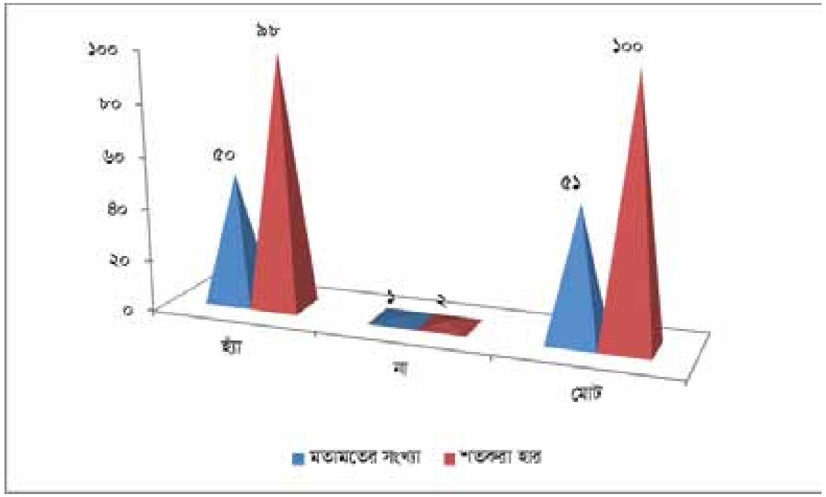

(উৎস: মাঠ সমীক্ষা, ২০২০)

৪.০৭.১৭: নারী সদস্যের আর্থিক ও সামাজিক উন্নয়নে সমবায় সমিতির অবদান

নারী সদস্যের আর্থিক ও সামাজিক উন্নয়নে সমবায় সমিতির অবদান মূল্যায়নের ক্ষেত্রে খুব বেশি মাত্রায় বলেন ৪৫% উত্তরদাতা যেখানে বেশি ৩৫%, মোটামুটি ০৪%, কম ০৪% এবং ১২% উত্তরদাতা কোনো মন্তব্য করেননি। অর্থাৎ, বেশির ভাগ উত্তরদাত তথা ৮৮% উত্তরদাতা নারী সদস্যের আর্থিক ও সামাজিক উন্নয়নে সমবায় সমিতির কোনো না কোনো ধরনের অবদান রয়েছে বলে প্রতীয়মান হয় যা নারীর ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

সারণি-৮২: নারী সদস্যেরআর্থিক ও সামাজিক উন্নয়নে সমবায় সমিতির অবদান সম্পর্কে মতামত

অবদানের ধরণ	মতামতের সংখ্যা	শতকরা হার
খুব বেশি	২৩	৪৫
বেশি	১৮	৩৫
মোটামুটি	০২	০৪
কম	০২	০৪
উত্তর দেয় নাই	০৬	১২
মোট	৫১	১০০

(উৎস: মাঠ সমীক্ষা, ২০২০)

৪.০৭.১৮: নারী সদস্যের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সমবায় বিভাগ/ সমবায় অফিসের অবদান

নারী সদস্যের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সমবায় বিভাগ/ সমবায় অফিসের অবদানের ক্ষেত্রেও প্রায় একই চিত্র পাওয়া যায়। খুব বেশি অবদান রয়েছে মর্মে ৩১% উত্তরদাতা মনে করেন যেখানে ৩৭% 'বেশি', ২৬% মোটামুটি এবং ০৪% কম অবদান রয়েছে বলে মনে করেন। আর মাত্র ০২% মনে করেন কোনো অবদান নেই। অর্থাৎ, ৯৮% উত্তরদাতা সমবায় বিভাগ/ সমবায় অফিসের অবদানকে স্বীকৃতি দিয়েছে যা নারীর ক্ষমতায়নে একটি উল্লেখযোগ্য অর্জন।

সারণি-৮৩: নারী সদস্যের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সমবায় বিভাগ/সমবায় অফিসের অবদান সম্পর্কে মতামত

অবদানের ধরণ	মতামতের সংখ্যা	শতকরা হার
খুব বেশি	১৬	৩১
বেশি	১৯	৩৭
মোটামুটি	১৩	২৬
কম	০২	০৪
নাই	০১	০২
মোট	৫১	১০০

(উৎস: মাঠ সমীক্ষা, ২০২০)

৪.০৭.১৯: উৎপাদনমুখী কর্মকাণ্ডে নারী সদস্যের সম্পৃক্তি

উৎপাদনমুখী কর্মকাণ্ডে নারী সমবায়ীর সম্পৃক্তি নিয়ে অধিকাংশ উত্তরদাতা (৮৪%) মনে করেন নারী সদস্যগণ উৎপাদনমুখী কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত রয়েছে আর অবশিষ্ট ১৬% নেতিবাচক মতামত প্রদান করেন যা নিচের লেখচিত্রে সন্নিবেশিত রয়েছে।

লেখচিত্র-৫৫: উৎপাদনমুখী কর্মকাণ্ডে নারী সদস্যের সম্পৃক্তি সম্পর্কে মতামত

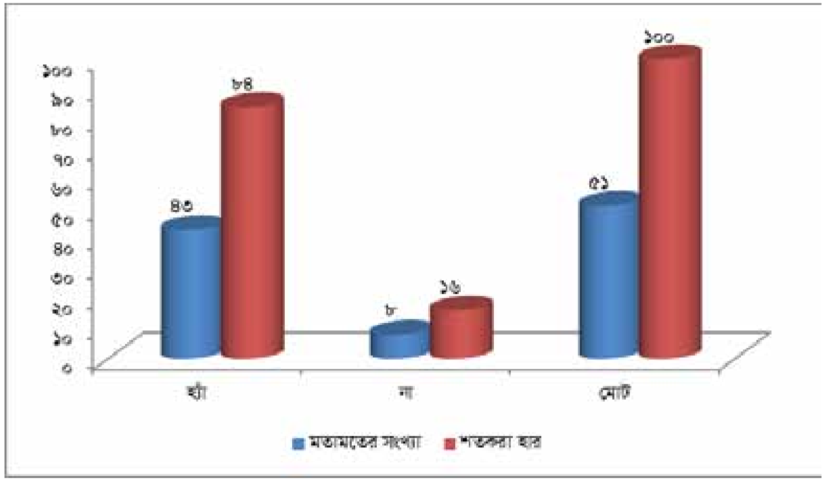

(উৎস: মাঠ সমীক্ষা, ২০২০)

৪.০৭.২০: নারী সদস্য কর্তৃক উৎপাদিত পণ্যের ধরণ

যেসব উত্তরদাতা (৪৩ জন) মনে করেন নারী সমবায়ী উৎপাদনমুখী কর্মকাণ্ডে জড়িত তারা ১০ ধরনের পণ্য উৎপাদন করে থাকে যা নিচের সারণিতে সন্নিবেশিত রয়েছে। সবচেয়ে বেশি উৎপাদন করে থাকে হস্ত শিল্প/কুটির শিল্প (ক্রিস্টাল পাথর, পাট ও চামড়াজত) পণ্য যা ৮১% উত্তরদাতা বলেন যেখানে ৪৪% উত্তরদাতা কাপড় সেলাই/পোশাক তৈরি ও গার্মেন্টস পণ্য, ৩৫% ধান ও সবজি উৎপাদন, ২৬% ব্লক-বাটিক, ২১% গাভি পালন ও দুধ উৎপাদন, ১৬% করে উত্তরদাতা মাছ চাষ এবং গবাদি পশু ও হাঁস-মুরগি উৎপাদন সহ অন্যান্য পণ্যের কথা উল্লেখ করেন। অর্থাৎ নারী নানামুখী উৎপাদনের সাথে জড়িত যা তাদের প্রথাগত কাজের বাইরের কিছু কাজ রয়েছে। বিষয়টি নারীর ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে ইতিবাচক।

সারণি-৮৪: নারী সদস্য কর্তৃক উৎপাদিত পণ্যের ধরণ সম্পর্কে মতামত

উৎপাদিত পণ্যে ধরণ	মতামতের সংখ্যা	শতকরা হার
হস্ত শিল্প/কুটির শিল্প (ক্রিস্টাল পাথর, পাট ও চামড়াজত) পণ্য	৩৫	৮১
কাপড় সেলাই/পোশাক তৈরি ও গার্মেন্টস পণ্য	১৯	৪৪
ধান ও সবজি উৎপাদন	১৫	৩৫
ব্লক-বাটিক	১১	২৬
গাভি পালন ও দুধ উৎপাদন	০৯	২১
আচার ও ফাস্ট ফুড	০৮	১৯
মাছ চাষ	০৭	১৬
গবাদি পশু ও হাঁস-মুরগি	০৭	১৬
নকশি কাঁথা	০৪	০৯
ডিম উৎপাদন	০৩	০৭

(উৎস: মাঠ সমীক্ষা, ২০২০; গণসংখ্যা-৪৩, একাধিক উত্তর)

৪.০৭.২১: নারী সদস্যের ব্যবসায়িক উদ্যোগে সম্পৃক্তি

গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফলে দেখা যায়, বেশির ভাগ উত্তরদাতা (৭৩%) নারী সদস্যের ব্যবসায়িক উদ্যোগের সম্পৃক্ত রয়েছে আর অবশিষ্ট ২৭% সম্পৃক্ত নয় বলে উল্লেখ করেন যা ৫৬ নং লেখচিত্রে উল্লেখ রয়েছে।

লেখচিত্র-৫৬: ব্যবসায়িক উদ্যোগে নারী সদস্যের সম্পৃক্তি সম্পর্কে মতামত

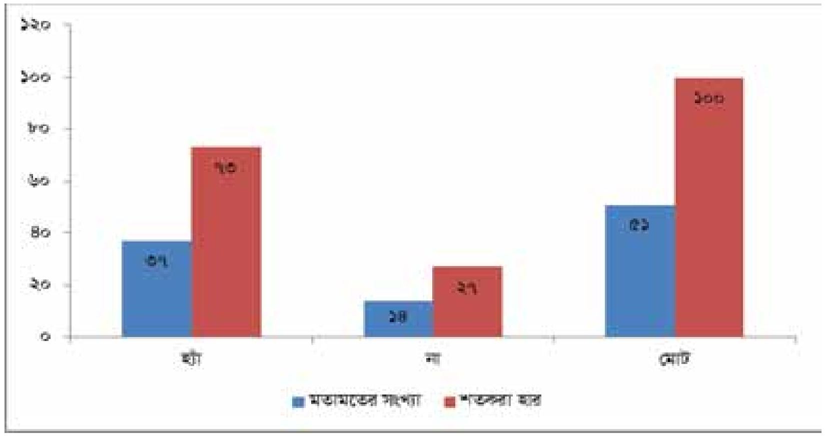

(উৎস: মাঠ সমীক্ষা, ২০২০)

৪.০৭.২২: নারী সদস্যদের ব্যবসায়িক উদ্যোগ থেকে সেবা প্রদানের ধরণ

নারী সদস্যগণ ব্যবসায়িক উদ্যোগ থেকে নানা ধরণের সেবা প্রদান করে থাকেন। এসব সেবার মধ্যে সবচেয়ে বেশি রয়েছে ব্যবসার মাধ্যমে সেবা প্রদান যা ৭৩% উত্তরদাতা উল্লেখ করেন যেখানে ৩২% টেইলরিং/ পোশাক তৈরি, ৩০% হস্ত শিল্প/কুটির শিল্প এবং ১৪% উত্তরদাতা ব্লক-বাটিক এর মাধ্যমে সেবা প্রদানের কথা উল্লেখ করেন। এ ছাড়া অন্যান্য সেবা নিচের সারণিতে সন্নিবেশিত হয়েছে।

সারণি-৮৫: নারী সদস্যদের ব্যবসায়িক উদ্যোগ থেকে সেবা প্রদান সম্পর্কে মতামত

সেবার ধরণ	মতামতের সংখ্যা	শতকরা হার
ব্যবসা (কাপড়, হোটেল, মুদি, সবজি, চা, আচার, লন্ড্রি, কসমেটিক্স, পার্লার ইত্যাদি)	২৭	৭৩
টেইলরিং/ পোশাক তৈরি	১২	৩২
হস্ত শিল্প/কুটির শিল্প	১১	৩০
ব্লক-বাটিক	০৫	১৪
পাটজাত দ্রব্য বিক্রি	০৩	০৮
ফাস্ট ফুড তৈরি	০২	০৫
হাঁস-মুরগি পালন ও বিক্রি	০২	০৫
নকশি কাঁথা	০২	০৫
দুধ বিক্রি	০২	০৫

(উৎস: মাঠ সমীক্ষা, ২০২০; গণসংখ্যা-৩৭, একাধিক উত্তর)

৪.০৭.২৩: নারী সদস্যের উৎপাদনমুখী কর্মকাণ্ড/ ব্যবসায়িক উদ্যোগের পরিকল্পনা গ্রহণ

গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্তে দেখা যায়, বেশির ভাগ উত্তরদাতা (৮০%) নারী সদস্যের উৎপাদনমুখী কর্মকাণ্ড বা ব্যবসায়িক উদ্যোগের পরিকল্পনা রয়েছে যেখানে অবশিষ্ট উত্তরদাতা নেতিবাচক মতামত ব্যক্ত করেন যা ৫৭ নং লেখচিত্রে সন্নিবেশিত রয়েছে।

লেখচিত্র-৫৭: নারী সদস্যের উৎপাদনমুখী কর্মকাণ্ড/ ব্যবসায়িক উদ্যোগের পরিকল্পনা গ্রহণ সম্পর্কে মতামত

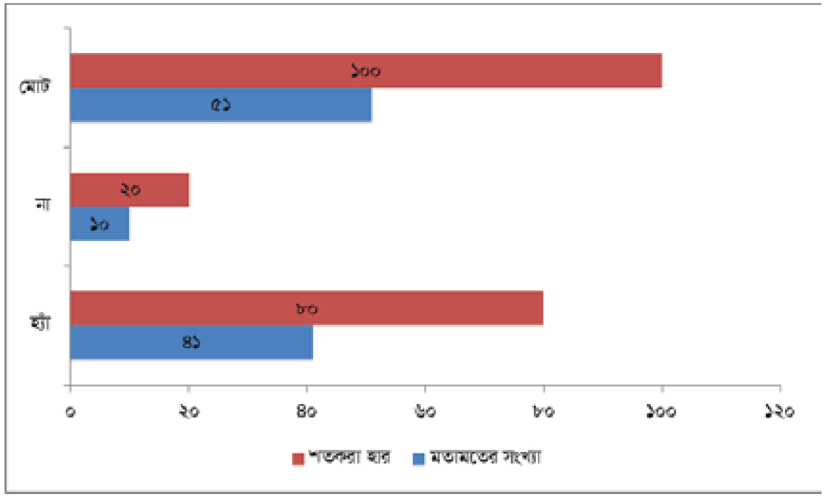

(উৎস: মাঠ সমীক্ষা, ২০২০)

৪.০৭.২৪: নারী সদস্যের উৎপাদনমুখী কর্মকাণ্ড/ ব্যবসায়িক উদ্যোগের পরিকল্পনার ধরণ

গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্তে দেখা যায়, যেসব নারী সদস্যগণ উৎপাদনমুখী কর্মকাণ্ড/ ব্যবসায়িক উদ্যোগের পরিকল্পনা রয়েছে তাদের ১২ ধরণের কার্যক্রমের পরিকল্পনার কথা নিচের সারণি থেকে পাওয়া যায়। সবচেয়ে বেশি সংখ্যক উত্তরদাতা (৩৪%) হস্ত শিল্প/কুটির শিল্পের পরিকল্পনা উল্লেখ করেন। যেখানে ২৭% ব্যবসা (কাপড়, মুদি, সবজি, সমবায় বিপণী), ১৫% করে উত্তরদাতা গাভি পালন (ডেইরি ফার্ম ও খামার) এবং টেইলারিং (পোশাক তৈরি), ১২% করে উত্তরদাতা আচার ও ফাস্ট ফুড, সেলাই প্রশিক্ষণ কেন্দ্র খোলা এবং ব্লক-বাটিক/হস্ত শিল্প প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ইত্যাদি সহ অন্যান্য পরিকল্পনার উল্লেখ করেন। যেসব পরিকল্পনার উল্লেখ এখানে রয়েছে এগুলো অনেক বৈচিত্র্যময় যা নারীর জন্য কিছুটা চ্যালেঞ্জের বটে। তবে এটি বাস্তবায়ন করা গেলে নারীর ক্ষমতায়নে সমবায়ে ভূমিকা আরো ইতিবাচক হিসেবে পরিগণিত হবে।

সারণি-৮৬: নারী সদস্যের উৎপাদনমুখী/ব্যবসায়িক উদ্যোগের পরিকল্পনার ধরণ সম্পর্কে মতামত

পরিকল্পনার ধরণ	মতামতের সংখ্যা	শতকরা হার
হস্ত শিল্প/কুটির শিল্প	১৪	৩৪
ব্যবসা (কাপড়, মুদি, সবজি, সমবায় বিপণী)	১১	২৭
গাভীপালন (ডেইরি ফার্ম ও খামার)	০৬	১৫
টেইলারিং (পোশাক তৈরি)	০৬	১৫
আচার ও ফাস্ট ফুড	০৫	১২
সেলাই প্রশিক্ষণ কেন্দ্র খোলা	০৫	১২
ব্লক-বাটিক/হস্ত শিল্প প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	০৫	১২
হাঁস-মুরগি পালন (খামার)	০৪	১০
ব্লক-বাটিক	০৩	০৭
ক্রিস্টাল পাথর	০৩	০৭
গার্মেন্টস পণ্য	০৩	০৭
মাছ চাষ	০২	০৫

(উৎস: মাঠ সমীক্ষা, ২০২০; গণসংখ্যা-৪১, একাধিক উত্তর)

৪.০৭.২৫: নারীর উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে সমবায় সমিতির করণীয়

নারীর উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে সমবায় সমিতির আরো করণীয় রয়েছে বলে উত্তরদাতাগণ মনে করেন। এ ধরনের ১২টি করণীয়ের উল্লেখ রয়েছে ৮৭ নং সারণিতে। সবচেয়ে বেশি সংখ্যক উত্তরদাতা (৯০%) 'প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা (ট্রেড ভিত্তিক)', ২৪% 'কর্মসংস্থানের ব্যবস্থাকরণ', ২০% 'চাহিদামতো ঋণ দেয়া', ১৯% 'নারী অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা তৈরি' ১৬% 'স্বল্প সুদে/বিনা সুদে বা সহজ শর্তে ঋণ দেয়া' এবং ১৪% 'নতুন নতুন লাভজনক প্রকল্প গ্রহণ' ইত্যাদি করণীয় উল্লেখযোগ্য।

সারণি-৮৭: নারীর উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে সমবায় সমিতির করণীয় সম্পর্কে মতামত

করণীয়	মতামতের সংখ্যা	শতকরা হার
প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা (ট্রেড ভিত্তিক)	৪৬	৯০
কর্মসংস্থানের ব্যবস্থাকরণ	১২	২৪
চাহিদামতো ঋণ দেয়া	১০	২০
নারী অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা তৈরি	০৯	১৯
স্বল্প সুদে/বিনা সুদে বা সহজ শর্তে ঋণ দেয়া	০৮	১৬
নতুন নতুন লাভজনক প্রকল্প গ্রহণ	০৭	১৪
নারী নেতৃত্বের বিকাশ	০৫	১০
পণ্য বাজারজাতকরনে সহযোগিতা করা	০৫	১০
উঠান বৈঠক, সভা-সেমিনারের আয়োজন	০৫	১০
আর্থিক সহযোগিতা প্রদান	০৪	০৮
নারীদের সংগঠিত করা	০৪	০৮
অসহায়-দুঃস্থ নারী সদস্যদের সন্তানদের জন্য শিক্ষা বৃত্তি, উপকরণ প্রদান	০৩	০৬

(উৎস: মাঠ সমীক্ষা, ২০২০; গণসংখ্যা-৫১, একাধিক উত্তর)

৪.০৭.২৬: সমবায় সমিতির উপযুক্ত সহায়তা পেলে বেশি সফল হওয়ার সম্ভাবনার ক্ষেত্র

সমবায় সমিতির উপযুক্ত সহায়তা পেলে নানা ক্ষেত্র রয়েছে যেখানে নারী সমবায়ীগণ সফল হতে পারবেন যা ৮৮ নং সারণিতে সন্নিবেশিত রয়েছে। সবচেয়ে বেশি সংখ্যক উত্তরদাতা মনে করেন (৪৯%) পণ্য উৎপাদন বৃদ্ধিতে নারী সমবায়ীগণ সহায়তা পেলে বেশি সফল হতে পারবেন। এ ছাড়া আর্থিক উন্নয়ন বৃদ্ধি (৪৫%), কর্মসংস্থান বৃদ্ধি (৩৭%), নারীদের দক্ষতা ও ক্ষমতা বৃদ্ধি (৩৫%), নারীর সচেতনতা বৃদ্ধি (১৮%) এবং উদ্যোক্তা তৈরি ও ব্যবসার প্রসার (১৬%) ইত্যাদি ক্ষেত্র উল্লেখযোগ্য।

সারণি-৮৮: সমবায় সমিতির উপযুক্ত সহায়তা পেলে বেশি সফল হওয়ার সম্ভাবনার ক্ষেত্র সম্পর্কে মতামত

সম্ভাবনার ক্ষেত্র	মতামতের সংখ্যা	শতকরা হার
পণ্য উৎপাদন বৃদ্ধি	২৫	৪৯
আর্থিক উন্নয়ন বৃদ্ধি	২৩	৪৫
কর্মসংস্থান বৃদ্ধি	১৯	৩৭
নারীদের দক্ষতা ও ক্ষমতা বৃদ্ধি	১৮	৩৫
নারীর সচেতনতা বৃদ্ধি	০৯	১৮
উদ্যোক্তা তৈরি ও ব্যবসার প্রসার	০৮	১৬
ট্রেড ভিত্তিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ বৃদ্ধি	০৭	১৪
নারী-পুরুষ বৈষম্য দূর	০৬	১২
স্বাস্থ্য-শিক্ষার উন্নতি	০৬	১২
নারীর স্বাবলম্বীতা	০৪	০৮
নারীর নেতৃত্ব বৃদ্ধি	০৩	০৬
শিশু ও নারী পাচার, নির্যাতন, বাল্য বিবাহ ও যৌতুক হ্রাস	০৩	০৬

(উৎস: মাঠ সমীক্ষা, ২০২০; গণসংখ্যা-৫১, একাধিক উত্তর)

৪.০৭.২৭: নারীর ক্ষমতায়নে সমবায় বিভাগ ও সমবায় অফিসের নিকট প্রত্যাশিত সহযোগিতা

নারীর ক্ষমতায়নে সমবায় বিভাগ ও সমবায় অফিসের নিকট বেশ কিছু সহযোগিতা প্রত্যাশা করা হয়। এসব সহযোগিতার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হলো চাহিদানুসারে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাকরণ (৮৪%), বিনা সুদে/স্বল্প সুদে ঋণ প্রদান (৩৩%), বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প চালু (২৭%), আর্থিক সহায়তা/অনুদান প্রদান (২২%), সমিতি নিয়মিত তদারকি, পরিদর্শন ও পরামর্শ প্রদান (২২%), উৎপাদিত পণ্যের বাজারজাতকরণের ব্যবস্থা (২২%) এবং উদ্যোক্তা সৃষ্টির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ (২০%) ইত্যাদি। এসব বাস্তবায়নে যথাযথ পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন।

সারণি-৮৯: নারীর ক্ষমতায়নে সমবায় বিভাগ ও সমবায় অফিসের নিকট প্রত্যাশিত সহযোগিতা সম্পর্কে মতামত

প্রত্যাশিত সহযোগিতা সমূহ	মতামতের সংখ্যা	শতকরা হার
চাহিদানুসারে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাকরণ	৪৭	৮৪
বিনা সুদে/স্বল্প সুদে ঋণ প্রদান	১৭	৩৩
বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প চালু	১৪	২৭
আর্থিক সহায়তা/অনুদান প্রদান	১১	২২
সমিতি নিয়মিত তদারকি, পরিদর্শন ও পরামর্শ প্রদান	১১	২২
উৎপাদিত পণ্যের বাজারজাতকরণের ব্যবস্থা	১১	২২
উদ্যোক্তা সৃষ্টির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ	১০	২০
মূলধন/পুঁজি বৃদ্ধি	০৫	১০
বিভিন্ন সভা/সেমিনারে অংশগ্রহণের ব্যবস্থাকরণ	০৪	০৮
স্বাস্থ্য-শিক্ষা উন্নয়নে সহযোগিতা প্রদান	০৪	০৮

(উৎস: মাঠ সমীক্ষা, ২০২০; গণসংখ্যা-৫১, একাধিক উত্তর)

৪.০৮: উপসংহার

আলোচ্য অধ্যায়টি বর্তমান গবেষণার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ। গবেষণার আলোকে চাহিত তথ্যাদি অত্র অধ্যায়ে পরিসংখ্যানগত ও গ্রাফিক্যালি বিশ্লেষণ করা হয়েছে। প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে চাহিত তথ্যের বিশ্লেষণ করে গবেষণার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ফলাফল পাওয়া গেছে। উত্তর দাতাদের প্রদত্ত তথ্য শ্রেণিগতভাবে বিন্যস্ত করে অনুকল্পের সঙ্গেও সামঞ্জস্যপূর্ণ ফলাফল পাওয়া গেছে।

পঞ্চম অধ্যায়
ফোকাস দলীয় আলোচনা

৫.০১: প্রারম্ভিকা

গবেষণা একটি সুদীর্ঘ প্রক্রিয়া। গবেষণা করার ক্ষেত্রে গভীরভাবে পড়ার পাশাপাশি তথ্য উপাত্তও সংগ্রহ করতে হয়। বিশেষত সামাজিক বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণার ক্ষেত্রে তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করার প্রয়োজনীয়তা বেশি। এই তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করার একটি উৎকৃষ্ট উপায় হচ্ছে ফোকাস দলীয় আলোচনা।

একটি ফোকাস দলীয় আলোচনায় সাধারণত আট-দশজন আলোচক এবং একজন মডারেটর থাকেন। অনেক সময় মডারেটরের সাথে একজন সহযোগীও থাকেন। ফোকাস দলীয় আলোচনার মূল লক্ষ্য হচ্ছে বিস্তারিত আলোচনার মাধ্যমে কোন একটি সুনির্দিষ্ট বিষয়ে অংশগ্রহণকারীদের মতামত গ্রহণ করা।

বর্তমানে বাংলাদেশে ২৯ ধরণের ও শ্রেণির প্রায় ১,৭৪,৩৯৪টি সমবায় সমিতি রয়েছে। এসব সমবায় সমিতির মধ্যে মহিলা সমবায় সমিতি রয়েছে এবং মহিলাসম্পৃক্ত সমবায় সমিতিও রয়েছে। এসব সমবায় সমিতির মাধ্যমে নারীদের উন্নয়ন ঘটছে। কিছু কিছু মহিলা সমবায় সমিতির মাধ্যমে আমরা দৃশ্যমানভাবে নারীর ক্ষমতায়ন দেখতে পাই। নারীর ক্ষমতায়নের এই সফলতার উদাহরণ থেকে শিক্ষা নিয়ে সমবায় কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করতে পারি। এ জন্যই নারীর ক্ষমতায়নের প্রকৃত চিত্র খুঁজে পেতেই ফোকাস দলীয় আলোচনা করা হয়েছে।

৫.০২: ফোকাস দলীয় আলোচনার যৌক্তিকতা

আমরা আগেই উল্লেখ করেছি বর্তমান গবেষণার সাধারণ উদ্দেশ্য হলো নারীর ক্ষমতায়নে সমবায়ের অর্জন ও এতে বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ এবং সম্ভাবনার স্বরূপ বিশ্লেষণ করা। এছাড়া গবেষণাটির সুনির্দ্দিষ্ট উদ্দেশ্য হলো:

(ক) সমবায় সমিতির মাধ্যমে সংঘটিত নারীর ক্ষমতায়নের স্বরূপ চিহ্নিত করা।
(খ) নারীর ক্ষমতায়নে সমবায়ের ভূমিকা বিশ্লেষণ করা।
(গ) নারীর ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে সমবায়ের সফলতা ও দুর্বলতা নিরুপণ করা।
(ঘ) নারীর ক্ষমতায়নে সমবায় আরো কিভাবে ভূমিকা রাখতে পারে তা উদঘাটন করা।
(ঙ) নারীর ক্ষমতায়নে সমবায় অধিদপ্তরের ভূমিকা এবং দায়িত্ব চিহ্নিত করা।

উপরোক্ত উদ্দেশ্যসমূহ অর্জনের গবেষণার অংশ হিসেবে সুনির্দিষ্ট অবয়বের ফোকাস দলীয় আলোচনা পরিচালনা করা হয়। গবেষণা কমিটির সদস্যবৃন্দ একটি করে ফোকাস দলীয় আলোচনা পরিচালনা করেন। কতিপয় সুনির্দিষ্ট প্রশ্ন জানার মাধ্যমে গবেষণার কাঙ্খিত ফলাফল অর্জন করতে হয়। এ প্রক্রিয়াকে পরবর্তী পৃষ্ঠার ছকের মাধ্যমে প্রকাশ করা যায়:

ছক-০৬: ফোকাস দলীয় আলোচনার কর্মকৌশল

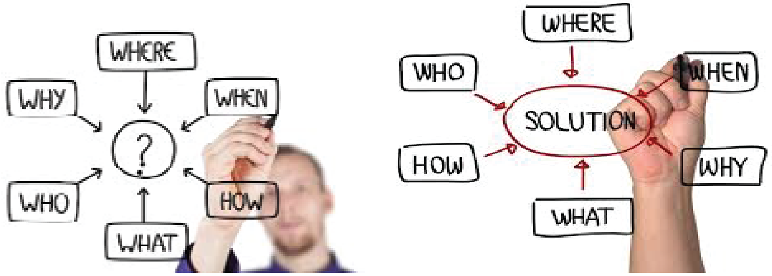

বর্তমান গবেষণার কাজে ১০৫ টি সমবায় সমিতি ও সমবায় বিভাগীয় কর্মকর্তা/কমচারীসহ মোট ৬৩২ জনের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে। গবেষণার বিষয়কে অধিকতর মূল্যায়নভিত্তিক করার জন্য ৫টি ফোকাস দণীয় আলোচনা করা হয়েছে। ফোকাস দলীয় আলোচনায় উপস্থিত সদস্যবৃন্দ তাদের বাস্তব অভিজ্ঞতা ও নিজস্ব ধারণার মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়নে সমবায়ের ভূমিকা নিয়ে আলোকপাত করেছেন।

৫.০৩: গবেষণা দল কর্তৃক ফোকাস দলীয় আলোচনা সম্পাদন

৫.০৩.০১: জনাব হরিদাস ঠাকুর (গবেষণা পরিচালক) কর্তৃক ফোকাস দলীয় আলোচনা:

ফোকাস দলীয় আলোচনায় জেলা সমবায় অফিসার মৌলভীবাজার জনাব মো: রহিম, উপজেলা সমবায় অফিসার, কমলগঞ্জ জনাব আশুতোষ দাস, জনাব সালিক ভুঁইয়া, পরিদর্শক, জেলা সমবায় কার্যালয়, মৌলভীবাজার উপস্থিত ছিলেন। ফোকাস দলীয় আলোচনায় অংশগ্রহণকারী সমিতি ও এ বিষয়ে অন্যান্য তথ্য নিম্নরূপ:

(১) সমবায় সমিতির নাম: কমলগঞ্জ গুড নেইবার সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায় সমিতি লি:।
(২) তারিখ: ৪ মার্চ ২০২০ খ্রি. সময়: সকাল ১০.০০ থেকে দুপুর ১.০০ টা।
(৩) অংশগ্রহণকারী : ১০ জন মহিলা সদস্য।
(৪) মডারেটর: হরিদাস ঠাকুর, যুগ্মনিবন্ধক ও উপাধ্যক্ষ, বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি, কোটবাড়ী, কুমিল্লা।
(৫) কাঙ্খিত ফলাফল: নারীর ক্ষমতায়নের কমলগঞ্জ গুড নেইবার সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায় সমিতি লি: এর ভূমিকা মূল্যায়ন।
(৬) সমিতির কার্যক্রমের বিবরণ:
(ক) ঠিকানা: গ্রাম-তেতইগাঁও, ডাক-আদমপুরবাজার, উপজেলা-কমলগঞ্জ, জেলা-মৌলভীবাজার।
(খ) রেজি: নং: ১৭৩ ; তারিখ: ১২/০৬/২০১২ খ্রি.।
(গ) কর্মএলাকা: সমগ্র কমলগঞ্জ উপজেলা।
(ঘ) সদস্য সংখ্যা: ১০৮৬ জন।
(ঙ) সদস্য প্রকৃতি: মহিলা (মায়েরা)।
(চ) কার্যকরী মূলধন: ৮৫,৩১,৬৬৫

(শেয়ার-৩,৪২,৯০০/-; সঞ্চয় আমানত-৩৮,৪৫,২৭৫; অনুদান-২১,০৬,৪১৮)

(ছ) কর্মসংস্থান: ১,০৩০ জন।

(জ) বার্ষিক বিক্রিত পণ্যমূল্য: ১৪ লাখ ৩০ হাজার টাকা।

(ঝ) অর্জিত লাভ: ৩,১১,৫০৩/-

(ঞ) সমিতির তথ্য নির্যাস:

(১) মোট মূলধন: ১,০৭,৫৭,৯৫৫/-; (২) মোট ঋণগ্রহীতার সংখ্যা: ৩২০ জন। (৩) ঋণগ্রহীতার হার: ৩২%; (৪) ঋণ বিতরণের হার: ৭৯%; (৫) ঋণ সংগ্রহের হার: ৭০%; (৬) শেয়ার সংগ্রহের হার: ৪৯%; (৭) সঞ্চয় গ্রহণের হার: ৫২%; (৮) ব্যবস্থাপনা খরচের হার: ৭৮%; (৯) ক্রয়কৃত জমির পরিমাণ: ১৮ শতক; (১০) আইজি ফ্যাসিলিটেটর: ০; (১১) কো-অপারেটিভ ফ্যাসিলিটেটর:০ (১২) ব্যবস্থাপনা কমিটি: ৬।

(৭) ফোকাস দলীয় আলোচনায় অংশগ্রহণকারীদের মতামত:

সমিতির সভাপতি সুভাসিনী দেবিসহ ১০ জন সদস্য (গুলনাহার বেগম, রহিমা বেগম, মিনারা বেগম, মমতাজ বেগম, নাসিমা বেগম,উজ্জ্বলী সিনহা, প্রণতি সিনহা, সবিতা সিনহা, তাইজুন বেগম) উপস্থিত ছিলেন। তারা সকলে আত্মবিশ্বাসের সাথে সমিতির মাধ্যমে তাদের জীবনের ইতিবাচক পরিবর্তনের কথা বলেন। তাদের মতামতের সারাংশকে আমরা নিম্নোক্তভাবে উপস্থাপন করতে পারি:

(১) আগের তুলনায় সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

(২) আত্মকর্মসংস্থান বৃদ্ধি পেয়েছে। (গ্রুপের মাধ্যমে ঋণ নিয়ে গবাদিপশুপালন, মৎস্য চাষ, হস্তচালিত তাঁত ইত্যাদি এবং একক ঋণের মাধ্যমে এসব কাজ করছে)

(৩) মায়েরদের মাধ্যমে শিশুদের/সদস্যদের শিক্ষার মান বৃদ্ধি পাচ্ছে।

(৪) পারিবারিকভাবে তারা স্বচ্ছলতা লাভ করায় সম্মান বৃদ্ধি পাচ্ছে।

(৫) সামাজিকভাবে তারা সম্মানের বৃদ্ধি পাচ্ছে।

(৬) স্বাস্থ্য সচেতনতা কার্যক্রমের ফলে নারীদের পুষ্টিসম্পর্কে ধারণা।

(৭) বাড়ীর আঙ্গিনায় সবজি চাষ প্রকল্পের ফলে

(৮) মায়েদের মাথা উঁচু করে দাঁড়ানোর প্লাটফর্ম সৃষ্টি হচ্ছে।

(৯) সদস্যদের আয় বৃদ্ধি হয়েছে।

(১০) তাদের নিজেদের শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

(১১) পারিবারিক ও সমিতি পর্যায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা/সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

(১২) পরিবার ও সমাজকে সহায়তা করা ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

(১৩) সম্পদ বৃদ্ধি পেয়েছে, পরিবারের সম্পদের উপর অধিকার হয়েছে এবং নিজের আয়ের উপর নিজের নিয়ন্ত্রণ সৃষ্টি হয়েছে।

(১৪) পরিবারের মূল সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় ভূমিকা রাখতে পারছেন।

(১৫) অসমতা বা নারীর প্রতি অবহেলা সম্পর্কে ধারণা বৃদ্ধি পেয়েছে।

(১৬) চলাফেরায় স্বাধীনভাবে ও নিজের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করতে পারছেন।

(১৭) নিজের জীবনের সিদ্ধান্ত নিজেই স্বাধীনভাবে গ্রহণ করতে পারছেন।

(৮) ফোকস দলীয় আলোচনায় ফলাফল:

কমলগঞ্জ গুড নেইবার সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায় সমিতি লি: এলাকার সদস্য তথা জনগণের মাঝে প্রচণ্ড ইতিবাচক ভাবমূর্তি নিয়ে বিরাজ করছে। সদস্যদের সাথে ফোকাস দলীয় আলোচনা করে আমরা এর প্রতিফলন দেখতে পেয়েছি। উপস্থিত সদস্যরা তাদের আত্মবিশ্বাসী ও সচেতন জ্ঞানগর্ব মতামত উপস্থাপন করেছেন। নারীর ক্ষমতায়ন সম্পর্কে তাদের ধারণাও পরিস্কার। কমলগঞ্জ গুড নেইবার সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায় সমিতি লি: বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে একটি সফল মহিলা সমবায় সমিতি। এর মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন সম্ভব হয়েছে বলে ফোকাস দলীয় আলোচনায় প্রমাণ পাওয়া গেছে।

চিত্র-০৬: জনাব হরিদাস ঠাকুর, গবেষণা পরিচালক কর্তৃক ফোকাস দলীয় আলোচনা

৫.০৩.০২: জনাব মোহা. আব্দুল মজিদ, যুগ্মনিবন্ধক (গবেষক) কর্তৃক ফোকাস দলীয় আলোচনা

সমবায় অধিদপ্তরের নির্দেশনা মোতাবেক বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি ২০২০ সালে “নারীর ক্ষমতায়নে সমবায়ের অর্জন, চ্যালেঞ্জ ও সম্ভবনা” শীর্ষক গবেষণার কাজ সম্পাদন করছে। কাজের অংশ হিসাবে ফোকাস দলীয় আলোচনা এবং কেইস স্টাডির জন্য অদ্য ১১/০৩/২০২০ খ্রি. তারিখ খুলনার নবরুপা মহিলা সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায় সমিতি লিঃ, মেট্রোপলিটন থানা, সোনাতলা, খুলনায় গিয়েছিলাম। ফোকাস দলীয় আলোচনায় সমিতির মোট ১০ জন সদস্য অংশগ্রহণ করেন। অংশগ্রহণকারী নারী সদস্যগণ সমবায়ের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন সম্পর্কে তাঁদের মতামত তুলে ধরেন। নারীর ক্ষমতায়ন কি? এ ক্ষেত্রে বাঁধা সমূহ, বাঁধা সমূহ উত্তরণের উপায় ইত্যাদি বিষয় আলোচনা করা হয়।

নারীর ক্ষমতায়ন সম্পর্কে সমিতির সদস্যগণ তাদের মতামত ব্যক্ত করেন। এ বিষয়ে ফাতেমা বলেন নিজের অধিকারসমূহ বুঝে পাওয়া, নাজমা বলেন পুরুষের পাশাপাশি সর্বক্ষেত্রে এগিয়ে যাওয়া, আবার লক্ষ্য নির্ধারণ করে সেই লক্ষ্যে পৌঁছানোকে মুনিরা নারীর ক্ষমতায়ন বলে মনে করেন। এ দেশে নারীদের প্রকৃত ক্ষমতায়ন হয়েছে বলে মনে করেন কিনা? এমন প্রশ্নের জবাবে অনেকেই বলেন এখন ও দেশে নারীদের কাজের মূল্যায়ন সব ক্ষেত্রে সমান ভাবে করা হচ্ছে না। বাল্য বিবাহ রোধ হয়েছে বলে ফাতেমা মনে করেন। পড়ালেখায় নারীরা অনেক অগ্রসর হয়েছে বলে অনেকে মনে করেন। জোহরা বলেন নারীরা সমবায়ের মাধ্যমে আয়বর্ধক প্রশিক্ষণ পাচ্ছে। সমবায় সমিতির সদস্য হিসাবে আপনার আয়ের বিকল্প পথ তৈরি হয়েছে? আর্থিক স্বনির্ভরতা কতটুকু এসেছে? এমন প্রশ্নের জবাবে জোবেদা বলেন- সমিতির মাধ্যমে প্রশিক্ষণ ও আর্থিক সহায়তা পেয়ে আমরা স্বাবলম্বী হয়েছি। কানিজ ফাতেমা বলেন প্রশিক্ষণ পেয়ে আয়বর্ধক কাজে সম্পৃক্ত হয়েছি।

পূর্বের অবস্থা ও বর্তমান অবস্থার মধ্যে কি প্রভেদ হয়েছে বলে আপনি মনে করেন? প্রতিটি ক্ষেত্রে দৃশ্যমান উন্নতি হয়েছে বলে তাঁরা মনে করেন-মাকসুদা মনে করেন নারীর সামাজিক মর্যাদা আগের চেয়ে বেড়েছে। অনেকে মনে করেন সিদ্বান্ত গ্রহণে নারীদের সক্ষমতা বেড়েছে। মুনীরা মনে করেন পারিবারিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীদের ভুমিকা আগের চেয়ে অনেক বেশি। আপনার বাচ্চারা কি আগের চেয়ে বেশি সুযোগ পাচ্ছে? এ প্রশ্নের জবাবে তাঁরা বলেন-বাচ্চা লালন-পালনের সমুদয় দায়িত্ব এখন নারীরা পালন করছে। আর্থিক সক্ষমতা বৃদ্ধির কারণে সুযোগ অনেক বেড়েছে।

সমিতির কার্যক্রমে সম্পৃক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে অন্তরায় গুলো কি কি? নাজমা বলেন প্রথম পর্যায়ে ছিল এখন নেই। দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন হয়েছে। পরিবারের নিকট হতে কি বাঁধা পান? সীমিত পরিসরে এখন ও বাঁধা আছে বলে নাজমা বলেন। একটা পর্যায় পর্যন্ত সমিতির কর্মকাণ্ড সম্পর্কে খোঁজ নিত, সরেজমিনে দেখার পর আর বাঁধা দেন না। সমবায় দপ্তর হতে কি কি সাহায্যে পাচ্ছেন? অনেকেই মনে করেন প্রচুর সাহায্যে করা হয়, অনেকে সামর্থ অনুযায়ী সার্বিক সাহায্যে করা হয় বলে মনে করেন। প্রয়োজনে সকল সহযোগিতা পান বলে অনেকে জানান। আরো কি ভাবে সাহায্যে বৃদ্ধি করা সম্ভব? আর্থিক সাহায্যে, প্রশিক্ষণ প্রদান, রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক এবং ঋণ আদায়ে সহযোগিতা।

সমিতির উন্নয়ন তথা নারীর উন্নয়নে বড় অসুবিধা গুলো কি? এ ক্ষেত্রে অংশগ্রহ-নণকারীগণ মনে করেন নারীকে আরো ক্ষমতায়ন বা উন্নয়নের জন্য দীর্ঘমেয়াদি আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান, প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ সামগ্রী প্রদান এবং পুঁজি সরবরাহের অভাবে নারীরা সমিতির উন্নয়ন তথা নারীর উন্নয়নে বড় অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছে।

চিত্র-০৭: জনাব মোহা. আব্দুল মজিদ, গবেষক কর্তৃক ফোকাস দলীয় আলোচনা

৫.০৩.০৩: জনাব মোখলেছুর রহমান, উপনিবন্ধক (গবেষক) কর্তৃক ফোকাস দলীয় আলোচনা

সমবায় অধিদপ্তরের নির্দেশনা মোতাবেক বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি এ বছর (২০২০) "নারীর ক্ষমতায়নে সমবায়:অর্জন, চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা" শীর্ষক গবেষণার কাজ করছে। এ কাজের ফোকাস দলীয় আলোচনা এবং কেইস স্টাডির জন্য আজ (১০/০৩/২০২০) বগুড়ার মিতালী মহিলা বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ, বগুড়া সদসর, বগুড়া গিয়েছিলাম। সমবায়ের মাধ্যমে ক্ষমতায়ন হয়েছে মনে করেন এমন ১০ জন নারীর সাথে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হয়। তারা জানান সত্যই তাদের ক্ষমতায়ন হয়েছে, হয়েছে সংসারে উপার্জন, আয় করা, সামাজিক কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকার মাধ্যমে সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা ও মর্যাদা বেড়েছে, বেড়েছে সমসাময়িক বিষয়ক জ্ঞানও যেমন নারী নির্যাতন, বাল্য বিবাহ, পুষ্টি জ্ঞান, যৌতুক নিরোধ, স্বাস্থ্য সচেতনতা, সামাজিকতা, মানবিকতা ইত্যাদি। তারা জানান এ অর্জনে প্রথম ও বড় বাধা স্বামী, পরিবার ও পরিবারের পুরুষ সদস্য, অনেক ক্ষেত্রে নারীও (শ্বাশুড়ী), পাড়া প্রতিবেশী।

এটা উত্তরণের জন্য নিজের দৃঢ় সংকল্পকে বড় মনে করেন। অপর দিকে সহায়ক হিসাবে স্বামীই বড় ভুমিকা রেখেছে বলেও মনে করেন অনেকে। সমবায় বিভাগ যদি আরো নারীকে এবং আরো ক্ষমতায়ন করতে চায় সে ক্ষেত্রে আরো আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ ২য় সমসাময়িক জ্ঞানমূলক সামাজিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। সবশেষে এটা একদিনে অর্জিত হবে না বলে তারা মত প্রকাশ করেন, এর জন্য অব্যাহত প্রশিক্ষণ ও তদারকির প্রয়োজন রয়েছে।

নাটোর জেলার সদর উপজেলার রামাইগাছী সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ এর নারী সদস্যদের সাথে "ফোকাস দলীয় আলোচনা" করি। কাজের মধ্যেই তাদের সমিতির কার্যক্রম ও সদস্যদের কার্যক্রম পরিদর্শন করার সুযোগ হয়। সমিতিতে মোট ৭১ জন সদস্য, তার মধ্যে ৭ জন পুরুষ বাকী সবাই নারী। প্রতিবন্ধী সদস্য রয়েছে ১১ জন। বিভিন্ন দক্ষতাবৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ নিয়েছে ৮ জন। আঞ্চলিক সমবায় ইনস্টিটিউট, নওগাঁয় ২জন মুক্তা (ক্রিস্টাল শো'পিস তৈরি) ও ছালমা (ব্লক-বাটিক), বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি, কুমিল্লায় ১ জন আম্বিয়া(ব্লক-বাটিক), অন্যরা বগুড়া ও নাটোরে প্রশিক্ষণ নিয়েছে স্থানীয়ভাবে।

প্রশিক্ষণের পর তারা নিজ নিজ দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে বিভিন্ন ধরণের পণ্য তৈরি করছে। প্রতিবন্ধী নারী আছমাও নক্সিকাঁথা তৈরি করছে। বর্তমানে তারা অর্ডারি কাজ করছে, যারা অর্ডার দেয় তাদের কাজ করে দেয়। অর্ডার খুব বেশি না থাকায় কাজও খুব বেশি নাই। আম্বিয়া খাতুন প্রশিক্ষণের পাশাপাশি স্বামীর পেশাকেও আগলে ধরে রেখেছে। তার গায়ের ওড়নাখানা তার নিজের (ব্লক বাটিক) করা, ছবিতে দেয়া একতারা ও বাঁশের বাঁশি সে নিজে তৈরি করেছে, অর্ডার মত একতাঁরা, বাঁশি ও অন্যান্য জিনিস বানিয়ে দিলে স্বামী তা ঢাকায় বিক্রি করে।

নারীর ক্ষমতায়ন নিয়ে তাদের সাথে কথা হলে তারা জানান স্বল্প পরিমাণে হলেও তারা ক্ষমতায়িত হয়েছে বলে মনে করেন। আগে স্বামী, পরিবার, সমাজের মানুষ তাদের কথার গুরুত্ব দিতো না, এখন সমীহ করে, কথা বললে শোনে। তাদের উপার্জনের কারণে অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে বলে জানান। তাদের একজন এখন উদ্যোক্তা (দোকান পরিচালনা করেন)। স্বামী বড় বাধা হিসেবে দেখা গেলেও শ্বাশুড়ী সহায়তা করেছে অনেককে। স্বামীর আয়ের সমান আয় না করলেও সকলেরই আয় মোট আয়ের ৩০% এর বেশি দেখা যায়। নারীর ক্ষমতায়নে কর্মমুখী প্রশিক্ষণ, দীর্ঘ মেয়াদী প্রশিক্ষণ, স্বল্প সুদে দীর্ঘ মেয়াদী বড় ঋণ এবং পণ্য বিক্রির সহায়তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সমবায় বিভাগ ও সরকার বিষয়টিতে জোর দিতে পারে বলে তারা পরামর্শ প্রদান করেন।

চিত্র-০৮: জনাব মোখলেছুর রহমান, গবেষক কর্তৃক ফোকাস দলীয় আলোচনা

৫.০৩.০৪: জনাব মোঃ জিয়াউল হক, উপনিবন্ধক (গবেষক) কর্তৃক ফোকাস দলীয় আলোচনা

মডারেটর : মোঃ জিয়াউল হক , অধ্যক্ষ, আঞ্চলিক সমবায় ইনস্টিটিউট, কুষ্টিয়া ।
স্থান : ০১. দোয়ানিয়া নতুন জীবন দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় সমিতি লিঃ পার্বতীপুর, দিনাজপুর ।
তারিখ : ০২ মার্চ ২০২০ খ্রিঃ, বিকাল ৫.০০ ঘটিকা ।
০২. অনেক আশা কুটির শিল্প নারী সমবায় সমিতি লিঃ, মিঠাপুকুর,রংপুর ।
তারিখ : ০৩ মার্চ ২০২০ খ্রিঃ, বেলা ১১.০০ ঘটিকা ।

অধ্যক্ষ, আঞ্চলিক সমবায় ইনস্টিটিউট,কুষ্টিয়া এর অধ্যক্ষ জনাব মোঃ জিয়াউল হক কর্তৃক ফোকাস দলীয় আলোচনা সম্পাদিত হয়। দিনাজপুরের পার্বতীপুর উপজেলার" দোয়ানিয়া নতুন জীবন দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় সমিতি লিঃ" এবং রংপুর জেলার মিঠাপুকুর উপজেলার অনেক আশা কুঠির শিল্প নারী সমবায় সমিতি লিঃ এর কার্যালয়ে। দুটি সমিতিতে সমবায় সমিতির মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা হয় । দোয়ানিয়া নতুন জীবন দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় সমিতি লিঃ এর সভানেত্রী মিসেস নিলুফা ইয়াসমিন, সম্পাদিকা রেশমা আক্তার ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য হাদিজা খাতুন সহ সমিতির সাধারণ সদস্য উপস্থিত ছিলেন । সমিতির সভানেত্রী মিসেস নিলুফা ইয়াসমিন জানান যে, ২৪ জন নারী সদস্য নিয়ে এই সমিতি গঠিত হয়েছে । সমিতির মূলধন ১২,০০,০০০ টাকা । ঋণ কার্যক্রমের পাশাপাশি গাভীপালন এবং সমিতির ব্যবস্থাপনায় প্রশিক্ষণ কার্যক্রম রয়েছে।

সমিতির সকল সদস্যই গাভীপালন করেন তাই সমিতির উদ্যোগে গবাদিপশু পালন, ভার্মি কম্পোষ্ট তৈরী দুধ হতে ছানা তৈরী বিষয়ে সমিতির সদস্যদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে ।

সমিতির মাধ্যমে খর কাটার মেশিন বিতরণ করা হয়েছে । আলোচনায় উপস্থিতি সভানেত্রী সম্পাদিকা সহ অন্যান্যগণের বিবেচনায় সমিতির মাধ্যমে সদস্যগণের আর্থিক অবস্থার পূর্বের তুলনায় ভাল হয়েছে তাদের শিক্ষা,স্বাস্থ্য ইত্যাদি বিষয়ে সচেতনতা বেড়েছে সামজিক মর্যাদা বেড়েছে । তাদের সমিতির তৈরীর ক্ষেত্রে পরিবারের পুরুষ সদস্যগণ সহায়তা করেছেন সমাজ থেকেও তেমন বাধা নেই । সরকারের পক্ষ থেকে তারা প্রশিক্ষণ এবং আর্থিক সহযোগিতা কামনা করেন ।

০৩ মার্চ ২০২০ তারিখে " অনেক আশা কুটির শিল্প নারী সমবায় সমিতি লিঃ এর ফোকাস আলোচনায় সদস্যগণ সমিতির সাফল্য গাঁথা তুলে ধরেন । নারী জাগরণের অগ্রদূত বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের উদ্দীপনা মাথায় রেখে মহীয়সীর জন্মভূমি পায়রাবন্দ গ্রামে আছিয়া বেগম (বর্তমান সভাপতি) ২০ জন সদস্য নিয়ে সমিতির কার্যক্রম শুরু করেন । ০৬ হাজার টাকা নিয়ে সমিতির কার্যক্রম শুরু হলেও বর্তমানে সমিতির মূলধন প্রায় বিশ লক্ষ টাকা,৭০ জন কুঠির শিল্পে প্রশিক্ষিত নারী সদস্যগণ অসাধারণ পাটজাত শৈল্পিক পণ্যসহ বাহারী ডিজাইনের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি, শো-পিস,নিপুণ হাতে তৈরী করে যাচ্ছেন ।

সমিতির নিজস্ব অর্থায়নে একটি শো রুম স্থাপন এবং সমিতির কার্যালয়ের জন্য ০৯ শতাংশ জমি ক্রয় করা হয়েছে সমিতির মাধ্যমে কুটির শিল্পের কাজ করে বর্তমানে প্রায় সকলেই স্বাবলম্বী । প্রাথমিক পর্যায়ে কোন কোন সদস্যদের পরিবারের সদস্যদের পক্ষ থেকে বাধা আসলেও বর্তমানে তারা সহযোগিতা করছেন । স্বামীদের কাজেও স্ত্রীদের মূল্যায়ন বেড়েছে । তাদের ভাষায় স্ত্রীরা হলো আপা (সম্মানীয় ব্যাক্তি) । সরকারের নিকট তাদের পণ্যের বাজারজাতকরণ সুবিধা এমনকি বিদেশে রপ্তানীর সুযোগ তৈরী করে দেয়ার আবেদন জানান । প্রশিক্ষণ, ঋণ সুবিধাসহ পন্যের বাজারজাতকরণের সুবিধা পেলে সমিতি আরো উন্নত হবে এবং নারীর ক্ষমতায়নে আরো এক ধাপ এগিয়ে যাবে বলে তারা মতামত ব্যক্ত করেন ।

চিত্র-০৯: জনাব মোঃ জিয়াউল হক, গবেষক কর্তৃক ফোকাস দলীয় আলোচনা

৫.০৩.০৫: জনাব জ্ঞানেন্দু বিকাশ চাকমা, উপনিবন্ধক (গবেষক) কর্তৃক ফোকাস দলীয় আলোচনা

বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি কর্তৃক পরিচালিত ২০১৯-২০২০খ্রি. সনের "নারীর ক্ষমতায়নে সমবায় ঃ অর্জন, চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা" শীর্ষক গবেষণা কর্মের অংশ হিসেবে তথ্য সংগ্রহকারীদের কার্যক্রম তদারকি, কেসস্টাডি ও ফোকাস দলীয় আলোচনা সম্পাদন করা হয়। খাগড়াছড়ি জেলা সমবায় কার্যালয়ে বিগত ০৭/০৩/২০২০খ্রি. তারিখে গবেষণা কর্মে মনোনিত খাগড়াছড়ি সদর উপজেলাধীন ইসলামপুর মহিলা সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায় সমিতি লিঃ (রেজিঃ নংঃ ৫০৪/খাগড়া; তারিখ: ০৬/০২/২০১৩) এবং বারেং মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ (রেজিঃ নংঃ ০১৪/খাগড়া; তারিখ: ২৪/০৪/২০১৭)এর সদস্যদের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত হয় ফোকাস দলীয় আলোচনা। উক্ত অনুষ্ঠানে জনাব মোঃ জহির আব্বাস, জেলা সমবায় কর্মকর্তা, খাগড়াছড়ি, জনাব উৎপল চাকমা, উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা, খাগড়াছড়ি সদর এবং জনাব মোঃ বেলাল হোসাইন, প্রশিক্ষক ও গবেষণায় ডাটা সংগ্রহকারী উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলকে চলমান গবেষণা কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত করি এবং এ জেলায় নিয়োজিত ডাটা সংগ্রহকারী জনাব মোঃ বেলাল হোসাইন তাঁর সংগৃহীত ডাটা সম্পর্কে বিস্তারিত অবহিত করেন। এছাড়া উক্ত সমিতিদ্বয়ের গবেষণায় ব্যবহৃত প্রশ্নমালায় তথ্য প্রদানকারী সদস্যগণ উপস্থিত থাকাতে তাদের সাথে প্রশ্নমালায় চাহিত ডাটা/তথ্য সম্পর্কে আলোচনা করি। অংশগ্রহণকারী উভয় সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটির গুরুত্বপূর্ণ সদস্যরা উপস্থিত থেকে তাদের স্ব স্ব মতামত ব্যক্ত করেন। সমিতির সফলতা এবং নারীর ক্ষমতায়ন বিষয়ে গবেষণা প্রশ্নমালায় যে সমস্ত তথ্য চাওয়া হয়েছিল সে বিষয়ে সকলে একমত পোষণ করেন।

এরপর বিগত ০৮/০৩/২০২০খ্রি. তারিখে চট্টগ্রাম জেলার কোতোয়ালি থানাধীন পাথরঘাটা ভিশন মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ (রেজিঃ নংঃ ৯৬৮৭; তারিখ: ২৯/০১/২০০৯) এর ব্যবস্থাপনা কমিটি ও সাধারণ সদস্যদের নিয়ে ফোকাস দলীয় আলোচনা এবং এ জেলার ডাটা সংগ্রহকারী যথাক্রমে জনাব সুমন কুমার বিশ্বাস এবং জনাব অর্পণ দাশগুপ্ত, পরিদর্শক, জেলা সমবায় অফিস, চট্টগ্রাম উপস্থিত থেকে সার্বিক সহযোগিতা করেন। উক্ত সমিতির সম্পাদক জনাব আল্পনা দে সমিতির চলমান কার্যক্রমের বিস্তারিত তথ্য উপস্থাপন করেন এবং নারীর ক্ষমতায়ন নিয়ে নিজেদের সচেতনতা, পারিবারিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধ, সামাজিক রীতি-নীতি, আইন কানুন, নিরাপত্তাসহ বিভিন্ন বিষয়গুলো তুলে ধরেন। গবেষণায় ব্যবহৃত প্রশ্নমালায় চাহিত তথ্য সম্পর্কে উপস্থিত সবাই একমত পোষণ করেন। নারীর অধিকার নিয়ে নিজেরা যেমন সচেতন হবেন তেমনি সমিতির অন্যান্য সদস্যদেরকে এ বিষয়ে সমিতির বিভিন্ন সভা, সেমিনারে উদ্বুদ্ধ করার মতামত ব্যক্ত করেন। এরপর ডাটা সংগ্রহের কাজে নিয়োজিত দু'জন তথ্য সংগ্রহকারীর নিকট হতে তাঁদের তথ্য সংগ্রহের সর্বশেষ অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করেন। গবেষণায় নির্বাচিত সমিতির অফিসে গিয়ে তাঁরা তথ্য সংগ্রহ করছেন এবং সমিতির তথ্য প্রদানকারী ও অন্যান্য সদস্যরা এ তথ্য সংগ্রহের কাজে প্রয়োজনীয় সকল সহযোগিতা প্রদান করছেন। খুব দ্রুততম সময়ের মধ্যে তাঁরা তাঁদের সংগৃহীত তথ্য প্রেরণ করবেন বলে মত প্রকাশ করেন।

চিত্র-১০: জনাব জ্ঞানেন্দু বিকাশ চাকমা, গবেষক কর্তৃক ফোকাস দলীয় আলোচনা

৫.৪ঃ উপসংহার

বর্তমান অধ্যায়টি গবেষণার একটি প্রায়োগিক মুল্যায়ন। গবেষণার কার্যক্রম হিসেবে গবেষক দলের ৫ জন সদস্য ৫টি ফোকাস দলীয় আলোচনা করেছেন। এর মাধ্যমে সমবায় সমিতির কার্যক্রমের ফলে নারীর ক্ষমতায়ন হচ্ছে কিনা তার সুস্পষ্ট চিত্র ফুটে উঠেছে। সদস্যদের বাস্তব অভিজ্ঞতা ও সমবায়ের মাধ্যমে তাদের জীবনের ইতিবাচক পরিবর্তনের বিষয়টি তুলে আনা হয়েছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়
নারীর ক্ষমতায়নে সমবায়ঃ একটি সফল সমবায় সমিতির কেস স্টাডি

৬.০১ঃ প্রারম্ভিকা

বাংলাদেশে বর্তমানে সমবায় সমিতির সংখ্যা কমবেশী ১,৭৪,৩৯৪ টির এর মতো। এর মধ্যে অধিকাংশই নিস্ক্রিয় ও অকার্যকর। সফল সমবায় সমিতির সংখ্যা সর্বোচ্চভাবে ৫,০০০- ১০,০০০ এর হতে পারে। এসব সফল সমবায় সমিতির মধ্যে মহিলা সমবায় সমিতির সংখ্যা খুবই কম। মহিলাদের দ্বারা সংগঠিত ও পরিচালিত সফল সমিতির মাধ্যমে নারীর সার্বিক উন্নয়ন হতে পারে। এক্ষেত্রে গবেষণার বিষয়বস্তুর প্রায়োগিকতাকে সম্যকভাবে উপলব্দি করতে কেস স্টাডি করা হয়েছে। কেস স্টাডিতে বেছে নেওয়া হয়েছে বাংলাদেশের একটি সফল ও ব্যতিক্রমী মহিলা সমবায় সমিতিকে। জাতীয় সমবায় পুরস্কারপ্রাপ্ত এ সমিতির নাম হচ্ছেঃ বারিধারা মহিলা সমবায় সমিতি লিমিটেড। সমিতিটি "নারীর ক্ষমতায়নে সমবায়ের ভূমিকা" এর একটি বাস্তব উদাহরণ। কেস স্টাডি সম্পাদন করেছেন মোহাম্মদ সফিকুল ইসলাম,অধ্যাপক(প্রশাসন), বাংলাদেশ সমবায়, একাডেমি কোটবাড়ী, কুমিল্লা।

৬.০২ঃ বারিধারা মহিলা সমবায় সমিতি লিমিটেড এর সাফল্যগাঁথা

সমবায় সমিতির জন্ম কথা

১৯৮৯ সালে রাজধানী ঢাকার নুরেরচালা এলাকায় অভাবী পরিবারের শিশুদের পড়ালেখার উদ্যোগ নেয় বেসরকারি সংস্থা ওয়ার্ল্ড ভিশন। বর্তমান বারিধারা মহিলা সমবায় সমিতি লিমিটেডের প্রাণ ভোমরা গোলাপ বানুর ছেলেও সেখানে যায়। সে সময় ঐ সংস্থার তৎকালীর মাঠ কর্মকর্তা নিত্য অধিকারী (বর্তমানে বারিধারা মহিলা সমবায় সমিতি লিমিটেডের ব্যবস্থাপক) গোলাপ বানুর মতো অভাবী নারীদের জন্য বয়স্কশিক্ষার পাশাপাশি সমবায় সমিতি গঠনের প্রস্তাব দেন। প্রতি দলে ২০ জন করে পাঁচটি দলের ১০০ জন সদস্য নিয়ে ১৯৯২ সাল থেকে দলভিত্তিক সমবায় কার্যক্রম শুরু করেন গোলাপ বানু। ১৯৯৪ সালে তাঁদের নিয়ে গঠিত হয় বারিধারা মহিলা সমবায় সমিতি। শুরুতে প্রত্যেক সদস্য মাসে ৫০ টাকা করে জমা দিবেন বলে ঠিক হয়। কিন্তু এই ৫০ টাকা জোগাড় করাও তাঁদের জন্য কঠিন ছিল। রান্নার চাল থেকে দু-এক মুঠো চাল আলাদা করে জমিয়ে তা বিক্রি করে টাকা জোগাড়ের পরামর্শ দেন গোলাপ বানু এবং নিত্য অধিকারী। পরামর্শটি মনে ধরলো অনেকেরই। টাকা জমাতে থাকলেন গোলাপ বানুরা। ১৯৯৭ সালে বেসরকারি সংস্থা ওয়ার্ল্ড ভিশন এলাকা ছেড়ে চলে যায়। তখন নতুনভাবে সমিতির কার্যক্রম শুরু হয়। গোলাপ বানু হন সমিতির প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি। নিত্য অধিকারী বলেন,আমি যে সংস্থাটিতে কাজ করতাম সেটি এলাকা ছেড়ে চলে যাওয়ার পরও গোলাপ বানু এবং অন্যরা মিলে আমাকে রেখে দেন। সেই থেকে আমি এ সমিতির ব্যবস্থাপক।

সমিতি গড়ার শুরুতে অনেক কিছুই সহ্য করতে হয়েছে গোলাপ বানুকে। সমিতি করতে গিয়ে পাড়ার মানুষেরও কথা শুনতে হয়েছে তাঁকে। তবে যারা বাধা দিত,তারাই এক সময় সমিতি থেকে ঋণ নেওয়া শুরু করে। সমিতি ও তাঁর আজকের অবস্থানে উঠে আসার পেছনে নিত্য অধিকারীর অবদানের কথাটিও কৃতজ্ঞতাভরে স্মরণ করেন গোলাপ বানু সহ সমিতির অন্য সদস্যগণ।

সমিতির নিবন্ধন ও ঠিকানা

সমিতির নিবন্ধন নম্বর: ২১৯/৯৬, ১৯৯৪ সাল, ঠিকানা:১১৬০, নুরেরচালা, ভাটারা, গুলশান, ঢাকা-১২১২।

সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটি

সমবায় সমিতিটি ১২ সদস্য বিশিষ্ট ব্যবস্থাপনা কমিটি দ্বারা পরিচালিত হয়। সমিতির বর্তমান সভাপতি সেলিনা হোসেন, সম্পাদিকা এডভোকেট জেবুন্নেসা জেবুন। গোলাপ বানু বর্তমানে সমিতির নির্বাহী প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। আলোচনায় জানা যায় সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটি সমবায় সমিতি আইন, বিধিমালা এবং সমিতির উপ-আইন অনুযায়ী কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে।

সমিতির কার্যক্রমঃ

নুরেরচালা এলাকায় ১০০ জন সদস্য আর পাঁচ হাজার টাকা মূলধন নিয়ে শুরু করা বারিধারা মহিলা সমবায় সমিতি এখন সাড়ে ছয়তলা ভবন। সমিতির কার্যকরী মূলধন ৪৬০ কোটি টাকা। সদস্য সংখ্যা ৬০ হাজার আর সহযোগী (ক্ষুদে) সদস্য ৭৫ হাজার। সমিতির ব্যবস্থাপক নিত্য অধিকারী জানান ৪৬০ কোটি টাকার মধ্যে ২৫০ কোটি টাকাই এখন ঋণ হিসেবে সদস্যদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে। বাকী টাকা নগদ ও বিভিন্ন সম্পদে বিনিয়োগ করা হয়েছে। সমিতি বর্তমানে ১২ ধরনের কার্যক্রম (প্রকল্প) করে থাকে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হলো:-

(ক) ঋণ প্রকল্প

(খ) জমি ক্রয়/বিক্রয় প্রকল্প : সমিতি নামে গাজীপুরে ১৬ বিঘা জমি ক্রয় করা হয়েছে। তাছাড়া রাজধানীর বাড্ডা এলাকায়ও কিছু জমি রয়েছে।

(গ) প্লট/হাউজিং প্রকল্প: সমিতি ইতিমধ্যে প্লট বানিয়ে সদস্যদের মধ্যে বরাদ্দ দিয়েছে।

(ঘ) বয়স্ক শিক্ষা কার্যক্রম: সমিতি রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় ৬টি বয়স্কশিক্ষা স্কুল পরিচালনা করছে।

(ঙ) শিক্ষা ঋণ কার্যক্রম: সমিতির সদস্যদের ছেলে মেয়েদের শিক্ষার জন্য শিক্ষা ঋণ কার্যক্রম চালু রয়েছে।

(চ) শিক্ষা বৃত্তি কার্যক্রম: গরীব এবং মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য শিক্ষা বৃত্তি কার্যক্রম চালু করা হয়েছে।

(ছ) স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম: সমিতির সদস্যদের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার জন্য স্বাস্থ সেবা কার্যক্রম চালু করা

হয়েছে। মাত্র ২০ টাকার বিনিময়ে মেডিসিন, গাইনিসহ বিভিন্ন ডাক্তারী সেবার ব্যবস্থা রয়েছে। তাছাড়া স্বল্প মূল্যে প্রেসার ও ডায়াবেটিস মাপার ব্যবস্থা রয়েছে।

চিত্র-১১: বারিধারা মহিলা সমবায় সমিতি লিমিটেড-এর প্রতিষ্ঠাতা গোলাপ বানু

বারিধারা মহিলা সমবায় সমিতি লিমিটেড ও নারীর ক্ষমতায়ন

সমবায় যে নারীর ক্ষমতায়নের একটি কার্যকর মাধ্যম তার বাস্তব উদাহরণ বারিধারা মহিলা সমবায় সমিতি লিমিটেড। ০৪/০৩/২০২০খ্রি. তারিখে সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যসহ অনেক সাধারণ সদস্যের সাথে আলাপ হয়। সমিতির সভাপতি সেলিনা হোসেন জানান তিনি ১৯৯৮ সালে সমিতির সদস্য হন তিনি এইচএসসি পর্যন্ত পড়ালেখা করেছেন। গৃহিনী হিসেবে ঘরে বসে না থেকে তিনি সমিতির সাথে যুক্ত হয়ে অনেক উপকার পেয়েছেন। সমিতি থেকে ঋণ নিয়ে স্বামীকে দিয়েছেন স্বামী ব্যবসা করছেন। তার দুই ছেলে একজন বিবিএ তে পড়ছে অন্যজন ইংরেজী মাধ্যমে ও লেভেলে পড়ছে। স্বামীসহ সমাজের মানুষ তাঁকে এখন অনেক সম্মান করেন। সমিতি করার কারণে এটা সম্ভাব হয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। তাছাড়া সমিতির মাধ্যমে অসহায় অনেক নারীর সহায়তা/ সেবা করতে পারছেন। সমিতির সম্পাদিকা জেবুন্নেসা জেবুন বলেন তিনি একজন আইনজীবী। বিদেশে লেখাপড়া করে দেশে ফিরে এখন আইন চর্চা করছেন। তাঁর স্বামী নিম্ন আদালতের একজন বিচারক। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয় আপনি কেন সমিতির সাথে জড়িত হলেন। তিনি জানান সমিতির ৬০ হাজার সদস্য এবং ৭৫

হাজার সহযোগি সদস্যের সাথে কাজ করে আমি নিজকে ধন্য মনে করছি। সমিতির মহিলা সদস্য ও আত্নীয় স্বজনের কোন আইনগত সহায়তা দরকার হলে আমি তা দিতে পারছি। নেতৃত্ব একটি বিশাল বিষয় যদি এই সমিতির সাথে জড়িত না হতাম তাহলে এটা বুঝতে পারতাম না। তাছাড়া মহিলাদের উন্নয়নের জন্য কাজ করতে পেরে আমি খুবই আনন্দিত। সমিতির প্রাক্তন সহ সভাপতি আকলিমা বেগম বলেন আমি একজন গৃহিনী। সমিতি থেকে ঋণ নিয়ে আমার একমাত্র মেয়েকে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ালেখা করাচ্ছি। সমিতি থেকে ঋণ না নিলে মেয়ের পড়াশুনা এতটুকু করানো সম্ভব হতো না। এছাড়া সমিতি করার কারণে এলাকার লোকজন আমাকে যথেষ্ট সম্মানের চোখে দেখে। সদস্য সাফিয়া বেগম বলেন তিনি সমিতি থেকে লোন নিয়ে স্বামীকে গাড়ি কিনে দিয়েছেন। এখন তার স্বামী যে আয় রোজগার করে তা দিয়ে তাদের পরিবার খুব স্বাচ্ছন্দে চলতে পারছে। সমিতির সদস্য হোসনেয়ারা বলেন তাঁর গ্রামের বাড়ি কিশোরগঞ্জ, তাঁর স্বামী একজন ভ্যান চালক। সমিতি থেকে ২লক্ষ ৫০ হাজার ঋণ নিয়ে জমি কিনে ঐ জমিতে গাছ লাগিয়েছেন। ভবিষ্যতে গাছ বড় হলে তিনি তা থেকে অনেক আয় করতে পারবেন। ময়না বেগম বলেন তাঁর স্বামী ফার্ণিচারের দোকানে কাজ করতেন, সমিতি থেকে ঋণ নিয়ে স্বামীকে দেওয়ায় তিনি এখন নিজেই ফার্ণিচারের দোকান দিয়েছেন। রুনা বেগম বলেন তিনি সমিতি থেকে ঋণ নিয়ে তাঁর স্বামীকে ভ্যান কিনে দিয়েছেন। মাসুমা আক্তার বলেন তাঁর স্বামী বেসরকারি চাকরি করেন। স্বামীর আয় দিয়ে দুই ছেলেকে লেখাপড়া করানো অসম্ভব হয়ে পড়ায় তিনি সমিতি থেকে ৪ লক্ষ টাকা ঋণ নিয়ে তাদের লেখাপড়া চালিয়ে যাচ্ছেন। কথা হয় সমিতির সদস্য জাহানারা বেগম, রহিমা বেগম, কহিনুর বেগম, হাসিনা খাতুন, নাজমা আক্তার, লুনা বেগমের সাথে তাঁরা জানান সমিতির সদস্য হওয়ায় নানাভাবে তাঁরা উপকৃত হচ্ছেন। তাছাড়া সমিতির সদস্য হওয়ায় পরিবারের যে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে এখন তাদের ভূমিকাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়, এতে তারা সম্মানবোধ করছেন। সমিতির ব্যবস্থাপক নিত্য অধিকারী জানান সমিতির প্রতিষ্ঠা লগ্ন হতে বর্তমান অবধি আমি সমিতির সাথে জড়িত আছি। এত বিশাল সংখ্যক নারীদের নিয়ে গঠিত সমিতিতে ম্যানেজার হিসেবে কাজ করতে পেরে গর্ববোধ করছি।

চিত্র-১২: বারিধারা মহিলা সমবায় সমিতি লিমিটেড-এর কার্যক্রমের দৃশ্য

সবশেষে কথা হয় সমিতির প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ও যার অক্লান্ত পরিশ্রমে সমিতিটি আজ এই পর্যায়ে এসেছে সেই গোলাপ বানুর সাথে। তিনি বলেন আমার বাবা গরিব ছিলেন। আমি লেখাপড়া জানতাম না। অ, আ, ক ,খ পর্যন্ত জানতাম না। ১৪ বছর বয়সে এক রাজমিস্ত্রির সাথে আমার বিয়ে হয়। স্বামীও গরিব ছিল। ০২ ছেলে ও ০২ মেয়েকে নিয়ে আমাকে কুঁড়ে ঘরে থাকতে হয়েছে। সমিতির ম্যানেজার নিত্য অধিকারীর প্রেরণায় রান্না করার চাল থেকে মুষ্টিচাল রেখে তা বিক্রি করে সমিতিতে টাকা সঞ্চয় করতাম। আমি ১০০ পর্যন্ত গুনতে পারতাম না। অথচ এলাকার মহিলাদের উৎসাহ দিয়ে সমিতির সাথে যুক্ত করে অনেক নারীকে আজ স্বাবলম্বী করতে পেরেছি। এখন সমিতিতে কোটি কোটি টাকা লেনদেন হয়। আমি বাবার দেওয়া এক কাঠা জমির উপর এখন বাড়ি করেছি। সমিতি থেকে কী পেয়েছেন জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন কী পেয়েছি সেটা বড় কথা নয়, কিন্তু অসংখ্য নারীর উন্নয়নে কাজ করতে পেরেছি এটাই বড় কথা। তিনি আরো জানান আমার কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ ২০১০ সালে জাতীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ সমবায়ী হিসেবে জাতীয় সমবায় পুরস্কার পেয়েছি। এছাড়া ২০১৪ সালে বেগম রোকেয়া পদক পেয়েছি। ২০১১ সালে মালেশিয়ার কুয়ালালামপুরে এশিয়ান ক্লিয়ারিং ইউনিয়নের (আকু) ৪০ তম ক্রেডিট ইউনিয়নে আমি ছিলাম। আমার সমিতি সেখানে ইন্টান্যাশনাল রিকগনিশন এওয়ার্ড জিতেছে। সেটা আমার হাতেই তুলে দেওয়া হয়েছিল। তিনি আরো জানান তাঁর সমিতি ২০০৩,২০১১,২০১৫ এবং ২০১৭ সালে জাতীয় সমবায় পুরস্কার পেয়েছে। তবে এই স্বীকৃতিগুলোর জন্য তিনি সদস্যদের পাশাপাশি ম্যানেজার নিত্য অধিকারীকেও ধন্যবাদ জানান।

পুরষ্কার/স্বীকৃতি

নারী উন্নয়নে অবদান রাখার স্বীকৃতি স্বরুপ বারিধারা মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ, ১১৬০, নুরেরচালা , ভাটারা , গুলশান, ঢাকা

(১). ২০০৩,২০১১,২০১৫ এবং ২০১৭ সালে জাতীয় সমবায় পুরস্কার পেয়েছে।

(২) ২০১১ সালে মালেশিয়ার কুয়ালালামপুরে এশিয়ান ক্লিয়ারিং ইউনিয়নের (আকু) ৪০ তম ক্রেডিট ইউনিয়ন ফোরামে ইন্টান্যাশনাল রিকগনিশন এওয়ার্ড জিতেছেন।

(৩) সমিতির প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি গোলাপ বানু ২০১০ সালে জাতীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ সমবায়ী হিসেবে জাতীয় সমবায় পুরস্কার পেয়েছেন।

(৪) সমিতির প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি গোলাপ বানু ২০১৪ সালে বেগম রোকেয়া পদক পেয়েছেন।

চিত্র-১৩: বারিধারা মহিলা সমবায় সমিতি লিমিটেড-এর গর্বিত প্রতিষ্ঠাতা গোলাপ বানু মেডেল হাতে

কর্মসংস্থান

বারিধারা মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ, প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে সমিতি এবং সমিতির সদস্যদের পরিবারের মহিলা ও পুরুষ সদস্যদের কর্মসংস্থানে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে। সমিতিতে বর্তমানে ১০৫ জন কর্মকর্তা/কর্মচারী সরাসরি কর্মে নিয়োজিত আছেন এদের মধ্যে পুরুষ ও মহিলা উভয় প্রকারের কর্মকর্তা/কর্মচারী রয়েছে। এছাড়া সমিতি থেকে ঋণ নিয়ে সমিতির সদস্য ও তাদের পরিবারের সদস্যগণ আত্মকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেছে।

সমবায় সমিতির মাধ্যমে কিভাবে নারীর উন্নয়ন তথা ক্ষমতায়ন হয়, বারিধারা মহিলা সমবায় সমিতি লিমিটেডের কার্যক্রম দেখলে তা সহজেই অনুমান করা যায়। সমবায় যে উন্নয়নের অন্যতম হাতিয়ার তা সরেজমিনে বুঝতে হলে উন্নয়ন সংশ্লিষ্টদের এ ধরণের সমবায় সমিতির কার্যক্রম দেখা প্রয়োজন।

চিত্র-১৪: জনাব মোহাম্মদ সফিকুল ইসলাম, গবেষক কর্তৃক কেস স্টাডি

৬.০৩: উপসংহার

সমবায় আন্দোলন একটি ঐতিহাসিক আদর্শিক আর্থ-সামাজিক আন্দোলন যা সংঘবদ্ধ মানুষের উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করে। আর নারীর ক্ষমতায়ন ত্বরান্বিত হয় মহিলাদের সমবায়ের মাধ্যমে সম্পৃক্ত করা হলে। এ অধ্যায়ে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে একটি সফল মহিলা সমবায় সমিতির কর্মকাণ্ড তুলে ধরা হয়েছে।

সপ্তম অধ্যায়

গবেষণার খসড়া রিপোর্টের ওপর কর্মশালা

৭.০১: কর্মশালার পটভূমি

'নারীর ক্ষমতায়নে সমবায়: অর্জন, চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা (Role of Cooperatives in Empowering Woman: Achievements, Challenges and Possibilities)' শীর্ষক গবেষণা কর্মটি সমবায় অধিদপ্তরের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা কার্যক্রম। এ গবেষণায় সমবায় সমিতির মাধ্যমে নারীদের কীভাবে ক্ষমতায়ন হচ্ছে-এক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা কী কী এবং এসব প্রতিবন্ধকতা প্রতিরোকে কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায়-সে বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। গবেষকদল কর্তৃক তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণপূর্বক খসড়া প্রস্তুত করা হয়। এই খসড়া রিপোর্টের প্রাপ্ত মতামত ও সুপারিশকে অধিকতর প্রায়োগিক, ফলপ্রসূ এবং কার্যকর করার জন্য বিভিন্ন অংশীজনের মতামত গ্রহণ একটি প্রচলিত মানদণ্ড। এ উদ্দেশ্যে গবেষণার খসড়া রিপোর্টের ওপর একটি কর্মশালা বিগত ১৩/০৬/২০২০ খ্রি. তারিখে বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি, কোট বাড়ী কুমিল্লার সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়।

কর্মশালায় সম্মানিত রিসোর্স পারসন হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক ও বিভাগীয় ডিন জনাব মুহ. আমিনুল ইসলাম আকন্দ এবং জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, কুমিল্লার অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট জনাব এ.এইচ.এম. জামেরী হাসান। রিসোর্স পারসনদ্বয় এবং অংশগ্রহণকারী সদস্যবৃন্দ তাদের মূল্যবান মতামত ও সুপারিশ প্রদান করে কর্মশালাকে প্রাণবন্ত ও ফলপ্রসূ করে তোলেন।

কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি, কোটবাড়ী, কুমিল্লার অধ্যক্ষ (অতিরিক্ত নিবন্ধক) জনাব মোঃ ইকবাল হোসেন। বাসএ উপাধ্যক্ষ ও গবেষণার গবেষক পরিচালক জনাব হরিদাস ঠাকুর পাওয়ার পয়েন্টের মাধ্যমে গবেষণার প্রাপ্ত ফলাফল উপস্থাপন করেন। কুমিল্লা জেলা ও এর আওতাধীন উপজেলা সমবায় কার্যালয়, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি-বার্ড, ও বিভিন্ন সমবায় সমিতির প্রতিনিধিবৃন্দ কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন। গবেষক দলের সদস্যবৃন্দ কর্মশালার বিভিন্ন বিষয় সমন্বয় করেন। বিভিন্ন সমিতি/সংস্থা এবং সরকারী অফিস থেকে আগত ২০ জন সদস্য ৫টি দলে বিভক্ত হয়ে উক্ত কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন। (পরিশিষ্ট-০৮)।

কর্মশালার উপস্থাপক বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি, কোটবাড়ী, কুমিল্লার উপাধ্যক্ষ (যুগ্ম নিবন্ধক) জনাব হরিদাস ঠাকুর উপস্থাপনা শেষে আশাবাদ ব্যক্ত করেন এভাবে: **আর এভাবেই বাংলার সংগ্রামী মহিলারা হর্ষমাখা মুখমণ্ডলে-রিক্ততাকে জয় করে-দাঁড়াবে বিশ্বের বুকে-সফলতায় উদ্ভাসিত হয়ে।**

চিত্র-১৫: কর্মশালার শুভ উদ্বোধন করছেন বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি, কোটবাড়ীর অধ্যক্ষ জনাব মো: ইকবাল হোসেন। মঞ্চে উপবিষ্ট আছেন জনাব এ.এইচ.এম. জামেরী হাসান (অধ্যক্ষ মহোদয়ের ডান পাশে); জনাব মুহ. আমিনুল ইসলাম আকন্দ (অধ্যক্ষ মহোদয়ের বাম পাশে) এবং জনাব হরিদাস ঠাকুর (অধ্যক্ষ মহোদয়ের সর্ব বামপাশে)

৭.০২: কর্মশালার অংশগ্রহণকারীদের নিকট থেকে প্রাপ্ত পর্যবেক্ষণ ও অভিমত

'নারীর ক্ষমতায়নে সমবায়: অর্জন, চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা (Role of Cooperatives in Empowering Woman: Achievements, Challenges and Possibilities)' শীর্ষক কর্মশালায় উপস্থিত বিশেষজ্ঞ প্যানেলের সদস্য এবং বিভিন্ন প্রতিনিধিবৃন্দ অভিমত প্রকাশ করেন যে, নারীর ক্ষমতায়ন একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আমাদের দেশে নারীর আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে অনেক উন্নতি করেছেন। কিন্তু কাঙ্খিত পর্যায়ে এই উন্নয়নের সুফল সব নারী পাচ্ছেন না। আর সমবায় সমিতির মাধ্যমে নারীদের উন্নয়ন হচ্ছে। অনেক মহিলা সমবায় সমিতি আমাদের দেশে সফলতার উদাহরণ হয়ে আছে। কর্মশালায় উপস্থিত সদস্যবৃন্দ ও রিসোর্স প্যানেলের অভিমত নিম্নোক্তভাবে উপস্থাপন করা হলো:

৭.০২.০১: জনাব নাছিমা আক্তার, যুগ্ম-পরিচালক, বার্ড

চমৎকার বৃষ্টিস্নাত সকালের বাংলাদেশ সমবায় একাডেমির 'একখণ্ড বাংলাদেশ'-এর 'জীবনের পাঠশালা'র ক্যাম্পাসের চমৎকার আয়োজনের জন্য তিনি কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানান। গবেষণার বিষয়কে তিনি সুন্দর ও সময় উপযোগী হিসেবে বর্ণনা করে কিছু মতামত ও পরামর্শ প্রদান করেন। তিনি বলেন:

(১) নারীর ক্ষমতায়নকে সম্পদের মালিকানা হিসেবে দেখা হলে অধিকতর বস্তুনিষ্ঠ তথ্য ও উপাত্ত যোগ হবে।
(২) গবেষণার তথ্য উপস্থাপনের সারণি ও লেখচিত্রে উত্তর দাতাদের সাথে সাথে মোট গণসংখ্যা উল্লেখ করা হলে সুন্দর হয়।
(৩) নারীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের সূচক ভিত্তিক বিশ্লেষণ করা যেতে পারে।
(৪) নারীদের বুদ্ধিবৃত্তিক উন্নয়নের বিষয়টিকে বিবেচনায় নেওয়া যেতে পারে।
(৫) নারীর আবেগীয় বিষয়কেও বিবেচনায় আনা যায়। পারিবারিক ক্ষেত্রে শুধু শ্বশুর-শ্বাশুড়ী নয়, স্বামী-সন্তান, দেবর ননদকেও বিবেচনায় নিতে হবে।
(৬) নেতৃত্বদানের বিষয়টিকে আরও গভীরভাবে তুলে আনা যেতে পারে।
(৭) নারী মুক্তির একটি কাঠামো হিসেবে নারীর ক্ষমতায়নকে দেখা যেতে পারে।
(৮) সফল নারীরা কীভাবে সমাজের অন্যান্য নারীদের ও পুরুষদের উন্নয়নে ক্যাটালিস্টের ভূমিকা পালন করছেন, তাও বিবেচনায় নিলে অন্যরা উৎসাহিত হবে।
(৯) কেস স্টাডি আরও বেশি সংখ্যক করা যেতে পারতো।

চিত্র-১৬: কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীদের কার্যক্রম

৭.০২.০২: জনাব ড. শেখ মাসুদুর রহমান, যুগ্ম-পরিচালক, বার্ড

চমৎকার উপস্থাপনার জন্য তিনি উপস্থাপক ও গবেষক দলের সদস্যদের ধন্যবাদ জানান। তিনি গবেষণা প্রস্তাবনা ও উপস্থাপিত খসড়ার তথ্যের বিষয়ে কিছু পরামর্শ ও মতামত দেন এভাবে:

(১) নারীদের উন্নয়নের বিষয়ে শুধু ইসলাম ধর্মের উদ্বৃতি না দিয়ে অন্যান্য ধর্মের (সনাতন/খ্রিষ্টান/বৌদ্ধ...) উদ্বৃতিও দেওয়া যেতে পারে। এছাড়া হিউম্যান রেস না লিখে অন্য কোন উপযুক্ত টার্ম ব্যবহার করা যেতে পারে।
(২) নারীর ক্ষমতায়তেন সময়ভিত্তিক উন্মেষ উল্লেখ করা যেতে পারে এবং বার্ডের প্রতিষ্ঠাতা আখতার হামিদ খানের এ বিষয়ের অবদান উল্লেখ করা যায়।

(৩) নারীকে পণ্য বা কমোডিটি হিসেবে দেখার মানসিকতা থেকেই নারীর ক্ষমতায়নকে সামনে আনা হয়েছে বলে অনেকে মনে করেন। এ বিষয়ে আলোকপাত করা যেতে পারে।
(৪) ওপেন এন্ডেড প্রশ্নমালার বিষয়ে আলাদাভাবে বিশ্লেষণ করা যেতে পারে।
(৫) অধিক সংখ্যক কেস স্টাডি গবষণাকে আরও ঋদ্ধ করতে পারে।
(৬) গতানুগতিক আয়বর্ধন প্রশিক্ষণ ছাড়াও নতুন নতুন ক্ষেত্রে আয়বর্ধন প্রশিক্ষণ হতে পারে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় রন্ধন শিল্প। নারীর এসব কাজকে শিল্প হিসেবে দেখলে নারীর অর্থনৈতিক অবদান মূল্যায়িত হবে।
(৭) তথ্য উপস্থাপনের ক্ষেত্রে সারণী ও লেখচিত্রে শতকরা হার চিহ্ন দেওয়া যায় এবং স্টার মার্ক করে গণসংখ্যা উল্লেখ করা যেতে পারে।

৭.০২.০৩: জনাব হাসিনা আক্তার, সভাপতি, কুমিল্লা বিউটি পার্লার মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ, আদর্শ সদর, কুমিল্লা

একজন নারী উদ্যোক্তা হিসেবে তিনি নারীর ক্ষমতায়ন নিয়ে জোরালো বক্তব্য দেন। তিনি বলেন:
(১) নারী ঘরে ও বাইরে কাজ করলেও তার কাজের স্বীকৃতি দেওয়া হয় না। এক্ষেত্রে সকলকে ইতিবাচক হতে হবে।
(২) নারীর কাজের আর্থিক মূল্যের প্রতি সকলকে সচেতন হতে হবে।
(৩) ধারাবাহিকভাবে প্রশিক্ষণ দিতে হবে। শুধু একাডেমি বা জোনালে নয় সমিতি পর্যায়ে গিয়ে তাদের উদ্বুদ্ধ করতে হবে।
(৪) প্রশিক্ষণের পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের সহায়তাও দিতে হবে।

৭.০২.০৪: জনাব মোঃ আবু তালেব, উপ-পরিচালক, বার্ড

চমৎকার গবেষণাকর্ম ও সুন্দর উপস্থাপনের জন্য তিনি ধন্যবাদ জানান এবং বলেন:
(১) গবেষণার স্যাম্পল সাইজ ৬৩২ জন একটি প্রতিনিধিত্বশীল সংখ্যা। একে বর্তমান উপস্থাপনের সাথে সাথে একটি ভিন্ন আঙ্গিকে বিশ্লেষণ করা যেতে পারে এসপিএসএস সফটওয়ার ব্যবহার করে।
(২) ফোকাস দলীয় আলোচনা তথ্যও গ্রাফিক্যালভাবে উপস্থাপন করা যায় কিনা ভেবে দেখা যায়।
(৩) নারীর ক্ষমতায়নের বিভিন্ন ডাইমেনশন নিয়ে আলাদা আলাদা গবেষণা হতে পারে।

৭.০২.০৫: জনাব শাহানা আক্তার, সদস্য, সূচনা বহুমূখী সমবায় সমিতি লিঃ, সদর দক্ষিণ, কুমিল্লা

(১) আমাদের সকলের দৃষ্টিভঙ্গি বদলাতে হবে নারীদের প্রতি। তাহলে নারীর ক্ষমতায়ন হবে।
(২) ধারাবাহিক প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে। প্রশিক্ষণ পরবর্তী কার্যকর সহায়তা দিতে হবে।

(৩) মহিলারা অবদমিত হচ্ছে। তাদের এই অবদমন দূর করতে হবে।
(৪) আমাদের ফলো আপ প্রশিক্ষণ দিতে হবে কর্মদ্যোগকে ধরে রাখার জন্য।
(৫) ঋণ মানুষকে উন্নত করতে পারে না। একজন বাংলাদেশী শিশু ঋণ নিয়েই জন্মগ্রহণ করে। তাকে আর ঋণে জর্জরিত না করে প্রশিক্ষণ দিয়ে স্বাবলম্বী করতে হবে।
(৬) ডিজিটাল বাংলাদেশে নতুন নতুন প্রশিক্ষণ ক্ষেত্র ও ট্রেড বের করতে হবে। পর্যাপ্ত প্রণোদনা দিতে হবে। আমরা ঋণ চাই না, আমরা চাই আর্থিক ও লজিষ্টিক সহায়তা।

৭.০৩: রিসোর্স পারসনদের মতামত ও পরামর্শ

কর্মশালায় উপস্থিত সম্মানিত রিসোর্স পারসন কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক ও বিভাগীয় ডিন জনাব মুহ. আমিনুল ইসলাম আকন্দ এবং জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, কুমিল্লার অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট জনাব এ.এইচ.এম. জামেরী হাসান তাদের মূল্যবান পরামর্শ ও মতামত দেন। তাঁরা গবেষণাকর্মটিকে অধিকতর প্রায়োগিক করার বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন।

৭.০৩.০১: জনাব এ.এইচ.এম. জামেরী হাসান তাঁর বক্তব্যে নারীদের ক্ষমতায়নের বিভিন্ন বিষয় ও দিক তুলে ধরেন বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে এবং তিনি পরামর্শ হিসেবে বলেন:
(১) জিডিপিতে নারীর অবদানের মূল্যায়ন হওয়া উচিত। তাদের কাজের স্বীকৃতি হওয়া দরকার।
(২) আমরা সাধারণত মায়েদের কাছ থেকেই স্বপ্ন দেখতে শিখি। এই মায়েদের ক্ষমতায়িত করলে সন্তানেরা স্বপ্ন বাস্তবায়ন করবে।
(৩) মানুষের উন্নয়নের পেছনের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাই হোমো স্যাপিয়েন্স প্রজাতি অন্যান্য হোমো প্রজাতির (হোমো ইরেকটাস/হোমো নিয়ানডার্থাল/হোমো ফ্লোরেন্সিস..) চেয়ে উন্নত হয়েছে তিনটি C এর জন্য। এগুলো হলো Communication, Coordination and Cooperation. অন্যান্য হোমো প্রজাতি ১৫০ জনের বেশি সংখ্যক সাথীকে একত্র করতে পারে না গঠনগত কারণে। কিন্তু মানুষ প্রজাতি একসঙ্গে লক্ষ লক্ষ মানুষের সাথেও যোগাযোগ করতে পারে-তাদের সঙ্গে কাজের সমন্বয় করতে পারে এবং পারস্পরিক সহযোগিতার বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারে।
(৪) মানুষ প্রজাতি যেখানেই গেছে-সেখানেই অন্যান্য প্রজাতির প্রাণীর উপর প্রভুত্ব করেছে। ধ্বংস করেছে উদ্ভিদ ও প্রাণীর অনেক প্রজাতি।
(৫) নবীন রাষ্ট্রে সমবায়ের যে প্রায়োগিকতা ছিল এখন নানাবিধ কারণে তা হয়তো নেই, তবে এখনও অনেক কাজ করা যেতে পারে সমবায়কে নিয়ে। সমবায়ের আর্থিক ও মানবিক মূল্য নতুন দিশা দিতে পারে।

(৬) সবাই মিলে স্বপ্ন দেখলে আমরা জাতি হিসেবে উন্নয়ন করতে পারবো।
(৭) নারীদের প্রশিক্ষণ দিয়ে তাদের ক্ষমতায়িত করা যায় আর্থিক ও সামাজিকভাবে। তবে তাদের উৎপাদিত পণ্যের বহুমুখিকরণ করতে হবে উচ্চ মুল্য সংযোজন করে। ডিজাইন ও টেকনোলজিতে উন্নয়ন করতে হবে। মার্কেটিং ব্যবস্থার উন্নয়ন করতে হবে প্রযুক্তির সাহায্য নিয়ে। অনলাইন মার্কেটিং উৎসাহিত করতে হবে।
(৮) মানসিকতা পরিবর্তন করে উচ্চমূল্যের পণ্য উৎপাদন করতে হবে নারীদের দ্বারা।
(৯) গবেষণা কর্মটি চমৎকার হয়েছে। তবে পরিসংখ্যানগতভাবে সহ-সম্পর্ক (রিগ্রেশনাল অ্যানালাইসিস) স্থাপন করতে পারলে অধিকতর সুন্দর হতে পারে।

৭.০৩.২: জনাব মুহ. আমিনুল ইসলাম আকন্দ তাঁর বক্তব্যে নারীর ক্ষমতায়নের বিভিন্ন আঙ্গিক তুলে ধরেন এবং বলেন:
(১) নারীর মূলধন ছিল না আগে-তাই তার মূল্যায়ন ছিল না-হয়নি। এখন নারীরা আয় করছে-মূলধনের অধিকারী হচ্ছে, তাই তারা সম্মান পাচ্ছে। ভবিষ্যতে এ ধারা পরিবর্তন হবে।
(২) নারীর ক্ষমতায়নের জন্য প্রয়োজন ব্রিজিং ও লিংকিং। সমবায় এক্ষেত্রে কাজ করতে পারে।
(৩) বিভিন্ন ধরনের উত্তরদাতার কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। তুলনামুলক একটি চিত্র উপস্থাপন করলে বুঝতে সুবিধা হবে।
(৪) রিসোর্সের প্রতি নারীর মালিকানা আনতে হবে নারীর ক্ষমতায়নের জন্য।
(৫) নারীর ক্ষমতায়নের জন্য রাজনৈতিক স্বাধীনতা, সামাজিক সম্পৃক্তি ও অর্থনৈতিক অভিগম্যতা থাকতে হবে।
(৬) ব্যষ্টিক ও সামষ্টিক উভয়ক্ষেত্রেই নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা করে নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করতে হবে।
(৭) সমবায় একত্রীকরণের একটি প্রকৃষ্ট মাধ্যম। এই প্রকৃষ্ট মাধ্যমকে নারীর সার্বিক উন্নয়নের কাজে লাগিয়ে তাকে ক্ষমতায়িত করা যেতে পারে।

৭.০৪: কর্মশালার দলীয় উপস্থাপনা থেকে প্রাপ্ত মতামত ও সুপারিশমালা

২০ জন অংশগ্রহণকারী ৫টি দলে ভাগ হয়ে কর্মশালার বিষয়ে মতামত ও সুপারিশ প্রদান করেন। পাঁচটি দলের জন্য পাঁচটি বিষয় নির্ধারণ করে মতামত চাওয়া হয়েছিল। পাঁচটি বিষয় হলো- (১) দল-আশা: নারীর ক্ষমতায়নেরর পারিবারিক ও সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি (২) দল-প্রত্যাশা: নারীর ক্ষমতায়নে সমবায় আন্দোলনের সফলতা ও ব্যর্থতার কারণ নির্ণয়; (৩) দল-ভালোবাসা: নারীর ক্ষতায়নের সমবায়: বাস্তব প্রতিবন্ধকতা ও উত্তরণের উপায়; (৪) দল-সম্প্রীতি: সমবায়ের মাধ্যমে নারীর কর্মসংস্থানের বিভিন্ন দিক; (৫) দল-সমবায়: দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে নারীর ক্ষমতায়নের ভবিষ্যৎ।

পাঁচটি দলের নিকট থেকে প্রাপ্ত মতামত ও সুপারিশ নিম্নরূপভাবে উপস্থাপন করা হলো:

(ক) দল: আশা

আশা দলের সদস্যবৃন্দ গবেষণার সাথে সামঞ্জস্য রেখে একটি শ্লোগান তৈরি করেন এভাবে: 'নারীর হাসিমুখ বাস্তবায়ন হলে, দেশ ও সমাজের সমৃদ্ধি মেলে।' আশা দলের পরামর্শ ও সুপারিশ হলো:

(১) নারীর ক্ষমতায়নে পারিবারিক ও সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি :
-বর্তমান অবস্থান ও অবস্থাঃ
-নারীর মর্যাদায় বৈষম্য
-নারী শিক্ষায় গুরুত্ব প্রদানে বৈষম্য
-পুষ্টি ও স্বাস্থ্য সুযোগে নারীর প্রতি বৈষম্য
-সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীর মতামত উপেক্ষিত
-যৌতুক ও বাল্য বিবাহ
-সামাজিক কুসংস্কার ও ধর্মীয় অপব্যাখ্যা
-অসম কর্মবন্টন
-মাতৃত্ব ও শিশুপালনে অসহযোগিতা
-নারী নেতৃত্বের প্রতি নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি
-সম্পদে নারীর মালিকানায় বৈষম্য
-নারীর কর্মের অবমূল্যায়ন
-যৌন নিপীড়ন ও হয়রানী
-আইনী অধিকার প্রাপ্তিতে বাঁধা।

(২) উত্তরণে করণীয়:
-নারী শিক্ষার প্রসার
-প্রয়োজনীয় পুষ্টিকর খাবার নিশ্চিতকরণ
-নারীস্বাস্থ্যকে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান
-নারীর কর্মের অর্থনৈতিক মূল্যায়ন
-প্রযুক্তি ব্যবহারে নারীর সক্ষমতা বৃদ্ধি
-ধর্মীয় ও সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন
-আইনী সুরক্ষা প্রদান
-কর্মমুখী প্রশিক্ষণ প্রদান
-সম্পদে নারীর সমানাধিকার নিশ্চিতকরণ
-নারী সংগঠনের প্রসার
-নারী সংগঠনসমূহের আন্তঃসম্পর্ক
-নারীর প্রকৃত রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন

(৩) সমবায় অধিদপ্তরের করণীয়:
-নারী উন্নয়ন সেল গঠন
-গবেষণা সম্পাদন

-কর্ম কৌশল নির্ধারণ
-কর্মীদের প্রশিক্ষণ
-নারীদের সংগঠিত করা
-মোটিভেশন
-কর্মমুখী প্রশিক্ষণ
-প্রয়োজনীয় মূলধনের যোগান
-কর্মসংস্থান সৃষ্টি
-প্রযুক্তি ব্যবহারে নারীর সক্ষমতা বৃদ্ধি
-উৎপাদিত পণ্য ও সেবা বিপণন
-অন্যান্য সংস্থার সাথে লিংকেজ স্থাপন
-আন্তঃ সমবায় যোগাযোগ বৃদ্ধি ।

(খ) দল- সমবায়

বিষয় : দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে নারীর ক্ষমতায়ন- ভবিষ্যৎ

সুপারিশসমূহ:
(১) সিদ্ধান্ত গ্রহণে (স্বাস্থ্য, শিক্ষা,...) স্বাধীন হতে হবে ।
(২) উদ্যোগ গ্রহণ করা এবং তার বাস্তবায়নের বাতাবরণ পাওয়া ।
(৩) নারীর নিজের আয়ের উপর নিয়ন্ত্রণ বিনিয়োগ বৃদ্ধিতে সহায়তা করবে ।
(৪) পারিবারিক, সামাজিক ও জাতীয়ভাবে আয় বৃদ্ধি পাবে ।
(৫) সর্বোপরি সামাজিক পারিবারিক বৈষম্য হ্রাসের ফলে টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত হবে ।

(গ) দল- প্রত্যাশা

বিষয় : নারীর ক্ষমতায়নে সমবায় আন্দোলনের সফলতা ও ব্যর্থতার কারণ নির্ণয় ।

সুপারিশসমূহ :
সফলতার কারণ :
(১) শিক্ষার অগ্রগতি ও সামাজিক উন্নয়ন ।
(২) সমবায়ের মাধ্যমে ব্যাপক কর্মসংস্থান ।
(৩) সরকারের নীতি সহায়তা ও মহিলা উন্নয়নে নানা ধরনের কর্মসূচি ।
(৪) নানা ধরনের ট্রেড ভিত্তিক ও আইজিএ প্রশিক্ষণ ।
(৫) পুঁজির সহজলভ্যতা ও ঋণ সহায়তা ।
(৬) সমন্বিত নারী আন্দোলন
(৭) সামাজিক ও পারিবারিক ক্ষেত্রে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি ।

ব্যর্থতার কারণঃ
Macro Level
Structure Problem
(a) Patriarchal/ Male Domination
(b) Economic problem
(c) Social problem
(d) Legal/ policy level problem
(e) Low liatual problem Religion/ family
(f) Organizational/ Institutional problem

Micro Level

Lack of-
(a) Sufficient Capital
(b) Adequate Training (out of Box)
(c) Knowledge in cooperation low/ Management
(d) Proper education
(e) Family Support
(f) Social Stigma
(g) Leadership problem.

(ঘ) দল- ভালোবাসা

বিষয় : নারীর ক্ষমতায়নে সমবায় সম্ভাবনা, বাস্তবতা ও করণীয় ।

সুপারিশসমূহ :
(১) সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করে পণ্য বিপননে নারীর ক্ষমতায়ন/ অংশগ্রহণ ব্যাপক হারে বাড়াতে হবে ।
(২) তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারে নারীদের আগ্রহ সৃষ্টি করতে হবে । এ জন্য আধুনিক প্রশিক্ষণ দিতে হবে ।
(৩) বিশ্বের মানুষের কথা চিন্তা করে আধুনিক প্রযুক্তি ও পণ্য নকশার মাধ্যমে নারীর উন্নয়ন ঘটাতে হবে ।
(৪) নারীদের প্রথাগত কাজকে প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের মাধ্যমে ক্ষমতায়ন করা ।
(৫) নারীর ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে আর্থিক ও সামাজিক স্বীকৃতি দিতে হবে ।
(৬) নারীদের সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে প্রশাসনসহ সংশ্লিষ্ট বিভাগকে সহায়তা করতে হবে ।
(৭) নারীদের সেনসিটাইজ/ আত্মস্থ করতে হবে ।
(৮) সবার ভালবাসা, সম্প্রীতি দিয়ে নারীর ক্ষমতায়ন করতে হবে ।

(ঙ) দল- সম্প্রীতি
বিষয় ঃ সমবায়ের মাধ্যমে নারীর কর্মসংস্থানের বিভিন্ন দিক ।

সুপারিশসমূহ :

(১) গবেষণায় প্রাপ্ত বিভিন্ন কর্মসংস্থানের দিকগুলোকে অবশ্যই গুরুত্ব দিতে হবে। এর সাথে সহমত পোষণ করছি। এ গুলো হবে চাহিদামাফিক (Need Based) ।
(২) পণ্য ও সেবার ক্ষেত্রে প্রযুক্তির সমন্বয় ঘটাতে হবে। আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য দপ্তর ও সংস্থায় সংযোগ তৈরি করতে হবে।
(৩) মার্কেটিং চ্যানেল এর ব্যবস্থা করতে হবে।
(৪) Community kitchening, Food Processing & Supplying ICT (Web page design, Online marketing, freelancing).
৪) Beautification and
৫) Nursery & Gardening etc.

৭.০৪: উপসংহার

গ্রন্থের এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় কারণ এ অধ্যায়ে বিভিন্ন অংশীজনের সরাসরি মতামত ও সুপারিশ উপস্থাপিত হয়েছে। কর্মশালায় সমবায় এবং প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার প্রতিনিধি কর্মশালায় উপস্থিত হয়ে মূল্যবান মতামত দিয়েছেন। এ অধ্যায়ে অংশগ্রহণকারীদের মতামত এ গবেষণায় তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রাখবে।

অষ্টম অধ্যায়
উপসংহার ও সুপারিশমালা

৮.০১: প্রারম্ভিকা

নারীর ক্ষমতায়নে সমবায়: অর্জন, চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা (Role of Cooperatives in Empowering Woman: Achievements, Challenges and Possibilities) শীর্ষক গবেষণাটি সমবায় অধিদপ্তরের একটি প্রায়োগিক গবেষণা যার মাধ্যমে একটি সমবায় প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়নের স্বরূপ ও কারণ খুঁজে বের করার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে। এ গ্রন্থের চতুর্থ অধ্যায়ে গবেষণার জন্য প্রস্তুত জরীপ প্রশ্নমালার উত্তরে উত্তদাতাদের প্রদত্ত তথ্যকে বিশ্লেষণ করে একটি উপসংহারে আনার চেষ্টা করা হয়েছে। প্রাপ্ত তথ্যকে বিভিন্ন আঙ্গিকে বিশ্লেষণ করে নারীর ক্ষমতায়নের বহুমাত্রিক উপাদান ও এর প্রায়োগিক ব্যাপ্তি নিয়েও আমরা ধারণা পেতে পারি এ গবেষণা থেকে।

৮.০২: জরীপ প্রশ্নমালার উত্তরদাতা ও অংশীজনের কাছ থেকে প্রাপ্ত মতামত এবং মূল্যায়ন

গবেষণার জন্য তথ্য সংগ্রহ করার ক্ষেত্রে গবেষক দল কর্তৃক চারটি জরীপ প্রশ্নমালা প্রস্তুত করা হয়েছিল। এসব প্রশ্নমালা তৈরি ক্ষেত্রে নারীর ক্ষমতায়নের গবেষক দল কর্তৃক নির্ধারিত মানদণ্ড অনুসরণ করা হয়েছিল। এসব মানদণ্ডকে তিনটি ক্যাটাগরিতে ভাগ করা হয়েছে। এগুলো হলো:

(ক) অর্থনৈতিক পরিপ্রেক্ষিত:
(১) আয় বৃদ্ধি হয়েছে কিনা?
(২) মর্যাদা বেড়েছে কি না?
(৩) শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে কিনা?
(৪) পারিবারিক ও সমিতি পর্যায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা/সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে কিনা?
(৫) পরিবারের সদস্যদের শিক্ষা বেড়েছে কি না?
(৬) পরিবার ও সমাজকে সহায়তা করা ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে কিনা?
(৭) সম্পদ বৃদ্ধি পেয়েছে কিনা?
(৮) কর্মসংস্থান হয়েছে কিনা?
(৯) আয়ের উপর নিজের নিয়ন্ত্রণ কতটুকু?
(১০) নিজস্ব আয় নিয়ে নিজের স্বাধীনতা কতটুকু?

(খ) পারিবারিক ও মানসিক পরিপ্রেক্ষিত:
(১) পরিবারের সম্পদের উপর অধিকার কতটুকু?
(২) পরিবারের মূল সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় ভূমিকা কতটুকু?
(৩) অসমতা বা নারীর প্রতি অবহেলা সম্পর্কে ধারণা কতটুকু?
(৪) চলাফেরায় কতটুকু স্বাধীনভাবে ও নিজের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করতে পারে?
(৫) নিজের জীবনের সিদ্ধান্ত গ্রহণে কতটুকু স্বাধীন?

(গ) স্বাস্থ্য পরিপ্রক্ষিত:
(১) নিজের স্বাস্থ্য সেবা নিয়ে কতটুকু স্বাধীন সিদ্ধান্ত নিতে পারে?
(২) সন্তানের স্বাস্থ্য সেবা নিয়ে কতটুকু স্বাধীন সিদ্ধান্ত নিতে পারে?

গবেষণা কার্যক্রমে আমরা চারধরনের উত্তরদাতাদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছি। এরা হলেন- (১) মহিলা সমিতি ও মহিলাসম্পৃক্ত সমিতির মহিলা সদস্য; (২) মহিলাসম্পৃক্ত সমিতির পুরুষ সদস্য; (৩) উদ্যোক্ত সংস্থা কর্তৃক গঠিত মহিলা সমিতির মহিলা সদস্য এবং (৪) সমবায় বিভাগীয় বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারী।

তথ্য সংগ্রহকারী কর্তৃক প্রণীত প্রশ্নমালার আলোকে যথাযথভাবে তথ্য সংগ্রহ করার পর চারটি ক্ষেত্রের তথ্যই বিশ্লেষণ করা হয়েছে। প্রাথমিক এসব তথ্য বিশ্লেষণ করে আমরা নারীর ক্ষমতায়নে সমবায়ের ভূমিকা, অর্জন, চ্যালেঞ্জ ও করণীয় নিয়ে মতামত পেয়েছি। এসব মতামতের মূল্যায়ন নিম্নোক্তভাবে উপস্থাপন করা হল:

(১) সমিতির সদস্য মহিলারা বিভিন্ন ধরনের পেশার সাথে জড়িত। সুনির্দিষ্টভাবে আমরা উত্তরদাতাদের ছয়টি পেশায় সম্পৃক্ত থাকতে দেখেছি। গৃহিনীরা (৬০%) বেশি মাত্রায় স্বাবলম্বী হওয়ার পথে উদগ্রীব থাকে। এরপর রয়েছে চাকুরীজীবী (১৫%), ব্যবসা (১৩%), কুটিরশিল্প (৪%) , টেইরারিং (২%) পেশায় মহিলা সম্পৃক্ত হয়েছেন।

(২) বিবাহিত মহিলাদের স্বাবলম্বী হওয়ার প্রবণতা বেশ বলে গবেষণায় পাওয়া গেছে।

(৩) নেতৃত্বের ক্ষেত্রেও বেশকিছু মহিলা সমিতিতে এগিয়ে এসেছেন। তবে সাধারণ সদস্য হিসেবেই মহিলাদের অবস্থান বেশি। (৬১%)। সভাপতি (৭%), সম্পাদক(৯%), সদস্য (১৩%), সহসভাপকি(৫%) ও কোষাধক্ষ (৫%) হিসেবে নেতৃত্বে থাকলেও এক্ষেত্রে উন্নয়ন করার সুযোগ রয়েছে।

(৪) মহিলারা সমিতিতে সর্বোচ্চ ৪৩ বছর এবং সর্বনিম্ন ৪ মাস ধরে সদস্য হিসেবে আছেন। গড় সম্পৃক্তির সময়কাল ৯ বছর। অর্থাৎ প্রাপ্ত ফলাফল এটি ইঙ্গিত করে যে, স্বাধীনতার পরপরই নারীরা ঘরের বাইরে বেরিয়ে সংগঠনে যুক্ত হয়েছে যা এখনো অব্যাহত রয়েছে।

(৫) গবেষণায় দেখা গেছে সমিতির একজন সদস্য সর্বোচ্চ প্রায় দুই লাখ টাকা শেয়ার মূলধনের অধিকারী এবং সর্বনিম্ন বিশ টাকা। সমিতি প্রতি গড় শেয়ার মূলধন প্রায় সাড়ে উনিশ হাজার টাকা এবং সদস্য প্রতি (নারী বা পুরুষ যে কেউ হতে পারে) গড় শেয়ার মূলধন ৬,৬২৮ টাকা। অর্থাৎ, নারী সদস্যদের শেয়ার সঞ্চয়ের বিষয়টি অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের ইতিবাচক দিকটি ইঙ্গিত করে। যদিও অর্থের পরিমাণ খুব বেশি নয় তবুও এটি গ্রামীণ দরিদ্র নারী সমবায়ীর আত্মবিশ্বাসের জায়গা প্রসারিত করতে সহায়ক হিসেবে পরিগণিত হতে পারে।

(৬) নারী সদস্যের অর্থনৈতিক সম্পদে প্রবেশাধিকার ঘটছে। সমিতিতে সঞ্চয় বেশি থাকলে সদস্যদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস বাড়াতে সাহায্য করে। কারণ সঞ্চয় থাকলে ঋণের সুবিধা বেশি পাওয়া যায়। গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণে দেখা যায়, সদস্য পর্যায়ে সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন সঞ্চয়ের পরিমাণ যথাক্রমে ৮,৮২,৫৫৯ টাকা এবং ৩০০ টাকা। অর্থাৎ, গড়ে প্রতি সমিতির সঞ্চয়ের পরিমাণ প্রায় ৭৫ হাজার টাকা যা সদস্য প্রতি গড় সঞ্চয়ের পরিমাণ প্রায় সাড়ে ২৫ হাজার টাকা। এখানে সদস্য প্রতি গড় সঞ্চয়ের পরিমাণ সমিতি হতে ঋণ সুবিধা পাওয়ার ক্ষেত্রে সুবিধা প্রদান করে মর্মে প্রতীয়মান হয়।

(৭) সদস্যবৃন্দ প্রতিবছরই সমিতি থেকে লভ্যাংশ পাচ্ছেন। এতে করে অর্থনৈতিক গতিশীলতার কারণে তাদের উন্নয়ন ত্বরান্বিত হচ্ছে।

(৮) নারী-পুরুষের সংখ্যানুপাত থেকে গবেষণায় নারীর ক্ষমতায়নে সমবায়ের অবদান সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। সমিতিতে নারীর অভিগম্যতা বা গতিশীলতা রয়েছে যা ইতিবাচক হিসেবে ধরে নেয়া যায়। উপস্থাপিত তথ্য থেকে দেখা যায়, নারী সমিতিগুলোতে নারী-পুরুষ সদস্যদের অনুপাত ৪.৪০: ১.০, সমিতি প্রতি গড় নারী সদস্য ১,৩৬২ জন, ব্যবস্থাপনা কমিটিতে নারী-পুরুষ সদস্যের অনুপাত ১.৮১ ঃ ১.০ এবং সমিতি প্রতি ব্যবস্থাপনা কমিটিতে গড় নারী সদস্য প্রায় ৫ জন রয়েছে। এখান থেকে এটি প্রতীয়মান হয় যে, নারীরা ব্যবস্থাপনায় ভালো ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়েছে তথা সমিতি পরিচালনার মতো গুরুত্বপূর্ণ কাজ নারীদের দ্বারা সম্ভব হয়েছে। নারী প্রাধান্য সমিতিতে নারী সদস্যদের সংখ্যা পুরুষ সদস্যের সংখ্যার চেয়ে প্রায় চার গুণ বেশি।

(৯) গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করে বলা যায়, সমিতিগুলোর বেশির ভাগ (৯৬%) ব্যবসা বা কর্মসংস্থান সৃষ্টি করেছে। অর্থাৎ নারী সমিতিগুলো তাদের নারী সদস্যের কর্মসংস্থানের মাধ্যমে স্বাবলম্বী বা অর্থনৈতিকভাবে অবদান রাখতে ভূমিকা রাখছে।

(১০) সমাজের একটি সংগঠন হিসেবে সমবায়ের একটি নির্দিষ্ট অবস্থান রয়েছে। যেকোনো সংগঠনে যুক্ত থাকলে মানুষের সম্মান বা শক্তি বাড়ে। একতাই বল- এ অনুভূতি সংগঠনে যুক্ত থাকলে কাজ করে। গবষেণায় তথ্যেও বিষয়টি উঠে এসেছে। শতকরা ৯৯ ভাগ সদস্য সমিতির সদস্য হওয়ার জন্য সম্মানিতবোধ করে থাকেন। সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধির সাথে ক্ষমতায়নের একটি ইতিবাচক সম্পর্ক রয়েছে যা তথ্যে উঠে এসেছে।

(১১) সমিতি শুধুমাত্র নারী অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিয়েই কাজ করে না সামাজিক বিভিন্ন বিষয়ে নিয়েও কাজ করে। অধিকাংশ উত্তরদাতা (৯৮%) মনে করেন সমিতিতে সম্পৃক্ত থেকে সেবা-শিক্ষা-স্বাস্থ্য-আইন-কানুন-অধিকার বিষয়ে জ্ঞান বৃদ্ধি হয়েছে।

(১২) সমবায় সমিতিতে জড়িত হয়ে প্রতিনিয়ত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে জ্ঞান অজর্নের সুযোগ রয়েছে। গবেষণায় দেখা যায়, উত্তরদাতাগণ বিভিন্ন বিষয়ে তথ্য পেয়ে থাকেন। এসব তথ্য যেমন জ্ঞান বৃদ্ধিতে সহায়তা করে তেমনি নারী সদস্যগণ আইন-কানুন ও অন্যান সেবা পেতে অর্জিত জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে থাকে। উত্তরদাতাগণ এ ধরনের ১৯টি মতামত ব্যক্ত করেন যার মাধ্যমে সমবায়ে সম্পৃক্তির ফলে অর্জিত জ্ঞান আইন-কানুন ও অন্যান্য সেবা পেতে কাজে লাগিয়ে থাকেন। সবচেয়ে বেশি সংখ্যক (২৯%) উত্তরদাতা মনে করেন 'নিজের অধিকার সম্পর্কে কথা বলতে সক্ষম' হয়েছেন যার ফলে কাঙ্খিত সেবা পেতে নিজেদের সুবিধা হয়েছে। এ ছাড়া ' অন্যদেরকে আইন ও অন্যান্য বিষয়ে জানানো/সচেতন করা' (১৬%), 'এলাকার সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের নিয়ম জেনে সেবা নিতে পারা' (১৫%), 'আইন-কানুন ও নারী অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি' (১৪%) এবং 'ডিজিটাল সকল সেবা নিতে সক্ষম' (১৪%) উল্লেখযোগ্য। এর পাশাপাশি অর্জিত জ্ঞান 'সমিতি আইনমত পরিচালনায় সক্ষম' (১২%) এবং 'সর্বক্ষেত্রে জ্ঞানের বৃদ্ধি ও প্রয়োগ' (১২%) ইত্যাদির বিষয়েও সহযোগী হিসেবে কাজ করে বলে প্রাপ্ত মতামতে উঠে এসেছে। এতে দেখা যায়, নারী সমবায়ীগণ নিজেদের প্রয়োজনে ঘরের বাইরে প্রত্যাশিত সেবা পেতে আগ্রহী হয়ে উঠে। এটি তাদের ক্ষমতায়নের পরিচয়কে বহন করে।

(১৩) সমবায় থেকে অর্জিত জ্ঞান শুধুমাত্র বিভিন্ন সেবা পেতেই সহযোগিতা করে তা নয় এটি নিজের স্বাস্থ্য সেবা পেতে সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করে থাকে। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষমতা নারীর যে থাকে না তা কাটিয়ে উঠতে সমবায় সমিতি থেকে অর্জিত জ্ঞান ভূমিকা রাখছে বলে নিচের সারণির তথ্য-উপাত্ত থেকে উঠে আসে। সমিতির বিভিন্ন প্রশিক্ষণ বা কর্মকাণ্ডের ফলে তথ্য পাওয়ার ফলে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক উত্তরদাতা (৫৯%) 'নিকটস্থ স্বাস্থ্য সেবা কমিউনিটি ক্লিনিকে/ নিকটস্থ হাসপাতালে যাওয়া যায়' এবং ৪৪% ভাগ উত্তরদাতা 'জানা শোনা থাকায় ভাল ডাক্তারের নিকট যাওয়া যায়' মতামত ব্যক্ত করেন। এ ছাড়া প্রাপ্ত মতামতের মধ্যে 'নিজের স্বাস্থ্য সেবা পেতে সমবায়ের অর্জিত জ্ঞান কাজে লাগে' (২৭%) এবং 'সচেতনতার কারণে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়া যায়' (২৪%), 'অসুস্থ হলে হাসপাতালে গিয়ে চিকিৎসা নেয়া ও সহযোগিতা দেয়া যায়' (১৫%) এবং 'প্রাথমিক চিকিৎসা নিজেই নিতে সক্ষম' (১৪%) ইত্যাদি অন্যতম। অর্থাৎ, প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্তে দেখা যায়, নারী সদস্যগণ নিজের স্বাস্থ্য সেবা পেতে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতায় সমিতি থেকে অর্জিত জ্ঞানকে কাজে লাগাতে সক্ষম হয়েছে।

(১৪) সমবায়ের মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞান নিজের চিকিৎসার সিদ্ধান্ত গ্রহণের পাশাপাশি সন্তানের স্বাস্থ্য সেবার সিদ্ধান্ত গ্রহণের সহায়ক হয় বলে গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণে বলা যায়। সবচেয়ে বেশি সংখ্যক উত্তরদাতা (৩৮%) এবং ৩২% ভাগ উত্তরদাতা যথাক্রমে 'স্বাস্থ্য সেবার জন্য নিকটস্থ ক্লিনিক/হাসপাতালে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়া' এবং 'টিকা দানে সকলকে উৎসাহিতকরণ' এর মাধ্যমে সন্তানের স্বাস্থ্য

সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকেন। এ ছাড়া 'সুষম খাদ্য গ্রহণে সবাইকে উৎসাহিত বোধ' (৩১%), 'প্রাথমিক চিকিৎসা নিজেই দিতে সক্ষম' (২৭%), 'পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা ও যত্ন নেয়া' (১৫%) এবং 'অর্জিত জ্ঞান দ্বারা সন্তানের স্বাস্থ্য সঠিকভাবে পরিচর্যা করা' (১২%) উল্লেখযোগ্য যার উপর ভিত্তি করে নারী সমবায়ী তাদের সন্তানের স্বাস্থ্য সুরক্ষার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন। অর্থাৎ সমবায়ী নারী পরিবারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশ নিয়ে থাকেন যার অন্যান্য ভিত্তির মধ্যে সমবায় সমিতি থেকে অর্জিত জ্ঞান অন্যতম বলে প্রতীয়মান হয়। সরাসরি বিষয়টি নিয়ে ১০% ভাগ উত্তরদাতা বলেছেন। এখান থেকে নারীর ক্ষমতায়নে সমবায়ের ভূমিকা রয়েছে বলে ধরে নেয়া যায়।

(১৫) পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীরা বৈষম্যে শিকার হয়। তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়। এটি নারীর ক্ষমতায়নে একটি বড় বাধা হিসেবে পরিগণিত হয়। নারী সমবায়ীগণ আস্তে আস্তে তাদের অর্জিত জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে সচেতন হচ্ছেন - নিজেদের কাজে নিজেরা এগিয়ে যাচ্ছেন। উল্লিখিত ক্ষেত্রে এদেশে নারীর ক্ষমতায়নে যে অগ্রগতি সাধিত হয়েছে তাতে সমবায়ের অবদানকে কোনোভাবেই অস্বীকার করার উপায় নেই। গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল বিশ্লেষণে দেখা যায়, নারীর প্রতি বৈষম্য ও অধিকার সম্পর্কিত জ্ঞানকে কাজে লাগানোর বিষয়ে ১৪টি মতামত পাওয়া যায়। সবচেয়ে বেশি সংখ্যক উত্তরদাতা (২২%) মনে করেন 'অর্জিত জ্ঞান কাজে লাগিয়ে প্রতিকার/সমাধানের ব্যবস্থাকরণ' এবং ১৬% ভাগ উত্তরদাতা 'অর্জিত জ্ঞানের কারণে বৈষম্য হ্রাস পাচ্ছে/সম-অধিকার নিশ্চিত হচ্ছে' এবং ১৫% ভাগ উত্তরদাতা 'বৈষম্য দূরীকরণ ও সম-অধিকার নিশ্চিতে পারস্পরিক সহযোগিতা ও জ্ঞান দান' এর মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞান কাজে আসছে। এ ছাড়া 'একে অন্যকে নারীর প্রতি বৈষম্য, বাল্যবিবাহ, যৌতুক বিরোধী কার্যক্রম সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি', 'নারী অধিকার নিয়ে বিভিন্ন সভায়, উঠান বৈঠক, কর্মশালায় আলেচনা' এবং 'যৌতুক, নারী নির্যাতন ও বাল্যবিবাহ হ্রাস' বলেছেন ১৩% ভাগ করে উত্তরদাতা। ১২% করে উত্তরদাতা আরো কয়েকটি মতামত উল্লেখ করেন যথা: 'বৈষম্য ও অধিকারের জন্য গ্রাম আদালতের শরণাপন্ন হওয়া', 'সকলকে সচেতনকরণ' এবং 'নারীর অধিকার সম্পর্কে এখন সচেতন'। অর্থাৎ, নারীরা যে এখন নিজেদের অধিকার আদায় বা বঞ্চিত হওয়া থেকে বেরিয়ে আসতে চেষ্টা চালাচ্ছে তা গবেষণার ফলাফলেও প্রতীয়মান হয়।

(১৬) ক্ষমতায়নের আরো একটি বড় দিক হল নিজের জীবনের ভালো-মন্দ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহনের সক্ষমতা। জ্ঞান বা শিক্ষা থাকলে এ সিদ্ধান্ত নেয়ার সক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। অর্জিত জ্ঞান জীবনের ভালো-মন্দ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণে ঠিক কীভাবে সহায়ক হয় সে সম্পর্কে উত্তরদাতাগণ সাতটি মতামত ব্যক্ত করেন। সবচেয়ে বেশি সংখ্যক উত্তরদাতা (৪৯%) 'ভাল-মন্দ বুঝে সহজে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম' বলে মনে করেন যেখানে ২৭% ও ২৩% উত্তরদাতা যথাক্রমে 'ভাল কাজে প্রয়োগ করতে সক্ষম' এবং 'পরিবারের সাথে আলোচনা করে ভাল সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম' বলে মনে করেন। এ ছাড়া 'নিজের সিদ্ধান্ত নিজে নিতে সক্ষম' এবং ' মন্দ কাজ হতে বিরত থাকতে সহায়ক' বলে মনে করেন যথাক্রমে ১৭% এবং ১৪% ভাগ উত্তরদাতা।

(১৭) ক্ষমতায়নের অন্যতম শর্ত হল সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষমতা । কিন্তু পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীর সিদ্ধান্ত গ্রহণ ক্ষমতা এদেশে এক সময় ছিল না বললেই চলে । কিন্তু নারী যখন থেকে ঘরের বাইরে বেরিয়ে এসে বিভিন্ন কাজে বা সংগঠিত হওয়া শুরু করেছে তখন থেকেই তা ক্রমে কাটিয়ে উঠছে । সমবায় সমিতির সদস্য হলে নারী ঘরের বাইরে আসতে হয়েছে । এতে নিজের বা বাইরের জগত সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায় । ফলে সমিতির সদস্য হলে নিজের সিদ্ধান্ত গ্রহণ ক্ষমতাও বাড়ে। গবেষণায় ৯৯% ভাগ উত্তরদাতা মনে করেন সমিতির সদস্য হওয়ার সাথে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ক্ষমতা বৃদ্ধি হয় ।

(১৮) সমবায় সমিতি একজন সদস্যকে নানাভাবে উদ্বুদ্ধ করে থাকে । এজন্য নিয়মিত প্রশিক্ষণ, মাঠ পর্যায়ে অধিদপ্তরের কর্মীদের নিবিড় যোগাযোগ ও মোটিভেশন, পরিবীক্ষণ ইত্যাদি কার্যক্রম পরিচালিত হয় । এতে সমবায়ীদের মধ্যে তথ্য প্রবাহ নিবিড় হয়ে থাকে- সদস্যগণ প্রয়োজনীয় নানা বিষয়ে জানতে সক্ষম হয়ে থাকে । এতে নিজেরা যেমন সচেতন হতে পারেন তেমনি নিজেদের জ্ঞান-দক্ষতা বৃদ্ধির সুযোগও ঘটে থাকে । গবেষণার প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, সমবায় সমিতির সদস্য হওয়ার ফলে নারী সমবায়ীদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ সক্ষমতা বেড়েছে । সমিতির সদস্য হওয়ার সাথে ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ ক্ষমতা কীভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে তার মতামত হিসেবে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক উত্তরদাতা (৫৯%) বলেন, ‘পরিরারে নিজের মতামতের গ্রহণযোগ্যতা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের গুরুত্ব বৃদ্ধি’ এবং ২৫% ভাগ উত্তরদাতা ‘সমিতির সদস্য হয়ে আর্থিক স্বাবলম্বী হওয়ায় সিদ্ধান্তকে গুরুত্ব প্রদান’ এর বিষয়টি উল্লেখ করেন । এ ছাড়া উল্লেখযোগ্য অন্যান্য মতামত হলো ‘যে কোন সমস্যা সমাধানে নারীর প্রধান্য’ (২০%), ‘আয় বৃদ্ধিমূলক কাজে সম্পৃক্ত হওয়ায় গুরুত্ব বৃদ্ধি’ (১৮%) এবং ‘সমিতি হতে ঋণ নিয়ে বিভিন্ন আয় বৃদ্ধিমূলক কাজে ব্যবহার করার সক্ষমতা বৃদ্ধি’ (১৪%) ইত্যাদি । এ ছাড়া সমিতি বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তথ্য ও জ্ঞান প্রদান (১৩%), নেতৃত্ব দানের ক্ষমতা বৃদ্ধি (৮%), সার্বিক দক্ষতা বৃদ্ধি (৯%), আয় বৃদ্ধিমূলক কাজে ঋণ ব্যবহারের সক্ষমতা বৃদ্ধি (১৪%) ইত্যাদির মাধ্যমেও সমিতির নারী সদস্যগণ তাদের নিজেদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়েছে বলে উঠে এসেছে । অর্থাৎ, নারীর ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে নিজস্ব সিদ্ধান্ত গ্রহণ ক্ষমতার মানদণ্ডের উন্নয়নে সমবায়ের ইতিবাচক ভূমিকা রয়েছে বলে প্রতীয়মান হয় ।

(১৯) ক্ষমতায়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো নারীর অংশগ্রহণ । স্থানীয় সরকার সহ যেকোনো নির্বাচনে অংশগ্রহণের মাধ্যমে নারী নেতৃত্বে আসা ক্ষমতায়নের একটি বড় মাপকাঠি । সমবায় সমিতির নারী সদস্যগণের অংশগ্রহণ রয়েছে । গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণে দেখা যায়, ১০৭টি সমিতির মধ্যে ৪৫% ভাগ সমিতি থেকে এর নারী সদস্য স্থানীয় সরকার বা জাতীয় নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছে । অবশিষ্ট ৫৫% ভাগ সমিতি থেকে কোনো নারী সদস্য স্থানীয় সরকার বা জাতীয় নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেনি । সমবায় সমিতি নারী নেতৃত্ব সৃষ্টিতে ভূমিকা রাখছে ।

এসব অংশগ্রহণ করা নারীর মধ্যে ৫৮% ভাগ নারী নির্বাচনে জয় লাভও করেছে । এতে বোঝা যায়,নারী নেতৃত্বের গ্রহণযোগ্যতাও বেশি ছিল বলে জনগণের ভোটে জয় লাভ করেছে । নারীর ক্ষমতায়নের নির্বাচনে অংশগ্রহণের মাপকাঠিতেও সমবায়ের ভূমিকা রয়েছে । তবে এ হার বাড়াতে সমবায় সমিতি আরো উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচি নিতে পারে ।

(২০) সমবায় সমিতির নানা উদ্দেশ্য থাকে । সাধারণভাবে সমবায়ের মাধ্যমে সদস্যদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ঘটে থাকে । সকলের সম্মিলিত অংশগ্রহণের মাধ্যমে সঞ্চয়ের উপর ভিত্তি করে ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা হিসেবে সবার মঙ্গল সাধন করা হয় । গবেষণায় দেখা যায় ৯৭% ভাগ উত্তরদাতা মনে করেন সমিতির মাধ্যমে নারীর আর্থিক উন্নয়ন ঘটেছে ।

(২১) সমবায় সমিতি সদস্যদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য নানা ধরণের সুযোগ-সুবিধা প্রদান করে থাকে । এসব সুযোগ-সুবিধা যেমন আর্থিক ছিল তেমনি অর্থ বহির্ভূত বিষয়ও ছিল । গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্তের আলোকে দেখা যায়, বেশির ভাগ উত্তরদাতা (৭৯%) সুবিধা হিসেবে ঋণকে আর এরপরই ৬৬% ভাগ উত্তরদাতা প্রশিক্ষণের বিষয় উল্লেখ করেন । এরপর ০৫% ভাগ উত্তরদাতা সঞ্চয়ের টাকা উত্তোলন করে আয়মূলক কাজে লাগানোর সুবিধার কথা বলেন । এ ছাড়া, সেলাই মেশিন, ল্যাট্রিন, টিউবওয়েল, সবজি বীজ, ফলের গাছ, লভ্যাংশ, পুরস্কার ইত্যাদিও সুবিধা হিসেবে পেয়েছে ।

(২২) সমিতি নারী সদস্যদের আত্ম-কর্মসংস্থানের মাধ্যমে উন্নয়নের প্রচেষ্টা চালায় । গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফলে দেখা যায়, ৯৬% ভাগ নারী সদস্য আত্ম-কর্মসংস্থানের বিষয়ে ইতিবাচক উত্তর প্রদান করেন । অর্থাৎ, এতে বোঝা যায় সমিতিগুলো আত্ম-কর্মসংস্থানের বিষয়ে ইতিবাচক ভূমিকা রাখছে এবং বেশির ভাগ নারীকে আত্ম-কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেছে ।

(২৩) সমিতির সদস্য হিসেবে যারা আত্ম-কর্মসংস্থান করতে পারে নাই তার কারণ হিসেবে নানা বিষয়ের অবতারণা করা হয়েছে । এর মধ্যে পূর্বেই অন্য পেশায় জড়িত বা প্রতিষ্ঠিত ছিলেন বা প্রয়োজন মনে করেন নাই এমন বলেছেন ২৩% ভাগ করে উত্তরদাতা । এ ছাড়া গৃহিণী ও সমিতির আর্থিক অবস্থা ভালো না থাকার কথা বলেছেন ১৫% ভাগ করে উত্তরদাতা । অর্থাৎ যে ১৩ জন নারী আত্ম-কর্মসংস্থানে নিয়োজিত করতে পারেন নাই তাদের বেশ কয়েক জনের ব্যক্তিগত সমস্যাই প্রাধান্য ছিল দেখা যায় ।

(২৪) সমিতিতে যুক্ত হয়ে নারী সদস্যগণ তাদের আয় বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়েছেন । যা নারীর ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় । গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে দেখা

যায়, ৯৭% ভাগ নারীর সমিতির সদস্য হওয়াতে আয় বৃদ্ধি ঘটেছে মর্মে মতামত ব্যক্ত করেন। এর মধ্যে সর্বোচ্চ মাসিক আয় বৃদ্ধির পরিমাণ ৭০ হাজার টাকা এবং সর্বনিম্ন ৫০ টাকা। আর সদস্য প্রতি গড় মাসিক আয় বৃদ্ধির পরিমাণ ছিল প্রায় ৬ হাজার ৬০০ টাকা অর্থাৎ, এক্ষেত্রে সমিতির অবদান রয়েছে।

(২৫) নারীর আয়ের উপর ব্যয়ের সিদ্ধান্ত নিজে নেয়ার সাথে ক্ষমতায়নের ইতিবাচক সম্পর্ক রয়েছে। গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফলে দেখা যায়, সমিতি হতে প্রাপ্ত বর্ধিত আয় খরচের সিদ্ধান্ত ৪৮% ভাগ নারী নিজে নিতে পারেন। আর স্বামী-স্ত্রী যৌথভাবে নেন ২৫% ভাগ এবং ২০% ভাগ নারী নেন পরিবারের সকলের সাথে মিলে। এক্ষেত্রে সমবায়ের ভূমিকা থাকলেও তা কাঙ্খিত আশানুরূপ নয়। কারণ বেশিরভাগ সদস্য নিজে একা সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম নন। এখনো স্বামী বা পরিবার সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। সচেতনতার মাত্রা এখানে বাড়ানো যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে।

(২৬) সমিতির সদস্য হিসেবে পরিবারে বা সমাজে আর্থিকভাবে ক্ষমতায়িত হওয়ার ক্ষেত্রে ৯৯% ভাগ উত্তরদাতা নারী সমবায়ী ইতিবাচক মতামত ব্যক্ত করেন। তাঁরা মনে করেন সমিতির সদস্য হওয়াতে পরিবারে বা সমাজে আর্থিকভাবে অবহেলিত নয় বরং ক্ষমতায়িত।

(২৭) আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে শুধুমাত্র সমিতির অবদানের মূল্যায়নই উত্তরদাতাগণ করেননি তাঁরা সমবায় বিভাগ/ সমবায় অফিসের মূল্যায়নও করেন। এতে দেখা যায়, আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে সমবায় অফিসের অবদানকে ৯২% ভাগ উত্তরদাতা স্বীকার করেন। এর মধ্যে ৪৬% ভাগ মনে করেন অবদানের মাত্রা খুব বেশি, ২৯% ভাগ মনে করেন বেশি আর ১৭% ভাগ মনে করেন মোটামুটি। অর্থাৎ নারী সমবায়ীর ক্ষমতায়নে সমবায় বিভাগের ইতিবাচক ভূমিকা রয়েছে।

(২৮) উৎপাদনমুখী কর্মকাণ্ডের সাথে সম্পৃক্তির বিষয়ে নারী সমবায়ীগণের ৫৫% ভাগ ইতিবাচক মতামত প্রদান করেন। আর অবশিষ্ট ৪৫% ভাগ উত্তরদাতা উৎপাদনমুখী কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত নয় বলেন জানান। অর্থাৎ আরো অনেক নারী সমবায়ীকে এখানে যুক্ত করার সুযোগ রয়েছে।

(২৯) নারী সমবায়ীর যে ৫৫% ভাগ উৎপাদনমুখী কর্মকাণ্ডে জড়িত তাঁরা নানা ধরণের পণ্য উৎপাদন করে থাকেন। প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, ৩৩% ভাগ সেলাই কাজ (পোশাক) এর সাথে জড়িত এরপরই রয়েছে কৃষিজ পণ্য যেমনঃ সবজি, ধান ইত্যাদি উৎপাদন করে থাকেন। এ ছাড়া হাঁস-মুরগি উৎপাদন করেন ১৭% ভাগ নারী সমবায়ী, ব্লক-বাটিকের কাজ করেন ১০% ভাগ এবং ০৮% ভাগ করে উত্তরদাতা ছাগল, গাভী পালন ও দুধ উৎপাদন এবং কাপড়ে হাতের কাজের নকশা উৎপাদনের

সাথে জড়িত। গবাদি পশু পালন (০৭%), মাশরুম ও মাছ চাষ ও মাছের ডিম উৎপাদন (০৬%) ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। তবে নিচের সারণির তথ্য বিশ্লেষণ করে এটি বলা যায় যে, উৎপাদিত পণ্যে নারীর আরো অংশগ্রহণ করা প্রয়োজন রয়েছে। কারণ খুব কম সংখ্যক নারী বেশি উৎপাদনের সাথে জড়িত। এতে দেখা যায়, নারীর প্রকৃত আর্থিক ক্ষমতায়ন করাতে হলে বেশি সংখ্যক সম্ভব হলে সকল নারী সমবায়ীকে উৎপাদনের সাথে জড়িত হতে হবে।

(৩০) নারী সমবায়ীদের ব্যবসায়িক উদ্যোগে সম্পৃক্তির ক্ষেত্রে খুব বেশি ইতিবাচক চিত্র পাওয়া যায় না। এখানে দৃষ্টিভঙ্গিগত সমস্যা এখনো রয়েছে গেছে বলে মনে হয় যা নারীর ক্ষমতায়নের ধারণার সাথে বেমানান। প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্তে দেখা যায়, মাত্র ৩১% ভাগ উত্তরদাতা ব্যবসায়িক উদ্যোগের সাথে সম্পৃক্ত। অবশিষ্ট ৬৯% ভাগই ব্যবসায়িক উদ্যোগের সাথে নেই। এতেও কোনো সমস্যা নেই যদি নারীরা অন্য কোনো উৎপাদনমুখী কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকে। তবে ব্যবসায়িক উদ্যোগের সাথে জড়িত থাকা মানে পুরুষতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গির বাইরে বেরিয়ে আসা বোঝাবে যা নারীর ক্ষমতায়নে ইতিবাচক হিসেবে দেখা হয়। এখানে সমবায়ের আরো ভূমিকা রাখা বাঞ্ছনীয়।

(৩১) ব্যবসায়িক উদ্যোগ থেকে সেবা প্রদানের মাধ্যমে নারী সমবায়ী মূলধারার অর্থনৈতিক কার্যক্রমে নিজেদের ভূমিকা রাখেন। গবেষণার ৯৮ জন নারী উদ্যোক্তার যারা ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক উত্তরদাতা (৩৬%) সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে 'ব্যবসার মাধ্যমে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির যোগান', এরপর ৩৫% ভাগ উত্তরদাতা 'খাদ্য দ্রব্য সরবরাহ (ডিম, মাছ, গবাদি পশু, দুধ, চিংড়ি)' এবং ২৮% ভাগ উত্তরদাতা 'টেইলারিং ও ব্লক-বুটিকের কাজ' এর উল্লেখ করেন। এ ছাড়া অন্যান্য সেবার মধ্যে ১৭% ভাগ উত্তরদাতা সেবা হিসেবে 'হস্ত শিল্পের মাধ্যমে পণ্য সেবা (ব্যাগ, মৃৎ, পুতুল, পাটের বস্তা)' প্রদান করেন মর্মে উল্লেখ করেন। অর্থাৎ সমবায়ী নারীরা সেবা খাতের সাথে জড়িত রয়েছে যা তাদের বহুমুখী অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের বিষয়কেই সুস্পষ্ট করে তোলে।

(৩২) নারী সমবায়ীদের উৎপাদনমুখী কর্মকাণ্ড বা ব্যবসায়িক উদ্যোগের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার ক্ষেত্রে বেশিরভাগ উত্তরদাতা (৫৯%) ভাগ ইতিবাচক মতামত প্রদান করেন। অবশিষ্ট নারী সমবায়ীদের (৪১%) উৎপাদনমুখী কর্মকাণ্ডের কোনো পরিকল্পনা নেই। এক্ষেত্রে সমবায় বিভাগ ভূমিকা রাখতে পারে। যাতে ভবিষ্যতে আরো বেশি সংখ্যক নারী সমবায়ী উৎপাদনে জড়িত হতে পারে। নিজেদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পাশাপাশি দেশের উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে পারে যা নারীর ক্ষমতায়নের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

(৩৩) নারী সমবায়ী যাদের ভবিষ্যতে উৎপাদনমুখী কর্মকাণ্ডে বা ব্যবসায়িক উদ্যোগের সাথে জড়িত হতে চান তাঁদের সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার মধ্যে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক উত্তরদাতা (২৮%) ব্যবসা করতে আগ্রহী। এরপরই রয়েছে হাঁস-মুরগি, ও গবাদিপশু (ছাগল) পালন খামার (২৭%), বড় আকারে সেলাই কাজ (১০%), গাভী পালন ও দুগ্ধ খামার (০৯%), কৃষি কাজ (০৯%) ইত্যাদি অন্যতম। নিচের সারণিতে সন্নিবেশিত তথ্য-উপাত্ত থেকে এটি প্রতীয়মান হয় যে, নারী সমবায়ীদের চিন্তা-চেতনার ইতিবাচক পরিবর্তন হয়েছে। যেসব উদ্যোগের পরিকল্পনার কথা উল্লেখ করা হয়েছে তা কিন্তু শুধুমাত্র নারীর কাজ নয় অনেকটা পুরুষের কাজ। কাজের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষ যে ভেদাভেদ ছিল তা ক্রমেই দূর হয়ে নারী চ্যালেঞ্জ নিতে প্রস্তুত রয়েছে তার ইঙ্গিত সুস্পষ্ট। এ মানসিকতার পরিবর্তনে সমবায়ের ইতিবাচক ভূমিকা রয়েছে বলে প্রতীয়মান। উদ্যোক্তা যেন হয়ে উঠতে পারে সে জায়গায় সমবায়কে অধিকতর ভূমিকা রাখতে হবে।

(৩৪) সমবায় সমিতির সদস্য হতে পারিবারিক বাধা রয়েছে কিনা এ প্রশ্নে বেশির ভাগ নারী সমবায়ী (৯০%) নেতিবাচক উত্তর প্রদান করেন। অর্থাৎ তাদের সমিতির সদস্য হতে পারিবারের কেউ বাধা প্রদান করেনি। মাত্র ১০% ভাগ নারী সমবায়ী পারিবারিক বাধার সম্মুখীন হয়েছিলেন। এখানেও সমাজের ইতিবাচক মনোভাবের বহিঃপ্রকাশ পাওয়া যায়। আর যারা বাধাপ্রাপ্ত হয়েছেন তাদের মধ্যে ৯৪% ভাগ সদস্য হওয়ার ক্ষেত্রে এবং ২৩% ভাগ সঞ্চয় জমা করার ক্ষেত্রে এবং ২% ভাগ কমিটিতে যাওয়ার ক্ষেত্রে বাধার সম্মুখীন হয়েছেন।

(৩৫) সমিতির নেতৃত্বে যাওয়ার ক্ষেত্রে নারী সমবায়ীর ৯৭% ভাগ কোনো বাধার সম্মুখীন নন বলে জানান। আর মাত্র ৩% ভাগ নেতৃত্বে যাওয়ার ক্ষেত্রে বাধা পেয়েছেন বলে জানান যা নিচের লেখচিত্র থেকে স্পষ্ট হয়। এখানে থেকে দেখা যায়, যার বাধাপ্রাপ্ত হয়েছেন তাঁদের মধ্যে সামাজিক বাধার কথা বলেন ৮০% ভাগ উত্তরদাতা আর ২০% ভাগ উত্তরদাতা পারিবারিক বাধার কথা উল্লেখ করেন।

(৩৬) সমবায়ের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়নে কোনোরূপ বাধা আছে বলে মনে করেন না গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত বেশির ভাগ অর্থাৎ ৮৯% ভাগ উত্তরদাতা নারী সমবায়ী। যেখানে মাত্র ১১% ভাগ উত্তরদাতা মনে করেন সমবায়ের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়নে বাধা রয়েছে। নিচের সারণি থেকে দেখা যায়, যে ৩৪ জন নারী সমবায়ী বাধা রয়েছে বলে মনে করেন তাঁরা বাধা হিসেবে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক উত্তরদাতা (৭১%) 'সামাজিক প্রতিবন্ধকতা', ৩৮% ভাগ 'পারিবারিক প্রতিবন্ধকতা' এবং ১৫% ভাগ 'ধর্মীয় অনুশাসন' এর মতো বিষয়গুলো উল্লেখযোগ্য হিসেবে তুলে ধরেন। এখান থেকে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্তে এটি প্রতীয়মান হয় যে, কিছু সংখ্যক নারী সমবায়ীর মনোভাব পরিবর্তনে পদক্ষেপ নেয়ার সুযোগ রয়েছে।

(৩৭) সমবায়ের মাধ্যমে ব্যবসা করার ক্ষেত্রে কিছু বাধা রয়েছে বলে গবেষণার তথ্য-উপাত্তে উঠে এসেছে। এসব বাধার অপসারণ হলে নারী সমবায়ীগণ আরো বেশি উৎপাদন খাতে অবদান রাখতে পারবে এবং নিজেদের ক্ষমতায়ন ঘটবে। সবচেয়ে বেশি সংখ্যক উত্তরদাতা (৫৩%) পুঁজি/ মূলধনের অভাব এবং ২১% ভাগ উত্তরদাতা পণ্য বাজারজাতকরণের সমস্যার কথা তুলে ধরেন। এর পাশাপাশি প্রশিক্ষণের অভাব (১৫%), সামাজিক নিরাপত্তার অভাব (১১%) এবং সদস্যদের মধ্যে সমন্বয়হীনতা/ বিশ্বাসের অভাব এর কথা বলেন ০৯% ভাগ উত্তরদাতা।

(৩৮) পুঁজি বা মূলধনের অভাব যেমন সমবায়ের মাধ্যমে ব্যবসা পরিচালনা করার সবচেয়ে বড় বাধা ঠিক তেমনি বেশির ভাগ নারী উত্তরদাতাগণ যা ৬৯% ভাগ মনে করেন সমবায়ের মাধ্যমে ব্যবসার ক্ষেত্রে পুঁজির সঙ্কট রয়েছে।

(৩৯) যেসব নারী সমবায়ী (২১৮ জন) সমবায়ে ব্যবসা করার ক্ষেত্রে পুঁজির সঙ্কটের কথা বলেন তারা এর ধরন সম্পর্কেও মতামত ব্যক্ত করেন। সবচেয়ে বেশি সংখ্যক উত্তরদাতা (৭৩%) অধিক পুঁজির অভাবের বিষয়ে উল্লেখ করেন। এ ছাড়া অন্যান্য ধরনের মধ্যে রয়েছে 'সরকারি সমবায় বিভাগ থেকে ঋণ পাওয়া যায় না' (১৬%) এবং 'স্বল্প সুদে ও সহজ শর্তে ঋণের অভাব' (১২%) উল্লেখযোগ্য।

(৪০) উৎপাদনের ক্ষেত্রে বিপণনের অসুবিধার বিষয়ে ৫৪% ভাগ উত্তরদাতা নেতিবাচক উত্তর তথা অসুবিধা নেই বলে জানান। অন্যদিকে ৪৬% ভাগ উত্তরদাতা উৎপাদনের বিপণনে অসুবিধা হয় বলে জানিয়েছেন। যদি এ পরিস্থিতির উন্নয়ন ঘটানো না যায় তবে নারীর উদ্যোক্তা হওয়া বা ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ডে শামিল করানো দূরূহ ব্যাপার হবে। তাই, নারীর ক্ষমতায়নের জন্য বিষয়টি ভাবা জরুরি।

(৪১) নারীর উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে সমবায় সমিতির করণীয় রয়েছে বলে নারী সমবায়ীগণ মনে করেন। তাঁদের প্রাপ্ত মতামতগুলোর মধ্যে 'ট্রেড ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান' (৫৬%), 'নেতৃত্বের সৃষ্টি করতে হবে' (২৩%), 'আর্থিক সহযোগিতা/ অনুদান দিতে হবে' (২১%), 'চাহিদামত পর্যাপ্ত ঋণ প্রদান' (২১%) এবং 'নারীদের আরও উৎসাহিত ও উদ্যোগী করা' (১৫%)।

(৪২) সমবায় সমিতি কর্তৃক উপযুক্ত সহায়তা পেলে নারী সমবায়ীগণ ১৫টি সম্ভাবনার ক্ষেত্রের কথা উল্লেখ করেন। সবচেয়ে বেশি সংখ্যক উত্তরদাতা (৪৮%) ' নারীদের আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টি' এবং ৩৫% ভাগ 'ব্যবসার প্রসার' এর বিষয় উল্লেখ করেন। প্রাপ্ত অন্যান্য মতামতের মধ্যে রয়েছে 'নারীর আর্থিক উন্নয়ন/ স্বাবলম্বীতা' (৩৪%), 'পারিবারিক উন্নয়ন/ আয় বৃদ্ধি' (৩৩%), 'নারীর ক্ষমতায়ন/ নেতৃত্ব বৃদ্ধি' (৩০%) এবং 'স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও সংস্কৃতি ব্যবস্থার উন্নতি' (২২%) ইত্যাদি অন্যতম।

(৪৩) নারীর ক্ষমতায়নে সমবায় বিভাগ ও সমবায় অফিসের নিকট সহযোগিতার প্রত্যাশা রয়েছে নারী সমবায়ীদের। প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত থেকে দেখা যায়, সবচেয়ে বেশি সংখ্যক উত্তরদাতা (৭৫%) 'কর্মমুখী প্রশিক্ষণ বৃদ্ধিকরণ' এর প্রত্যাশা করেন। এরপর 'বিনা সুদে/ স্বল্প সুদে ঋণ বিতরণ' (২৭%), 'আর্থিক সহাযোগিতা/ অনুদান প্রদান' (২৫%), 'নিয়মিত তদারকি ও পরামর্শ বৃদ্ধিকরণ' (২০%), 'নারী উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ' (১৮%) ইত্যাদি মতামত পাওয়া যায়। বিষয়গুলো নিয়ে গভীরভাবে ভাবা যেতে পারে।

(৪৪) সমবায়ের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়নে নারী সমবায়ীগণ অন্যান্য মন্তব্যের ক্ষেত্রে বেশির ভাগ উত্তরদাতা (৫৩%) মতামত প্রদান করেনি। তবে যারা মতামত দিয়েছেন তাদের মধ্যে 'সমবায়ের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ণ অধিকার বেড়েছে' (৯%), 'সমিতি গঠনের ক্ষেত্রে পুরুষ সদস্যদের পাশাপাশি নারী সদস্যদের আরো অংশগ্রহণ দরকার' (৮%), 'নারী উন্নয়নে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা', (৭%), 'সামাজিক উন্নয়নে ও নারীর ক্ষমতায়নে বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রয়োজন' (৬%), 'নারীদের কর্মসংস্থান বৃদ্ধি করতে হবে' (৫%) ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

৮.০৩: কর্মশালা থেকে প্রাপ্ত মতামত ও সুপারিশ

গবেষণার জন্য প্রস্তুতকৃত জরীপ প্রশ্নমালার আলোকে উত্তরদাতাদের কাছ থেকে প্রাপ্ত মতামত ও সুপারিশ সম্বলিত খসড়া প্রতিবেদনের ওপর অনুষ্ঠিত কর্মশালা থেকে সফল সমবায় সমিতির প্রভাবক বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ মতামত পাওয়া গেছে বিভিন্ন অংশীজনের নিকট থেকে। এসব মতামত ও সুপারিশসমূহ নিম্নরূপ:

(১) নারীর ক্ষমতায়নকে সম্পদের মালিকানা হিসেবে দেখতে হবে।
(২) নারীদের বুদ্ধিবৃত্তিক উন্নয়নের বিষয়টিকে বিবেচনায় নেওয়া যেতে পারে।
(৩) নারী ঘরে ও বাইরে কাজ করলেও তার কাজের স্বীকৃতি দেওয়া হয় না। এক্ষেত্রে সকলকে ইতিবাচক হতে হবে।
(৪) নারীর কাজের আর্থিক মূল্যের প্রতি সকলকে সচেতন হতে হবে।
(৫) ধারাবাহিকভাবে প্রশিক্ষণ দিতে হবে। শুধু একাডেমি বা জোনালে নয় সমিতি পর্যায়ে গিয়ে তাদের উদ্বুদ্ধ করতে হবে।
(৬) প্রশিক্ষণের পাশাপাশি বিভিন্ন ধরণের সহায়তাও দিতে হবে।
(৭) আমাদের সকলের দৃষ্টিভঙ্গি বদলাতে হবে নারীদের প্রতি। তাহলে নারীর ক্ষমতায়ন হবে।
(৮) ধারাবাহিক প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে। প্রশিক্ষণ পরবর্তী কার্যকর সহায়তা দিতে হবে।
(৯) মহিলারা অবদমিত হচ্ছে। তাদের এই অবদমন দূর করতে হবে।
(১০) আমাদের ফলো আপ প্রশিক্ষণ দিতে হবে কর্মদ্যোগকে ধরে রাখার জন্য।

(১১)ঋণ মানুষকে উন্নত করতে পারে না। একজন বাংলাদেশী শিশু ঋণ নিয়েই জন্মগ্রহণ করে। তাকে আর ঋণে জর্জরিত না করে প্রশিক্ষণ দিয়ে স্বাবলম্বী করতে হবে।
(১২) ডিজিটাল বাংলাদেশে নতুন নতুন প্রশিক্ষণ ক্ষেত্র ও ট্রেড বের করতে হবে। পর্যাপ্ত প্রণোদনা দিতে হবে। আমরা ঋণ চাই না-আমরা চাই আর্থিক ও লজিষ্টিক সহায়তা।
(১৩) জিডিপিতে নারীর অবদানের মূল্যায়ন হওয়া উচিত। তাদের কাজের স্বীকৃতি হওয়া দরকার।
(১৪) রিসোর্সের প্রতি নারীর মালিকানা আনতে হবে নারীর ক্ষমতায়নের জন্য।
(১৫) নারীর ক্ষমতায়নের জন্য রাজনৈতিক স্বাধীনতা, সামাজিক সম্পৃক্তি ও অর্থনৈতিক অভিগম্যতা থাকতে হবে।
(১৬) ব্যষ্টিক ও সামষ্টিক উভয়ক্ষেত্রেই নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা করে নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করতে হবে।
(১৭) সমবায় একত্রীকরণের একটি প্রকৃষ্ট মাধ্যম। এই প্রকৃষ্ট মাধ্যমকে নারীর সার্বিক উন্নয়নের কাজে লাগিয়ে তাকে ক্ষমতায়িত করা যেতে পারে।
(১৮) সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করে পণ্য বিপননে নারীর ক্ষমতায়ন/ অংশগ্রহণ ব্যাপক হারে বাড়াতে হবে।
(১৯) তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারে নারীদের আগ্রহ সৃষ্টি করতে হবে। এ জন্য আধুনিক প্রশিক্ষণ দিতে হবে।
(২০) বিশ্বের মানুষের কথা চিন্তা করে আধুনিক প্রযুক্তি ও পণ্য নকশার মাধ্যমে নারীর উন্নয়ন ঘটাতে হবে।
(২১) নারীদের প্রথাগত কাজকে প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের মাধ্যমে ক্ষমতায়ন করা।
(২২) নারীর ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে আর্থিক ও সামাজিক স্বীকৃতি দিতে হবে।
(২৩) নারীদের সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে প্রশাসনসহ সংশ্লিষ্ট বিভাগকে সহায়তা করতে হবে।
(২৪) নারীদের সেনসিটাইজ/ আত্মস্থ করতে হবে।
(২৫) সবার ভালবাসা, সম্প্রীতি দিয়ে নারীর ক্ষমতায়ন করতে হবে।

৮.০৪: গবেষণা থেকে প্রাপ্ত সার্বিক ফলাফল

'নারীর ক্ষমতায়নে সমবায়: অর্জন, চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা (Role of Cooperatives in Empowering Woman: Achievements, Challenges and Possibilities)' শীর্ষক কর্মশালার প্রাপ্ত তথ্য উপাত্ত থেকে আমরা নিম্নোক্ত মন্তব্য করতে পারি-

(১) সমবায় বিভাগের নারীদের দ্বারা সমবায় সমিতি গঠন করে তাদেরকে সফল করার বিষয়ে ইতোপূর্বে সুনির্দিষ্ট মানদণ্ড নির্ধারণ করা হয়নি। এ পরিপ্রেক্ষিতে সুনির্দিষ্ট মানদণ্ড নির্ধারণ বিষয়ে সমবায় অধিদপ্তরের সমিতি অধিশাখা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে।
(২) নারীদের যথাযথ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে পর্যাপ্ত সাপোর্ট দিলে তাদের সফলতা ও ক্ষমতায়নের সম্ভাবনা বেশি হবে।

(৩) সমবায় বিভাগীয় কর্মকর্তা-কর্মচারী ও নারী সমবায়ী তথা সমবায়ীদের সঙ্গে আন্তঃ সংযোগ আরও নিবিড় ও কার্যকর করা প্রয়োজন ।
(৪) বাংলাদেশের নীতি ও পরিকল্পনা দলিলে সমবায়ের উজ্জ্বল উপস্থিতি থাকলেও সমবায় বিভাগ সে নীতি ও পরিকল্পনার আলোকে প্রকল্প/কর্মসূচি গ্রহণ করতে পারেনি ।
(৫) মহিলা সমবায় সমিতি পরিচালনার ক্ষেত্রে সমবায় অধিদপ্তর থেকে সুনির্দিষ্ট গাইডলাইন থাকা প্রয়োজন ।
(৬) সমবায় বিভাগীয় কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মানসিকতার পরিবর্তন করে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি আনার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে ।
(৭) মহিলা সমবায়ীদের উচ্চমূল্য সংযোজনকারী পণ্য উৎপাদন প্রশিক্ষণ (Training with High Value Addition) প্রদান করে যথাযথ বাজারজাতকরণ ব্যবস্থার (Marketing System with proper linkage) প্রসারণ ঘটাতে হবে ।

৮.০৫: সমবায় অধিদপ্তর ও সমবায়ীদের মাঝে বিদ্যমান গ্যাপ

বাংলাদেশের সফলতার অন্যতম প্রতিবন্ধক হচ্ছে সমবায়ীদের সাথে সমবায় বিভাগের সুনির্দিষ্ট যোগাযোগহীনতা বা সম্পর্ক গ্যাপ । মহিলা সমবায়ীদের ক্ষেত্রে এটি আরও বেশি প্রযোজ্য । 'নারীর ক্ষমতায়নে সমবায়: অর্জন, সম্ভাবনা ও চ্যালেঞ্জ' শীর্ষক গবেষণা থেকে এটি স্পষ্ট হয়েছে । গবেষণা কালে বিভিন্ন অংশীজনের সাথে আলাপ করে দেখা গেছে যে, সমবায় অধিদপ্তর ও সমিতি কর্তৃপক্ষ কোন দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা ছাড়াই কাজ করছে দায়সারাভাবে । সমবায় সমিতি পরিচালনার ক্ষেত্রে সমিতির কর্তৃপক্ষ ও সাধারণ সদস্যরা তাদের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, করণীয় এবং সমবায় সমিতি আইন-কানুন ও বিধি সম্পর্কে অবহিত নয় । তারা প্রাথমিকভাবে নিজস্ব উদ্যোগে সমিতি গঠন করে । নিবন্ধনের আগে ও পরে সমিতি পরিচালনা করার জন্য ন্যূণতম ধারণাও তারা অর্জন করে না । ফলে নিজেদের মতো করে সমিতি পরিচালনা করে এক সময় হোঁচট খায় ।

অপর দিকে সমবায় বিভাগে কর্মরত-কর্মচারীবৃন্দও সমিতির নিবন্ধনের ক্ষেত্রে যতটা উৎসাহী ও তৎপর থাকেন, নিবন্ধন পরবর্তী সমিতি পরিচর্যায় তারা তত উৎসাহী হন না । ফলে সমবায়ীদের সাথে সে ধরনের সুসম্পর্ক গড়ে ওঠে না । এখানে একটি সুনির্দিষ্ট গ্যাপ থাকে । অথচ সমবায় সমিতি হচ্ছে ধারাবাহিক কর্মচর্চার একটি প্লাটফর্ম । বাংলাদেশের সমিতির সফলতার প্রেক্ষাপটে দেখা গেছে , যেসব উপজেলায়/জেলায় সমিতি কর্তৃপক্ষের সাথে সমিতি সংগঠক/সমবায় অফিসারদের পারস্পরিক নিয়মিত যোগাযোগ ও মতবিনিময় রয়েছে, সে সব সমিতি অবশ্যই সফলতার মুখ দেখেছে ।

সার্বিক বিচারে বাংলাদেশের সমবায় সফলতার অন্যতম প্রতিবন্ধক হচ্ছে সমবায়ীদের সাথে সমবায় বিভাগের সুনির্দিষ্ট যোগাযোগহীনতা বা সম্পর্ক গ্যাপ । এই গ্যাপের পেছনে কয়েকটি কারণ আছে বলে মনে করা যায় । এগুলো হলো-

(১) মানসিক জড়তা/বাধা ।
(২) যথাযথভাবে উদ্বুদ্ধকরণের অভাব ।
(৩) স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার অভাব ।
(৪) যথাযথ প্রশিক্ষণ ও প্রণোদনার অভাব ।
(৫) উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের মনিটরিং ও সুপারভিশনের অভাব ।

৮.০৬: গবেষণা থেকে প্রাপ্ত শিক্ষা

বর্তমান গবেষণা কর্ম থেকে কয়েকটি শিক্ষা আমরা পেতে পারি । এগুলো হলো-
(১) সমবায় বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অধিকতর সমবায়বান্ধব হওয়া প্রয়োজন ।
(২) সমবায়ীদের নিবন্ধনকালীন সময়েই সফল সমবায় সমিতি গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ও গাইডলাইন দেওয়া হলে সফল সমিতির সংখ্যা বর্তমানের চেয়ে অনেক বৃদ্ধি পাবে ।
(৩) সমবায় সমিতির প্রাথমিক পর্যায়ের কর্মকাণ্ডকে নিবিড়ভাবে তদারকীর মাধ্যমে একটি প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তিতে আনায়ন করা হলে পরবর্তী পর্যায়ে সমিতির নিজস্ব গড়ে ওঠে এবং সমিতির সফলতার হার বেড়ে যায় ।
(৪) সমবায়কে উন্নয়নের জন্য সরকার ও সমবায় বিভাগ কর্তৃক দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করা দরকার ।

৮.০৭: ভবিষ্যৎ গবেষণার দিকনির্দেশনা

'নারীর ক্ষমতায়নে সমবায়: অর্জন, চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা (Role of Cooperatives in Empowering Woman: Achievements, Challenges and Possibilities)' গবেষণার কিছু সীমাবদ্ধতা প্রথম অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে । তারপরও ভবিষ্যতে এ ধরণের গবেষণা করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে । বাংলাদেশ সমবায় একাডেমী তথা সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক এ বিষয়ে প্রথমবারের মতো গবেষণা হয়েছে । সময় স্বল্পতা ও ব্যাপ্তির দিক থেকে গবেষণাটি ক্ষুদ্র অবয়বের । বৃহত্তর অবয়ব ও সময় সমর্থন নিয়ে সারা দেশের আরও অধিক স্যাম্পল সাইজ নিয়ে গবেষণা করলে আমরা সফল সমিতির বহুমাত্রিক অবস্থান পেতে পারি ।

সমবায় কর্মকাণ্ডের সফলতা অভীপ্সার ক্ষেত্রে এ গবেষণাটি নতুন দিগন্তের সূচনা করতে পারে । এ গবেষণাকে ভিত্তি করে পরবর্তীতে আরও গবেষণা পরিচালিত হলে নিম্নোক্ত ফলাফল পাওয়া যেতে পারে-

(১) বাংলাদেশের নারীদের সমবায় আন্দোলনের সাথে অধিকতর সম্পৃক্তকরণ ।
(২) সমবায় সফলতার ক্ষেত্রে সমবায় বিভাগের সময় উপযোগী কর্মকাণ্ডের নির্দেশনা ।
(৩) সমবায়ের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়নের নতুন নতুন ক্ষেত্র চিহ্নিতকরণ ।
(৪) সমবায় বিভাগের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন এবং নারী ক্ষমতায়নের প্রকৃতি ও প্রায়োগিকতা চিহ্নিতকরণ ।
(৫) সমবায়ের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়নের পেছনের প্রতিবন্ধকতার সুনির্দিষ্ট দায়ভার চিহ্নিকরণ ।
(৬) নারীর উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নের বৃহত্তর ক্যানভাসে সমবায়ের অবস্থান নির্ধারণ ।
(৭) সমবায় অধিদপ্তরের সমবায় আন্দোলন বিকাশে করণীয় নির্ধারণ ।

তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে ভবষ্যতে বেশি বেশি টুলস প্রয়োগ করে আরো অধিকতর গুণগত মানসম্মত তথ্য পাওয়া যেতে পারে । উপরোক্ত বিষয়সমূহ ভবিষ্যৎ গবেষণার ক্ষেত্রে বিবেচনা করলে কার্যকর ফলাফল পাওয়া যাবে ।

এ গবেষণার ধারাবাহিকতায় 'বাংলাদেশের সমবায় সেক্টরের সফল ও উদাহরণ সৃষ্টিকারী মহিলা সমবায় সমিতি ও এর সফল উদ্যোক্তা নারী সদস্য ও সাধারণ সদস্যদের খুঁজে বের করা' যেতে পারে। মহিলা সমবায় সমিতির সফলতার কারণ ও নিয়ামক সন্ধানের এ গবেষণার মাধ্যমে ভবিষ্যতের প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনাও পাওয়া যাবে বলে বর্তমান গবেষণায় প্রতীয়মান হয়েছে।

৮.০৮: গবেষণার সার্বিক মন্তব্য ও সুপারিশমালা

'নারীর ক্ষমতায়নে সমবায়: অর্জন, চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা (Role of Cooperatives in Empowering Woman: Achievements, Challenges and Possibilities)' গবেষণার সার্বিক বিষয়াদি বিচেনা করে আরা নিম্নোক্ত বিষয়গুলিকে সমবায় সফলতার জন্য বিবেচনা করতে পারি-

(১) সমবায় বিভাগকে সমবায়বান্ধব ও উন্নয়নবান্ধব হয়ে সমবায় সফলতার পথ অনুসন্ধান করতে হবে।
(২) সমবায় বিভাগ ও সমবায়ীদের মাঝে বিদ্যমান গ্যাপ দূর করতে প্রোঅ্যাকটিভ কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে।
(৩) নতুন নতুন ক্ষেত্রে সমবায়কে বিস্তৃত করতে হবে।
(৪) সমবায় বিভাগকে নিয়ন্ত্রক নয়, বরং সমবায় সহায়কের ভূমিকা পালন করতে হবে।
(৫) সমবায়কে প্রকৃত সমবায়ীদের জন্য উন্মুক্ত করতে হবে।
(৬) সমবায়কে শুধুমাত্র ক্ষুদ্রঋণের গণ্ডিতে না রেখে বহুমুখি উৎপাদন কর্মকাণ্ড ও উচ্চমূল্য সংযোজনের সঙ্গে সম্পৃক্ত করতে হবে।
(৭) সমবায়ের সকল সেক্টরে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে সমবায় সফতার ক্ষেত্রকে প্রসারিত করতে হবে।

সমবায় হচ্ছে নারী ও পুরুষ উভয়কেই সংগঠিত করে উন্নয়নের ধারায় আনায়ন করা। সমবায় অধিদপ্তরকে নারীর ক্ষমতায়নে তাই ব্যাপক ভিত্তিতে কাজ করতে হবে। এটাই এখন যুগের দাবী (Time Driven), চাহিদার দাবী (Demand Driven) ও কর্মআবহের দাবী (Situation Driven)। এ দাবি পূরণ করে সমবায় কার্যক্রমকে নারীর ক্ষমতায়নের নিরিখে প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ করা হলে নিম্নোক্ত ফলাফল পাওয়া যতে পারে:

(১) সমবায় অধিদপ্তরে নতুন দিগন্তের সূচনা হতে পারে।
(২) দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সমবায় অধিদপ্তরের অবদান ও অংশগ্রহণ দৃশ্যমান হবে।
(৩) সরকারের নীতিনির্ধারণী মহলের কাছে সমবায় বিভাগের কমকর্তা/কর্মচারীদের কর্মস্পৃহা ও দক্ষতা প্রমাণের প্লাটফর্ম সৃজিত হবে।
(৪) সমবায় আন্দোলনে একটি সৃজনশীল ও উৎপাদনমুখি ধারা সৃজিত হবে যা সমবায় আন্দোলনের ভাবমূর্তি বিকাশে ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে পারবে।
(৫) সরকারের উন্নয়ন পাইপলাইনের সাথে সমবায় অধিদপ্তর সম্পৃক্ত হবে।
(৬) সমবায় অধিদপ্তরের কার্যক্রমের প্রতি সরকার, জনগণ ও সমবায়ীদের আগ্রহ ও আস্থা বৃদ্ধি পারে।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান*, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, সর্বশেষ সংশোধনীসহ মুদ্রিত, এপ্রিল, ২০১৬

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, *সমবায় সমিতি বিধিমালা, ২০০৪*

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, *Cooperative Societies Rules, 1987*

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, *জাতীয় সমবায় নীতি*, ২০১২

সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ (জিইডি), বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, *টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট, লক্ষ্যমাত্রা ও সূচকসমূহ*, এপ্রিল, ২০১৭।

Department of Co-operatives, 2015; *The Potential of Public Co-operative Partnership (PCP) in Agricultural Product Marketing in Bangladesh,* Department of Co-operatives, Samabay Bhaban, F-10, Agargaon Civic Sector, Dhaka-1207, Bangladesh, First Edition.

General Economic Divisions (GED), Planning Commission, GoB, *7th Five Year Plan FY 2016-2020,Accelarating Growth, Empowering Citizens,* December 2015

জেন্ডার ট্রেইনার্স কোর গ্রুপ, জেন্ডার এবং উন্নয়ন বাংলাদেশ, ঢাকা, মার্চ ১৯৯৮।

রহমান, রুশিদান ইসলাম, *দারিদ্র্য ও উন্নয়ন প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ*, বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান (বিআইডিএস), ঢাকা, ১৯৯৭।

ঠাকুর, হরিদাস, ২০১৪, *ময়মনসিংহের সমবায় ইতিবৃত্ত*, জেলা সমবায় কার্যালয়, ময়মনসিংহ

Thakur, Haridas, 2011, *ABC (Always Better Co-operatives),* Co-operation, Journal of Co-operative Sector, Bangladesh, July-December, 2011.

Government of the People's Republic of Bangladesh, *The Co-operative Societies Rules, 1987.*

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, *সমবায় সমিতি আইন, ২০০১ (সংশোধিত ২০১৩)।*

Rahman, M, 2015. *Research Report BUSM 3214, to examine the state of existing end user engagement of ISD project in the public sector of a developing country and to develop a model to enhance end user engagement.*

হোসেন, মোহাম্মদ এবং রায়, নিহার রঞ্জন,২০১৪, *সমবায় সমিতি ব্যবস্থাপনা: সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়,*ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ, বাড়ী #১৪১, রোড #১২, ব্লক#ই, বনানী, ঢাকা ১২১৩।

Ahamed, Shamsuddin, *Good Governance: An Imperative Key to Perpetual Success in Cooperative* – Dhaka

Statement on the cooperative identity: International Cooperative Alliance; http://en.wikipedia.org/wiki/Cooperative

সমবায় উন্নয়ন ফোরাম ঢাকা লিঃ, *Team Work Works-সমবায়ের বিস্ময়ঃ রূপকল্প ২০২১ এর ভাবনা*; ঢাকা, বাংলাদেশ।

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী, প্রথম আলো, ২৪ জানুয়ারী, ২০০৬, *বিশেষ ক্রোড়পত্র;* ঢাকা।

Md. Abul Hossain and others, 2016, *Post Training Impact Study of the IGA Training Courses of the Female Participants Conducted by Bangladesh Co-operative Academy and Co-operative Zonal Training Institutes;* Bangladesh Cooperative Academy, Kotbari, Cumilla, Bangladesh.

Md. Abul Hossain and others, 2017, *Training Needs Analysis for Cooperators;* Bangladesh Cooperative Academy, Kotbari, Cumilla, Bangladesh.

Md. Abul Hossain and others, 2018, *Recent debacle of Cooperative Societies in Bangladesh: Realities, Causes and Measures;* Bangladesh Cooperative Academy, Kotbari, Cumilla, Bangladesh.

Kashem, M M and Others, 2012, *Post Training Utilization of Skill Development Training Organized by BARD,* Bangladesh Academy for Rural Development (BARD), Kotbari, Cumilla-3503, Bangladesh, First Edition.

Chowdhury, A N and others, 2011, *Impact on Women's Education, Income and Nutrition Improvement Project (WEINIP): A Case Study of Haripur Village,* Bangladesh Academy for Rural Development (BARD), Kotbari, Cumilla-3503, Bangladesh, First Edition.

Khan, M A H and others, 2000, *Post Training Utlisation Study on Management of Union Parishad and Women Development,* Bangladesh Academy for Rural Development (BARD), Kotbari, Cumilla-3503, Bangladesh, First Edition.

Kashem, M M 1995. *Effectiveness of Thana Training and Development Centres in Bangladesh with Special Reference to Training,* Bangladesh Academy for Rural Development (BARD), Kotbari, Cumilla-3503, Bangladesh, First Edition.

Biswas, T K, 2012, *Women's Empowerment And Demographic Change,* Bangladesh Academy for Rural Development (BARD), Kotbari, Cumilla-3503, Bangladesh, First Edition.

Quddus, M A, 2001, *Participation of Women in Local Government Institution,* Bangladesh Academy for Rural Development (BARD), Kotbari, Cumilla-3503, Bangladesh, First Edition.

Banu, D, Farashuddin,F, Hossain,A,Akter,S,2001, *Empowering Women in Rural Bangladesh: Impact of Bangladesh Rural Advancement Committee's (BRAC's) Programmes,* Journal of International Womens's Studies; Volume 2, Issue 3. Article 3.

Government of the People's Republic of Bangladesh, *The report of the martial Law Committee on Organizational Set Up Phase II (Departments, Directorates and Other Organizations Under Them), Volume X (Ministry of Local Government) Part-2 (Rural Development and Co-operative Division), Chapter I* (Department of Co-operatives. May 1983.

Government of East Pakistan, *Project Proposal-A Summary, East Pakistan Co-operative College (Now Bangladesh Co-operative Acedemy).* 1960.

বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি,কোটবাড়ী, কুমিল্লা, *বার্ষিক প্রতিবেদন, ২০১৪-২০১৫; ২০১৫-২০১৬; ২০১৬-২০১৭ এবং ২০১৭-২০১৮ ।*

M.Khairul Kabir and others, 2003, *Training Need Assessment of Some Selected Upazill Official,* Bangladesh Academy for Rural Development (BARD), Kotbari, Cumilla-3503, Bangladesh.

Safdar.S.A, 1985, *Development of Cooperatives in Indo-Bangladesh Sub-continent: A chronology of events (1875-1985).*

Ministry of Local Government, Rural Development and Cooperatives and the International Labour Organization, 1986, *Co-operative Training Policy and Standards in Bangladesh, Dhaka, Bnagladesh.*

Dhaka Ahsania Mission, 1999, *Training Need Assessment Survey & Development on Disaster Management,* Dhaka, Bangladesh.

Paul Jillur Rahman, 2011, *Understanding the Effectiveness of Communication Media and Messages Used by CARE to Build up Awareness on HIV/AIDS: A Study on High-Risk People at Rajshahi,* Bangladesh Academy for Rural Development (BARD), Kotbari, Comilla-3503, Bangladesh.

জাহিদ, ড. এস.জে.আনোয়ার; বিশ্বাস, ড. তাপস কুমার, খান, ড. মোঃ লিয়াকত আলী,২০১৮; *গবেষণা পদ্ধতি* , সমন্বয় প্রকাশনী, ঢাকা ।

পল,ড. জিল্লুর রহমান ও রহমান, কাজী সোনিয়া, ২০১৮, *ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের জনসন্তুষ্টি ও কার্যকারিতা বিশ্লেষণ: চট্টগ্রাম বিভাগের উপর একটি সমীক্ষা,* বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি, কোটবাড়ী কুমিল্লা ।

জাহিদ, ড. এস.জে ও অন্যান্য,২০১৩; *সমবায়ের মাধ্যমে পণ্য বিপণন* , বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি, কোটবাড়ী কুমিল্লা ।

ঠাকুর, হরিদাস, ২০১৩, *সমবায় আন্দোলন প্রেক্ষিত সামাজিক নিরাপত্তা ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন,* জেলা সমবায় কার্যালয়, ময়মনসিংহ ।

আলী, সৈয়দ এরশাদ, ১৯৯৬, *বাংলাদেশে সমবায়ের ক্রমবিকাশ(১৮৭৫-১৯৯৫),* স্নিগ্ধা প্রকাশনী, ২ আর কে মিশন রোড, ঢাকা-১২০৩

সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ (জিইডি),*টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট, লক্ষ্যমাত্রা ও সূচকসমূহ (মূল ইংরেজি থেকে বাংলায় অনুদিত),* বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ৩য় মুদ্রণ, ডিসেম্বর, ২০১৭, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা ।

Jurgen Schwettmann ,*The Role of Cooperatives in Achieving the Sustainable Development Goals-the economic dimension-(A Contribution to the UN DESA Expert Group Meeting and Workshop on Cooperatives The Role of Cooperatives in Sustainable Development for All: Contributions, Challenges and Strategies),* 8-10 December, 2014, Nairobi, Kenya., PARDEV, ILO.

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, *সমৃদ্ধির অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ,* বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহার, ঢাকা, ২০১৮ ।

ড. আবুল বারকাত, *বাংলাদেশের সমবায় আন্দোলন ও রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়ন,* সমবায় অধিদপ্তর, ২০০৯ ।

পরিশিষ্ট-০১:

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি
কোটবাড়ী, কুমিল্লা।

অফিস আদেশ

নং-৪৭.৬১.০০০০.৩৪১.১৮.৪৩৬.১৮- ১২৫২ তারিখ-২৭/১১/২০১৯খ্রি.

বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি, কোটবাড়ী, কুমিল্লার গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ২০১৯-২০২০খ্রিঃ অর্থবছরে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ পাওয়া যায়। উক্ত গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য নিম্নবর্ণিত ০৬ (ছয়) সদস্য বিশিষ্ট একটি গবেষণা কমিটি গঠন করা হ'ল।

ক্রমিক নং	নাম, পদবী ও কর্মস্থল	কমিটিতে পদবী
০১	জনাব মোঃ ইকবাল হোসেন অধ্যক্ষ, বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি, কোটবাড়ী, কুমিল্লা।	উপদেষ্টা
০২	জনাব হরিদাস ঠাকুর উপাধ্যক্ষ, বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি, কোটবাড়ী, কুমিল্লা।	গবেষণা পরিচালক
০৩	জনাব মোহাঃ আব্দুল মজিদ যুগ্ম নিবন্ধক (ইপিপি), সমবায় অধিদপ্তর, ঢাকা।	গবেষক
০৪	জনাব মোঃ মোখলেছুর রহমান অধ্যক্ষ, আঞ্চলিক সমবায় ইনস্টিটিউট, নওগাঁ।	গবেষক
০৬	জনাব মোঃ জিয়াউল হক অধ্যক্ষ, আঞ্চলিক সমবায় ইনস্টিটিউট, কুষ্টিয়া।	গবেষক
০৬	জনাব মোহাম্মদ সফিকুল ইসলাম অধ্যাপক (প্রশাসন), বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি, কোটবাড়ী, কুমিল্লা।	গবেষক ও সদস্য সচিব
০৭	জনাব জ্ঞানেন্দু বিকাশ চাকমা অধ্যাপক (গবেষণা ও প্রকাশনা), বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি, কোটবাড়ী, কুমিল্লা।	গবেষক

কার্য পরিধি ঃ

০১। উক্ত টাকার সংশ্লিষ্ট কমিটি সভা করে গবেষণা সংক্রান্ত বিষয়বস্তু নির্ধারণ করে কার্যক্রম পরিচালনা করবেন।
০২। কমিটি আগামী এপ্রিল-২০২০খ্রিঃ এর মধ্যে গবেষণা কার্যক্রম সমাপ্ত করে প্রতিবেদন দাখিল করবেন।

স্বা/=(মোঃ ইকবাল হোসেন)
অধ্যক্ষ
বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি
কোটবাড়ী, কুমিল্লা।
ফোন ঃ ০৮১-৭৬০১৭
ই-মেইল : bcacomilla@gmail.com

স্মারক নং-৪৭.৬১.০০০০.৩৪১.১৮.৪৩৬.১৮-১২৫২/১(৮) তারিখ-১৩/১১/২০১৯খ্রিঃ

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হ'ল ঃ

০১। জনাব...উপদেষ্টা/গবেষণা পরিচালক/গবেষক/গবেষক ও সদস্য সচিব, বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি, কোটবাড়ী, কুমিল্লা/ আঞ্চলিক সমবায় ইনস্টিটিউট, নওগাঁ/কুষ্টিয়া।
০২। জনাব মোঃ আব্দুল মজিদ (ইপিপি), সমবায় অধিদপ্তর, ঢাকা (সমবায় অধিদপ্তরের স্মারক নং-২৭১, তারিখ-২৫/১০/১৯ এর আলোকে)।
০২। উপাধ্যক্ষ/অধ্যাপক (প্রশাসন/প্রশিক্ষণ/গবেষণা ও প্রকাশনা), বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি, কোটবাড়ী, কুমিল্লা।
০৩। পিএ টু অধ্যক্ষ মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য।
০৪। নিবন্ধক ও মহাপরিচালক, সমবায় অধিদপ্তর, ঢাকা।
০৫। সংশ্লিষ্ট নথি।

(জ্ঞানেন্দু বিকাশ চাকমা)
অধ্যাপক (গবেষণা ও প্রকাশনা)
বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি
কোটবাড়ী, কুমিল্লা।

পরিশিষ্ট-০২:

জরীপ প্রশ্নমালা ঃ ০০১

বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি

কোটবাড়ী, কুমিল্লা ।

নারীর ক্ষমতায়নে সমবায়: অর্জন, চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা

(Role of Cooperatives in Empowering Woman: Achievements, Challenges and Possibilities)

সংক্রান্ত গবেষণা কার্যক্রমে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ বিষয়ক জরিপ প্রশ্নমালা

উত্তরদাতা/তথ্য প্রদানকারীর শ্রেণি	:	সমবায় সমিতির মহিলা সদস্য

১.০০: সাধারণ তথ্য

১.০১ তথ্য প্রদানকারীর নাম:...

১.০২ পিতা/স্বামীর নাম : ....

১.০৩ মাতার নাম : ....

১.০৪ ঠিকানা : গ্রাম......................................; পো.......................................

উপজেলা ....; জেলা..

১.০৫ মোবাইল নম্বর (ঐচ্ছিক) :..

১.০৬ পেশা : ....

১.০৭ বৈবাহিক অবস্থা : বিবাহিতা/ অবিবাহিত । (টিক চিহ্ন দিন)

২.০০ সমিতি সংক্রান্ত তথ্য:

২.০১ সমিতির নাম : ....

২.০২ সমিতির ক্যাটাগরি : মহিলা সমবায় সমিতি/বহুমুখি সমিতি/ সঞ্চয় ঋণদান/ অন্যান্য (টিক দিন)

২.০৩ সমিতির: নিবন্ধন নং ....; তারিখঃ ....

২.০৪ সমিতির ঠিকানা : গ্রাম...............................; পো......................................

উপজেলা ....; জেলা..

২.০৫ মোবাইল নম্বর : ....

২.০৬ সমিতিতে অবস্থান : ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি/সহসভাপতি/সম্পাদক/কোষাধ্যক্ষ/ সদস্য;সমিতির সাধারণ সদস্য । (টিক দিন)

২.০৭: সমিতিতে আপনি কত দিন যাবত সদস্য:...................বছর........................মাস

২.০৮: সমিতিতে আপনার শেয়ার মূলধন (টাকায়):..

২.০৯: সমিতিতে আপনার সঞ্চয় (টাকায়):...

২.১০: সমিতির বর্তমান কার্যকরি মূলধন কত?(টাকায়) :..

২.১১: সমিতির বার্ষিক সাধারণ সভাসহ অন্যান্য সভা নিয়মিত হয় কিনা? : হ্যাঁ/না (টিক দিন)

২.১২: সমিতির লাভ প্রতি বছর বন্টন করা হয় কিনা? (টিক দিন): হ্যাঁ/না

৩.০০ সমিতিতে নারীর অবস্থান সংক্রান্ত

৩.০১: সমিতির মোট সদস্য সংখ্যা কত?:---------------------- জন ।

৩.০২: সমিতিতে নারী সদস্য কতজন?: -----------------------জন ।

৩.০৩: ব্যবস্থাপনা কমিটিতে মোট সদস্য কত?:-----------------জন ।

৩.০৪: ব্যবস্থাপনা কমিটিতে নারী সদস্য কত?: -----------------জন

৩.০৫: সমিতির মাধ্যমে ঋণ বা অন্য কোন সহায়তায় ব্যবসা বা কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে কিনা?: হ্যাঁ/না (টিক দিন)

৩.০৬ সমিতির সদস্য হওয়ার কারণে নিজেকে সম্মানিত মনে করেন কিনা? হ্যাঁ/না (টিক দিন)

৩.০৭ সমিতির সদস্য হওয়ার কারণে সরকারি বিভিন্ন আইন-কানুন, সেবা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সামাজিক সমস্যা ও প্রতিকার, নারীর অধিকার সম্পর্কে জ্ঞান বেড়েছে কিনা?: হ্যাঁ/না (টিক দিন)

৩.০৮ যদি হ্যাঁ হয় তবে একটু বিস্তারিত বলুন:

৩.০৮.০১ আইন-কানুন ও সেবা পেতে কীভাবে অর্জিত জ্ঞান কাজে লাগে?

৩.০৮.০২ নিজের স্বাস্থ্য সেবা পেতে সিদ্ধান্ত গ্রহণে কীভাবে অর্জিত জ্ঞান কাজে লাগে?

৩.০৮.০৩ নিজের সন্তানের স্বাস্থ্য সেবা দিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণে কীভাবে অর্জিত জ্ঞান কাজে লাগে?

৩.০৮.০৪ নারীর প্রতি বৈষম্য ও অধিকার সম্পর্কিত অর্জিত জ্ঞান আপনার কীভাবে কাজে লাগে?

৩.০৮.০৫ অর্জিত জ্ঞান আপনার জীবনের ভালো-মন্দ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিতে কীভাবে কাজে লাগে?

৩.০৯ সমিতির সদস্য হওয়ার কারণে পরিবারে সিদ্ধান্তগ্রহণের ক্ষমতা বেড়েছে কিনা?: হ্যাঁ/না (টিক দিন)

৩.০৯ যদি হ্যাঁ হয় তবে কীভাবে (সংক্ষেপে বলুন)?

৩.১০ সমিতির কোন নারী সদস্য স্থানীয় সরকার বা জাতীয় নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করেছে কিনা?: হ্যাঁ/না (টিক দিন)

৩.১১ জাতীয় নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে থাকলে উত্তীর্ণ হয়েছেন কিনা?: হ্যাঁ/ না (টিক দিন)

৪.০০ অর্থনৈতিক উন্নয়ন সংক্রান্ত

৪.০১ সমিতির মাধ্যমে আপনার আর্থিক উন্নয়ন হয়েছে কিনা?: হ্যাঁ/না (টিক দিন)

৪.০২ সমিতির সদস্য হিসেবে আপনি কি ধরনের সুবিধা পেয়েছেন: ঋণ/ প্রশিক্ষণ/ অন্যান্য (টিক দিন)

৪.০৩: উত্তর অন্যান্য হলে কী ধরনের সুবিধা পেয়েছেন উল্লেখ করুন:..............................

৪.০৪ সমিতির সদস্য হওয়ার কারণে আপনার আত্ম-কর্মসংস্থান হয়েছে কিনা? হ্যাঁ/ না (টিক দিন)

৪.০৪.০১ যদি না হয় তবে কেন?

৪.০৫ সমিতির সদস্য হওয়ার পর আপনার আয় বেড়েছে কিনা? হ্যাঁ/ না (টিক দিন)

৪.০৬ উত্তর হ্যা হলে কত বেড়েছে ? ....টাকা (মাসিক)

৪.০৭ সমিতিতে সংযুক্ত হওয়ার ফলে বর্ধিত আয় খরচের সিদ্ধান্ত কীভাবে নেন?

৪.০৮ সমিতির সদস্য হিসেবে আপনি পরিবারে/ সমাজে আর্থিকভাবে ক্ষমতায়িত হয়েছেন বলে মনে করেন কিনা? হ্যাঁ/না (টিক দিন)

৪.০৯ আপনার আর্থিক ও সামাজিক উন্নয়নে সমবায় সমিতির অবদান কতটুকু ছিল ।

৪.১০ আপনার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সমবায় বিভাগের তথা সমবায় অফিসের অবদান কতটুকু বলে আপনি মনে করেন ।

৫.০০ উৎপাদন কর্মকাণ্ড বা ব্যবসায়িক উদ্যোগের ক্ষেত্রে

৫.০১ আপনি কোন উৎপাদনমুখি কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত আছেন কিনা? হ্যাঁ/না (টিক দিন)

৫.০২ উত্তর হ্যা হলে কী কী পণ্য উৎপাদন করছেন?..

৫.০৩ আপনি কোন ব্যবসায়িক উদ্যোগে সম্পৃক্ত আছেন কিনা? হ্যাঁ/না (টিক দিন)

৫.০৪ উত্তর হ্যা হলে কী কী সেবা প্রদান করছেন? ....

৫.০৫ আপনি কোন উৎপাদনমুখি কর্মকা-/ব্যবসায়িক উদ্যোগের পরিকল্পনা করছেন কিনা? হ্যাঁ/না (টিক দিন)

৫.০২ উত্তর হ্যা হলে কী ধরনের উল্লেখ করুন: ....

৬.০০ বাধা/প্রতিবন্ধকতা বা চ্যালেঞ্জসমূহ

৬.০১ সমিতির সদস্য হওয়ার ক্ষেত্রে পারিবারিক কোন বাধার সম্মুখিন হয়েছিলেন কিনা? হ্যাঁ/না (টিক দিন)

৬.০২ বাধার সম্মুখিন হয়ে থাকলে কি ধরনের বাধা ছিল। সদস্য হওয়ার ক্ষেত্রে/কমিটিতে যাওয়ার ক্ষেত্রে/সঞ্চয় জমা করার ক্ষেত্রে। (টিক দিন)

৬.০৩ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য হয়ে থাকলে সমিতির নেতৃত্বে যাওয়ার ক্ষেত্রে নারী হিসেবে কোন বাধা ছিল কিনা হ্যাঁ/না (টিক দিন)

৬.০৪ উত্তর হ্যা হলে কি ধরনের এবং কার পক্ষ থেকে বাধা ছিল?, লিখুন।

৬.০৫ সমবায়ের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়নে সম্ভাব্য কোন বাধা আছে বলে মনে করেন কিনা? হ্যাঁ/না (টিক দিন)

৬.০৬ উত্তর হ্যা হলে কি ধরনের বাধা সংক্ষেপে লিখুন :...

৬.০৭ সমবায়ের মাধ্যমে ব্যবসা করার ক্ষেত্রে বড় বাধা কোনটি মনে করেন।........................

৬.০৮ সমবায়ের মাধ্যমে ব্যবস্যার ক্ষেত্রে পুঁজির সংকট আছে বলে মনে করেন কিনা? হ্যাঁ/না (টিক দিন)

৬.০৯ উত্তর হ্যা হলে উল্লেখ করুন: ....

৬.০৯ উৎপাদনের ক্ষেত্রে বিপণনের কোন অসুবিধা বা বিশেষ কোন সুবিধা আছে কিনা? হ্যাঁ/না (টিক দিন)

৬.১০ উত্তর হ্যা হলে উল্লেখ করুন:..

৭.০০ সম্ভাবনা এবং মতামত ও সুপারিশ

৭.০১ নারীর উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে সমবায় সমিতির আরো কী কী করণীয় আছে বলে আপনি মনে করেন। (উল্লেখ করুন)

৭.০২ সমবায় সমিতির উপযুক্ত সহযোগিতা পেলে কোন কোন ক্ষেত্রে আরো বেশি উন্নয়ন করা সম্ভব ছিল বলে আপনি মনে করেন।

৭.০৩ নারীর ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে সমবায় বিভাগ ও সমবায় অফিসের নিকট হতে কী কী সহযোগিতা বৃদ্ধি করা বা সৃষ্টি করা প্রয়োজন বলে মনে করেন।

৭.০৪ সমবায়ের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়নে আপনার অধিকতর কোন মন্তব্য থাকলে উল্লেখ করুন:

স্বাক্ষর	স্বাক্ষর
উত্তরদাতার নাম ও পদবী:	তথ্য সংগ্রহকারীর নাম ও পদবী
তারিখঃ	তারিখঃ

পরিশিষ্ট-০৩:

জরীপ প্রশ্নমালা ঃ ০০২

বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি
কোটবাড়ী, কুমিল্লা।

নারীর ক্ষমতায়নে সমবায়: অর্জন, চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা

(Role of Cooperatives in Empowering Woman: Achievements, Challenges and Possibilities)

সংক্রান্ত গবেষণা কার্যক্রমে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ বিষয়ক জরিপ প্রশ্নমালা

উত্তরদাতা/তথ্য প্রদানকারীর শ্রেণি	:	সমবায় সমিতির পুরুষ সদস্য

১.০০: সাধারণ তথ্য

১.০১ তথ্য প্রদানকারীর নাম:..

১.০২ পিতা/স্বামীর নাম : ....

১.০৩ মাতার নাম : ....

১.০৪ ঠিকানা : গ্রাম....................................; পো..

উপজেলা ....; জেলা..

১.০৫ মোবাইল নম্বর (ঐচ্ছিক) :...

১.০৬ পেশা : ....

১.০৭ বৈবাহিক অবস্থা : বিবাহিতা/ অবিবাহিত। (টিক চিহ্ন দিন)

২.০০ সমিতি সংক্রান্ত তথ্য:

২.০১ সমিতির নাম : ....

২.০২ সমিতির ক্যাটাগরি : মহিলা সমবায় সমিতি/বহুমুখি সমিতি/ সঞ্চয় ঋণদান/ অন্যান্য (টিক দিন)

২.০৩ সমিতির: নিবন্ধন নং ....; তারিখঃ ....

২.০৪ সমিতির ঠিকানা : গ্রাম................................; পো.....................................

উপজেলা ....; জেলা..

২.০৫ মোবাইল নম্বর : ....

২.০৬ সমিতিতে অবস্থান : ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি/সহসভাপতি/সম্পাদক/কোষাধ্যক্ষ/ সদস্য;সমিতির সাধারণ সদস্য। (টিক দিন)

৩.০০ সমিতিতে নারীর অবস্থান সংক্রান্ত

৩.০১: সমিতির মোট সদস্য সংখ্যা কত?:---------------------- জন।

৩.০২: সমিতিতে নারী সদস্য কতজন?: -----------------------জন।

৩.০৩: ব্যবস্থাপনা কমিটিতে মোট সদস্য কত?:-----------------জন।

৩.০৪: ব্যবস্থাপনা কমিটিতে নারী সদস্য কত?: -----------------জন

৩.০৫: সমিতির মাধ্যমে ঋণ বা অন্য কোন সহায়তায় নারী সদসস্যের ব্যবসা বা কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে কিনা?: হ্যাঁ/না (টিক দিন)

৩.০৬ সমিতির সদস্য হওয়ার কারণে নারী সদস্যগণ সম্মানিত হয়েছেন বলে মনে করেন কিনা?
হ্যাঁ/না (টিক দিন)

৩.০৭. যদি হ্যাঁ হয় তবে কীভাবে একটু বিস্তারিত বলুন।

৩.০৮ সমিতির সদস্য হওয়ার কারণে পরিবারে নারীর সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা বেড়েছে কিনা?:
হ্যাঁ/না (টিক দিন)

৩.০৯ সমিতির কোন নারী সদস্য স্থানীয় সরকার বা জাতীয় নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করেছে কিনা?:
হ্যাঁ/না (টিক দিন)

৩.১০ স্থানীয় সরকার বা জাতীয় নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে থাকলে উত্তীর্ণ হয়েছেন কিনা?: হ্যাঁ/না (টিক দিন)

৪.০০ অর্থনৈতিক উন্নয়ন সংক্রান্ত

৪.০১ সমিতির মাধ্যমে আপনার সমিতির নারীর সদস্যদর আর্থিক উন্নয়ন হয়েছে কিনা?: হ্যাঁ/না (টিক দিন)

৪.০২ সমিতির সদস্য হিসেবে নারী সদস্যরা কী ধরনের সুবিধা পেয়েছেন: ঋণ/ প্রশিক্ষণ/ অন্যান্য (টিক দিন)

৪.০৩: উত্তর অন্যান্য হলে কী ধরনের সুবিধা পেয়েছেন উল্লেখ করুন:-------------------------

৪.০৪ সমিতির সদস্য হওয়ার কারণে নারী সদস্যদের আত্ম-কর্মসংস্থান হয়েছে কিনা? হ্যাঁ/ না (টিক দিন)

৪.০৫ সমিতির সদস্য হওয়ার পর নারী সদস্যদের আয় বেড়েছে কিনা? হ্যাঁ/ না (টিক দিন)

৪.০৬ উত্তর হ্যা হলে কত বেড়েছে ? -----------------------------------টাকা (মাসিক)

৪.০৭ সমিতির সদস্য হিসেবে নারীরা পরিবারে/ সমাজে আর্থিকভাবে ক্ষমতায়িত হয়েছেন বলে মনে করেন কিনা? হ্যাঁ/না (টিক দিন)

৪.০৮ নারী সদস্যদের আর্থিক ও সামাজিক উন্নয়নে সমবায় সমিতির অবদান কতটুকু ছিল।

৪.০৯ নারী সদস্যদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সমবায় বিভাগের তথা সমবায় অফিসের অবদান কতটুকু বলে আপনি মনে করেন।

৫.০০ উৎপাদন কর্মকাণ্ড বা ব্যবসায়িক উদ্যোগের ক্ষেত্রে

৫.০১ আপনার সমিতির নারী সদস্যরা কোন উৎপাদনমুখি কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত আছেন কিনা? হ্যাঁ/না (টিক দিন)

৫.০২ উত্তর হ্যা হলে কী কী পণ্য উৎপাদন করছেন? ---

৫.০৩ আপনার সমিতির নারী সদস্যরা কোন ব্যবসায়িক উদ্যোগে সম্পৃক্ত আছেন কিনা? হ্যাঁ/না (টিক দিন)

৫.০৪ উত্তর হ্যা হলে কী কী সেবা প্রদান করছেন? --

৫.০৫ নারী সদস্যরা কোন উৎপাদনমুখি কর্মকাণ্ড/ব্যবসায়িক উদ্যোগের পরিকল্পনা করছেন কিনা?
হ্যাঁ/না (টিক দিন)

৫.০৬ উত্তর হ্যা হলে কী ধরনের উল্লেখ করুন: ---

৬.০০ বাধা/প্রতিবন্ধকতা বা চ্যালেঞ্জসমূহ

৬.০১ আপনার সমিতির সদস্য হওয়ার ক্ষেত্রে নারীদের কোন বাধা বিশেষ কোন শর্ত আছে কিনা।
হ্যাঁ/না (টিক দিন)

৬.০২ উত্তর হ্যা হলে কী ধরনের উল্লেখ করুন: ---

৬.০৩ কোন নারী সদস্যের ক্ষেত্রে তার স্বামী বা পরিবারের লোক আপত্তি করেছে কিনা। হ্যাঁ/না (টিক দিন)

৬.০৪ আপনার স্ত্রী আপনার সমিতির সদস্য কিনা? হ্যাঁ/না (টিক দিন)

৬.০৫ উত্তর না হলে কেন সদস্য হয় নাই। --

৬.০৬ আপনি কি চান আপনার স্ত্রী সদস্য হোক? হ্যাঁ/না (টিক দিন)

৬.০৭ নারীদের সদস্য হওয়ার ক্ষেত্রে কী কী ধরনের বাধা আসে? ---------------------------

৬.০৮ বাধার সম্মুখিন হয়ে থাকলে কি ধরনের বাধা ছিল: সদস্য হওয়ার ক্ষেত্রে/কমিটিতে যাওয়ার ক্ষেত্রে/সঞ্চয় জমা করার ক্ষেত্রে। (টিক দিন)

৬.০৯ আপনার সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য হওয়ার ক্ষেত্রে নারী হিসেবে কোন বাধা ছিল কিনা? হ্যাঁ/না (টিক দিন)

৬.১০ উত্তর হ্যা হলে কি ধরনের এবং কার পক্ষ থেকে, লিখুন:--------------------------------

৬.১১ সমবায়ের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়নে সম্ভব্য কোন বাধা আছে বলে মনে করেন কিনা। হ্যাঁ/না (টিক দিন)

৬.১২ বাধা থাকলে কি ধরনের বাধা সংক্ষেপে:--

৬.১৩ সমবায়ের মাধ্যমে ব্যবস্যা করার ক্ষেত্রে নারীদের জন্য বড় বাধা কোনটি বলে মনে করেন।----------------------------

৬.১৪ স্ত্রী আয় করলে বা স্বামীর চেয়ে বেশি আয় করলে সংসারে কোন কলহ হয় আপনি এমনটা মনে করেন কিনা। হ্যাঁ/না (টিক দিন)

৭.০০ সম্ভাবনা ও অন্যান্য

৭.০১ নারীর উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে সমবায় সমিতির আরো কী কী করণীয় আছে বলে আপনি মনে করেন। (উল্লেখ করুন)

৭.০২ সমবায় সমিতি উপযুক্ত সহযোগিতা পেলে কোন কোন ক্ষেত্রে আরো বেশি উন্নয়ন করা সম্ভব ছিল বলে আপনি মনে করেন।

৭.০৩ নারীর ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে সমবায় বিভাগ ও সমবায় অফিসের নিকট হতে কী কী সহযোগিতা বৃদ্ধি করা বা সৃষ্টি করা প্রয়োজন বলে মনে করেন।

৭.০৪ সমবায়ের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়নে আপনার অধিকতর কোন মন্তব্য থাকলে উল্লেখ করুন:

স্বাক্ষর	স্বাক্ষর
উত্তরদাতার নাম ও পদবী:	তথ্য সংগ্রহকারীর নাম ও পদবী
তারিখঃ	তারিখঃ

পরিশিষ্ট-০৪:

জরীপ প্রশ্নমালা ঃ ০০৩

বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি

কোটবাড়ী, কুমিল্লা ।

নারীর ক্ষমতায়নে সমবায়: অর্জন, চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা

(Role of Cooperatives in Empowering Woman: Achievements, Challenges and Possibilities)

সংক্রান্ত গবেষণা কার্যক্রমে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ বিষয়ক জরিপ প্রশ্নমালা

উত্তরদাতা/তথ্য প্রদানকারীর শ্রেণি	:	জরিপ অধিক্ষেত্রের সংশ্লিষ্ট সমবায় কর্মকর্তা-কর্মচারি

১.০০: সাধারণ তথ্য

১.০১ তথ্য প্রদানকারীর নাম: --

১.০২ পদবী ও কার্যালয় : --

১.০৩ মোবাইল নম্বর :--

১.০৪ বর্তমান কর্মস্থলে যোগদানের তারিখ:--

২.০০ সমিতি সংক্রান্ত তথ্য:

২.১ আপনার বিভাগে/জেলায়/উপজেলায় মোট সমবায় সমিতির সংখ্যা কত----------; মহিলা সমবায় সমিতি কতটি----------এবং মোট সমিতির কত শতাংশ মহিলা সমিতি? ---------- %

২.০২ আপনার বিভাগে/জেলায়/উপজেলায় মোট সমবায়ীর সংখ্যা কত --------;মহিলা সমবায়ীর সংখ্যা কত---------এবং মোট সদস্যের কত শতাংশ মহিলা সমবায়ী? ------------ %

৩.০০ সফলতা ও প্রতিবন্ধকতা

৩.০১ সমবায়ের মাধ্যমে সফলতা অর্জন করেছে বা স্বকর্মসংস্থান ও উদ্যোক্তা হয়েছে কতজন মহিলা?-----------------

৩.০২ মহিলা সমবায়ীর সফলতার পিছনে সমবায় সমিতির কি অবদান আছে বলে আপনি মনে করেন? -----------------------

৩.০৩ সফলতার পিছনে সমবায় বিভাগের কী অবদান আছে বলে আপনি মনে করেন? -------------------------------------

৩.০৪ সমবায়ের সদস্য হওয়ার ক্ষেত্রে নারীদের কী ধরনের বাধা আসে বলে আপনি মনে করেন:-------------------------------

৩.০৫ সমবায়ের নেতৃত্বে আসার ক্ষেত্রে নারীদের কী ধরনের বাধা আসে বলে আপনি মনে করেন:-----------------------------

৩.০৬ নারীদের ক্ষমতায়নের জন্য সমবায় বিভাগের আরো কি কি পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন বলে আপনি মনে করেন?

৩.০৭ সমবায়ের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়নে সম্ভব্য কোন বাধা আছে বলে মনে করেন কিনা। হ্যাঁ/না (টিক দিন)

৩.০৮ বাধা থাকলে কি ধরনের বাধা সংক্ষেপে:---

৩.০৯ সমবায়ের মাধ্যমে ব্যবস্যা করার ক্ষেত্রে নারীদের জন্য বড় বাধা কোনটি বলে মনে করেন ।----------------------------

৪.০০ অর্থনৈতিক উন্নয়ন সংক্রান্ত

৪.০১ সমিতির মাধ্যমে সমিতির নারীর সদস্যদর আর্থিক উন্নয়ন হয়েছে কিনা?: হ্যাঁ/না (টিক দিন)

৪.০২ সমিতির সদস্য হিসেবে নারী সদস্যরা কী ধরনের সুবিধা পেয়েছেন: ঋণ/ প্রশিক্ষণ/ অন্যান্য (টিক দিন)

৪.০৩: উত্তর অন্যান্য হলে কী ধরনের সুবিধা পেয়েছেন উল্লেখ করুন:------------------------

৪.০৪ সমিতির সদস্য হওয়ার কারণে নারী সদস্যদের আত্ম-কর্মসংস্থান হয়েছে কিনা? হ্যাঁ/ না (টিক দিন)

৪.০৫ সমিতির সদস্য হওয়ার পর নারী সদস্যদের আয় বেড়েছে কিনা? হ্যাঁ/ না (টিক দিন)

৪.০৬ উত্তর হ্যা হলে কত বেড়েছে ? ----------------------------------টাকা (মাসিক)

৪.০৭ সমিতির সদস্য হিসেবে নারীরা পরিবারে/ সমাজে আর্থিকভাবে ক্ষমতায়িত হয়েছেন বলে মনে করেন কিনা? হ্যাঁ/না (টিক দিন)

৪.০৮ নারী সদস্যদের আর্থিক ও সামাজিক উন্নয়নে সমবায় সমিতির অবদান কতটুকু ছিল ।

৪.০৯ নারী সদস্যদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সমবায় বিভাগের তথা সমবায় অফিসের অবদান কতটুকু বলে আপনি মনে করেন ।

৫.০০ উৎপাদন কর্মকাণ্ড বা ব্যবসায়িক উদ্যোগের ক্ষেত্রে

৫.০১ সমিতির নারী সদস্যরা কোন উৎপাদনমুখি কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত আছেন কিনা? হ্যাঁ/না (টিক দিন)

৫.০২ উত্তর হ্যা হলে কী কী পণ্য উৎপাদন করছেন? --------------------------------------

৫.০৩ সমিতির নারী সদস্যরা কোন ব্যবসায়িক উদ্যোগে সম্পৃক্ত আছেন কিনা? হ্যাঁ/না (টিক দিন)

৫.০৪ উত্তর হ্যা হলে কী কী সেবা প্রদান করছেন? --

৫.০৫ নারী সদস্যরা কোন উৎপাদনমুখি কর্মকা-/ব্যবসায়িক উদ্যোগের পরিকল্পনা করছেন কিনা? হ্যাঁ/না (টিক দিন)

৫.০৬ উত্তর হ্যা হলে কী ধরনের উল্লেখ করুন: ---

৬.০০ সম্ভাবনা ও অন্যান্য

৬.০১ নারীর উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে সমবায় সমিতির আরো কী কী করণীয় আছে বলে আপনি মনে করেন । (উল্লেখ করুন)

৬.০২ সমবায় সমিতি উপযুক্ত সহযোগিতা পেলে কোন কোন ক্ষেত্রে আরো বেশি উন্নয়ন করা সম্ভব ছিল বলে আপনমিনে করেন ।

৬.০৩ নারীর ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে সমবায় বিভাগ ও সমবায় অফিসের নিকট হতে কী কী সহযোগিতা বৃদ্ধি করা বা সৃষ্টি করা প্রয়োজন বলে মনে করেন ।

স্বাক্ষর	স্বাক্ষর
উত্তরদাতার নাম ও পদবী:	তথ্য সংগ্রহকারীর নাম ও পদবী
তারিখঃ	তারিখঃ

পরিশিষ্ট-০৫:

জরীপ প্রশ্নমালা ঃ ০০৪ধ

বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি
কোটবাড়ী, কুমিল্লা ।

নারীর ক্ষমতায়নে সমবায়: অর্জন, চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা

(Role of Cooperatives in Empowering Woman: Achievements, Challenges and Possibilities)

সংক্রান্ত গবেষণা কার্যক্রমে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ বিষয়ক জরিপ প্রশ্নমালা

উত্তরদাতা/তথ্য প্রদানকারীর শ্রেণি	:	সফল মহিলা সমবায় গঠনকারি উদ্যোক্তা সংস্থা/এনজিও

১.০০: সাধারণ তথ্য

১.০১ তথ্য প্রদানকারীর নাম: --

১.০২ উদ্যোক্তা সংস্থার নাম:--

১.০৩ পদবী ও কার্যালয় : --

১.০৪ মোবাইল নম্বর :--

২.০০ সমিতি সংক্রান্ত তথ্য:

২.১ আপনার সংস্থার উদ্যোগে সংগঠিত সমবায় সমিতির সংখ্যা কত----------; মহিলা সমবায় সমিতি কতটি---------- এবং মোট সমিতির কত শতাংশ মহিলা সমিতি? ---------- %

২.০২ আপনার সংস্থার উদ্যোগে সংগঠিত মোট সমবায়ীর সংখ্যা কত ------------------;মহিলা সমবায়ীর সংখ্যা কত--------- এবং মোট সদস্যের কত শতাংশ মহিলা সমবায়ী? -----------%

৩.০০ সফলতা ও প্রতিবন্ধকতা

৩.০১ সমবায়ের মাধ্যমে সফলতা অর্জন করেছে বা স্বকর্মসংস্থান ও উদ্যোক্তা হয়েছে কতজন মহিলা?-------------------------

৩.০২ মহিলা সমবায়ীর সফলতার পিছনে সমবায় সমিতির কি অবদান আছে বলে আপনি মনে করেন? -----------------------

৩.০৩ সফলতার পিছনে সমবায় বিভাগের কী অবদান আছে বলে আপনি মনে করেন? ------------------------------------

৩.০৪ সমবায়ের সদস্য হওয়ার ক্ষেত্রে নারীদের কী ধরনের বাধা আসে বলে আপনি মনে করেন:------------------------------

৩.০৫ সমবায়ের নেতৃত্বে আসার ক্ষেত্রে নারীদের কী ধরনের বাধা আসে বলে আপনি মনে করেন:----------------------------

৩.০৬ নারীদের ক্ষমতায়নের জন্য সমবায় বিভাগের আরো কি কি পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন বলে আপনি মনে করেন?

৩.০৭ সমবায়ের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়নে সম্ভব্য কোন বাধা আছে বলে মনে করেন কিনা । হ্যাঁ/না (টিক দিন)

৩.০৮ বাধা থাকলে কি ধরনের বাধা সংক্ষেপে:--

৩.০৯ সমবায়ের মাধ্যমে ব্যবস্যা করার ক্ষেত্রে নারীদের জন্য বড় বাধা কোনটি বলে মনে করেন ।----------------------------

৪.০০ অর্থনৈতিক উন্নয়ন সংক্রান্ত

৪.০১ সমিতির মাধ্যমে সমিতির নারীর সদস্যদর আর্থিক উন্নয়ন হয়েছে কিনা?: হ্যাঁ/না (টিক দিন)

৪.০২ সমিতির সদস্য হিসেবে নারী সদস্যরা কী ধরনের সুবিধা পেয়েছেন: ঋণ/ প্রশিক্ষণ/ অন্যান্য (টিক দিন)

৪.০৩: উত্তর অন্যান্য হলে কী ধরনের সুবিধা পেয়েছেন উল্লেখ করুন:------------------------

৪.০৪ সমিতির সদস্য হওয়ার কারণে নারী সদস্যদের আত্ম-কর্মসংস্থান হয়েছে কিনা? হ্যাঁ/ না (টিক দিন)

৪.০৫ সমিতির সদস্য হওয়ার পর নারী সদস্যদের আয় বেড়েছে কিনা? হ্যাঁ/ না (টিক দিন)

৪.০৬ উত্তর হ্যা হলে কত বেড়েছে ? ----------------------------------টাকা (মাসিক)

৪.০৭ সমিতির সদস্য হিসেবে নারীরা পরিবারে/ সমাজে আর্থিকভাবে ক্ষমতায়িত হয়েছেন বলে মনে করেন কিনা? হ্যাঁ/না (টিক দিন)

৪.০৮ নারী সদস্যদের আর্থিক ও সামাজিক উন্নয়নে সমবায় সমিতির অবদান কতটুকু ছিল ।

৪.০৯ নারী সদস্যদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সমবায় বিভাগের তথা সমবায় অফিসের অবদান কতটুকু বলে আপনি মনে করেন ।

৫.০০ উৎপাদন কর্মকা- বা ব্যবসায়িক উদ্যোগের ক্ষেত্রে

৫.০১ সমিতির নারী সদস্যরা কোন উৎপাদনমুখি কর্মকা- সম্পৃক্ত আছেন কিনা? হ্যাঁ/না (টিক দিন)

৫.০২ উত্তর হ্যা হলে কী কী পণ্য উৎপাদন করছেন? --------------------------------------

৫.০৩ সমিতির নারী সদস্যরা কোন ব্যবসায়িক উদ্যোগে সম্পৃক্ত আছেন কিনা? হ্যাঁ/না (টিক দিন)

৫.০৪ উত্তর হ্যা হলে কী কী সেবা প্রদান করছেন? --

৫.০৫ নারী সদস্যরা কোন উৎপাদনমুখি কর্মকাণ্ড/ব্যবসায়িক উদ্যোগের পরিকল্পনা করছেন কিনা? হ্যাঁ/না (টিক দিন)

৫.০৬ উত্তর হ্যা হলে কী ধরনের উল্লেখ করুন: --

৬.০০ সম্ভাবনা ও অন্যান্য

৬.০১ নারীর উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে সমবায় সমিতির আরো কী কী করণীয় আছে বলে আপনি মনে করেন । (উল্লেখ করুন

৬.০২ সমবায় সমিতি উপযুক্ত সহযোগিতা পেলে কোন কোন ক্ষেত্রে আরো বেশি উন্নয়ন করা সম্ভব ছিল বলে আপনমিনে করেন ।

৬.০৩ নারীর ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে সমবায় বিভাগ ও সমবায় অফিসের নিকট হতে কী কী সহযোগিতা বৃদ্ধি করা বা সৃষ্টি করা প্রয়োজন বলে মনে করেন ।

স্বাক্ষর	স্বাক্ষর
উত্তরদাতার নাম ও পদবী:	তথ্য সংগ্রহকারীর নাম ও পদবী
তারিখঃ	তারিখঃ

পরিশিষ্ট-০৬:

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি
কোটবাড়ী, কুমিল্লা।

আদেশ নং- ৪৭.৬১.০০০০.৩৪১.১৮.৪৩৬.১৮-১৬৪ তারিখ-১০/০২/২০২০খ্রি.

বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি, কোটবাড়ী, কুমিল্লায় ২০১৯-২০২০খ্রি. সনের **"নারীর ক্ষমতায়নে সমবায় ঃ অর্জন, চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা"** শীর্ষক গবেষণার কার্যক্রম চলমান রয়েছে। গবেষণা কার্যক্রমে তথ্য/ডাটা সংগ্রহের জন্য নিম্নলিখিত কর্মীদের তথ্য/ডাটা সংগ্রহকারী হিসেবে মনোনয়ন প্রদান করা হ'ল। উক্ত তথ্য/ডাটা সংগ্রহকারীদের ০১ (এক) দিনের প্রশিক্ষণ আগামী ২০/০২/২০২০খ্রি. তারিখ রোজ বৃহস্পতিবার সকাল ৯.০০ ঘটিকার সময় অত্র একাডেমির সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হবে। উল্লেখ্য যে, সংশ্লিষ্ট জেলা সমবায় অফিসারগণের সাথে আলোচনাক্রমে এ মনোনয়ন প্রদান করা হয়েছে।

ক্রঃ নং	তথ্য/ডাটা সংগ্রহকারীর নাম	পদবী	কার্যালয়ের নাম ও ঠিকানা
০১.	জনাব মোঃ নাজমুল হাসান	প্রশিক্ষক	জেলা সমবায় কার্যালয়, ঢাকা।
০২.	জনাব তাজকেরা সুলতানা	পরিদর্শক	জেলা সমবায় কার্যালয়, ঢাকা।
০৩.	জনাব খালিদ হোসেন	সহঃ প্রশিক্ষক	জেলা সমবায় কার্যালয়, গোপালগঞ্জ।
০৪.	জনাব শিপ্রা দেবনাথ	প্রশিক্ষক	জেলা সমবায় কার্যালয়, টাঙ্গাইল।
০৫.	জনাব সুমন কুমার বিশ্বাস	পরিদর্শক	জেলা সমবায় কার্যালয়, চট্টগ্রাম।
০৬.	জনাব অর্পণ দাশগুপ্ত	পরিদর্শক	জেলা সমবায় কার্যালয়, চট্টগ্রাম।
০৭.	জনাব মোঃ বেলাল হোসাইন	প্রশিক্ষক	জেলা সমবায় কার্যালয়, খাগড়াছড়ি।
০৮.	জনাব মোঃ মীর হোসেন	প্রভাষক	বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি, কোটবাড়ী, কুমিল্লা।
০৯.	জনাব মোঃ লোকমান হোসেন	পরিদর্শক	জেলা সমবায় কার্যালয়, কুমিল্লা।
১০.	জনাব মোঃ আনোয়ার হোসেন	পরিদর্শক	জেলা সমবায় কার্যালয়, খুলনা।
১১.	জনাব শেখ মারুফ-উজ-জামান	পরিদর্শক	জেলা সমবায় কার্যালয়, খুলনা।
১২.	জনাব মোঃ আশরাফ আলী	প্রশিক্ষক	জেলা সমবায় কার্যালয়, সাতক্ষীরা।
১৩.	জনাব শাহরিয়ার আকন্দ	পরিদর্শক	জেলা সমবায় কার্যালয়, ময়মনসিংহ।
১৪.	জনাব শহীদ মিয়া	তাঁত তত্ত্বাবধায়ক	জেলা সমবায় কার্যালয়, ময়মনসিংহ।
১৫.	জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম (১)	পরিদর্শক	জেলা সমবায় কার্যালয়, জামালপুর।
১৬.	জনাব মোঃ নূর আলম	পরিদর্শক	জেলা সমবায় কার্যালয়, বগুড়া।
১৭.	জনাব মোঃ জুয়েল উদ্দিন	পরিদর্শক	জেলা সমবায় কার্যালয়, চাঁপাইনবাবগঞ্জ।
১৮.	জনাব মোঃ আবু ওয়াজেদ	পরিদর্শক	জেলা সমবায় কার্যালয়, দিনাজপুর।
১৯.	জনাব মহম্মদ আলী	তাঁত তত্ত্বাবধায়ক	জেলা সমবায় কার্যালয়, দিনাজপুর।
২০.	জনাব মোঃ আব্দুর রউফ মিয়া	পরিদর্শক	জেলা সমবায় কার্যালয়, কুড়িগ্রাম।
২১.	জনাব আব্দুল হালিম	পরিদর্শক	জেলা সমবায় কার্যালয়, পিরোজপুর।
২২.	জনাব মোহাম্মদ সালিক আহমদ ভূঁইয়া	পরিদর্শক	জেলা সমবায় কার্যালয়, মৌলভীবাজার।

বি:দ্র: মনোনয়নকৃত প্রশিক্ষণার্থীগণকে আগামী ১৯/০২/২০২০ খ্রি. সন্ধ্যা ৭.০০ ঘটিকার মধ্যে একাডেমির হোষ্টেলের অভ্যর্থনা কক্ষে রিপোর্ট করতে হবে।

স্বা:- (মোঃ ইকবাল হোসেন)
অধ্যক্ষ
বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি
কোটবাড়ী, কুমিল্লা।
ফোন ঃ ০৮১-৭৬০১৭
ই-মেইল : bcacomilla@gmail.com

স্মারক নং- ৪৭.৬১.০০০০.৩৪৪.১৮.৪৩২.১০-১৬৪/১(৫০) তারিখ-১০/০২/২০২০খ্রি.

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো ঃ

০১। জনাব ....পরিদর্শক /প্রশিক্ষক/ সহঃ প্রশিক্ষক/তাঁত তত্ত্বাবধায়ক ও তথ্য সংগ্রহকারী, জেলা সমবায় কার্যালয়, ... ।
০২। জেলা সমবায় অফিসার, ... ।
০৩। যুগ্ম নিবন্ধক, বিভাগীয় সমবায় দপ্তর, ... ।
০৪। নিবন্ধক ও মহাপরিচালক, সমবায় অধিদপ্তর, ঢাকা।
০৫। মাননীয় চেয়ারম্যান, পার্বত্য জেলা পরিষদ, খাগড়াছড়ি।

(মোহাম্মদ সফিকুল ইসলাম)
অধ্যাপক (প্রশিক্ষণ)
বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি
কোটবাড়ী, কুমিল্লা।

পরিশিষ্ট-০৭:

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি
কোটবাড়ী, কুমিল্লা ।

স্মারক নং-৪৭.৬১.০০০০.৩৪১.১৮.৪৩৬.১৮(৪র্থ খন্ড)-৪২৫ তারিখ-০১/০৬/২০২০খ্রি.

বিষয় ঃ বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি কর্তৃক পরিচালিত ২০১৯-২০২০ সনের গবেষণা কার্যক্রমের প্রতিবেদন চূড়ান্তকরণের লক্ষ্যে আয়োজিত কর্মশালায় অংশগ্রহণ প্রসঙ্গে ।

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, আগামী ১৩/০৬/২০২০খ্রি. রোজ শনিবার সকাল ৯.০০ ঘটিকার সময় বাংলাদেশ সমবায় একাডেমিতে "নারীর ক্ষমতায়নে সমবায় ঃ অর্জন, চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা" বিষয়ক গবেষণা প্রতিবেদন চূড়ান্তকরণের লক্ষ্যে কর্মশালা অনুষ্ঠিত হবে । উক্ত কর্মশালায় অংশগ্রহণের নিমিত্তে নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তা/ সমবায়ীদেরকে মনোনয়ন প্রদান করা হলো ঃ

ক্রঃ নং	কর্মকর্তার নাম ও পদবী (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়)	কর্মস্থল/ ঠিকানা
০১	জনাব নাছিমা আক্তার, যুগ্ম-পরিচালক	বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি, কোটবাড়ী, কুমিল্লা ।
০২	জনাব মোঃ মিজানুর রহমান, যুগ্ম-পরিচালক	বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি, কোটবাড়ী, কুমিল্লা ।
০৩	জনাব ড.শেখ মাসুদুর রহমান, যুগ্ম-পরিচালক	বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি, কোটবাড়ী, কুমিল্লা ।
০৪	জনাব মোঃ আবু তালেব, উপ-পরিচালক	বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি, কোটবাড়ী, কুমিল্লা ।
০৫	জনাব সাইফুন নাহার, উপ-পরিচালক	বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি, কোটবাড়ী, কুমিল্লা ।
০৬	জনাব মোঃ রবিউল ইসলাম, জেলা সমবায় অফিসার	জেলা সমবায় কার্যালয়, কুমিল্লা ।
০৭	জনাব মোহাম্মদ বিল্লাল হোসেন, উপ-সহকারী নিবন্ধক	জেলা সমবায় কার্যালয়, কুমিল্লা ।
০৮	জনাব মুহম্মদ ওমর ফারুক মজুমদার, গবেষণা সহকারী	বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি, কোটবাড়ী, কুমিল্লা ।
০৯	জনাব মুহাম্মদ আজিজুল হক, উপজেলা সমবায় অফিসার	উপজেলা সমবায় কার্যালয়, আদর্শ সদর, কুমিল্লা ।
১০	জনাব মোঃ মঈন উদ্দিন হাসান, উপজেলা সমবায় অফিসার	উপজেলা সমবায় কার্যালয়, ব্রাহ্মণপাড়া, কুমিল্লা ।
১১	জনাব মোঃ মনিরুল ইসলাম, উপজেলা সমবায় অফিসার	উপজেলা সমবায় কার্যালয়, বরুড়া, কুমিল্লা ।
১২	জনাব শাহনাজ পারভীন, উপজেলা সমবায় অফিসার	উপজেলা সমবায় কার্যালয়, বুড়িচং, কুমিল্লা ।
১৩	জনাব এডভোকেট নাজমুস সা,দাত, সভাপতি,	কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক লিঃ, কুমিল্লা ।
১৪	জনাব জাহাঙ্গীর আলম, প্রভাষক	বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি, কোটবাড়ী, কুমিল্লা ।
১৫	জনাব মোঃ মীর হোসেন, প্রভাষক	বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি, কোটবাড়ী, কুমিল্লা ।
১৬	জনাব মোঃ আক্তার হোসেন, সভাপতি	গাবতলী সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ, সদর দক্ষিণ, কুমিল্লা ।
১৭	জনাব মোঃ আবদুস সাত্তার, সদস্য	খেতাসার ষষ্ঠগ্রাম সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সঃ সঃ লিঃ, আদর্শ সদর , কুমিল্লা ।
১৮	জনাব হাসিনা আক্তার, সভাপতি	কুমিল্লা বিউটি পার্লার মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ, আদর্শ সদর, কুমিল্লা ।
১৯	জনাব শাহীন আক্তার, সদস্য	কুমিল্লা বিউটি পার্লার মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ, আদর্শ সদর, কুমিল্লা ।
২০	জনাব শাহানা আক্তার, সদস্য	সূচনা বহুমূখী সমবায় সমিতি লিঃ, সদর দক্ষিণ, কুমিল্লা ।

(মোঃ ইকবাল হোসেন)
অধ্যক্ষ
বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি
কোটবাড়ী, কুমিল্লা ।
ফোন ঃ ০৮১-৭৬০১৭

স্মারক নং-৪৭.৬১.০০০০.৩৪১.১৮.৪৩৬.১৮(৪র্থ খন্ড)-৪২৫/১(৩০) তারিখ-০১/০৬/২০২০খ্রি.

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো ঃ-

০১। জনাব.. ।

০২। জেলা সমবায় অফিসার, কুমিল্লা ।

০৩। যুগ্ম-নিবন্ধক, বিভাগীয় সমবায় দপ্তর, চট্টগ্রাম বিভাগ, চট্টগ্রাম ।

০৪। জনাব ...., গবেষণা পরিচালক/ গবেষক, গবেষণা কমিটি । (তাঁকে কর্মশালায় যথাসময়ে উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ করা হ'ল)

০৫। পিএ টু অধ্যক্ষ, বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি, কোটবাড়ী, কুমিল্লা । ইহা অধ্যক্ষ মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য

০৬। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি, কোটবাড়ী, কুমিল্লা ।

০৭। নিবন্ধক ও মহাপরিচালক, সমবায় অধিদপ্তর, ঢাকা ।

(মোহাম্মদ সফিকুল ইসলাম)
অধ্যাপক (প্রশিক্ষণ)
বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি
কোটবাড়ী, কুমিল্লা ও
সদস্য-সচিব, গবেষণা কমিটি ।
ইমেইল : bcacomilla@gmail.com

পরিশিষ্ট-০৮:

১৩/০৬/২০২০ খ্রিঃ তারিখ, রোজ শনিবার বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি, কুমিল্লাতে অনুষ্ঠিত 'নারীর ক্ষমতায়নে সমবায়: অর্জন, চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা'
(Role of Cooperatives in Empowering Woman: Achievements, Challenges and Possibilities)
শীর্ষক কর্মশালায় উপস্থাপিত মূল প্রবন্ধের উপর মতামত ও সুপারিশ প্রদানের নিমিত্ত গঠিত

দল ও বিষয়:

ক্রঃ নং	দলের নাম	দলের সদস্যবৃন্দ	বিষয়
১	আশা	জনাব নাছিমা আক্তার, যুগ্ম-পরিচালক	নারীর ক্ষমতায়নের পারিবারিক ও সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি: বাস্তবতা ও করণীয়
		জনাব মোঃ রবিউল ইসলাম, জেলা সমবায় অফিসার	
		জনাব মোঃ মনিরুল ইসলাম, উপজেলা সমবায় অফিসার	
		জনাব মোঃ আক্তার হোসেন, সভাপতি	
২	প্রত্যাশা	জনাব ড. মোঃ মিজানুর রহমান, যুগ্ম-পরিচালক	নারীর ক্ষমতায়নে সমবায় আন্দোলনের সফলতা ও ব্যর্থতার কারণ নির্ণয়
		জনাব মোহাম্মদ বিল্লাল হোসেন, উপ-সহকারী নিবন্ধক	
		জনাব শাহনাজ পারভীন, উপজেলা সমবায় অফিসার	
		জনাব মোঃ আবদুস সাত্তার, সদস্য	
৩	ভালোবাসা	জনাব ড. শেখ মাসুদুর রহমান, যুগ্ম-পরিচালক	নারীর ক্ষমতায়নে সমবায় সম্ভাবনা: বাস্তবতা ও করণীয়
		জনাব মুহম্মদ ওমর ফারুক মজুমদার, গবেষণা সহকারী	
		জনাব এডভোকেট নাজমুস সা,দাত, সভাপতি,	
		জনাব হাসিনা আক্তার, সভাপতি	
৪	সম্প্রীতি	জনাব মোঃ আবু তালেব, উপ-পরিচালক	সমবায়ের মাধ্যমে নারীর কর্মসংস্থানের বিভিন্ন দিক
		জনাব মুহাম্মদ আজিজুল হক, উপজেলা সমবায় অফিসার	
		জনাব মোঃ মঈন উদ্দিন হাসান, উপজেলা সমবায় অফিসার	
		জনাব মোঃ মীর হোসেন, প্রভাষক	
৫	সমবায়	জনাব সাইফুন নাহার, উপ-পরিচালক	দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে নারীর ক্ষমতায়নের ভবিষ্যৎ
		জনাব জাহাঙ্গীর আলম, প্রভাষক	
		জনাব শাহীন আক্তার, সদস্য	
		জনাব শাহানা আক্তার, সদস্য	

পরিশিষ্ট-০৯:

বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি, কোটবাড়ী, কুমিল্লায় ২০১৯-২০খ্রিঃ সনের গবেষণার কার্যক্রমের জন্য বাছাইকৃত বিভাগ, জেলা, উপজেলা ও মহিলা/ মহিলা সম্পৃক্ত সমবায় সমিতির তালিকা

বিভাগ	জেলা	উপজেলা	ক্রঃ নং	সমিতির নাম, নিবন্ধন নং ও তারিখ
১	২	৩	৪	৫
ঢাকা	ঢাকা	বারিধারা	০১	বারিধারা মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং-২১৯, তারিখ-০৪/১১/১৯৯৬খ্রিঃ, সংশোধিত নিবন্ধন নং-১৮, তারিখ-১৪/০২/২০০২খ্রিঃ, সংশোধিত নিবন্ধন নং-২২, তারিখ-২৫/০৭/২০১১খ্রিঃ।
		মোহাম্মদপুর	০২	প্রেরণা মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং-৯০২, তারিখ-১৮/১০/২০০৫খ্রিঃ।
			০৩	আগারগাঁও মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং-২৭৫, তারিখ-১৩/০৩/২০০৬খ্রিঃ।
		লালবাগ	০৪	হাজারীবাগ মহিলা বহুমূখী সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং-৫০, তারিখ-৩১/০১/২০০৪খ্রিঃ, সংশোধিত নিবন্ধন নং-২৪, তারিখ-১৭/০৪/২০১৩খ্রিঃ, ।
		শাহআলী	০৫	একতা মহিলা বহুমূখী সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং-১৩৬৭, তারিখ-০৮/১০/২০০৬খ্রিঃ।
		রমনা	০৬	দি মর্নিং স্টার কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ, নিবন্ধন নং-১৪১, তারিখ- ১৪/০২/২০১৩খ্রিঃ।
		উত্তরা	০৭	ভাই ভাই কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ, নিবন্ধন নং-১৪, তারিখ- ১৫/০১/১৯৯৩খ্রিঃ।
		কোতয়ালী	০৮	মেটাল ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং-১৮, তারিখ-০৫/০৬/২০০৯খ্রিঃ।
	গোপালগঞ্জ	সদর	০৯	সুকতাইল আকলিমা মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং-২২, তারিখ-২০/০২/২০১৬খ্রিঃ
		মুকসুদপুর	১০	কলিগ্রাম বসুন্ধরা মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং-৩৯, তারিখ-০৮/০৫/২০০৮খ্রিঃ
			১১	দঃ জলিরপাড় দোলনচাঁপা মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং-৪২, তারিখ-০৮/০৫/২০০৮খ্রিঃ
			১২	উঃ জলিরপাড় আশার আলো মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং-৪১, তারিখ-০৮/০৫/২০০৮খ্রিঃ
		টুঙ্গিপাড়া	১৩	গোপালপুর চাঁদের আলো মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং-১৬৪, তারিখ-১২/০৫/২০১৩খ্রিঃ
		কাশিয়ানী	১৪	স্বদেশ সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং-১২৭, তারিখ-২৯/০৩/২০১৭খ্রিঃ।
			১৫	প্রচেষ্টা মাল্টিপারপাস কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ, নিবন্ধন নং-১০৪, তারিখ- ২৬/০১/২০১০খ্রিঃ।
	টাঙ্গাইল	মধুপুর	১৬	গুইলাপাড়া মহিষমারা মহিলা বহুমূখী সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং-১৪৮, তারিখ-১৯/১২/২০০৭খ্রিঃ।
		সদর	১৭	মেঘনা বহুমূখী সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং-১০, তারিখ-৩০/০৬/১৯৯৪খ্রিঃ।
			১৮	জনতা বহুমূখী সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং-১৪৮১, তারিখ-১৪/০৯/১৯৮৫খ্রিঃ।
		ঘাটাইল	১৯	অন্বেষা বহুমূখী সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং-২৪, তারিখ-১৫/১০/১৯৯৮খ্রিঃ।
		দেলদুয়ার	২০	আশার আলো সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং-১১৪, তারিখ-০২/০৮/২০১৭খ্রিঃ।

চট্টগ্রাম	চট্টগ্রাম	কোতোয়ালী	২১	পাথরঘাটা ভিশন মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং- ৯৬৮৭, তারিখ- ২৯/০১/২০০৯খ্রিঃ।
		ডবলমুরিং	২২	সমন্বয় মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং- ৯৬৮৪, তারিখ- ২৫/০১/২০০৯খ্রিঃ।
			২৩	খুলশী মহিলা বহুমূখী সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং- ৯৪৬৪, তারিখ- ২১/০৫/২০০৮খ্রিঃ।
			২৪	সোনারতরী বহুমূখী সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং-৯৫৫৬, তারিখ- ১৩/০৮/২০০৮খ্রিঃ।
		পাঁচলাইশ	২৫	বাকলিয়া মহিলা বহুমূখী সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং- ৯০৭৪, তারিখ-১৭/০৫/২০০৭খ্রিঃ।
			২৬	রূপায়ন মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং- ৯৬৪৯, তারিখ- ০৩/১২/২০০৮খ্রিঃ।
			২৭	আলোর দিশারী বহুমূখী সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং-১০৪৫৪, তারিখ-৩০/০৯/২০১০খ্রিঃ।
		ফটিকছড়ি	২৮	নানুপুর মাল্টিপারপাস কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ, নিবন্ধন নং- ১০৩৩৬, তারিখ-১৫/০৭/২০১০খ্রিঃ।
			২৯	সোস্যাল অর্গানাইজেশন ফর পভার্টি এলিমিনেশন নানুপুর সোপান) সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং-১১৯০৫, তারিখ- ০৪/০৭/২০১৩খ্রিঃ।
		সাতকানিয়া	৩০	বাজালিয়া আদর্শ যুব সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং-৯৩৭৭, তারিখ- ১৯/০২/২০০৮খ্রিঃ।
		পটিয়া	৩১	কেলিশহর আর্বান কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ, নিবন্ধন নং-৩৭, তারিখ-৩১/০১/১৯২৪খ্রিঃ।
		রাঙ্গুনিয়া	৩২	পোমরা গ্রামীণ ট্রাষ্ট সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং- ১২২১০, তারিখ-২৫/০৫/২০১৪খ্রিঃ।
	কুমিল্লা	লাকসাম	৩৩	কান্দিরপাড় সততা মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং-৫৯, তারিখ- ১৯/০৩/২০১৭খ্রিঃ।
			৩৪	বাকই মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং-৬০, তারিখ- ১৯/০৩/২০১৭খ্রিঃ।
		আদর্শ সদর	৩৫	২য় মুরাদপুর মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং-০৩, তারিখ- ২৭/১২/১৯৮৮খ্রিঃ।
			৩৬	ঝাউতলা মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং-৩১, তারিখ- ২১/০৩/১৯৭৭খ্রিঃ।
			৩৭	বামইল সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং-২৪, তারিখ-০৩/০৪/১৯৬৩খ্রিঃ।
		দাউদকান্দি	৩৮	দাউদকান্দি ক্লাসিক বহুমূখী সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং-৯২, তারিখ-১৯/০৮/২০১০খ্রিঃ।
		সদর দক্ষিণ	৩৯	বিজয়পুর রুদ্রপাল মৃৎশিল্প সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং-৩৯, তারিখ-২৯/০৮/১৯৬২খ্রিঃ।
			৪০	জয়পুর সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং-৬৯, তারিখ-০৭/১২/১৯৬৩খ্রিঃ।
		চান্দিনা	৪১	মাধাইয়া সোনামনি সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং- ৪৬, তারিখ- ১৮/১১/২০১২খ্রিঃ।
	খাগড়াছড়ি	সদর	৪২	ইসলামপুর মহিলা সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং- ৫০৪/খাগড়া, তারিখ- ০৬/০২/২০১৩খ্রিঃ।
			৪৩	বারেং মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং- ০১৪/খাগড়া, তারিখ- ২৪/০৪/২০১৭খ্রিঃ।
		মহালছড়ি	৪৪	সিন্দুকছড়ি সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং- ৪৫৯/খাগড়া, তারিখ- ০৬/০২/২০১২খ্রিঃ।
		পানছড়ি	৪৫	পানছড়ি চেঙ্গী নদী রাবার ড্যাম পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং-৫২১/খাগড়া, তারিখ- ২৪/০৭/২০১৩খ্রিঃ।

খুলনা	খুলনা	মেট্রোঃ থানা	৪৬	নবরূপা মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং- ১৪৩/কে, তারিখ- ০১/০৭/২০০৮খ্রিঃ।
			৪৭	ঠিকানা মহিলা সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং- ১৪৪/কে, তারিখ- ০১/০৭/২০০৮খ্রিঃ।
		দাকোপ	৪৮	চমক বহুমূখী মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ,নিবন্ধন নং-১১৪/কে, তারিখ- ০৩/১০/২০০৭খ্রিঃ।
			৪৯	সৃজনী বহুমূখী মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ,নিবন্ধন নং-১১৩/কে, তারিখ- ০৩/১০/২০০৭খ্রিঃ।
			৫০	দিশারী বহুমূখী সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং-১০৯/কে, তারিখ- ১৩/০৯/২০০৭খ্রিঃ।
		ডুমুরিয়া	৫১	প্রত্যাশা মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং-২৪৮/কে, তারিখ- ....খ্রিঃ।
		পাইকগাছা	৫২	জিরবুনিয়া গ্রাম উন্নয়ন বহুমূখী সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং-৮৩/কে, তারিখ-১০/১২/২০০০খ্রিঃ।
			৫৩	ফুলবাড়ী বাজার ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং-২৬/কে, তারিখ-১০/০৪/২০০২খ্রিঃ।
			৫৪	জোনাকী গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং-৮৬/কে, তারিখ- ০২/১০/২০০৪খ্রিঃ।
			৫৫	অগ্রগামী কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ, নিবন্ধন নং-৪৬/কে, তারিখ-০৬/০৯/২০০০খ্রিঃ।
	সাতক্ষীরা	সদর	৫৬	শুভেচ্ছা মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং-৭২/সাত, তারিখ- ০৩/০৩/২০১০খ্রিঃ।
			৫৭	সুন্দরবন মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং-৬০/সাত, তারিখ- ০৩/০১/২০১৬খ্রিঃ।
			৫৮	তিতাস বহুমূখী সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং-১২/সাত, তারিখ- ২৯/০৭/২০০৭খ্রিঃ।
			৫৯	আশার আলো সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং- ৪৩/সাত, তারিখ- ০৩/১১/২০১১খ্রিঃ।
রাজশাহী	বগুড়া	সদর	৬০	আপন মহিলা বহুমূখী সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং-১৫৯, তারিখ- ০৮/০৯/২০০৮খ্রিঃ।
			৬১	মিতালী মহিলা বহুমূখী সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং-৮৯, তারিখ- ০৩/১০/২০০৭খ্রিঃ।
			৬২	আবির শ্রমজীবী সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং-১৭৯, তারিখ- ১৮/১০/২০১৫খ্রিঃ।
		সারিয়াকান্দি	৬৩	হাটশেরপুর জাগরনী মহিলা বহুমূখী সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং- ১০৬, তারিখ-০৪/১২/২০০৭খ্রিঃ।
			৬৪	কামালপুর মানবিক নাগরিক শ্রমজীবী সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং- ১৫৭, তারিখ-২৮/০৭/২০১৫খ্রিঃ।
		শাহাজাহানপুর	৬৫	সেফ সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং-১১, তারিখ- ২২/০১/২০১২খ্রিঃ।
		আদমদীঘি	৬৬	উল্টরণ কৃষিপণ্য উৎপাদনকারী শ্রমজীবী সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং-২৩, তারিখ- ১২/০১/২০১৫খ্রিঃ।
	চাপাইনবাব গঞ্জ	সদর	৬৭	নামোনিমগাছী সম্প্রীতি মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং-০৭, তারিখ-২৭/০৭/২০০৮খ্রিঃ।
			৬৮	ঘাটিয়াল পাড়া হেনা মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং-৩০, তারিখ-১৭/০৯/২০০৯খ্রিঃ।
			৬৯	উপর রাজারামপুর কল্যাণী মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং-৩৬, তারিখ-২৪/০৬/২০০৮খ্রিঃ।
রংপুর	দিনাজপুর	সদর	৭০	২নং উপশহর মহিলা কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ, নিবন্ধন নং- ৯৬/৯৯, তারিখ- ৩০/০৮/১৯৯৯খ্রিঃ।
			৭১	বালুবাড়ী কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ, নিবন্ধন নং-১৮, তারিখ- ১০/০৪/২০০৭খ্রিঃ।

			৭২	সুইহারী খ্রিষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ, নিবন্ধন নং-২২/৯০, তারিখ- ০১/০৭/১৯৯০খ্রিঃ।
		বিরামপুর	৭৩	বিরামপুর সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং-১৪৩৮, তারিখ-২৮/০৫/২০১২খ্রিঃ।
		পার্বতীপুর	৭৪	স্ব-নির্ভর বহুমূখী সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং-২৫, তারিখ-২৮/০৪/২০১৪খ্রিঃ।
		খানসামা	৭৫	সিটিএম (কাম-টু-মেক) সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং-৮৮, তারিখ-১৬/০৪/২০১৪খ্রিঃ।
		বোচাগঞ্জ	৭৬	সেতাবগঞ্জ মহিলা কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ, নিবন্ধন নং-০১, তারিখ- ২৩/০১/১৯৯৬খ্রিঃ।
			৭৭	বোচাগঞ্জ মহিলা কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ, নিবন্ধন নং-১৩, তারিখ- ১৫/০৯/২০১৩খ্রিঃ।
	কুড়িগ্রাম	উলিপুর	৭৮	নারী সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং-৩৩, তারিখ- ০২/১০/২০১২খ্রিঃ।
		রাজারহাট	৭৯	সিংগারডাবরীহাট বহুমূখী সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং-০৭, তারিখ-২১/১০/২০০১খ্রিঃ।
বরিশাল	পিরোজপুর	সদর	৮০	বন্ধুমহল সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং-২৬ পিডি, তারিখ- ১১/১১/২০১২খ্রিঃ।
			৮১	রেড মাল্টিপারপাস কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ, নিবন্ধন নং-০৮ পিডি, তারিখ- ০৫/১১/২০০৯খ্রিঃ।
		ভান্ডারিয়া	৮২	হরিণপালা পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং-০৮ পিডি, তারিখ- ০১/১১/২০০০খ্রিঃ।
			৮৩	রারিধারা রানগর মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং-৬৩ পিডি, তারিখ- ১৫/০২/২০১৫খ্রিঃ।
			৮৪	মধ্য রাজপাশাা মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং-৩৯ পিডি, তারিখ- ৩১/১২/২০১৫খ্রিঃ।
সিলেট	মৌলভীবাজার	সদর	৮৫	জনবন্ধু বহুমূখী সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং-১১৯০, তারিখ-২৩/০৮/২০১০খ্রিঃ।
		বড়লেখা	৮৬	জনকল্যাণ সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং-৮২,
				তারিখ- ২০/০৮/২০১১খ্রিঃ।
			৮৭	জনসেবা দারিদ্র বিমোচন সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং-৪৪৬, তারিখ- ০১/০৭/২০১৫খ্রিঃ।
ময়মনসিংহ	ময়মনসিংহ	সদর	৮৮	সম্প্রীতি মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং-৬৬, তারিখ-০১/০৬/২০১৫খ্রিঃ।
			৮৯	শুকতারা মহিলা উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং-৬৮, তারিখ-১৭/০৫/২০১৭খ্রিঃ।
			৯০	রূপসী বাংলা বহুমূখী সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং-১৮০, তারিখ-১৮/১১/২০০৭খ্রিঃ।
			৯১	মানব বন্ধন বহুমূখী সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং-৩৩২, তারিখ-০২/০৪/২০০৯খ্রিঃ।
			৯২	পপুলার মাল্টিপারপাস কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ, নিবন্ধন নং-২৯১, তারিখ- ১৩/০৮/২০১২খ্রিঃ।
		ত্রিশাল	৯৩	বন্ধন শ্রমজীবী সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং-১৭১, তারিখ-২৯/১০/২০১৫খ্রিঃ।
		গফরগাঁও	৯৪	উন্মেষ পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং-৮৭, তারিখ-২৩/১১/২০০৬খ্রিঃ।
		ফুলবাড়ীয়া	৯৫	আনুহাদী কৃষ্ণচুড়া মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং-৯৬, তারিখ-০২/০৬/২০১৬খ্রিঃ।
			৯৬	কৈয়ারচালা সন্ধানী মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং-৮২, তারিখ-২৪/০৫/২০১৬খ্রিঃ।
		মুক্তাগাছা	৯৭	গোয়ারী মহিলা উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং-৩৩৬, তারিখ-১৪/১১/২০১২খ্রিঃ।
			৯৮	বনবাংলা মহিলা উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং-৩৩২, তারিখ-১৪/১১/২০১২খ্রিঃ।

	জামালপুর	সদর	৯৯	চিত্ররেখা মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং-১০১, তারিখ-০৭/০৪/২০১০খ্রিঃ।
			১০০	জঙ্গল পাড়া মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং-৬০৬, তারিখ-৩০/১০/১৯৮৪খ্রিঃ।
			১০১	জামালপুর সদর উপজেলা শিক্ষক কর্মচারী কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ, নিবন্ধন নং-১৮০, তারিখ- ০৩/০১/২০১১খ্রিঃ।
			১০২	জামালপুর হস্তশিল্প ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং-জাম-২৬/১৮, তারিখ- ০৬/০৬/২০১৮খ্রিঃ।
			১০৩	ব্রাড সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং-১১১/১৩, তারিখ- ০৬/১০/২০১৩খ্রিঃ।
		সরিষাবাড়ী	১০৪	খাগুরিয়া সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং-৭৬, তারিখ-২৭/০৮/২০০৭খ্রিঃ।
		মেলান্দহ	১০৫	মেলান্দহ জাগরন মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং-জাম-১১৬, তারিখ- ২৮/১০/২০১৩খ্রিঃ।

পরিশিষ্ট-১০: আইএসবিএন সনদ

Department of Archives and Library
Ministry of Cultural Affairs
Government of the People's Republic of Bangladesh

ISBN Certificate

Name of the Book (English) : Role of Cooperatives in Empowering Women: Achievements, Challenges and Possibilitie

Book Name নারীর ক্ষমতায়নে সমবায়: অর্জন, চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা

Name Of the Author (English): Haridas Thakur

Author Name: Md. Abdul Majid

Author Name: Moklesur Rahman

Author Name (বাংলা) : Md. Ziaul Hoque

Name of the Editor: Haridas Thakur

Place of Publication: Dhaka

Year of Publication : ১৬ আষাঢ় ১৪২৭ / 2020-06-30

ISBN Number: 978-984-34-8217-4

Issued By

Md. Jamal Uddin
Chief Bibliographer/Deputy Director
Department of Archives and Library
Agargaon, Sher-e-Bangla Nagar
Phone: 9127142

পরিশিষ্ট-১১:

সাম্যে কবি, জাগরণের কবি বিদ্রোহী কবি-আমাদের জাতীয় কবি
কাজী নজরুল ইসলামের 'নারী জাগরণে' প্রেরণামূলক আহবান

জাগো নারী জাগো বহ্নি-শিখা।

কাজী নজরুল ইসলাম

জাগো নারী জাগো বহ্নি-শিখা।
জাগো স্বাহা সীমন্তে রক্ত-টিকা।।
দিকে দিকে মেলি' তব লেলিহান রসনা,
নেচে চল উন্মাদিনী দিগ্‌বসনা,
জাগো হতভাগিনী ধর্ষিতা নাগিনী,
বিশ্ব-দাহন তেজে জাগো দাহিকা।।
ধূ ধূ জ্ব'লে ওঠ ধূমায়িত অগ্নি,
জাগো মাতা, কন্যা, বধূ, জায়া, ভগ্নী!
পতিতোদ্ধারিণী স্বর্গ-স্খলিতা
জাহ্নবী সম বেগে জাগো পদ-দলিতা,
মেঘে আনো বালা বজ্রের জ্বালা
চির-বিজয়িনী জাগো জয়ন্তিকা।।

বঙ্গবন্ধুর দর্শন সমবায়ে উন্নয়ন মুজিববর্ষের প্রত্যয় এগিয়ে যাবে সমবায়